# বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ

## প্রথম খণ্ড ॥ শিক্ষা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

প্রধান সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সদস্য

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীমণীন্দ্র রায়

শ্রীঅশোক ঘোষ শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি

প্রথম প্রকাশ
৩০শে মে ১৯৬২
১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭২
৩রা পৌষ ১৩৭৯

প্রকাশক
শ্রীমুক্তিপদ রায়
সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীমদন সিংহ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীসঞ্জয় সেনগুপ্ত
মূল্য তিন খণ্ড একত্রে উনিশ টাকা

Vidyasagar Rachana Samgraha
Writings of Vidyasagar
Volume I : Educational Writings

# মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হল। এই প্রকাশনার মাধ্যমে যুগন্ধর পুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজজীবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃপণ অবদান নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর চাইতে বড় পণ্ডিত, বড় সমাজ-সংস্কারক অথবা হৃদয়বান মানুষ হয়তো এদেশে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু একাধারে এত গুণের সমাবেশ আর কোথাও ঘটেনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষায় ঘটনাবহুল সময়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই নব নব যুগ উন্মেষের সচেতন অংশীদার।

তাঁর জন্মকালে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত। শেষতম পেশোয়াও বিদেশী শাসকের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছেন বিদ্যাসাগরের জন্মের দু বছর আগে। ৭১ বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বয়স তখন ছয় বছর। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ ততদিনে রোপিত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম।

নিরতিশয় দরিদ্র পরিবারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। সে যুগে ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্য পাঠের সুযোগ ছিল সীমিত। তবু, আপন অধ্যবসায়ে, শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, ইংরাজী ভাষাতেও তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত, ইংরাজী এবং আঞ্চলিক ভাষা—এই ত্রি-ভাষার ভিত্তিতে শিক্ষানীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত, এই ছিল বিদ্যাসাগরের অভিমত। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও এ মতবাদ যথেষ্ট আধুনিক।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বিদ্যাসাগর সামাজিক অপপ্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রাম চালিয়েছেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। কঠোরতা, কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়াবেগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। অনন্যসাধারণ পণ্ডিত, শিক্ষাসংস্কারক, সমাজসংস্কারক এবং পরম করুণাময় বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনসাধনা আভাসিত হয়েছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে।

বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তাঁর সচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। শুধুমাত্র সাহিত্যকীর্তির নজির হিসেবেই নয়, বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া শিক্ষানুরাগী মানুষের অবশ্য কর্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মসার্ধশতবার্ষিকীতে বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি যে

কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম হচ্ছে, এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশ। সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যাসাগরকে আরো বেশী পরিচিত করাবার জন্য যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে রচনাসংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনা সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হলেই এই প্রকাশনা সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা থেকে প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে সমিতির প্রতিটি কর্মী সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাছাড়া যাঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে রচনাসংগ্রহের সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব হতো না তাঁরা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীরাধাবিনোদ সুলাল এবং শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায়। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসন্তোষ মিত্র প্রুফ দেখেছেন। দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেসের কর্মিবৃন্দ এবং কর্মাধ্যক্ষ। এঁদের সকলকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

( উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

# ভূমিকা

"বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ হইব না"—এ কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৭ সালে (১১ই অগস্ট, ১৮৭০ ইং) এক পত্রে লেখেন। শম্ভুচন্দ্র ইতিপূর্বে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় অগ্রজকে লিখেছিলেন—বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন; সে বিবাহ সম্পন্ন হলে কুটুম্বগণ তাঁদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করবে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন সে বিবাহ নিবারণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন-তখনি পত্রের উত্তর দিলেন না। ২৭শে শ্রাবণ বিবাহ সম্পন্ন হলে পর ৩১শে শ্রাবণ সে বিবাহে সম্পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে শম্ভুচন্দ্রকে পত্র লেখেন। এ পত্র চিরস্মরণীয়—বিদ্যাসাগরের 'অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব' পত্রের প্রতিটি ছত্রকে দিয়েছে স্বাভাবিক সমৌজ্জ্বল্য। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও কর্মজীবনের বিচারেও এ পত্র প্রয়োজনীয় এক প্রধান সূত্র। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে সেই অনন্যকর্মা মহাপুরুষ তাঁর জীবনের "সর্বপ্রধান সৎকর্ম্ম" বলে মনে করতেন। তাঁর নিজ জীবনাদর্শও এই কথাতে সুস্পষ্ট। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রায় ৮০ বৎসর অতিবাহিত। কালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাঙ্গীণভাবে দেখে মানুষ বিদ্যাসাগরের মহিমা আমাদের বিনম্র হৃদয়ে অনুভব করবার প্রয়োজন আজ স্বতঃসিদ্ধ। বহুধারায় বাহিত সেই অদ্ভুতকর্মা পুরুষের কর্মজীবনকেও সেই সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ শুভবুদ্ধিতে আলোচনা ও বিচার করবার প্রয়োজন তেমনি সর্বস্বীকার্য।

## যুগের পরিপ্রেক্ষিত

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যুগটার মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের স্থান। কবে থেকে যুগের আরম্ভ, কবে তার শেষ, এ তর্কে না গিয়েও বলা যায়—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ ইং, ২০শে জানুয়ারি) থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান (১৯১৮ ইং, ১১ নবেম্বর), ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের উপর জঙ্গী অত্যাচার, এবং গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব—মোটামুটি এই একশত বৎসরকে সমগ্রভাবে একটা যুগ বলে গণনা করে চলে। যুগটা প্রধানত বাঙালি জীবন নিয়ে, 'বাঙলার নবযুগ', 'বাঙালি জাগরণের যুগ';—তার ইংরেজি নাম কেউ 'রিনাসেন্স' দেন, কেউ দেন না। পরাধীন দেশে, এক আধা-সামন্তব্যবস্থার মধ্যে বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণী এ যুগের স্রষ্টা, বাহক ও ধারক। তা সত্ত্বেও, এই একশত বৎসরের মধ্যে বাঙালি সমাজে যে ব্যাপক আলোড়ন ও জীবনস্ফূর্তি দেখা গেল—নানা দিকে দেখা গেল এত

অদ্ভুতকীর্তি স্রষ্টার, মনীষীর ও কর্মী-পুরুষের আবির্ভাব,—যে তিন হাজার বৎসরের ভারতের ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। জীবনের এমন জোয়ার এদেশে আর ঘটে নি—অশোকের কালে নয়, গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়ে নয়, মোগল রাজত্বে আকবরের দিনেও নয়। মধ্যবিত্ত বাঙলার সেই জাগরণের ত্রুটি তাই বলে কম নয়—এখনো তার জের আছে। কিন্তু সে যুগের চরিত্রবিচার না করেও,—সে যুগের বাঙালি জাগরণের সকল অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেও, তার জন্য গৌরব বোধ করা চলে।

সাধারণভাবে কয়েকটা বিশেষ পর্বে এই যুগকে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্বটা 'প্রস্তুতির পর্ব'—মোটামুটি তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। এরই মধ্যে রামমোহনের কাল (১৮১৫-১৮৩২), 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কাল (১৮৩৩-১৮৪১) ও 'তত্ত্ববোধিনী'র কাল (১৮৪১-১৮৫৯)।

দ্বিতীয় পর্ব: 'প্রকাশের পর্ব', মোটামুটি তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের দুই দশক। এরই মধ্যে সৃষ্টির প্রথম উল্লাস (মধুসূদন থেকে বঙ্কিম), সৃষ্টির উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন (রবীন্দ্রনাথের উদয় থেকে স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৪-১৯১৪)। তারপরে 'বাঙলার জাগরণ' মিলে যেতে থাকে 'সর্বভারতীয় জাগরণে'। স্বদেশী যুগ থেকে দেশবিভাগ পর্যন্ত বাঙালি জীবনে তখন বরং সংঘাত ও সংকটের কাল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল (১৮২০-১৮৯১) দুই পর্বের সংযোগস্থল। তাঁর কর্মজীবন মোটামুটি ১৮৪৬ (সংস্কৃত কলেজে যোগদান) থেকে প্রায় ১৮৭৫ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৫০-এর শেষভাগ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। তারপরে আশাভঙ্গ ও দীর্ঘ অপরাহ্ন—১৮৭৫ থেকে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, অস্তাচলশায়ী। উনিশ শতকের জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মজীবনকে সমগ্রভাবে দেখলে বুঝতে পারি—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙলার তিনিই তৃতীয় যুগপুরুষ; আর সমগ্র মনুষ্যত্বের দিক থেকে বুঝি, রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের কথার যাথার্থ্য; উপলব্ধি করা যায়—বাঙালি জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর অনন্য; এক নতুন আবির্ভাব; সেই হিসাবেই যেমন নিজে ভাগ্যনিপীড়িত, তেমনি আবার বাঙালি উজ্জীবনের অঙ্গীকার, পৌরুষের প্রেরণা। এ কথা তো বাঙালির ভুলবার সাধ্য নেই—বিদ্যাসাগর বাঙালিরই মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম তার পূর্বেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রামমোহনের আন্দোলনে কলকাতার বাঙালি সমাজ চঞ্চল। তিনি যখন কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করছেন (১৮২৯) তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যুগ সমাগত। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যয়ন তাঁর তপস্যা। কিন্তু পার্শ্বস্থ হিন্দু কলেজ তখন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহে টলটলায়মান। সমাজে ঝড় বইছে। উন্মার্গগামীদের যৌবনের বিদ্রোহে, দিগভ্রান্ত ঔদ্ধত্যে তাঁর সহানুভূতি না থাক, যুক্তি সাহস সত্যবাদিতায় সেই ইংরেজিওয়ালা ইয়ং বেঙ্গল কিন্তু এক অনস্বীকার্য যুগসত্যের অগ্রদূত। বিদ্যাসাগরের উন্মুখ জাগ্রত চিত্তে সে যুগের এই ছায়া পড়েছিল কিনা

জানবার উপায় নেই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে পাঠ-সমাপনান্তে আমরা দেখি এই যুগচেতনাকে গ্রহণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রস্তুত। ১৮৭০ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে তিনিই বাঙালি সমাজে অগ্রগণ্য।

## কর্মজীবনের ধারা

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন বাঙালি নবযুগের প্রস্তুতির পর্ব থেকে প্রকাশের পর্বে উত্তরণের চিত্র। সেই গতিপথের চিহ্নগুলি চক্ষুর সম্মুখে রাখা প্রয়োজন ( দ্রষ্টব্য : ঘটনাপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী )। বিদ্যাসাগর প্রথমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা সে কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে। নিয়োগের তারিখ—২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৪১। কার্যত, ১৮৪২-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। মোটামুটি ১৮৫৮-র ৩রা নবেম্বর পর্যন্ত সরকারী শিক্ষাবিভাগেই তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য মাঝে প্রায় এক বৎসর আট মাস কাল তাঁর চাকরি ছিল না। না হলে দু দফায় তিনি কাজ করেন একে একে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে :

১৮৪২-১৮৪৬ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথমবার, হেড পণ্ডিত— মাইনে ৫০ টাকা।

১৮৪৬ ( ৬ই এপ্রিল )—১৮৪৭ ( ১৬ই জুলাই ) : সংস্কৃত কলেজে প্রথমবার, অ্যাসিস্টেন্ট সম্পাদক—বেতন ৫০ টাকা। শিক্ষাসংস্কারের প্রথম প্রয়াস, সেক্রেটারির সহিত বিরোধ, পদত্যাগ। কার্যকাল মাত্র এক বৎসর তিন মাস।

[১৮৪৭ ( ১৬ই জুলাই )—১৮৪৯ : বিনা চাকরিতে, বিদ্যাসাগর 'বেকার'—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা (১৮৪৭) ও পুস্তক রচনায় নিরত।]

১৮৪৯ (১লা মার্চ)—১৮৫০ (৪ঠা ডিসেম্বর) : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয়বার ; হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, বেতন ৮০ টাকা।

১৮৫০ (৬ই ডিসেম্বর)—১৮৫৮ (৩রা নবেম্বর) : সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয়বার ; সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, ও ( ১৮৫২-র ২২শে জানুয়ারি থেকে ) অধ্যক্ষ ( প্রিন্সিপাল ), বেতন ১৫০ টাকা ; সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন,—শিক্ষার আদর্শের ও নীতির সংঘর্ষ—সাফল্য। ১৮৫৪-র ৬ জুন—অধ্যক্ষপদের সঙ্গে দক্ষিণ বাঙলা স্কুল ইনস্পেক্টর পদ লাভ, বেতন একত্রে ২০০ টাকা। বঙ্গ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। চাকরি-জীবন এই কলেজের পদত্যাগে শেষ (১৮৫৮)।

এ সময়কার শিক্ষাসম্পর্কিত অন্য প্রধান কর্ম—(ক) সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন—শিক্ষাদর্শের সংঘর্ষ। (খ) পাঠ্যপুস্তক রচনা—বেতালপঞ্চবিংশতি ( ১৮৪৭ ) থেকে চরিতাবলী ( ১৮৫৬ ) পর্যন্ত প্রায় দশখানা পুস্তক রচনা। (গ) শিক্ষাবিস্তার—১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত চারটি জেলায় ২০টি মডেল স্কুল (বঙ্গবিদ্যালয়) স্থাপন ; পাঁচটি (?) নর্মাল স্কুল ( শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ), পাঠশালাসমূহের পরিদর্শন ; (ঘ) স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে ১৮৫৭-র নবেম্বর, ১৮৫৮-র মে, এই সাত মাসের মধ্যে প্রায় ৩৫টি বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপন—বিদ্যালয়গুলির জন্য তাঁর মাসে খরচ হত ৮৪৫ টাকা (মোট ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০)—সরকারী মঞ্জুরির প্রত্যাশায় এরূপ খরচের কারণেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ বাধে—বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের তা অন্যতম কারণ। অবশ্য সরকার শেষ পর্যন্ত সে খরচ দেয়; কিন্তু বিদ্যালয়গুলিকে আর মঞ্জুরি দিতে অস্বীকার করাতে, বিদ্যালয়গুলি বিলুপ্ত হয়। (ঙ) তদতিরিক্ত বীরসিংহের অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা। (চ) ১৮৫০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৬৮ অবধি বেথুন বিদ্যালয় কমিটির তিনি অবৈতনিক সম্পাদক।

শিক্ষাক্ষেত্রে ছাড়াও, এই সময়েই বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হন—১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬, তাঁর বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রচার ও আন্দোলনে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয় (১৮৫৬-র ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়)। তারপর আরম্ভ হয় কার্যক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান—১৮৫৬, ৭ই ডিসেম্বর থেকে। বিদ্যাসাগরের তা সর্বপ্রধান কাজ হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ ও সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭-৫৮)। তাতে দেশের পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আইনের জন্যও (১৭ই ডিসেম্বর) আবেদন ও আন্দোলন একসঙ্গেই চলেছিল।

চাকরি ত্যাগের পরও স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান কর্ম ত্রিধারাতেই অগ্রসর হয়—প্রথমত, সমাজক্ষেত্রে—বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিষেধ আদি সমাজসংস্কারের চেষ্টায়; দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে—পুস্তক রচনায়, সম্পাদনায়, প্রকাশে; এবং বহু স্কুল কলেজ (বিশেষত বেথুন স্কুল ও পরে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', পরীক্ষক, পাঠ্যনির্বাচক কমিটির সদস্য প্রভৃতি নানা কর্মে; তৃতীয়ত, সাহিত্যক্ষেত্রে—বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ, পুস্তিকা প্রভৃতি রচনাসূত্রেই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত সাহিত্য হিসাবে বিদ্যাসাগর যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তবে তা প্রধানত: 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস'। তাঁর জীবৎকালে (স্বরচিত) 'বিদ্যাসাগরচরিত', 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' প্রভৃতি মৌলিক লেখা অপ্রকাশিত ছিল।

অদ্ভুতকর্মা হলেও নিছক কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর জীবনের অন্য পরিচয় তাঁর চারিত্রধর্মের শক্তিতে, তাঁর মনুষ্যধর্মে। আর সবসুদ্ধ তাঁর পরিচয় তাঁর আপন সাক্ষ্যে, আপন কর্মে,—আপন-প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে, লেখায়। কিন্তু শিক্ষকরূপেই বিদ্যাসাগর জীবনারম্ভ করেন। আর তিনিই সম্ভবত বাঙালির প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু। সেই শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের পরিচয় গ্রহণ তাই আমাদেরও প্রথম কর্তব্য।

## শিক্ষাগুরু : প্রস্তুতি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর বাঙলা পড়াতেন সিবিলিয়ান সাহেব ছাত্রদের। এ কলেজেই ১৮০০-তে উইলিয়ম কেরির অধ্যক্ষতায় ওরূপ ছাত্রদের জন্য বাঙলা গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তা এক প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ১৮৪২-এ কলেজের আর সেদিন ছিল না। তথাপি শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর সেখানে আপন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। ক্যাপ্টেন জে. টি. মার্শাল ছিলেন কলেজের সুযোগ্য সেক্রেটারি। ২১ বৎসরের যুবক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের গুণে তিনি মুগ্ধ হন, আর সে সূত্রে পরিচিত হয়ে সরকারী শিক্ষা পরিষদের (কাউন্সিল অব এডুকেশন) সেক্রেটারি ডক্টর এফ. জে. ময়েট (F. J. Mouat) হয়ে ওঠেন বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী সুহৃদ্। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে এঁদের স্থান সামান্য নয়। তা ছাড়া, এই কলেজে অধ্যাপনাসূত্রে বিদ্যাসাগরের এমন কিছু ইংরেজ ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটল যাঁরা পরবর্তী কালে দেশের উন্নতিকামী রাজপুরুষ রূপে এদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বাঙালি পণ্ডিতের কর্তব্যনিষ্ঠায় ও চরিত্রগুণে এই সিবিলিয়ানরাও তেমনি কেউ কেউ চিরদিনের মতো হন বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধাশীল সুহৃদ্। যেমন, ফ্রেডরিক হ্যালিডে, সীটন কার, সিসিল বীডন প্রভৃতি। অন্যদিকে, তাঁদের সাহচর্যে ও আচরণে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও ইংরেজ চরিত্রের এমন কতকগুলি স্থির সম্পদের পরিচয় পান যাতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-ধর্ম যে মূলত পরাধীন সমাজের পরম অকল্যাণের হেতু, এ বোধও স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের চেতনায় উগ্র হয়ে উঠতে পারে নি। বরং বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার মূল সত্য এ সময়েই তাঁর ধারণায় সুস্থির হয়ে ওঠে। সময়টা তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভকাল— এ সময়কার অভিজ্ঞতা তাই তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকবে, এ অনুমান অসংগত নয়।

এই প্রস্তুতিকালে বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবের পরামর্শে যথারীতি ইংরেজি ও হিন্দী শিখতে যত্নপর হন, আর বৎসর তিন-চারের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় অধিকারও অর্জন করেন—তার প্রমাণ যথেষ্ট। এই ইংরেজি পড়ায় বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতেন ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('স্বদেশী' নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা), নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি; অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার ও (পরবর্তী সময়ে) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সময়েই বিদ্যাসাগর আবার অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেও পরিচিত হন আর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগদান করেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদকীয় পরিচালকদেরও (পেপার কমিটি) সদস্য হন (১৮৪৩)। 'তত্ত্ববোধিনী'র আসরে ও পত্রিকায় বাঙলার নবজাগরণের পাদপীঠ রচিত হচ্ছিল (১৮৪৩-এর সময় থেকে)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণাস্থল, সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তব জ্ঞান ও সামাজিক চিন্তার উৎস। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের আলোচনা তার পৃষ্ঠাতে চলে। এই পরিবেশও বিদ্যাসাগরের বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল।

চাকরির এই প্রথম পর্বেই মার্শাল সাহেবের কথায় বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যগ্রন্থ রচনায়ও হস্তার্পণ করেন—তা এক মহামূল্য সূচনা। সম্ভবত দুষ্প্রাপ্য 'বাসুদেব চরিত' তাঁর প্রথম রচনা। না হলে প্রথম রচনা 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। হিন্দী 'বৈতালপচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচিত। বিদ্যাসাগর অনুভব করে থাকবেন—পঠন-পাঠনের মতোই পাঠ্যপুস্তক রচনাও শিক্ষার প্রধান এক কাজ। শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি, শিক্ষাবিস্তারের জন্য পুস্তক প্রণয়ন, পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থা—সমগ্রভাবে, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও শিক্ষাভাবনা এ সময়েরও মধ্যে এভাবে তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে।

## শিক্ষাচিন্তা : প্রথম আভাস

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে ১৮৪৬-এর ৬ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। তাঁর নিজের কলেজ সংস্কৃত কলেজ, তাঁর শিক্ষা-ভাবনাকে কাজে লাগাবেন, এই আশা। সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাই তিনি শীঘ্রই তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন ( ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ )।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার দিক থেকে এটি প্রথম প্রামাণিক পত্র। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব তাতে উত্থাপিত হয়েছে : সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন,—ব্যাকরণের পাঠ সহজতর ও স্বল্পকালীন করা ; ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠপ্রণালীর সেরূপ পরিবর্তন ; 'ন্যায়ে'র পাঠ 'স্মৃতি'পাঠের আগে না রেখে পরে আনার ব্যবস্থা করা ; সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃত রচনার প্রথা রক্ষা করে সংস্কৃত-বাঙলা অনুবাদ বাতিল করা ; ইংরেজি বিভাগের পাঠ্যতালিকার আমূল পরিবর্তন সাধন—এ পরিকল্পনায় এরূপ নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার দিক থেকে তা খুবই গুরুতর এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কেন? এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কী? আধুনিক যুগে সেই প্রশ্ন এ আলোচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুতর মনে হয়। প্রস্তাবের শেষে বিদ্যাসাগর তা নির্দেশ করেছেন :

I have carefuly studied the working of the system, and the suggestions made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our vernacular dialects with the science and civilization of the western world. ( বিনয় ঘোষের উদ্‌ধৃতি থেকে পুনরুদ্‌ধৃত )।

এ কথার সারমর্ম: সংস্কৃতের জ্ঞানভাণ্ডার ও ইংরেজির জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মেলিত সম্পদে ঐ কলেজের ছাত্রদের সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। বিদ্যাসাগরের মূল শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি ১৮৪৬ সালের এ পরিকল্পনাতে আভাসিত হয়েছিল। পুনরুক্তি হলেও বলি, সে আদর্শ—পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান সযত্নে আহরণ; সে শিক্ষানীতি—মাতৃভাষায় সেই দান পরিবেশন; এবং তার প্রধান উপায়—সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার মিলিত সম্পদে ছাত্রদের শক্তি সম্পুষ্ট করা।

এ শুধু কি একটা শিক্ষাদর্শ? এই কথার মধ্যে কি বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শও নিহিত নেই?—আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতীয় সমাজকে উজ্জীবিত করাই বিদ্যাসাগরের সেই আদর্শ।

আশ্চর্য নয় যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বাধা জুটবে। বরং আশ্চর্য এই যে, বিদ্যাসাগরের কর্মনীতির সমর্থকও ছিল—আর তাঁরা ময়েট, মার্শাল, হ্যালিডের মতো ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ শুধু নন, অনেকে সংস্কৃত কলেজেরও অধ্যাপক পণ্ডিত। প্রধান বাধা হয়েছিলেন সেক্রেটারি রসময় দত্ত—আর তাঁর বাধা নীতিগত বলা যায় না, অনেকাংশে ব্যক্তিগত, সহকারীর প্রতি অসূয়া-অনুদারতাই তার মূল।

রসময় দত্ত ছিলেন জজ; সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটারির কাজ তাঁর ঠিকে কাজ; আয়ের দিক থেকে গৌণ জিনিস। মামুলিভাবে সপ্তাহে দু-একবার কলেজে এসেই তা সম্পন্ন হত। কিন্তু বিদ্যাসাগর কাজে যোগদান করেই এমন উদ্যোগ, পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে কলেজের কাজ আরম্ভ করলেন যাতে বোঝা গেল তিনিই হয়ে উঠছেন কলেজের প্রাণ। কর্মে অনিচ্ছুক উপরস্থ কর্তার এ অবস্থায় অস্বস্তি ও আশঙ্কাবোধ স্বাভাবিক। মতদ্বৈধটা অবিলম্বেই প্রকট হল। তা বৃদ্ধি পেতেই ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ডঃ ময়েট-এর কাছে। পণ্ডিতেরা তা জেনে তের জনে মিলে আবেদন করলেন—ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজের ছাড়া ঠিক হবে না। রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে জানাতে বললেন—তাঁর পদত্যাগের কারণ কী? বিদ্যাসাগর তাঁকে যে সুদীর্ঘ উত্তর (৩রা মে, ১৮৪৭) দিলেন তাতে পরিষ্কারই বোঝা যায় সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাকে চেয়েছিলেন প্রথম ধামাচাপা দিতে, পরে খণ্ডিত ও বিকৃত আকারে তা কর্তৃপক্ষের গোচর করতে। আর, কলেজ পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের উপর রসময় দত্ত একদিকে দুর্বহ কাজের ভার চাপিয়ে দেন; অন্যদিকে নানা তুচ্ছ সত্য-মিথ্যা ওজর তুলে চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগরকে পর্যুদস্ত করতে। বিদ্যাসাগরের পত্রে বিদ্যাসাগরের তথ্যানুগত্যের সঙ্গে দেখা যায় সেই ব্যক্তি-চরিত্রেরও সুস্পষ্ট আভাস—অন্যায়ের প্রতি তীব্র বিরাগ, স্পষ্টবাদিতা, স্বমতে দৃঢ়তা, এমনকি, বিদ্যাসাগরের জেদ ও আত্মাভিমান।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজের এই কার্যকাল মাত্র ১৫ মাস। শোনা যায়, সংস্কৃত কলেজ থেকে এই পদত্যাগ করবার সময়েই হিতৈষীরা

কেউ কেউ রসময় দত্তের প্রশ্ন তাঁকে জানান, 'বিদ্যাসাগর খাবে কী?' তখন কলকাতায় গোটা বিশেক আত্মীয় ও শিক্ষার্থী বিদ্যাসাগরের পোষ্য; তিনি পরিবারের প্রধান নির্ভর, অবশ্য ভ্রাতাও চাকরি করতেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'রসময় দত্তকে বলো বাজারে আলুপটল বেচব, তবু মত বিকিয়ে চাকরি করব না।'

বিদ্যাসাগর তাই এ সময়ে সে হিসাবে বেকার থাকেন—প্রায় ১ বৎসর ৮ মাস কাল। তবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) রচিত হতে থাকে। 'জীবনচরিত' রচনাও অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্যোগও দেখেন—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিও (১৮৪৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য (১৮৪৮-৪৯ ইং) বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে একযোগে স্থাপন করেন ছাপাখানা 'সংস্কৃত যন্ত্র'। বেশ বোঝা যায়—তাঁর শিক্ষার আদর্শ কার্যকর করার জন্য তিনি নিজেই কার্যে অগ্রসর হয়েছেন—অন্যের ভরসায় বসে নেই। শিক্ষাবিস্তারের জন্য ধাপের পর ধাপ কিরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত করা চাই, তাও স্থির বুঝেছেন; অন্যের ভরসায় না থেকে তা প্রকাশার্থে অগ্রসর হয়েছেন; সেখানেও না থেমে নিজের পুস্তকভাণ্ডার বা বইএর দোকানও স্থাপন করেছেন—এবং মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করার প্রয়োজনও বোধ করেছেন। দূরদৃষ্টি এবং বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন—এই হবে তাঁর জীবিকারও উপায়; সমাজকর্মে, কর্মজীবনে, এমনকি, চাকরিতেও তাঁর মতো স্বাধীনচেতা মানুষের স্বাধীন মতামত নিয়ে বিচরণ করবার সুযোগ এভাবেই আয়ত্ত হবে। বিদ্যাসাগরের এসব প্রয়াস আদর্শানুযায়ী জীবন-প্রস্তুতির প্রয়াস। অন্যদিকে এসব প্রয়াস স্পষ্ট বোঝায়—বিদ্যাসাগর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন প্র্যাকটিকাল মানুষ।

## সংস্কৃত কলেজে : শিক্ষাদর্শ শিক্ষানীতি

সেই সংস্কৃত কলেজে তিনি দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৫০) কলেজ পরিচালনার কর্তৃত্ব নিয়ে। রসময় দত্তও অবিলম্বে বিদায় নেন। জেদ চরিতার্থ করা অবশ্য বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চাইছিলেন তাঁর নিজের কলেজকে নিজ নীতিতে গঠনের অধিকার। সংস্কৃত কলেজকে তিনি শিক্ষণদীক্ষার কেন্দ্র করে তুলবেন; আর, সেই সূত্রে নিজের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি নিজের উদ্যোগে, কর্মশক্তিতে, বাস্তব কর্মকুশলতায় রূপায়িত করবেন। তাঁর এখন কাজ হল কলেজের পাঠ্যবিষয়, পাঠক্রম, পাঠপ্রণালী সব ঢেলে সাজা। এদিকে তাঁর শিক্ষাদৃষ্টির প্রথম স্পষ্ট পরিচয় বহন করছে ১৮৫২তে ১২ই এপ্রিল তারিখের Notes on the Sanscrit College (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। হাতে-লেখা এ খসড়া কলেজের নথিপত্রের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়, প্রকাশিতও হয়েছে।

এখন তা সুবিদিত। ২৬টি ছোটবড় অনুচ্ছেদে (প্যারায়) এই নোট্‌স্ বা খসড়া রচিত। কালানুক্রমিকভাবে এটি বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার দ্বিতীয় প্রধান দলিল, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার রূপ এতে পরিস্ফুট। প্রথম ৫টি প্যারা অবিস্মরণীয়—মূল উদ্দেশ্য তাতে পরিষ্কার (আমরা তা পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছি)। বাকি ২১ প্যারা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার বিষয়ক ভাবনা ও তার উন্নতির পরিকল্পনা। তার ৬ থেকে ১৭ প্যারা পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে; ১৮ থেকে ২০ পাঠপদ্ধতি সম্পর্কে; পরের ৫টি (২১-২৫) কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। সে সবের কিছু কিছুও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্যসূচক। তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর গোড়াপত্তন করেছেন তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি জানিয়ে :

১। সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি :—যাঁরা এদেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন, এ হওয়া উচিত তাঁদের প্রথম লক্ষ্য।

২। যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানসম্ভার থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম নন, এবং পরিচ্ছন্ন, ভাববহ ও রীতি-শুদ্ধ বাঙলা ভাষায় তা প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নন তাঁরা পরিচ্ছন্ন, ভাববহ, রীতি-শুদ্ধ বাঙলা ভাষা লিখতে পারেন না। তাই, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যাঁরা কেবল ইংরেজিতে বিদ্বান তাঁরা প্রাঞ্জল পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজিভাবাপন্ন যে তাঁরা যদি পরে কিছুটা সংস্কৃত পাঠও নেন তা হলেও মনে হয় তাঁদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন বাঙলা লেখা প্রায় অসম্ভব।

৫। অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যদি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হয়, তাহলে একমাত্র তারাই সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

এখন প্রশ্ন তাহলে এই—সংস্কৃত কলেজে কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যাসাগর জানালেন—(৭) ব্যাকরণ ও সাহিত্য দুই-ই ছাত্রদের ভালোভাবে শিক্ষণীয়, (৮) অলংকারশাস্ত্রে 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণে'র দু-একটি অধ্যায় পড়াই যথেষ্ট। (৯) ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র দিয়ে তাঁদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিৎ দৃঢ় করা চাই। (১০) স্মৃতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিশেষ নির্বাচিত গ্রন্থ ও অংশ পড়াই যথেষ্ট। (১১-১৩) গণিতশাস্ত্রের লীলাবতী ও বীজগণিত মোটেই যথেষ্ট নয়, সময়ই শুধু নষ্ট হয়। তা না পড়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুরূপ গণিত পাঠপ্রবর্তন প্রয়োজন। (১৪-১৮) সংস্কৃত ষড়্‌দর্শনের মধ্যে তর্কবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব, ধর্মাচরণবিধি, ভগবৎ-চিন্তা প্রভৃতি যা আছে তা কলেজের শিক্ষায় কতটা প্রয়োজনীয়,

সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে (১৮৫০-এর ১৬ই ডিসেম্বরের রিপোর্ট) বিদ্যাসাগর তাই দর্শন-পাঠ সম্বন্ধে এই খসড়ায় যা লিখলেন তার সার এই :

'১৬। এ কথা ঠিক যে, হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।...(তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনও পড়া চাই।) ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।...আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। ভালো করে ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলেজে শিক্ষার সময়ও যথেষ্ট রূপে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।'

উপরের উদ্ধৃত অংশ (১-৫ অনুচ্ছেদ) একটি সুস্থির ও গভীর শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। সে উদ্দেশ্যে তিনি জানালেন, শিক্ষণীয় বিষয় কী, কোথায় তা পাওয়া যাবে, কোন্ ভাষায় তা পরিবেশিত হবে, সে ভাষা আয়ত্ত করার জন্য চাই কী উপায়। প্রথমেই লক্ষণীয়, কী লক্ষ্য : সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি—পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্য সুন্দর ভাষায়। বিদ্যাসাগর যা প্রস্তাব করেছেন, তাতে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। বিদ্যাসাগরের এই অন্তর্দৃষ্টি আভাসিত হয়েছে পত্রের দর্শনবিষয়ক বিশ্লেষণে, মন্তব্যে ও তাঁর সম্যক জীবনদৃষ্টিতে। যথা, বাস্তবের সঙ্গে যার বিরোধ তেমন দর্শনের সার্থকতা নেই। তবে হিন্দু দর্শন সংস্কৃত বিদ্যায় একেবারে বর্জনীয় হতে পারে না। অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তা পাঠ্য হলে শিক্ষার্থীর বিচারবুদ্ধি দিগ্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমবে, বিচারবুদ্ধি বাস্তব জীবনের নিরিখেই বিচার করতে শিখবে।

## পুনর্গঠনের সংগ্রাম

এরূপ পরিকল্পনায়, সংস্কৃত কলেজে নিয়োগের পর থেকেই (১৮৫১, ২২শে জানুয়ারি) বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন পুনর্গঠনে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা পেয়েই তিনি কলেজে দ্বিতীয় বার যোগদানে স্বীকৃত হন। দেখা গেল, তখন পরিচলনায় অদ্ভুত তাঁর উদ্যোগ, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা, শাসনশৃঙ্খলা প্রবর্তনে তাঁর অদ্ভুত শক্তি। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি, ক্লাসে শৃঙ্খলা, ছুটির সঠিক নিয়ম প্রবর্তন, শুধু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য নয়, উচ্চবর্গের সমস্ত হিন্দু শিক্ষার্থীর কলেজে প্রবেশাধিকার—এসব তিনি এখন প্রবর্তিত করলেন। অন্যদিকে, হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসায় পাস করা ছেলেদের মতো সংস্কৃত কলেজের যোগ্য ছাত্রদের জন্যও তিনি ডেপুটিগিরিতে প্রবেশের সুযোগ প্রথম আদায় করলেন—জীবিকার সেইরূপ সুযোগে বাধা না থাকায়, বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিকট সংস্কৃত কলেজ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। অন্য দিকে, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা এতদিন অবৈতনিক ছিল, ছাত্রদের তাই কলেজে যাতায়াতে, পড়াশুনায় দায়িত্ববোধ দেখা যেত না। বিদ্যাসাগর সে স্থলে (১৮৫৪, জুন) মাসিক

এক টাকা করে ছাত্রবেতনের ব্যবস্থা করলেন। এ সব পরিচালনার ব্যাপার। আসল বিষয়—শিক্ষার উন্নয়ন, বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করা। ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যবস্তুর যে যে পরিবর্তন তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তা চালু করলেন (১৮৫১, নবেম্বর)। 'উপক্রমণিকা' (১৮৫১ ইং), পরে 'ব্যাকরণকৌমুদী' (১৮৫৩-৫৪) এবং 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১) রচনা ও প্রকাশ করে সংস্কৃত ভাষার পথ তিনি সুগম করলেন; সংস্কৃত বিদ্যাকে ফলপ্রদ করল তাঁর শিক্ষাপ্রণালী। অন্যদিকে, কলেজে ইংরেজি বিভাগকেও করে তুললেন বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত—লীলাবতী-বীজগণিতের স্থলে পাঠ্য হল পাশ্চাত্ত্য গণিতবিদ্যা; সংস্কৃত কলেজ এভাবে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩-র মধ্যে যেন নবকলেবর ও নতুন প্রাণ লাভ করলে।

এই আমূল দ্রুত পরিবর্তনে যে কারও কারও আপত্তি হবে, তা বোঝা যায়। কিন্তু আপত্তিটা এল বাঁকা পথে, আর সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতের কাছ থেকে। তাতে যে তর্ক উঠল, তার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—'বিদ্যাসাগর-ব্যালেন্টাইন সংবাদ'। আজ সে তর্কের মূল্য যৎসামান্য—তবে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদৃষ্টি ও চরিত্রশক্তির দিক থেকে তার মূল্য কম নয়। সেই তর্কের মূলটা তাই আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট)।

জেমস আর. ব্যালেন্টাইন বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সংস্কৃতে বিদ্বান। সেই সংস্কৃত কলেজ পরিচালনাও বেশি দিন ধরে করেছেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে যে পরিবর্তন এক বৎসরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হল তাতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন; কিছু দ্বিধাও বোধ হয় ছিল। তাই শিক্ষা পরিষদ ব্যালেন্টাইনকে আহ্বান করলেন—বিদ্যাসাগরের পরিচালিত কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে। ব্যালেন্টাইন কলকাতায় এসে কলেজ পরিদর্শন করে (১৮৫৩, জুলাই-অগস্ট) দীর্ঘ রিপোর্ট দেন। তাতে বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি না ছিল তা নয়, কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে ত্রুটিও দেখলেন। প্রস্তাব করলেন, কিছু নতুন পাঠ্য বই পড়িয়ে সে ত্রুটিকে শুধরে নেওয়া হোক। তাঁর মতে, ত্রুটি প্রধানত এই যে, সংস্কৃত জ্ঞানে সত্যের একটা ধারা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ইংরেজি জ্ঞানে দেখা যাওয়া উচিত সত্যের পৃথক এক ধারা। ছাত্রেরা ভাবে, সত্য দ্বিমূর্তি ('Truth is double')। ব্যালেন্টাইন প্রস্তাব করলেন, তাঁর নিজের রচিত মিল-এর লজিক-এর (J. S. Mill, Logic) সংক্ষিপ্তসার, ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শবাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলের 'তত্ত্বান্বেষণ' (Berkeley, Inquiry) কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। বার্কলের ভাববাদ অনেকটা ভারতীয় ভাববাদের মতো—দুয়ের মিল দেখবে ছাত্রেরা। তাতে দু-দেশের দর্শনের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্ হবে—এই ছিল ব্যালেন্টাইনের যুক্তি।

শিক্ষা পরিষদ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট যথারীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের সমালোচনা সমুচিত

মনে করলেন না, তাঁর প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থও প্রবর্তিত করার প্রয়োজন দেখলেন না। সুদীর্ঘ যে উত্তর (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ ইং) তিনি লিখলেন তার প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপই এখানে যথেষ্ট। নিজের শিক্ষাদর্শের ও শিক্ষানীতির পিছনে বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা ছিল, মতের কতকটা উগ্রতা সত্ত্বেও, তা বোঝা যায়। যথা, প্রথম কথা :

> কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। ... বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই। ... সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।

বিদ্যাসাগরের মতে, বার্কলের Inquiry সে ধরনের যথার্থ পাশ্চাত্ত্য দর্শন নয়—ইউরোপেও এখন আর তা (বার্কলে) খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই, এতে কোনক্রমেই সে কাজ (প্রতিষেধকের কাজ) চলবে না। বার্কলের দর্শনে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতি ভারতীয় ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাক, বরং আরও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা: 'সত্য দ্বিবিধ'—ছাত্রদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবে, ব্যালেণ্টাইনের এ ভয়ও অমূলক। বিদ্যাসাগর তর্ক তুললেন

সংস্কৃত ও ইংরেজি দু-ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা করেছে, তার কাছে সত্য— সত্যই। সত্য দু-রকম—এ ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 'সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেছি, তাতে এরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হবে।'

বিদ্যাসাগর খলিফা ওমরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা পোড়াবার কুযুক্তির (প্রচলিত) কাহিনীর উল্লেখ করে পরিহাস করে লিখেছেন—ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ঐ আরব খলিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। ... ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করবার কোনো সম্ভাবনা আছে, এমন আমার বোধ হয় না।—শেষে বাঙলার তৎকালীন অবস্থা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন তাতে বিদ্যাসাগরের সমগ্র প্রয়াসেরই রূপাভাস আমরা পাই, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি, বিদ্যাসাগর নূতন দিগন্তের যাত্রী। তিনি লিখছেন,

> বাঙলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে সেখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। .....জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে—তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। মাতৃভাষার সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট

জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সংকল্প। এর জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করে এই ধরনের লোক হয়ে উঠবে—এমন আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই প্যারায় যে ইঙ্গিত—জনশিক্ষার বিস্তার ও তার প্রস্তুতি, আমরা তা পর প্রসঙ্গে দেখব। কিন্তু যা উপলক্ষ করে এসব কথা—ব্যালেন্টাইনের সেসব প্রস্তাব শিক্ষা পরিষদ কলকাতা সংস্কৃত কলেজে চালু করবার নির্দেশ দিলেন। তার ফলে, বিদ্যাসাগর ময়েট সাহেবকে আধা-সরকারী চিঠিতে জানান—তাঁর সমস্ত অভিলাষ ও উদ্দেশ্যই যখন এভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে, তখন তাঁকেও বলতে হবে—'আমার কাজ ফুরিয়েছে।' আমরা জানি—কর্তৃপক্ষ এবার নতিস্বীকার করলেন। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করবার স্বাধীনতা পেলেন। তার ফলে, কলেজের সর্ব দিকেই সাফল্য দেখা দিল।

## শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস

সংস্কৃত কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে এ সময়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি গিয়েছে। বেথুন সাহেব প্রথমাবধিই চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মতো নারীসমাজের সুহৃদ্‌কে তাঁর নারী-বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে। ১৮৫৬-র ডিসেম্বরে তিনি সে স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক হন। বেথুন স্কুলকে তিনি লালন করেছেন, পালন করেছেন—তাঁর উৎসাহে, সে পরিশ্রমে, সে কর্মকুশলতায় বেথুন স্কুলের শৈশব ও বাল্য গড়ে ওঠে। এদিকে, ছোটলাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের পূর্বাপর আগ্রহ ছিল বাঙলা শিক্ষা প্রচলনের—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তাঁর (১৮৫৪-র ১৬ই নবেম্বরের) মন্তব্য রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের ১৮৫৪-র ৭ই ফেব্রুয়ারির ১৯ অনুচ্ছেদের মন্তব্য হ্যালিডের প্রস্তাবের ভিত্তিস্থানীয়। সংগঠন ও পাঠ্য বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছাড়াও অন্তত ১ ও ২ ধারার মূলকথাগুলি এখানে তাই উল্লেখ না করলেই নয়।

> ১। সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাঙলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়; কেননা মাত্র তার সাহায্যেই জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।
>
> ২। লেখাপড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এ শিক্ষা পর্যবসিত হলে চলবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব শেখানো প্রয়োজন।

এই লক্ষ্য ও মূলনীতি অনুযায়ীই প্রস্তাবিত হয় বাঙলা স্কুল সংগঠনের নীতি-নিয়ম। হ্যালিডে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও হাতে তাঁর এই বাঙলা স্কুলের

সংগঠন ও পরিদর্শনের ভার দেবেন না। বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা। সরকারী কানুন সরিয়ে রেখে তিনি বিদ্যাসাগরকেই এ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে অতিরিক্ত নিযুক্ত করলেন অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও ( ১৮৫৭ ) উৎসাহ দেন। বিদ্যাসাগর জীবনে করবার মতো এবার কাজ পেলেন—একদিকে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন ও জনশিক্ষার আয়োজন, অন্যদিকে বালিকা বিদ্যালয়ের আয়োজন ও নারীসমাজের উন্নতির ভিত্তিস্থাপন। কিন্তু, দুই-ই স্বপ্ন। হ্যালিডে সাহেবের সহানুভূতি সত্ত্বেও বালিকা বিদ্যালয়গুলি উঠে গেল প্রধানত সরকার ও আমলাতন্ত্রের বিমুখতায়। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের প্রয়াসও প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায় দু কারণে—হ্যালিডের পরে ( ১৮৬২ ) কোনো রাজপুরুষই সে কাজে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেন নি। বরং নতুন শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়কগণ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিতেই শিক্ষাচালনা চাইতেন, শিক্ষার প্রসার নয়। অন্যদিকে শুধু বাঙলা শিখে চাকরির বাজারে কারও যখন বিশেষ সুবিধা হয় না তখন বাঙালি ভদ্রলোকেরাও—গ্রামে ও শহরে—বাঙলা স্কুলের উপর বিমুখই হতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য—জাতীয় জীবনকে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায়, আধুনিক সভ্যতায় সমুন্নত করে তোলা। বাঙালি ভদ্রলোকের লক্ষ্য—ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পদ, মান ও সুযোগ সুবিধার জন্য ইংরেজি শিক্ষা। ভদ্রলোকশ্রেণী ছাড়িয়ে নিম্নতর শ্রেণীতে যথার্থ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে, ভদ্রশ্রেণীর সে চাকরির ভাগীদার অনেক জুটে যাবে।—বাঙলায় শিক্ষা না হলেও ভদ্রলোকের আপত্তি নেই, জনশিক্ষা বাড়লেই বরং ভদ্রলোকের বিপদ বাড়তে পারে। এভাবেই জনশিক্ষার প্রয়াসও বাঙলা স্কুলের সঙ্গে খর্বিত ও প্রায় অচল হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের দুই প্রধান চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

এই জনশিক্ষার প্রশ্নটা আবার ওঠে ১৮৫৯-এ। অল্প খরচে কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তা জানার জন্য সরকার থেকে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাওয়া হয়। বিদ্যাসাগর জানান ( ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ )—উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষার চেষ্টা উচিত নয়। কোনো দেশেই গণশিক্ষা সম্ভব হয় নি, এদেশে তা অসম্ভব। প্রশ্ন হবে, তাহলে বিদ্যাসাগরের পূর্বোদ্ধৃত ( ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯) পত্রের 'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার' কথার অর্থ কী ? তিনি কি জনশিক্ষা চান নি ?

বিশদ আলোচনা না করেও সংক্ষেপে কথাটা বলা যায়—বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের দ্বারা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কোথায় কতটা খর্বিত, সে কথা অবান্তর নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ। তিনি নিজে যা উল্লেখ করেছেন তা মোটামুটি যথেষ্ট—উনিশ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সর্বজনীন প্রাথমিকশিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি—ইংলণ্ডেও না, যে ইংলণ্ড ধনে মানে তখন বুর্জোয়া সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়। ভারতে বা বাঙলাদেশে ১৮৫৯-৬০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব তোলা তাই অবাস্তব—এখনো—১৯৭০-৭১ সালেও—স্বাধীন ভারতে যখন

শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। আর, বিদ্যাসাগর কোনো অবাস্তব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। শুধু বাস্তববাদী নন তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল—কি শিক্ষায়, কি সমাজকর্মে, কি নীতিতে, কি কর্মপ্রণালীতে; তেমন সম্ভাব্য কাজই তিনি বেছে নিতেন, নিজের কর্মপদ্ধতি ও প্র্যাকটিকাল-বুদ্ধি দ্বারা তা রূপায়িত করতেন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেও তাঁর সেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালীর বাস্তব কার্যোপযোগিতার পরীক্ষা হয়। শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন এরূপ প্র্যাকটিকাল। দেশে শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত করতে হলেও চাই বাঙলার মাধ্যমে প্রধান বিদ্যাসমূহ শিক্ষা; শিক্ষার্থীর পথ সুগম করতে হলেও চাই বাঙলা ভাষায় বিদ্যার বিকিরণ, ইংরেজি ভাষা থেকে সেজন্য আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ; সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে রচনাকৌশল অর্জন। চাকরি ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর ক্রমেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন আরও দুই কর্মে সমাজসংস্কারে ও বাঙলা সাহিত্যরচনায়। অবশ্য কোনো সময়েই তিনি শিক্ষা-আয়োজন পরিত্যাগ করেন নি, তাও আমরা জানি। সে সময়েও প্রত্যেকটি কাজেই দেখি তাঁর সুশৃঙ্খল বাস্তবচেতনা ও প্র্যাকটিকাল পরিচালনা-শক্তির পরিচয়—সুশৃঙ্খল পদ্ধতির পুস্তকরচনা ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা।

## পরিচালনাশক্তি

চাকরিত্যাগের পরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দুটি প্রধান কাজ: বেথুন স্কুলের সম্পাদকরূপে তা পরিচালনা—ছাত্রীসংগ্রহ, নিয়মিত চালনা, ইত্যাদি। দ্বিতীয়, মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজকে অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা। (জীবনপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। দুটিই আমাদের শিক্ষা-ইতিহাসে অভিনব প্রতিষ্ঠান—এবং তার কাহিনী যে কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়। নারীর উন্নতি বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু। জীবন-শেষেও তিনি বীরসিংহে (১৮৯০) স্থাপন করেন 'ভগবতী বিদ্যালয়', আর কর্মাটাড়ে চালাতেন পাঠশালা। জীবনের সব জিনিসে তখন তিনি আশাহীন, তবু আশা ছাড়েন না বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—তাঁর উইলের দিকে তাকালেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর নিত্য সাধনার ক্ষেত্র।

কলকাতা ট্রেনিং স্কুল যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁদের কর্মশক্তি ও উৎসাহ বোধ হয় নিবে আসছিল। তাই ১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগরকে সে স্কুলের সম্পাদক করে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবার শক্তি রইল না আর বিদ্যাসাগরের। নাম পরিবর্তন করে ১৮৬৪-তে স্কুলটি হল 'মেট্রোপলিটান স্কুল'। যে কমিটি নিয়ে কার্যপরিচালনা, তার দায়িত্ববোধ ও কর্মশক্তি বিদ্যাসাগরকে তুষ্ট করত না। যেখানে কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলত না সেখানে তিনি সে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতেন (যেমন, ১৮৭৬-এ ত্যাগ করেন তাঁর সাধের হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের ট্রাস্টিপদ), নইলে অন্যদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়ে নিজে নেবেন তা

পরিচালনার দায়িত্ব। মেট্রোপলিটান স্কুল বাঁচল বিদ্যাসাগরের সেই কর্তৃত্বভার গ্রহণে। আর, শুধু বাঁচা নয়, বাঁচার মতো বাঁচা—বিদ্যাবুদ্ধি, দুর্বার পরিশ্রম, অক্লান্ত কর্মশক্তি—সব নিয়ে যেমন করে তিনি সংস্কৃত কলেজকে প্রাণবান্ করতে চেয়েছিলেন, মেট্রোপলিটান স্কুলকেও তেমনিভাবে জীইয়ে তুললেন। পঠন-পাঠন-হিসাবপত্র—সব জিনিসেই খরদৃষ্টি, আর খরতর তাঁর কোমল-কঠিন শৃঙ্খলা-ধারা। কি ছাত্র, কি শিক্ষক—কেউ যেমন তাঁর স্নেহবঞ্চিত হবেন না, তেমনি কেউ পাবেন না শৃঙ্খলাভঙ্গের পরেও অব্যাহতি। দশ বৎসর যেতে না যেতেই ১৮৭৩ সালে স্কুলকে তিনি কলেজে উন্নীত করতে চাইলেন। কলকাতায় তখনো সরকারী কলেজ ছাড়া ছিল মিশনারি সাহেবদের কলেজ। মেট্রোপলিটানই বাঙালি-পালিত প্রথম বেসরকারী কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনারি ও সরকারী সদস্যরা প্রথম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। দেশীয় লোকে আবার কলেজ চালাবে কি? কিন্তু এই দেশীয় লোক যে বিদ্যাসাগর—যাঁর সামনে শাসকসাহেবরাও অনুভব করতেন—হাঁ, দেশী লোক নয়, একটা মানুষ। অনুমোদন আদায় তিনি করলেন। প্রথম বৎসরের পরীক্ষার ফলেই দেখা গেল—ছাত্রদের অদ্ভুত কৃতিত্ব, বিদ্যাসাগরের কর্মশক্তির সাফল্য। গোরা সাহেবরাও বলতে বাধ্য হলেন—পণ্ডিত অবাক্ কাণ্ড করেছে। বিদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা ছিল না—উৎসাহেরও সীমা রইল না। ক্রমেই কলেজ বি-এ অনার্স, এম্-এ ও আইন পড়াবার অধিকারও পেল। সেখানে বিদ্যাসাগর এনে জোটাতেন এন. এন. ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা অধ্যাপকদের। নিজে তদারক করতেন তাঁদের অধ্যাপনা; আর সেখান থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা অনেকেই বাঙলার কৃতী পুরুষ—উচ্চরাজকর্মে বা দেশের সেবায় অনেকেই হয়েছেন অগ্রণী।

একথা বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করবার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিতে ছিল না। তখনো শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতাপ ইংরেজির। বাঙলা ঘুঁটেকুড়ানীও নয়। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সে শিক্ষা-নীতিতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু প্রথমত তিনি প্র্যাকটিকাল মানুষ, বুঝেছিলেন গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়ত, নিজের অভিজ্ঞতাতেই ক্রমশ বুঝেছিলেন—শিক্ষা চাইলে আপাতত এ অবস্থাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বাঙালি ভদ্রলোক সেরূপ ইংরেজি শিক্ষাই চায় যার লক্ষ্য 'গাড়িঘোড়া চড়া'। সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত করে আধুনিক পৃথিবীতে জীবিত সমাজ গড়ে তোলা—বিদ্যাসাগরের সে আদর্শে তারা উৎসাহী নয়। যতটুকু আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিজীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়— তাই যথেষ্ট। এ মনোভাবে বিদ্যাসাগরের সায় ছিল না, কিন্তু ক্রমেই তিনি দেখছিলেন—প্রতিকূল শক্তি তাঁর চেয়ে অনেক প্রবল। কাজেই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমেই অনুভব করেন—এ বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়েই শিক্ষা-সংগঠন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে, আর এ অবস্থার মধ্যেই তাঁর সুচিন্তিত পদ্ধতির পুস্তক-রচনার সাহায্যে একদিকে

গঠন করতে হবে যথোচিত শিক্ষিত জীবনদৃষ্টি, অন্যদিকে সমাজসংস্কারের উপযোগী শিক্ষিত কর্মপ্রবৃত্তি। জীবন অনমনীয় বিদ্যাসাগরকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেছে ; তা পরবর্তী কালের তাঁর কথায় ও মন্তব্যে বোঝা যায়।

## পাঠ্য-রচনা

পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন সাহেব ছাত্রদের পঠন-পাঠনের জন্য—'বেতালপঞ্চবিংশতি' মোটেই তাঁর অভিপ্রেত বিষয়বস্তুর বই নয়। তা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু 'বোধোদয়ে'র রচনাকালের ( ১৮৫১ ) পূর্বেই তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি স্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করেছেন, শিক্ষার পথ সুগম করতে হলে কী চাই—কী-জাতীয় জ্ঞান বা তথ্য ( বিষয়বস্তু ) আমাদের ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য ; এবং কী রূপে সে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিচার করে পরিবেশন করা প্রয়োজন। একেবারে ধারাবাহিকভাবে এ পথে অগ্রসর হতে তিনি প্রবৃত্ত হন। 'বর্ণপরিচয়ে'র (১৮৫৫) বর্ণজ্ঞান থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ধাপে 'কথামালা'র (১৮৫৬) নীতিমূলক গল্প, তৃতীয় ধাপে 'চরিতাবলী'র (১৮৫৬) দরিদ্র সন্তান শিক্ষোন্নত পুরুষদের জীবনী,—আর, পরবর্তী ধাপে 'বোধোদয়ে' (১৮৫১) ঐহিক পদার্থসমূহের আবশ্যিক জ্ঞান—এসব সুশৃঙ্খল শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। পূর্বে লিখিত (১৮৪৯) 'জীবনচরিত' আসলে সে পর্যায়ে গণ্য নয়। প্রধান কারণ, 'জীবনচরিতে'র ভাষা দোষাবহ। বরং 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগ (১৮৪৮) সে দিক থেকে এই প্রাথমিক পাঠ্যধারার সঙ্গে সংগতিযুক্ত। সেই প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে পরিণতবুদ্ধি ও রসবোধের দাবিকে স্বীকার করে রচনা করেন 'আখ্যানমঞ্জরী' ;—তাও ঘটনাপ্রধান। কিন্তু তৎপূর্বেই সচ্ছন্দ রসাস্বাদনের জন্য রচিত হয়েছিল 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) ও 'সীতার বনবাস' ( ১৮৬০ ) ; আর সর্বশেষের ওরূপ রচনা হল ১৮৬৯-এর 'ভ্রান্তিবিলাস'—এ লেখাগুলি শিক্ষাসাহিত্য অপেক্ষাও মূলত চিত্তরঞ্জন সাহিত্য ; অবশ্য 'কথামালা', 'চরিতাবলী'তেও বিদ্যাসাগরের সরস চিত্তের স্পর্শ না আছে তা নয়। তার মধ্যে কৌতুক-ছটা সুস্পষ্ট।

তথাপি আজকের দিনে বিদ্যাসাগরের এই ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থগুলি বিচার করলে আমরা খুব সচ্ছন্দ বোধ করি না। পূর্বাপর নীতিমূলক উদ্দেশ্য তাতে খুব প্রকট। আর, বিষয়ের দিক থেকে রূপকথা, উপকথার কল্পনা-রঙীন কোনো আকর্ষণই এসব রচনায় নেই—নীরেট 'জ্ঞানের' কথা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—তখনো আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ( পেডাগোজিকস ) গড়ে ওঠে নি ; শিক্ষামনো-বিজ্ঞানও ছিল অজ্ঞাত। এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ চেয়েছিলেন দেশটাকে ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে ঐহিক পৃথিবীতে, বাস্তব জগতে দাঁড় করাতে। তিনি তাই অপার্থিব ও পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াও

মাড়ান নি—এমনকি, অনেকটা ঐ কারণেই 'আখ্যানমঞ্জরী'তে ভারতীয়দেরও কারও কথা নেই। এ অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু তখন যে প্রাণের দায়—স্বপ্ন দেখার, কল্পনা-প্রশ্রয়ের সময় তা নয়। এ সত্যও অগ্রাহ্য করার মতো নয়—শিক্ষার্থীদের খেলায়-গল্পে-চিত্রে-গানে শিক্ষিত করে তোলা যেমন সত্যকারের শিক্ষাপদ্ধতি,—মনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই চাই শিক্ষা—সেদিন তেমনি সত্য ছিল বিদ্যাসাগরের এই বোধ—ধোঁয়ার রাজ্য থেকে জীবনের রাজ্যে দেশকে আনতে হবে। আজও কি সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আমরা বলতে পারি ?

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের এই প্রয়োজনীয় পরিচয় গ্রহণ করতে করতে আমরা যেন ভুলে না যাই—কর্মজীবন সমগ্র জীবন নয়। অন্তত বিদ্যাসাগরের পক্ষে তো নয়ই। মানুষ বিদ্যাসাগর তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ—তাঁর অনমনীয় চরিত্রশক্তিতে, তাঁর মানবপ্রেমে। তাঁর জীবনকে যদি আমরা সেই সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি তাহলে তাঁর কর্মজীবনের যথার্থ তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারি না। বিদ্যাসাগরের কর্ম তাতে মনে হবে. তৎকালীন অকৃতকার্যতায় ও সাময়িক পরাজয়ে বহুভাবে ব্যাহত। আজ আর কী তার গুরুত্ব আছে ? বিদ্যাসাগরের জীবনের এই আধুনিক তাৎপর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছিলেন ৫০ বৎসর পূর্বে—বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসের ভাষণে (বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা) :

"বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল ; এইজন্যই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের ধারাকেও এই 'বহমান কালগঙ্গার' সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁর আধুনিকতা অনুভব করা আজ আমাদের তাই দায়িত্ব। সেখানে একদিকে সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকদের লেখা ও কথা, বিদ্যাসাগরের জীবনীসমূহ ও অন্যান্য লেখা। অন্য প্রধান সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের আপন দান—জীবনসংগ্রামে তাঁর দাখিল করা প্রতিদিনের প্রমাণপত্র। শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের আপন পরিচয়—তাঁর কর্মে ও সংগ্রামে, তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায়, তাঁর আপন রচিত ক্লাশের অধীতব্য ও সচ্ছন্দোপভোগ্য বাঙলা রচনায়। সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের পরিচয় তাঁর কর্মে, ও স্বনামী ও বেনামী পুস্তক-পুস্তিকায়। সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্যাসাগরের পরিচয় তাঁর ভাব-ও-ভাষায় সমৃদ্ধ, সচ্ছন্দ গম্ভীর বাঙলা রচনায়। তাঁর জীবনীকারেরা তাঁর জীবন উদঘাটনে যে প্রয়াস পান, সে প্রয়াস সম্পূর্ণ হয় বিদ্যাসাগরের নিজের সাক্ষ্যে—তাঁর রচনায়, লিখিত মন্তব্যে, পত্রে, এবং তাঁর হাস্য-পরিহাস-সমৃদ্ধ অজস্র আলাপে-কাহিনীতে।

জন্মের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে তাঁর কর্মজীবন অনুসরণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মনে হয়—বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন শিক্ষাগুরু হবার জন্য।—তৎকালীন সমস্ত সাফল্য-ব্যর্থতার পরেও আজ দেখতে পাই—তিনি আধুনিক

জাতীয় শিক্ষার যুগেও শিক্ষাগুরু। জাতীয় শিক্ষার যে ধারা তিনি বাধামুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আমরা দেখেছি, তা তখন সুসম্ভব হয় নি—এখনো হয়েছে বলা যায় না,—কিন্তু তা এখনো বাতিল হবার মতো নয়।

## কর্মকুশলতা

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা বিদ্যাসাগরের গ্রহণ করলাম, তাতে দেখতে পাই শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের তিনটি প্রধান দিকের তৎপরতা। শিক্ষাসংস্থা গঠনের ও পরিচালনার দিক থেকে এক বাস্তববুদ্ধিযুক্ত অসামান্য পরিশ্রমী ও কর্মপটু শিক্ষানায়ক তিনি। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়সমূহের দুর্বারগতিতে সংগঠন, বেথুন স্কুলের প্রায় আশৈশব পালন ও পোষণ, আর মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের (এখন যার নাম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সার্থক) পুনরুজ্জীবন—এসবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বাঙালি চরিত্রের যে শিথিলতা, যে আরামপ্রিয়তা ও বৈষয়িকবুদ্ধির অভাব প্রায় অনস্বীকার্য, বিদ্যাসাগরের তা চক্ষুশূল ছিল। বিদ্যাসাগরের একাগ্রচিত্ত ও একান্ত আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পক্ষে এসব শিথিলতা ছিল অসহ্য। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ক্ষমতা আপনার হস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। তাঁর জীবনী-পাঠ করলে 'এঁড়ে' বিদ্যাসাগরের স্বভাবের 'একগুঁয়েমি' অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে হয়—কতটা সেজন্য দায়ী তাঁর সহকর্মী ও সহযোগীদের অকর্মণ্যতা, অকারণ দলাদলি ও বিরোধ-প্রিয়তা। এই কথা বলাই যথেষ্ট—আজও বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতা বাঙালির পক্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় জীবনেও তা খুব সুপ্রতুল নয়।

## জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাখ্যান

কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দফ্‌তরের দেবতা ছিলেন না—কেরানি বা শিক্ষক, বা বেয়ারা-দপ্তরীদের চাবুক চালিয়ে খাটিয়েই যিনি কাজ করাতে অভ্যস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দানের প্রধান রূপ আমরা দেখেছি—শিক্ষাদর্শ নির্ণয়ে, শিক্ষানীতি প্রণয়নে এবং শিক্ষাপ্রণালীতে। সমগ্রভাবে দেখলে বুঝি—প্রথম জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও রূপ বিদ্যাসাগরই নির্দেশ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। পুনরুল্লেখ বাহুল্য নয়—সেই শিক্ষা-ভাবনার প্রাণ এই সত্যে: পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত করানো চাই। এই 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা'র অর্থ নতুন জীবনদৃষ্টি, জীবন-বোধ, পৃথিবীর তা আধুনিকতম সভ্যতা—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এমনকি ইউরোপেরও তা একান্ত সম্পদ নয়। রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লব সৃদ্ধ আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবে সমৃদ্ধ হয়ে

প্রথমে ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়—তারপর ইউরোপে, আমেরিকায়, ও এখন এশিয়ায়, আফ্রিকায় সে সভ্যতা সর্বত্র মূর্ত। বিদ্যাসাগর এই আধুনিকতাকে এ দেশে পুরুষের মতো গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন—সেই আগ্রহে পুরাতন হিন্দু দর্শনকে তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠোর সমালোচনাও করেছিলেন। চটি-চাদর-পরা পণ্ডিত জানিয়ে গিয়েছেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রূপ হ্যাট-কোটে নয়। এমনকি, হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের ইংরেজি কপচানোও আধুনিকতা নয়—আধুনিকতার অর্থ উদ্যোগে, পুরুষকারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদকে জীবনক্ষেত্রে সার্থকতা দানে।

এইভাবে এই প্রথম নির্দিষ্ট হল আমাদের জাতীয় শিক্ষার কনটেন্ট বা প্রাণবস্তু—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে তার দেহের, অবয়বের (ফর্মের) কথা। বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি—জাতীয় ( বাঙলা ) ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক উন্নয়ন—এরূপ উন্নয়ন যাতে তা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহন হয়ে উঠতে পারে। সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজি ( ইংরেজিই তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার ) ভাষা ও সাহিত্য থেকে ; এবং সবল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল বাঙলা রচনা-রীতি আয়ত্ত করতে হবে সংস্কৃত ভাষার সহায়ে। এই তিন ভাষাই জাতীয় শিক্ষার পক্ষে যথানুরূপ, তাই শিক্ষণীয়। অবশ্য বাঙলা ভাষা যতই তার নিজস্ব শক্তিতে বিকশিত হবে ততই সংস্কৃতের থেকে ঋণগ্রহণের ঐরূপ প্রয়োজন হ্রাস পাবে : যেমন, এখনই তা অনেকাংশে বাঙালির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজির দৌত্য তখনো একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই—তবে প্রয়োজন ইংরেজির দাসত্ব অস্বীকার—বাঙলায় বাহনত্ব স্বীকার। বলা বাহুল্য, এই হল আজকালকার ভাষায় শিক্ষাক্ষেত্রে 'ত্রি-ভাষার নীতি'র প্রথম ব্যাখ্যান। জাতীয় শিক্ষার রূপ কী, বাহন কী, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার ভাষানীতি কী—বিদ্যাসাগরই তা বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যদি বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে আমরা এই ত্রিভাষিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম, তাহলে জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাজীবনে একালের ভাষাবিভ্রাটের অভিশাপ ও তর্কের কুজ্ঝটিকা থেকে অব্যাহতি পেতাম।

দ্বিতীয় কথা, বিদ্যাসাগরের এই জাতীয় শিক্ষানীতি শুধু 'ত্রিভাষার নীতি'ই নয়—জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের নীতিও। যদি ইংরেজিই শিক্ষার বাহন হয় তাহলে সে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং তাদের কাছেও সে বিদ্যা থাকবে পুঁথিপড়া এক নিষ্প্রাণ বা বিকৃত বিদ্যা। জাতির উন্নয়ন চাইলে আধুনিক ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতির সকল স্তরে শিক্ষার প্রভূততম প্রসারও কাম্য—কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ানটিটেটিভ দুরকম প্রসারই প্রয়োজন। পূর্বেই দেখেছি—কেন বিদ্যাসাগর তখনো (১৮৫৯) শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের কথা ভাবেন নি, সে প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি—শত হলেও তা তাঁর সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। তাঁর সৃষ্টি সর্বত্রগামী হয় নি, ভবিষ্যদ্‌গামীও নয়। কিন্তু সুযোগ পেতেই (১৮৫৪-৫৮) ঝড়ের মতো দুর্বার গতিতে সেই প্রবল পুরুষ

গ্রামে গ্রামে নর্মাল স্কুল, গ্রামে গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন—সন্দেহমাত্র নেই, তা সর্বরকমেই জাতীয় শিক্ষার বিস্তারপ্রচেষ্টা। এ প্রোগ্রাম প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কারণ আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী সরকার তার বিরোধিতা না করে পারে না। এবং এও জানি, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের নীতি তখন উনিশ শতকের ভদ্রলোকশ্রেণীরও অনুমোদন লাভ করে নি। তিনি আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন—স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসরেও তাঁর স্বদেশে বাঙলা ভাষা শিক্ষার প্রধান বাহন হয় নি, তাঁর দেশে শতকরা ৭০টি মানুষ এখনও নিরক্ষর। বর্ণপরিচয়ের বিদ্যার সঙ্গেও তাদের পরিচয় হল না।

## রচনা-নৈপুণ্য

তৃতীয় কথা, স্কুল স্থাপনা থেকে জীবনে প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে সকলের পক্ষে সুগম করবার কোনো চেষ্টাই বিদ্যাসাগর বাদ রাখেন নি—এ প্রসঙ্গে সেই সত্যও মনে পড়বে। যতই আমরা তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষাসাহিত্য রচনার প্রয়াসের দিকে দেখি, ততই অনুভব করতে বাধ্য হই, পাঠ্যপরিকল্পনায় তাঁর বাস্তববোধ বা কমন সেন্স, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; অন্যদিকে, পাঠ্যরচনারীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতা, ভাষার সরলতা, সহজশ্রী, এমনকি সচলতা। সাহিত্যবিচারের প্রসঙ্গে না গিয়ে একবার 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'বোধোদয়' পর্যন্ত তাঁর পাঠ্যপুস্তক কয়টির দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি—কেন তিনি সত্যই শিক্ষা-সাহিত্যের প্রধান গুরু। 'বর্ণপরিচয়ে' বর্ণজ্ঞান থেকে শিশু বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাতে ধরে নিয়ে যান। এভাবে বর্ণবোধের শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বদ্ধ করা বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি—অবশ্য আজ তা বাঙালীর অত্যন্ত সহজ সম্পদ। তিনিই এই বর্ণপরিচয়ের পর একের পর এক বাস্তব জ্ঞানের সোপান পার করে শিশু-শিক্ষার্থীকে উৎসুক ও অভ্যস্ত করেন, গল্পাকারে মানবীয় গুণের সঙ্গে পরিচিত করান, শ্রেষ্ঠ মানুষের কথায় উদ্‌বুদ্ধ করেন। শেষে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি চিরন্তন রসসম্পদের দুয়ারে শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দেন। একটি প্রস্তাবেও পারত্রিক কথা নেই। আধুনিক জীবন; পৃথিবীর জ্ঞান; বৈজ্ঞানিকদের জীবনসংগ্রাম; অখ্যাত দরিদ্র মানুষদের শিক্ষায়, পরিশ্রমে, স্বকীয় উদ্যোগে অভ্যুদয়; ব্যক্তির জয়গানের সঙ্গে বিবেকের উদ্‌বোধন; পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণনীতির বোধ জন্মানো—এইসব বিদ্যাসাগরের শিক্ষার ভিত্তি। আজও এই ভিত্তি অপরিত্যাজ্য। আমরা একালের দৃষ্টি অনুযায়ী রঙে রসে ছবিতে ছড়ায় সঞ্জীবিত করে এই বাস্তব শিক্ষাকে আরও মনোরঞ্জক করব না কেন? নিশ্চয়ই করব। কিন্তু ছাড়তে পারব না এই ভিত্তি—সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন-বুদ্ধি-চেতনাকে উজ্জীবিত করার বিদ্যাসাগরীয় কলাকৌশল ও শিক্ষা-দৃষ্টান্ত—যে কৌশল পরিণতচিত্ত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে (ভুল সত্ত্বেও)

'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই বাক্য দুটি আশ্রয় করে আদিকবির বিচিত্র ছন্দের প্রথম প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ, বাস্তব জ্ঞান, আর তারও তলাকার গভীরতর ছন্দবোধ—দুই-ই বিদ্যাসাগরের পাঠপ্রণালীতে যথার্থ সমন্বিত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড় শ বৎসরের উৎসব পালন করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই চাইলাম শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের রূপটিকে আমাদের দরিদ্র সাক্ষর জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে—সৌভাগ্য হল না বলতে পারি—দেশের আপামর সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে। কারণ, অক্ষরজ্ঞান থেকেও দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ এখনো বঞ্চিত। আর শিক্ষার ভিত্তি যেখানে এতই সংকীর্ণ, সেখানে সাধারণ শিক্ষিতই বা কয়জন? 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রয়োজন যদি শতকরা ৭০ জনের এখনো থেকে থাকে, তা হলে 'বোধোদয়'-এর উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কিংবা 'চরিতাবলী'র বৈজ্ঞানিক জীবনের মূলস্থ শিক্ষা—বাকি শতকরা ৩০ জনের মধ্যে কতজনের আজও হয়েছে? আর উচ্চশিক্ষিত কতজন এখনও শুনেছেন—বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষার সেই প্রথম সুসম্বদ্ধ ও প্রবল প্রচেষ্টার কথা?

এই চিন্তা থেকেই আমরা বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প নিয়েছি। আর সেই কারণেই, তাঁর রচনাসংগ্রহে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রচনা ও পত্রাদি। এই কারণেই, বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহ ('বেতাল-পঞ্চবিংশতি' থেকে) কালানুক্রমিক ধারায় না সাজিয়ে আমরা বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীতে ('বর্ণপরিচয়' থেকে) সাজাতে চেষ্টা করলাম।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের কোনো কথা, রচনা. পত্রই পরিত্যাজ্য নয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, ইন্দ্রমিত্র প্রভৃতি অনেক নতুন তথ্য জুগিয়ে দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংস্করণই আমাদের বিবেচনায় বর্তমানে সর্বাধিক প্রামাণিক, কিন্তু তা বাজারে দুষ্প্রাপ্য। মণ্ডল বুক হাউসের বিদ্যাসাগরের রচনাবলী (শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত) যথেষ্ট মূল্যবান—কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে রচনাবলী সুলভ নয়। আরও সস্তায় বিদ্যাসাগরের রচনা ক্রয়সাধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান সংস্করণের প্রকাশ। সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ হাজার টাকা সাহায্য দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমাদের সংকল্পের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতেই যেভাবে সহস্র সহস্র মানুষ অগ্রিম তার আংশিক মূল্য জমা দেবার জন্য এগিয়ে আসেন, সমসাময়িক বাঙলার জীবনে তাও এক অদ্ভুত ঘটনা; তা আমাদের চোখ খুলে দেবার মতো। মনে হয়, বাঙালি জীবনের বাইরের দিকটায়, খোসার দিকে, যতটা পচ ধরা পড়ছে, ভেতরে তার মর্মকেন্দ্রে ততটা তা পৌঁছয় নি। এখনো রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত নন। বীরসিংহের সেই অনমনীয় ও দুর্দমনীয় পুরুষসিংহের

অভ্যুদয় নিতান্তই বাঙালি জীবনে একটা অস্বাভাবিক ক্ষণিকস্ফুরণ নয়—বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সেই মহাস্ফুরণ কি বাঙালি জীবনে আবার প্রত্যক্ষ হয়নি ! তা হলে কে বলে তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে ? বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহের ক্রয়ার্থীরা আমাদের চোখে অন্তত অন্য কথাই প্রমাণিত করেন। বাঙালি জীবনে দুর্যোগের আজ সীমা-পরিসীমা নেই—কিন্তু জাতির সাধারণ মানুষ তা মাথায় নিয়েও এখনো বাঁচতে চায়। এই ধারণা আমাদেরও এই প্রণালীতে বিদ্যাসাগর উৎসব উদ্‌যাপনে নতুন করে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। বিদ্যাসাগরের রচনা জনসাধারণের আয়ত্ত হোক। সেই আলো, সেই পৌরুষ, সেই মানবত্তা আমাদের প্রেরণা হোক।

রচনাসংগ্রহের সম্পাদনা করতে গিয়ে তবু আমরা বারে বারেই অনুভব করেছি নিজেদের ত্রুটি ও অভাব। এ সংগ্রহে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি বিদ্যাসাগরের বাঙলা রচনাকে, তারপর বিদ্যাসাগরের বিশেষ গুরুতর চিঠিপত্রকে। শিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি মন্তব্যও নিশ্চয়ই গুরুতর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সকল পত্রাদি এখনো পরীক্ষিত হয় নি, প্রকাশিতও হয় নি, কারও পক্ষেই তা সম্পূর্ণ প্রকাশ এতাবৎ সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া কোনো কোনো বাঙলা রচনাও এখনো অপ্রকাশিত। অধিকারীরা প্রকাশ না করলে তা দুর্লভই থাকবে। সংস্কৃত রচনার ও ইংরেজি অন্য রচনার প্রশ্ন আমাদের নিকট গৌণ—যদি তার বৈশিষ্ট্য না থাকে।

প্রথম খণ্ডে শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজ, এবং তৃতীয় খণ্ডে সাহিত্য ও বিবিধ—এই পদ্ধতিতে আমরা এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে চাই। যা গৌণ বলে মনে হয়, তাও পরিত্যাজ্য নয়। তবে পরিকল্পিত তিন খণ্ডের আকার মুদ্রণশেষে পরিষ্কার হয়ে না উঠলে সেরূপ সংস্কৃত ও ইংরেজি লেখা এবং কিছু কিছু পত্রাদির সম্বন্ধে কর্তব্যস্থির করা সুধাধ্য নয়, অনুভব করছি। আমাদের সীমিত অর্থবল, সীমাবদ্ধ সময় ও অন্যান্য দুর্নিবার্য বাধার কথা বিস্মৃত হতে পারি না বলেই দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে। এ খণ্ডে যে ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটল, প্রার্থনা করি, ক্রেতারা সহৃদয়চিত্তে তা ক্ষমা করবেন। তা করলেও কিন্তু আমাদের অপরাধ আমাদের কাছে কিছুমাত্র লঘু হবে না। অবশ্য সময়ের স্বল্পতা ও এদিনের মুদ্রণের অসুবিধা সামান্য নয়, এ কথা সকলেই বুঝতে পারেন। আমরা এত পূর্বগামী ও সমসাময়িক সুহৃদ্‌দের নিকট এইটুকু সাফল্যের জন্যও ঋণী যে তা শেষ খণ্ডে ভিন্ন স্বতন্ত্র উল্লেখ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের সহযোগী কর্মীদের কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে বলতে পারি,—বিদ্যাসাগরের বিষয়ে কিছুমাত্র কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের সকলের নিকটই আমরা ঋণী। সেই পণ্ডিত, গবেষক, লেখক, প্রকাশক প্রভৃতি সকলে আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

গোপাল হালদার

'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই বাক্য দুটি আশ্রয় করে আদিকবির বিচিত্র ছন্দের প্রথম প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ, বাস্তব জ্ঞান, আর তারও তলাকার গভীরতর ছন্দবোধ—দুই-ই বিদ্যাসাগরের পাঠপ্রণালীতে যথার্থ সমন্বিত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড় শ বৎসরের উৎসব পালন করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই চাইলাম শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের রূপটিকে আমাদের দরিদ্র সাক্ষর জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে—সৌভাগ্য হল না বলতে পারি—দেশের আপামর সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে। কারণ, অক্ষরজ্ঞান থেকেও দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ এখনো বঞ্চিত। আর শিক্ষার ভিত্তি যেখানে এতই সংকীর্ণ, সেখানে সাধারণ শিক্ষিতই বা কয়জন? 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রয়োজন যদি শতকরা ৭০ জনের এখনো থেকে থাকে, তা হলে 'বোধোদয়'-এর উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কিংবা 'চরিতাবলী'র বৈজ্ঞানিক জীবনের মূলস্থ শিক্ষা—বাকি শতকরা ৩০ জনের মধ্যে কতজনের আজও হয়েছে? আর উচ্চশিক্ষিত কতজন এখনও শুনেছেন—বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষার সেই প্রথম সুসম্বদ্ধ ও প্রবল প্রচেষ্টার কথা?

এই চিন্তা থেকেই আমরা বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প নিয়েছি। আর সেই কারণেই, তাঁর রচনাসংগ্রহে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রচনা ও পত্রাদি। এই কারণেই, বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহ ('বেতাল-পঞ্চবিংশতি' থেকে) কালানুক্রমিক ধারায় না সাজিয়ে আমরা বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীতে ('বর্ণপরিচয়' থেকে) সাজাতে চেষ্টা করলাম।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের কোনো কথা, রচনা. পত্রই পরিত্যাজ্য নয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, ইন্দ্রমিত্র প্রভৃতি অনেক নতুন তথ্য জুগিয়ে দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংস্করণই আমাদের বিবেচনায় বর্তমানে সর্বাধিক প্রামাণিক, কিন্তু তা বাজারে দুষ্প্রাপ্য। মণ্ডল বুক হাউসের বিদ্যাসাগরের রচনাবলী (শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত) যথেষ্ট মূল্যবান—কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে রচনাবলী সুলভ নয়। আরও সস্তায় বিদ্যাসাগরের রচনা ক্রয়সাধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান সংস্করণের প্রকাশ। সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ হাজার টাকা সাহায্য দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমাদের সংকল্পের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতেই যেভাবে সহস্র সহস্র মানুষ অগ্রিম তার আংশিক মূল্য জমা দেবার জন্য এগিয়ে আসেন, সমসাময়িক বাঙলার জীবনে তাও এক অদ্ভুত ঘটনা; তা আমাদের চোখ খুলে দেবার মতো। মনে হয়, বাঙালি জীবনের বাইরের দিকটায়, খোসার দিকে, যতটা পচ ধরা পড়ছে, ভেতরে তার মর্মকেন্দ্রে ততটা তা পৌঁছয় নি। এখনো রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত নন। বীরসিংহের সেই অনমনীয় ও দুর্দমনীয় পুরুষসিংহের

অভ্যুদয় নিতান্তই বাঙালি জীবনে একটা অস্বাভাবিক ক্ষণিকস্ফুরণ নয়—বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সেই মহাস্ফুরণ কি বাঙালি জীবনে আবার প্রত্যক্ষ হয়নি ! তা হলে কে বলে তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে ? বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহের ক্রয়ার্থীরা আমাদের চোখে অন্তত অন্য কথাই প্রমাণিত করেন। বাঙালি জীবনে দুর্যোগের আজ সীমা-পরিসীমা নেই—কিন্তু জাতির সাধারণ মানুষ তা মাথায় নিয়েও এখনো বাঁচতে চায়। এই ধারণা আমাদেরও এই প্রণালীতে বিদ্যাসাগর উৎসব উদ্‌যাপনে নতুন করে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। বিদ্যাসাগরের রচনা জনসাধারণের আয়ত্ত হোক। সেই আলো, সেই পৌরুষ, সেই মানবতা আমাদের প্রেরণা হোক।

রচনাসংগ্রহের সম্পাদনা করতে গিয়ে তবু আমরা বারে বারেই অনুভব করেছি নিজেদের ত্রুটি ও অভাব। এ সংগ্রহে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি বিদ্যাসাগরের বাঙলা রচনাকে, তারপর বিদ্যাসাগরের বিশেষ গুরুতর চিঠিপত্রকে। শিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি মন্তব্যও নিশ্চয়ই গুরুতর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সকল পত্রাদি এখনো পরীক্ষিত হয় নি, প্রকাশিতও হয় নি, কারও পক্ষেই তা সম্পূর্ণ প্রকাশ এতাবৎ সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া, কোনো কোনো বাঙলা রচনাও এখনো অপ্রকাশিত। অধিকারীরা প্রকাশ না করলে তা দুর্লভই থাকবে। সংস্কৃত রচনার ও ইংরেজি অন্য রচনার প্রশ্ন আমাদের নিকট গৌণ—যদি তার বৈশিষ্ট্য না থাকে।

প্রথম খণ্ডে শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজ, এবং তৃতীয় খণ্ডে সাহিত্য ও বিবিধ—এই পদ্ধতিতে আমরা এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে চাই। যা গৌণ বলে মনে হয়, তাও পরিত্যাজ্য নয়। তবে পরিকল্পিত তিন খণ্ডের আকার মুদ্রণশেষে পরিষ্কার হয়ে না উঠলে সেরূপ সংস্কৃত ও ইংরেজি লেখা এবং কিছু কিছু পত্রাদির সম্বন্ধে কর্তব্যস্থির করা সুধাধ্য নয়, অনুভব করছি। আমাদের সীমিত অর্থবল, সীমাবদ্ধ সময় ও অন্যান্য দুর্নিবার্য বাধার কথা বিস্মৃত হতে পারি না বলেই দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে। এ খণ্ডে যে ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটল, প্রার্থনা করি, ক্রেতারা সহৃদয়চিত্তে তা ক্ষমা করবেন। তা করলেও কিন্তু আমাদের অপরাধ আমাদের কাছে কিছুমাত্র লঘু হবে না। অবশ্য সময়ের স্বল্পতা ও এদিনের মুদ্রণের অসুবিধা সামান্য নয়, এ কথা সকলেই বুঝতে পারেন। আমরা এত পূর্বগামী ও সমসাময়িক সুহৃদ্‌দের নিকট এইটুকু সাফল্যের জন্যও ঋণী যে তা শেষ খণ্ডে ভিন্ন স্বতন্ত্র উল্লেখ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের সহযোগী কর্মীদের কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে বলতে পারি,—বিদ্যাসাগরের বিষয়ে কিছুমাত্র কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের সকলের নিকটই আমরা ঋণী। সেই পণ্ডিত, গবেষক, লেখক, প্রকাশক প্রভৃতি সকলে আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ॥

গোপাল হালদার

## ত্রুটি স্বীকার

১। মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র সম্পাদনা করেছেন শ্রীদেবকুমার বসু।

২। রচনাসংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে, 'ভূমিকা'র একুশ পৃষ্ঠায় 'অপূর্ব ইতিহাস' প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের নাম 'বিজিত সেন' রূপে মুদ্রিত হয়েছে।

এই অনবধানতার জন্য আমরা দুইজনের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। সম্পাদক॥

# সূচী



## চিত্রসূচী



# বর্ণপরিচয়

## প্রথম ভাগ

### বিজ্ঞাপন

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ৯কার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।

১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রকাশ ১৮৫৬-৫৭

# ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; সুতরাং সেই সেই অংশে পূর্ব্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে।

প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি। অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দমাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে ; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

কর্ম্মাটাড়,

১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩২। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

মুদ্রাঙ্ক - ১৮

# বর্ণপরিচয়

## প্রথম ভাগ

### স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ

অজগর আনারস ইঁদুর ঈগল উট ঊষা
ঋষি ৯িচু একতারা ঐরাবত ওল ঔষধ

### বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

অ এ ঋ ই ও ঌ ঐ ঊ ঔ ঈ আ উ

### ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ ৎ

কোকিল খরগোস গরু ঘোড়া বেঙ চাঁদ ছাগল জাহাজ ঝাঁকামুটে
তানপুরা টিয়া ঠাকুরমা ডাব ঢাক হরিণ তাল থানা দাঁত ধনুক
নৌকা পেঁচা ফড়িং বাঘ ভোঁদড় মহিষ যাঁতিকল রথ লাটিম
বুলবুলি শেয়াল ষাঁড় সিংহ হনুমান য়াক সং

### বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

ব র ক ধ ঝ জ ষ য় য ঘ ম স খ থ ফ চ ঠ ঢ ঢ় ট
গ ল শ হ ছ ড ড় ঙ ত ভ ঞ দ প ণ ন ব ং ঃ ঁ ৎ

### বর্ণযোজনা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কর | ঘট | নখ | পথ | ভয় | বন |
| খল | জল | দশ | ফল | রস | শঠ |
| অচল | অপর | অবশ | আদর | আসন | ঈষৎ |
| অধম | অলস | অসৎ | আলয় | ইতর | ঔষধ |
| কপট | জগৎ | ধবল | মরণ | লবণ | শকট |
| গরল | দশম | নয়ন | রজক | বসন | সরল |

### আকারযোগ

আ া

ক আ কা ম আ মা

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কাক | ঘাস | দান | পাঠ | মাস | বাস |
| গান | তাল | নাম | ভাগ | লাভ | শাক |
| ঘটা | কথা | দয়া | তারা | ভাষা | রাজা |
| লতা | সভা | জবা | ধাতা | মালা | শাখা |
| কারণ | সাহস | কপাট | কাপাস | বাচাল | ভাবনা |
| বালক | অগাধ | সমান | পাষাণ | তাড়না | যাতনা |

### ইকারযোগ

ই ি

ক ই কি ব ই বি

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তিল | হিম | গতি | দধি | রবি | নিধি |
| দিন | মণি | যদি | তরি | গিরি | লিপি |
| কিরণ | নিকট | হরিণ | অগতি | অশনি | শিশির |
| দিবস | কঠিন | মলিন | অবধি | নিবিড় | বিহিত |

### ঈকারযোগ

ঈ ী

ক ঈ কী ত ঈ তী

উদাহরণ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কীট | তীর | নীল | ঘটী | ধনী | বলী | | | |
| পীত | ধীর | শীত | নদী | জয়ী | শশী | | | |
| জীবন | নীরস | শীতল | গভীর | শরীর | অলীক | তরণী | রজনী | পদবী |

### উকারযোগ

ক উ কু স উ সু

### উদাহরণ

কুল তুষ মুখ লঘু কটু মধু
ঘুণ বুধ সুখ ঋজু ঋতু তনু
কুশল মুখর সুলভ আকুল চতুর মধুর অলঘু অপটু অতনু

## ঊকারযোগ

ঊ ূ

ক ঊ কূ দ ঊ দূ

### উদাহরণ

কূপ গূঢ়* দূর ধূম ভূত মূঢ়* শূল সূপ
নূতন পূরণ ভূষণ শূকর ময়ূর মসূর অকূল অপূপ

## ঋকারযোগ

ঋ ৃ

ক ঋ কৃ ত ঋ তৃ

### উদাহরণ

কৃশ* গৃহ* ঘৃত* তৃণ* দৃঢ়* ধৃত* নৃপ* মৃগ*
কৃপণ পৃথক বৃহৎ
অকৃত* আদৃত* অনৃত* অমৃত* আবৃত* মসৃণ

## একারযোগ

এ ে

ক এ কে দ এ দে

### উদাহরণ

কেশ খেদ তেজ দেশ ভেক মেঘ বেশ শেষ
কেবল চেতন ছেদন পেচক মেলক লেখক বেতন শেখর
সেবক আদেশ অনেক অপেয়* অভেদ আবেশ অশেষ

## ঐকারযোগ

ঐ ৈ

ক ঐ কৈ    দ ঐ দৈ

### উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জৈন* | তৈল* | দৈব* | বৈধ* | শৈল* | হৈম* |
| কৈতব | ধৈবত | ভৈরব | বৈভব | শৈশব | সৈকত |

## ওকারযোগ

ও ো

ক ও কো    দ ও দো

### উদাহরণ

কোণ গোল চোর দোষ বোধ ভোগ রোগ লোভ শোক

কোমল গোপন ভোজন মোদক রোদন লোচন

চকোর কঠোর কপোত অবোধ আমোদ অশোক

## ঔকারযোগ

ঔ ৌ

ক ঔ কৌ    প ঔ পৌ

### উদাহরণ

কৌল গৌর তৌল ধৌত* পৌষ মৌন* লৌহ* শৌচ

কৌশল গৌরব যৌবন সৌরভ

## মিশ্র উদাহরণ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সাধু | শিখা | শোভা | রীতি | নীতি | নাড়ী | রাশি |
| পূজা | বেণু | বায়ু | নৌকা | সুখী | ভূমি | খেলা |
| ধেনু | লীলা | সেবা | রিপু | ধাতু | কৃপা | সীমা |
| নাভি | ঘৃণা | মেধা | তালু | বীণা | পীড়া | হানি |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিকার | বিনাশ | পৃথিবী | বিচার | একাকী | মৃগয়া | দুরাশা |
| আকৃতি | কোকিল | শৃগাল | কৌতুক | বালিকা | নিরীহ* | পিপাসা |
| মানুষ | বিড়াল | নিষেধ | নীরোগ | দয়ালু | সোপান | মেধাবী |

## মিশ্র উদাহরণ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অধিকার | সমুদায় | পরিণাম | বিপরীত | পরিশোধ | অনুতাপ | পরিবার |
| পরিহাস | অনুরাগ | অনুপায় | অভিলাষ | আলোচনা | নিবারণ | কৌতূহল |
| পুরাতন | অবিচার | পরিতোষ | অনুমান | অভিমান | অনুযোগ | বিবেচনা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুধাবন | পরিবেশন | অনধিকার | নিরপরাধ | অনুশোচনা |
| অকুতোভয় | অনুশীলন | অনুমোদন | অবিবেচনা | অভিনিবেশ |
| নিরভিমান | পরিবেদনা | পারলৌকিক | | পারিতোষিক |

## অনুস্বারযোগ

ং

অ ং অং  ব ং বং

## উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অংশ* | বংশ* | হংস* | মাংস* | সিংহ* | হিংসা |
| দংশন | সংশয় | সংযোগ | সংসার | বিংশতি | মীমাংসা |

## বিসর্গযোগ

ঃ

ক ঃ কঃ  ন ঃ নঃ

## উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দুঃখ* | দুঃখী | দুঃখিত | দুঃশীল | নিঃশেষ | নিঃসৃত* |
| দুঃসময় | দুঃসাহস | অধঃপাত | মনঃপূত* | নিঃসহায় | পুনঃপুনঃ |

## চন্দ্রবিন্দুযোগ

কা ঁ কাঁ চা ঁ চাঁ

## উদাহরণ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চাঁদ | দাঁত | পাঁচ | ফাঁদ | বাঁক | হাঁস | কাঁচা | চাঁপা | তাঁবা |
| কাঁটাল | | পাঁকাল | | | | কাঁসারি | | শাঁখারি |

## বর্ণবিশেষে উ ঊ ঋ যোগের বিশেষ

গ উ গু

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গুড় | গুণ | অগুণ | বিগুণ | গুহা | গুণবান |

র উ রু

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| রুচি | রুধির | তরু | করুণা | অরুণ | নিরুপায় |

শ উ শু

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শুক | শুচি | পশু | শিশু | অশুভ* | কিংশুক |

হ উ হু

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বহু | বাহু | রাহু | আহুতি | বহুমান | হুতাশন |

র ঊ রূ

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| রূঢ় | রূপ | সরূপ | নিরূপণ | আরূঢ় | অপরূপ |

হ ঋ হৃ

উদাহরণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হৃত* | হৃদয় | সুহৃৎ | সহৃদয় | আহৃত* | অপহৃত* |

১ পাঠ

বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।

২ পাঠ

পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।

৩ পাঠ

কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।

## ৪ পাঠ

কি পড়। কোথা যাও। ধীরে চল। কাছে এস। বই আন।

## ৫ পাঠ

নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী। কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল।

## ৬ পাঠ

বাহিরে যাও। ভিতরে এস। কপাট খোল। কাগজ রাখ। কলম দাও।

## ৭ পাঠ

আমি যাইব। তোমরা যাও। আমরা যাইতেছি।
কে আসিবে। তিনি গিয়াছেন। তাহারা আসিতেছে।

## ৮ পাঠ

কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।
গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।

## ৯ পাঠ

আমি মুখ ধুইয়াছি।
রাখাল কাপড় পরিতেছে।
ভুবন কাপড় পরিয়াছে।
গোপালের পড়িবার বই নাই।
মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।
যাদব এখনও শুইয়া আছে।
রাখাল সারাদিন খেলা করে।

## ১০ পাঠ

রাম তুমি হাসিতেছ কেন।
নবীন কেন বসিয়া আছে।
আমি আজ পড়িতে যাইব না।
তিনি এখানে কখন আসিবেন।
আমরা কাল সকালে যাইব।
তুমি একলা কোথায় যাইতেছ।
তোমরা এখানে কি করিতেছ।

## ১১ পাঠ

তুমি কখন পড়িতে যাইবে।
যদু কাল সকালে আসিবে।
তোমার গৌণ হইল কেন।
আমি আজ বিকালে যাইব।
কাল আমরা পড়িতে যাই নাই।
আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব।
কাল রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।

## ১২ পাঠ

কখনও মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

## ১৩ পাঠ

তারক ভাল পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।
কৈলাস কাল পড়া বলিতে পারে নাই।
আজ অসুখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব না।
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

## ১৪ পাঠ

আর রাত্রি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়া দিবেন না।

## ১৫ পাঠ

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে। তুমি কাপড় পর। আমার বই লইয়াছি। তোমার বই কোথায়। এস যাই, আর দেরি করিব না। কাল আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম; সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

## ১৬ পাঠ

দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।

## ১৭ পাঠ

নবীন, কাল তুমি, বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে মানুষ, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

## ১৮ পাঠ

গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারাদিন খেলা করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।

## ১৯ পাঠ

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভালবাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দুবেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভাল বাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।

## ২০ পাঠ

গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে; সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে। বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে একদিনও মন দিয়া পড়ে না এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে, গুরু মহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার বই হারাইলে, আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

## ২১ পাঠ

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ |

* ১৯৩২ সংবতে প্রকাশিত ষষ্টিতম সংস্করণের পাঠ অনুসারে পুনর্মুদ্রিত।

# বর্ণপরিচয়

## দ্বিতীয় ভাগ

### বিজ্ঞাপন

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

### দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত এবং চারিটী নূতন পাঠ সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

# বর্ণপরিচয়

## দ্বিতীয় ভাগ

## সংযুক্ত বর্ণ

### য ফলা — য্ য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ য খ্য মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ য গ্য ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ য জ্য রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ য ঠ্য লাঠ্য, পাঠ্য, শাঠ্য।
ড য ড্য জাড্য, তাড্যমান।
ঢ য ঢ্য আঢ্য, ধনাঢ্য।
ণ য ণ্য পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য।
ত য ত্য নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু।
থ য থ্য তথ্য, পথ্য, মিথ্যা।
দ য দ্য অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ
ধ য ধ্য ধ্যাতব্য, ধ্যান।
ন য ন্য অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্যায়।
প য প্য রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত।
ভ য ভ্য লভ্য, সভ্য, অভ্যাস।
ম য ম্য রম্য, অগম্য, বৈষম্য।
য য য্য অযয্য, আতিশয্য, শয্যা।
ল য ল্য বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ।
ব য ব্য নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি।
শ য শ্য অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল।
ষ য ষ্য দৃষ্য, পোষ্য, শিষ্য।
স য স্য নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য।
হ য হ্য সহ্য, বাহ্য, লেহ্য।

### প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখনও লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন, তাহা করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভাল বাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারা দিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চির কাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, তাহারা চির কাল সুখে থাকে।

## র ফলা—র ্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক র ক্র | বক্র, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ। | প র প্র | প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ। |
| গ র গ্র | অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম। | ভ র ভ্র | শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রুকুটি। |
| ঘ র ঘ্র | শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ। | ম র ম্র | আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট। |
| জ র জ্র | বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত। | ব র ব্র | ব্রণ, ব্রত, ব্রীড়া। |
| ত র ত্র | গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম। | শ র শ্র | শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান। |
| দ র দ্র | রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত। | স র স্র | সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত। |
| ধ র ধ্র | গৃধ্র, ধ্রিয়মান। | হ র হ্র | হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান। |

## দ্বিতীয় পাঠ

১। শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমায় ঘৃণা করিবে।

### ল ফলা—ল ্ল

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ল | ক্ল | শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ। | ম | ল | ম্ল | অম্ল, ম্লান, অম্লান। |
| গ | ল | গ্ল | গ্লপিত, গ্লানি। | ল | ল | ল্ল | পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক, কল্লোল। |
| প | ল | প্ল | বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা। | শ | ল | শ্ল | শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্লেষ। |
| হ | ল | হ্ল | আহ্লাদ, আহ্লাদিত। | | | | |

### ব ফলা—ব ্ব

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ব | ক্ব | পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব। | ধ | ব | ধ্ব | ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী। |
| জ | ব | জ্ব | জ্বর, জ্বলিত, জ্বালা। | ন | ব | ন্ব | অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ। |
| ট | ব | ট্ব | খট্বা, খট্বিকা। | ল | ব | ল্ব | বিল্ব, পল্বব। |
| ত | ব | ত্ব | ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব। | শ | ব | শ্ব | অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত। |
| দ | ব | দ্ব | দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ। | স | ব | স্ব | স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী। |
| হ | ব | হ্ব | বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান। | | | | |

## তৃতীয় পাঠ

### সুশীল বালক

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখা পড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত এই ভাবে, লেখা পড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে বড় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাদিগকে ভাল বাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা ধমকাইলে, রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। সে জানে, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না।

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন।

## ণ ফলা—ণ

ণ ণ ণ্ণ নিষণ্ণ, বিষণ্ণ, ষণ্ণবতি। ষ ণ ষ্ণ কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
হ ণ হ্ণ পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

## ন ফলা—ন

গ ন গ্ন ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়। ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান।
ঘ ন ঘ্ন বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিঘ্ন। ম ন ম্ন নিম্ন, নিম্নগা, আম্নায়।
ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর। স ন স্ন স্নপিত, স্নান, স্নেহ।
হ ন হ্ন চিহ্ন, নিহ্নব, বহ্নি, আহ্নিক।

## ম ফলা—ম্

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ম | ক্ম | রুক্ম, রুক্মিণী | ধ | ম | ধ্ম | আধ্মাত, আধ্মান। |
| গ | ম | গ্ম | তিগ্ম, বাগ্মী | ন | ম | ন্ম | জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত। |
| ঙ | ম | ঙ্ম | বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ। | ম | ম | ম্ম | সম্মত, সম্মান, সম্মুখ। |
| ট | ম | ট্ম | কুট্মল, কুট্মলিত। | ল | ম | ল্ম | গুল্ম, শাল্মলী, উল্মুক। |
| ণ | ম | ণ্ম | মৃণ্ময়, হিরণ্ময়। | শ | ম | শ্ম | শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর। |
| ত | ম | ত্ম | আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়। | ষ | ম | ষ্ম | উষ্ম, উষ্মাগম। |
| দ | ম | দ্ম | পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী। | স | ম | স্ম | ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত |

হ ম হ্ম জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

## চতুর্থ পাঠ

### যাদব

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে এক দিনও বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এই রূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভুবন! আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে, যখন সকলে বাড়ী যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব।

ভুবন কহিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না। সারাদিন খেলা করিলে, পড়া হবে না। কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, অভয়! আজ পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি। অভয় কহিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা, তুমি একদিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে, আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে, লেখা পড়া কিছুই হবে না। কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখা পড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পায়।

এই বলিয়া অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে আইসে না। পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

### রেফ—র ́

| | | | |
|---|---|---|---|
| র ক র্ক | তর্ক, কর্কশ, শর্করা। | র ধ র্ধ | নির্ধন, নির্ধূম, নির্ধৌত। |
| র খ র্খ | মূর্খ, মূর্খতা। | র ন র্ন | দুর্নয়, দুর্নাম, দুর্নিবার। |
| র গ র্গ | দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ। | র প র্প | সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর। |
| র ঘ র্ঘ | দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত। | র ব র্ব | দুর্বল, নির্বোধ। |
| র জ র্জ | নির্জন, দুর্জন, নির্জীব। | র ভ র্ভ | নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা। |
| র ঝ র্ঝ | ঝর্ঝর, নির্ঝর। | র ল র্ল | দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ। |
| র ণ র্ণ | কর্ণ, বর্ণ, নির্ণয়, নির্ণীত। | র শ র্শ | দর্শন, পরামর্শ, দর্শিত। |
| র থ র্থ | অর্থ, সার্থক, সমর্থ, অর্থাৎ। | র ষ র্ষ | হর্ষ, বিমর্ষ, বর্ষা, বার্ষিক। |
| র দ র্দ | নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ। | র হ র্হ | বর্হ, গর্হিত। |

## পঞ্চম পাঠ

### নবীন

নবীন নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভালবাসিত যে, সারাদিন পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, একবারও লেখা পড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

এক দিন, নবীন দেখিল, একটি বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে, তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এস দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখা পড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময়

পড়িতে, ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। এজন্যে বাবা আমাকে ভাল বাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভাল বাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখা পড়ায় অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটি বালক, চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময়, কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে অবহেলা করিব না।

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া কহিল, আয় না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল কহিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে, গরু চরান হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা একদিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চির কাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিতে পারিব না।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না। কেবল আমিই সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াই। সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য, তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হলে, আমি চির কাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে পারিলে, আর আমায় ভাল বাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আর আমি লেখাপড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখা পড়ার সময় লেখা পড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখা পড়ায় মনোযোগ করিল। তার পর, আর সে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে লেখা পড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

## মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে।

ক ক ক্ক চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক ত ক্ত রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক ষ ক্ষ ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ ধ গ্ধ দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ ক ঙ্ক অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।
ঙ খ ঙ্খ শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।
ঙ গ ঙ্গ অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।
ঙ ঘ ঙ্ঘ লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘিত।
চ চ চ্চ উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।
চ ছ চ্ছ তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ।
চ ঞ চ্ঞ যাচ্ঞা।
জ জ জ্জ কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত।
জ ঝ জ্ঝ কুজ্ঝটিকা।
জ ঞ জ্ঞ বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়।
ঞ চ ঞ্চ চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত।
ঞ ছ ঞ্ছ লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।
ঞ জ ঞ্জ অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন।
ট ট ট্ট অট্টহাস, অট্টালিকা।
ড় গ ড়্গ খড়্গ, খড়্গাঘাত।
ণ ট ণ্ট কণ্টক, বণ্টন।
ণ ঠ ণ্ঠ কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।
ণ ড ণ্ড খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডূষ।
ত ত ত্ত উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি, উত্তেজনা।
ত থ ত্থ উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।
দ গ দ্গ মুদ্গর, উদ্গার, মদ্গুর।
দ ঘ দ্ঘ উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।
দ দ দ্দ উদ্দীপন, উদ্দেশ।
দ ধ দ্ধ বদ্ধ, বুদ্ধি, উদ্ধত।
দ ভ দ্ভ উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।
ন ত ন্ত দন্ত, চিন্তা, সন্তোষ।
ন থ ন্থ মন্থন, পন্থা।
ন দ ন্দ আনন্দ, মন্দির, সিন্দূর, সন্দেহ।
ন ধ ন্ধ অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু।
প ত প্ত তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।
ব জ ব্জ অব্জ, কুব্জ।
ব দ ব্দ শব্দ, শব্দায়মান, শাব্দিক।
ব ধ ব্ধ লব্ধ, লুব্ধ, আরব্ধ।
ম প ম্প কম্প, সম্পদ, সম্পাদন।
ম ফ ম্ফ লম্ফ, গুম্ফিত।
ম ব ম্ব কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন।
ম ভ ম্ভ আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর, সম্ভোগ।
ল ক ল্ক শল্ক, বল্কল, উল্কা।
ল গ ল্গ বল্গা, ফাল্গুন।
ল প ল্প অল্প, কল্পনা, কল্পিত।
শ চ শ্চ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম।
শ ছ শ্ছ শিরশ্ছেদ।
ষ ক ষ্ক শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কৃত।
ষ ট ষ্ট কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি।
ষ ঠ ষ্ঠ কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর।
ষ প ষ্প পুষ্প, নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন।
ষ ফ ষ্ফ নিষ্ফল, নিষ্ফলতা।
স ক স্ক তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত।
স খ স্খ স্খলন, স্খলিত।
স ত স্ত হস্ত, নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ।
স থ স্থ সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থূল।
স প স্প বাস্প, আস্পদ, পরস্পর।
স ফ স্ফ স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

## ষষ্ঠ পাঠ

### মাধব

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়া লেখা পড়া শিখিত; কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না; এজন্য সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটি মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে বড় ভালবাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত।

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য চুরি করিত, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া কহিত, মহাশয়! আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন।

প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব, দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের একখানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইল না। পরে পুনরায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে কহিল, আমি আর কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু, কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এই রূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে যথেষ্ট

তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বিস্তর ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অতিশয় ঘৃণা হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল অবধি চুরি অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া, চুরি করিত। এ জন্য, যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটীতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

## মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক ষ ণ ক্ষ্ণ | তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতা। | ম ভ র ম্ভ্র | সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম। |
| ক ষ ম ক্ষ্ম | সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী। | র চ চ র্চ্চা | অর্চ্চনা, চর্চ্চা, অর্চ্চিত। |
| ঙ ক ষ ঙ্ক্ষ | আকাঙ্ক্ষা, সঙ্ক্ষেপ। | র চ ছ র্চ্ছ | মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত। |
| জ জ ব জ্জ্ব | উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা। | র জ জ র্জ্জ | গর্জ্জন, উপার্জ্জন, বর্জ্জিত। |
| ত ত র ত্ত্র | পুত্ত্র, ছত্ত্র, ছাত্ত্র। | র দ দ র্দ্দ | কর্দ্দম, দুর্দ্দিন, নির্দ্দেশ, |
| ত ত ব ত্ত্ব | তত্ত্ব, মহত্ত্ব, সাত্ত্বিক। | র দ ধ র্দ্ধ | অর্দ্ধ, অর্দ্ধাশন, নির্দ্ধারিত। |
| ত ম য ত্ম্য | দৌরাত্ম্য, মাহাত্ম্য। | র ম ম র্ম্ম | কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মাণ, নির্ম্মূল। |
| ন ত র ন্ত্র | মন্ত্র, যন্ত্র, তান্ত্রিক, মন্ত্রী। | র য য র্য্য | কার্য্য, ধৈর্য্য, মর্য্যাদা। |
| ন ত ব ন্ত্ব | সান্ত্বনা। | র ব ব র্ব্ব | খর্ব্ব, পর্ব্বাহ, গর্ব্বিত। |
| ন দ র ন্দ্র | চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়। | র শ ব র্শ্ব, | পার্শ্ব, পারিপার্শ্বিক। |
| ন ধ য ন্ধ্য | বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা। | ষ ট র ষ্ট্র | উষ্ট্র, রাষ্ট্র। |
| ন ন য ন্ন্য | সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী। | ষ প র ষ্প্র | নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবেশ। |
| ম প র ম্প্র | সম্প্রতি, সম্প্রদায়, সম্প্রীত। | স ত র স্ত্র | অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী। |

## মিশ্র সংযোগ—চারি অক্ষরে

র দ ধ ব র্দ্ধ্ব উর্দ্ধ্ব, মূর্দ্ধা।

## সপ্তম পাঠ

### রাম

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতা মাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনী গুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না। ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলকেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কর্ম করে না, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সর্বদা সেইরূপ কর্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অত্যন্ত ভাল বাসে। রামকে দেখিলে তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়।

লেখা পড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহার পিতা মাতা অথবা শিক্ষক বলেন, রাম তুমি বড় মন্দ কর্ম করিয়াছ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম করিব না, এবার আমায় মাপ করুন। তার পর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম করে না।

যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না; সে কখনও কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া, বলিয়া ডাকে না। কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য, কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

## অষ্টম পাঠ

### পিতা মাতা

দেখ বালকগণ! পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের

লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভাল বাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাঁহারা সর্বদা সে চেষ্টা করেন। তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ ও আহ্লাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চিরকাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহ্লাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহ্লাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়াশান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ, তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

অতএব, তোমরা কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে; যাহা নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সু সন্তান বলে। সু সন্তান হইলে, পিতা মাতার সুখের ও আহ্লাদের সীমা থাকে না।

## নবম পাঠ

### সুরেন্দ্র

সুরেন্দ্র! আমার কাছে এস। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুড়িতেছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র বলিল, হাঁ মহাশয়। যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ডেলা ছুড়িতেছিলাম। ডেলা ছুড়িলে কোনও দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটি পাখী বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ডেলা ছুড়িয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি অতি অন্যায় কর্ম করিয়াছ। পাখী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ডেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ডেলা ছুড়ে, আর ঐ ডেলা তোমার গায়ে লাগে, তোমার কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়! আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ডেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে, তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেলা ছোড়া ভাল নয়।

তখন শিক্ষক বলিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িয়াছিলে, উহার গায়ে ঐ ডেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ডেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে সে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত। বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব দেখ, ডেলা ছোড়ায় কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় দুষ্কর্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়! না বুঝিয়া, আমি এই দুষ্কর্ম করিয়াছি। আপনকার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি যে দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ডেলা ছোড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

## দশম পাঠ

### চুরি করা কদাচ উচিত নয়

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার

মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন ! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি ! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসি নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি ! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই. এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।

১৯০৩ সংবতে প্রকাশিত দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত।

# কথামালা

## বিজ্ঞাপন

রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ঈসপ্‌ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং, য়ুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই, অদ্যাপি, আদরপূর্ব্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ্‌ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না; এজন্য, ৬৮টি মাত্র, আপাততঃ, অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুত রেবেরেণ্ড টামস জেম্‌স্‌, ঈসপ্‌রচিত গল্পের ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা  
৭ই ফাল্গুন, সংবৎ ১৯১২।

খৃ. ১৮৫৫-৫৬

## সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, অশ্ব ও অশ্বপাল, বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক, কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা, দুঃখী বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নূতন অনুবাদিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে, সমুদয়ে গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল। পুস্তকের আদ্যোপান্ত, সবিশেষ যত্নসহকারে, সংশোধিত হইয়াছে।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা  
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯৩৯।

## বাঘ ও বক

একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং, চিরকালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্তুই সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল, এবং, বাঘের মুখের ভিতর, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে, ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবামাত্র, সে, দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, কহিল, অরে নির্বোধ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা; নতুবা, এখনই তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

## দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ

এক স্থানে, কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়া ছিল। এক দাঁড়কাক, দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে, আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া, দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল, এবং, দাঁড়কাকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি বিশ্রী, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না; এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গেল।

ময়ূরগণ, দেখিবা মাত্র, তাহাকে দাঁড়কাক বলিয়া বুঝিতে পারিল; সকলে মিলিয়া, তাহার পাখা হইতে, একটি একটি করিয়া, ময়ূরপুচ্ছগুলি তুলিয়া লইল; এবং, তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া, এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, দাঁড়কাক, জ্বালায় অস্থির হইয়া, পলায়ন করিল। অনন্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন, দাঁড়কাকেরা উপহাস করিয়া কহিল,

## ব্যাঘ্র ও মেষশাবক

এক ব্যাঘ্র, পর্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে। সে, দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, এই মেষশাবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজকার আহার সম্পন্ন করি; কিন্তু, বিনা দোষে, একজনের প্রাণবধ করা ভাল দেখায় না; অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, অপরাধী করিয়া, উহার প্রাণবধ করিব।

এই স্থির করিয়া, ব্যাঘ্র, সত্বর গমনে, মেষশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে দুরাত্মন্! তোর এত বড় আস্পর্ধা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস। মেষশাবক, শুনিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, সে কি মহাশয়! আমি, কেমন করিয়া, আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম। আমি নীচে জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন। নীচের জল ঘোলা করিলেও, উপরের জল ঘোলা হইতে পারে না।

বাঘ কহিল, সে যাহা হউক, তুই এক বৎসর পূর্বে, আমার অনেক নিন্দা করিয়াছিলি; আজ তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাবক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; এক বৎসর পূর্বে, আমার জন্মই হয় নাই; সুতরাং, তৎকালে আমি আপনকার নিন্দা করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে। বাঘ কহিল, হাঁ, সত্য বটে; সে তুই নহিস, তোর বাপ আমার নিন্দা করিয়াছিল। তুই কর, আর তোর বাপ করুক, একই কথা; আর আমি তোর কোনও ওজর শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া, বাঘ ঐ অসহায়, দুর্বল মেষশাবকের প্রাণসংহার করিল।

দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই।
আমি অপরাধী নহি, বা এরূপ করা অন্যায়, ইহা কহিয়া, প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

## মাছি ও মধুর কলসী

এক দোকানে মধুর কলসী উলটিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারি দিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে, মাছি আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। যতক্ষণ এক ফোঁটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অধিক ক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় মাছির পা মধুতে জড়াইয়া গেল; মাছি সকল আর, কোনও মতে, উড়িতে পারিল না; এবং, আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক, তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বোধ; ক্ষণিক সুখের জন্যে, প্রাণ হারাইলাম।

## সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ, পর্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ, একটা ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ, ঈষৎ কুপিত হইয়া, নখরের প্রহার দ্বারা, তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। ইঁদুর, প্রাণভয়ে কাতর হইয়া, বিনয় করিয়া, কহিল, মহারাজ! আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া, আমায় প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা; আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনকার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এবং, দয়া করিয়া, ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, সিংহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক শিকারির জালে পড়িল; বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রাণরক্ষাবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, সে এমন ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল।

সিংহ, ইতঃপূর্বে, যে ইঁদুরের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত। এক্ষণে সে, পূর্ব প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

কাহারও উপর দয়া প্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।
যে যত ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না কখনও প্রত্যুপকার করিতে পারে।

## কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল

এক কুকুর ও এক কুক্কুট, উভয়ের অতিশয় প্রণয় ছিল। এক দিন, উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে গেল। এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত, কুক্কুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কুক্কুটদের স্বভাব এই, প্রভাত কালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। কুক্কুট শব্দ করিবামাত্র, এক শৃগাল, শুনিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও সুযোগে, আজ, এই কুক্কুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া, মাংসভক্ষণ করিব। এই স্থির করিয়া, সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়া, ধূর্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই! তুমি কি সৎ পক্ষী; সকলের কেমন উপকারক। আমি, তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, বৃক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস; দুজনে মিলিয়া, খানিক, আমোদ আহ্লাদ করি।

কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ঐ ধূর্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই শৃগাল! তুমি, বৃক্ষের তলে আসিয়া, খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়া যাইতেছি। শৃগাল শুনিয়া, হৃষ্ট চিত্তে, যেমন বৃক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং, দন্তাঘাতে ও নখরপ্রহারে, তাহার সর্ব শরীর বিদীর্ণ করিয়া, প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

## ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল, ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি, কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং, কি রূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পূরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাও। ব্যাঘ্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই! তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, প্রভুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই। আর এ ক্লেশ সহ্য হয় না। যদি, রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং, ক্ষুধার সময়, পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, বাঘ কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং, কিসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ। কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, ঐ গলবন্ধে শিকলি দিয়া, দিনের বেলায়, আমায় বাঁধিয়া রাখে।

বাঘ, শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে। তবে তুমি, যখন যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার না। কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে ; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন, প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায় হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল।

## খরগস ও কচ্ছপ

কচ্ছপ স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে ; এজন্য, এক খরগস কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল। কচ্ছপ, খরগসের উপহাসবাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভাল, ভাই! কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর ; ঐ দিনে, দুজনে একসঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিব ; দেখা যাবে, কে আগে নিরূপিত স্থানে পঁহুছিতে পারে। খরগস কহিল, অন্য দিনের আবশ্যক কি ; আইস, আজই দেখা যাউক ; এখনই বুঝা যাইবেক, কে কত চলিতে পারে।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, উভয়ে, এক কালে, এক স্থান হইতে, চলিতে আরম্ভ করিল। কচ্ছপ আস্তে আস্তে চলিত বটে ; কিন্তু, চলিতে আরম্ভ করিয়া, একবারও না থামিয়া, অবাধে চলিতে লাগিল। খরগস অতি দ্রুত চলিতে পারিত ; এজন্য, মনে করিল, কচ্ছপ যত চলুক না কেন, আমি আগে পঁহুছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, শ্রমবোধ হওয়াতে, সে নিদ্রা গেল ; নিদ্রাভঙ্গের পর, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল, কচ্ছপ তাহার অনেক পূর্বে পঁহুছিয়াছে।

## কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী

পক্ষীরা অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু আমি পারি না ; ইহা ভাবিয়া, এক কচ্ছপ অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, যদি কেহ আমায়, এক বার, আকাশে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে, আমিও, পক্ষীদের মত, সচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া কহিল, ভাই! যদি তুমি, দয়া করিয়া, আমায় একটি বার আকাশে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে, সমুদ্রের গর্ভে যত রত্ন আছে, সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া তোমায় দি। আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে, আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ঈগল, কচ্ছপের অভিলাষ ও প্রার্থনা শুনিয়া, কহিল, শুন কচ্ছপ! তুমি যে মানস করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। ভূচর জন্তু, কখনও, খেচরের ন্যায়, আকাশে উড়িতে পারে না। তুমি এ অভিপ্রায় ছাড়িয়া দাও। আমি যদি তোমায় আকাশে উঠাইয়া দি, তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং, হয় ত, ঐ পড়াতেই, তোমার প্রাণত্যাগ ঘটিবেক। কচ্ছপ ক্ষান্ত হইল না, কহিল, তুমি আমায় উঠাইয়া দাও; আমি উড়িতে পারি, উড়িব; না উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব; তোমায় সে ভাবনা করিতে হইবেক না। এই বলিয়া, কচ্ছপ অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ঈগল, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কচ্ছপকে লইয়া, অনেক উর্ধ্বে উঠিল, এবং, তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া, উহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিবামাত্র, কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং, যেমন পড়িল, তাহার সর্ব শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়।
নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

## রাখাল ও ব্যাঘ্র

এক রাখাল কোনও মাঠে গরু চরাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল, দাঁড়াইয়া, খিল খিল করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা, অপ্রস্তুত হইয়া, চলিয়া যাইত।

অবশেষে, এক দিন সত্য সত্যই, বাঘ আসিয়া তাহার পালের গরু আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, সে দিন, এক প্রাণীও, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত রাখাল, পূর্ব পূর্ব বারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং, অবশেষে রাখালের প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল। নির্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীরা সত্য কহিলেও, কেহ বিশ্বাস করে না।

## শৃগাল ও কৃষক

ব্যাধগণে ও তাহাদের কুকুরে তাড়াতাড়ি করাতে, এক শৃগাল, অতি দ্রুত দৌড়িয়া গিয়া, কোনও কৃষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল, ভাই! যদি তুমি কৃপা করিয়া আশ্রয় দাও, তবে, এ যাত্রা, আমার পরিত্রাণ হয়। কৃষক কহিল, তোমার ভয় নাই, আমার কুটীরে লুকাইয়া থাক। এই বলিয়া,

সে আপন কুটীর দেখাইয়া দিল। শৃগাল, কুটীরে প্রবেশ করিয়া, এক কোণে লুকাইয়া রহিল। ব্যাধেরাও, অবিলম্বে, তথায় উপস্থিত হইয়া, কৃষককে জিজ্ঞাসিল, অহে ভাই! এ দিকে একটা শিয়াল আসিয়াছিল, কোন দিকে গেল, বলিতে পার। সে, কিছুই না বলিয়া, কুটীরের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিল। তাহারা, কৃষকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া, চলিয়া গেল।

ব্যাধেরা প্রস্থান করিলে পর, শৃগাল, কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, কৃষক, ভর্ৎসনা করিয়া, শৃগালকে কহিল, যা হউক, ভাই! তুমি বড় ভদ্র; আমি, বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। কিন্তু, তুমি, যাইবার সময়, আমায় একটা কথার সম্ভাষণও করিলে না। শৃগাল কহিল, ভাই হে! তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা করিয়াছিলে, যদি অঙ্গুলিতেও সেইরূপ ভদ্রতা করিতে, তাহা হইলে, আমিও, তোমার নিকট বিদায় না লইয়া, কদাচ, কুটীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।

এক কথায় যত মন্দ হয়, এক ইঙ্গিতেও তত মন্দ হইতে পারে।

## কাক ও জলের কলসী

এক তৃষ্ণার্ত কাক, দূর হইতে, জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া, ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং, জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিল; কিন্তু, কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল, এজন্য, কোনও মতে, পান করিতে পারিল না। তখন সে, প্রথমে, কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল; পরে, কলসী উল্টাইয়া দিয়া, জলপান করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, বলের অল্পতা প্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে, কতকগুলি নুড়ি, সেইখানে পড়িয়া আছে দেখিয়া, এক একটি করিয়া, সমুদয় নুড়িগুলি কলসীর ভিতরে ফেলিল। তলায় নুড়ি পড়াতে, জল কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল; তখন কাক, ইচ্ছামত জলপান করিয়া, তৃষ্ণার নিবারণ করিল।

বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।
কাজ আটকাইলে বুদ্ধি যোগায়।

## একচক্ষু হরিণ

এক একচক্ষু হরিণ, সতত, নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত। নদীর দিকে ব্যাধ আসিবার আশঙ্কা নাই, এই স্থির করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলের দিকে ব্যাধ আসিবার ভয়ে, সতত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিত। দৈবযোগে, এক দিবস, কোনও ব্যাধ নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। সে, দূর হইতে, ঐ হরিণকে চরিতে দেখিয়া,

উহাকে লক্ষ্য করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। হরিণ, মনে মনে এই ভাবিয়া, প্রাণত্যাগ করিল, আমি, যে দিকে বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সর্বদা সতর্ক থাকিতাম, সে দিকে বিপদের কোনও কারণ উপস্থিত হইল না ; কিন্তু, যে দিকে বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া, নির্ভাবনায় ছিলাম, সেই দিক হইতেই, শত্রু আসিয়া আমার প্রাণসংহার করিল।

## উদর ও অন্য অন্য অবয়ব

কোনও সময়ে, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল! আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি ; কিন্তু, উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে, সর্ব ক্ষণ, নিশ্চিন্ত রহিয়াছে ; আমরা, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচর্যা করিতেছি। যে, নিয়ত, আলস্যে কালহরণ করিবেক, আমরা কেন তাহার পরিচর্যা করিব। অতএব, আইস, সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজ অবধি আমরা আর উদরের সাহায্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল। পা আর আহারস্থানে যায় না ; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না ; মুখ আর আহারের গ্রহণ করে না ; দন্ত আর ভক্ষ্য বস্তুর চর্বণ করে না। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুই চারি দিন এইরূপ করিলে, শরীর শুষ্ক হইয়া আসিল ; অবয়ব সকল এত নিস্তেজ হইয়া পড়িল যে, আর নাড়িবার শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু উদর প্রধান অবয়ব ; উদরের পরিচর্যার জন্যে, পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে হইবেক। আমরা, পরিশ্রম করিয়া, কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অন্য অন্য অবয়বের সহায়তা আবশ্যক, অন্য অন্য অবয়বের পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সহায়তা আবশ্যক। যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম করিতে হইবেক, নতুবা কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।

## দুই পথিক ও ভালুক

দুই বন্ধুতে মিলিয়া পথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, সেই সময়ে, তথায় এক ভালুক উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া, নিকটবর্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল ; কিন্তু, বন্ধুর কি দশা ঘটিল, তাহা একবারও ভাবিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং, একাকী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য ভাবিয়া, মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। কারণ, সে পূর্বে শুনিয়াছিল, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ভালুক আসিয়া তাহার নাক, কান, মুখ, চোক, বুক পরীক্ষা করিল, এবং, তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া, চলিয়া গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যক্তি, বৃক্ষ

হইতে নামিয়া, বন্ধুর নিকটে গিয়া, জিজ্ঞাসিল, ভাই! ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সে, তোমার কানের কাছে, অনেক ক্ষণ, মুখ রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু, বিপদের সময়, ফেলিয়া পলায়, আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না।

## সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার

এক সিংহ, এক গর্দভ, এক শৃগাল, এই তিনে মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা, যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার করিবার মানস করিল। সিংহ গর্দভকে ভাগ করিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে, গর্দভ, তিন ভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, অতিশয় কুপিত হইয়া, নখরপ্রহার দ্বারা, গর্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

পরে, সিংহ শৃগালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃগাল অতি ধূর্ত, গর্দভের ন্যায় নির্বোধ নহে। সে সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিঞ্চিৎ মাত্র রাখিল। তখন, সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, সখে! কে তোমায় এরূপ ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল? শৃগাল কহিল, যখন গর্দভের দশা স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আর অপর শিক্ষার প্রয়োজন কি।

## খরগস ও শিকারি কুকুর

কোনও জঙ্গলে, এক শিকারি কুকুর, একটি খরগসকে ধরিবার নিমিত্ত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। খরগস, প্রাণের ভয়ে, এত দ্রুত দৌড়িতে লাগিল যে, কুকুর, অতি বেগে দৌড়িয়াও, তাহাকে ধরিতে পারিল না; খরগস, এক বারে, দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এক রাখাল এই তামাসা দেখিতেছিল; সে উপহাস করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য! খরগস, অতি ক্ষীণ জন্তু হইয়াও, কুকুরকে বেগে পরাভব করিল। ইহা শুনিয়া, কুকুর কহিল, ভাই হে! প্রাণের ভয়ে দৌড়ন, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ন, এ উভয়ের কত অন্তর, তা তুমি জান না।

## কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে, মৃত্যুর পূর্ব ক্ষণে, ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রদিগকে কহিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে, পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্ত ধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা, গুপ্ত ধনের লোভে, সেই সকল ভূমির, অতিশয় খনন করিল। এই রূপে, যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুপ্ত ধন কিছু পাইল না বটে ; কিন্তু, ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন করাতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল যে, *গুপ্ত ধন না পাইয়াও, তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল।*

## নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান কুকুর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ঐ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বাঘ মেষদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। একদা, বাঘেরা পরামর্শ করিল, এই সকল কুকুর থাকিতে, আমরা কিছুই করিতে পারিব না। কৌশল করিয়া, ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সুবিধা নাই। অতএব যাহাতে ইহারা মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোনও উপায় করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তাহারা মেষগণের নিকট বলিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা অতঃপর সন্ধি করি। কেন, চির কাল, পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল। তাহারা অনবরত চীৎকার করে, তাহাতেই আমাদের বিষম কোপ জন্মে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও ; তাহা হইলে, চির কাল, আমাদের পরস্পর সদ্ভাব থাকিবেক। নির্বোধ মেষগণ, এই কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে, তাহারা রক্ষকশূন্য হওয়াতে, বাঘেরা, নিরুদ্বেগে, তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত উদরপূর্তি করিল।

শত্রুর কথায় ভুলিয়া, হিতৈষী বন্ধুকে দূর করিয়া দিলে, নিশ্চিত বিপদ ঘটে।

## লাঙ্গুলহীন শৃগাল

কোনও সময়ে, এক শৃগাল ফাঁদে পড়িয়াছিল। যাহারা ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহারা তাহার প্রাণবধের উদ্যম করিল ; কিন্তু, তাহার কাতরতা দেখিয়া, প্রাণে না মারিয়া, লাঙ্গুল কাটিয়া, ছাড়িয়া দিল। শৃগাল, লাঙ্গুল দিয়া, প্রাণ বাঁচাইল বটে ; কিন্তু, লাঙ্গুল না থাকাতে, স্বজাতির নিকট যে অপমানবোধ হইবেক, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, লাঙ্গুল যাওয়া অপেক্ষা, আমার প্রাণ যাওয়া ভাল ছিল।

পরিশেষে, এই অপমান শুধরিয়া লইবার জন্য, সকল শৃগালকে একত্র করিয়া, সে কহিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল ! আমার ইচ্ছা এই, তোমরা সকলে, আমার মত, স্ব স্ব লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকাতে, আমি যেরূপ সচ্ছন্দ শরীরে বেড়িয়া বেড়াইতেছি, তোমরা কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিবেচনা

করিয়া দেখিলে, লাঙ্গুল থাকিলে, অতি কদর্য দেখায়, পদে পদে, যার পর নাই অসুবিধা ঘটে। ফলকথা এই, লাঙ্গুল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ। আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, আমরা এতদিন লাঙ্গুল রাখিয়াছি কেন। হে বন্ধুগণ! আমি স্বয়ং, যার পর নাই, উপকার বোধ করিয়াছি; এজন্য, তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও, আমার মত, আপন আপন লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকায় কত আরাম, এখনই বুঝিতে পারিবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বৃদ্ধ শৃগাল, অগ্রসর হইয়া, লাঙ্গুলহীন শৃগালকে কহিল, ভাই হে! যদি তোমার লাঙ্গুল ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, তুমি, কদাচ, আমাদিগকে লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতে না।

## বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক

এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাঁহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ববৎ, নির্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও নাই; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

এক দিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলে; এক্ষণে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক বারংবার চাহিয়াও, পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব।

উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে; কিন্তু, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও, সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উঁহার চিকিৎসায়, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা কর্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারালয় হইতে, চলিয়া যাইতে বলিলেন।

## শশকগণ ও ভেকগণ

শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবী ও নিতান্ত ভীরুস্বভাব জন্তু। প্রবল জন্তুগণ, দেখিতে পাইলেই, তাহাদের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করে। এই দৌরাত্ম্যবশতঃ, তাহাদিগকে, প্রাণভয়ে, সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়।

এজন্য, এক দিন, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সর্বদা সশঙ্কিত থাকিয়া প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব, যেরূপে হউক, অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিকটবর্তী হ্রদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে, সকলে মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কতকগুলি ভেক সেই হ্রদের তীরে বসিয়া ছিল; তাহারা, শশকগণ নিকটবর্তী হইবামাত্র, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া, সকলের অগ্রসর শশক স্বীয় সহচরদিগকে কহিল, দেখ, বন্ধুগণ! আমরা যত ভয় পাইয়াছি, যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত করা উচিত নয়। তোমরা, এখানে আসিয়া, কতকগুলি প্রাণী দেখিলে; ইহারা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী ও ভীরুস্বভাব।

তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।

## কৃষক ও সারস

কতকগুলি বক, প্রতিদিন, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া, কৃষক, বক ধরিবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রে জাল পাতিয়া রাখিল। পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে, এবং একটি সারসও, সেই সঙ্গে, জালে পড়িয়াছে। তখন সারস কৃষককে কহিল, ভাই কৃষক! আমি বক নহি; আমি তোমার শস্য নষ্ট করি নাই; আমায় ছাড়িয়া দাও।

তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার কোনও অপরাধ নাই। যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্মপরায়ণ। আমি, কখনও, কাহারও কোনও অনিষ্ট করি না। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার, যার পর নাই, সম্মান করি, এবং, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, প্রাণপণে তাঁহাদের ভরণ পোষণ করি। তখন কৃষক কহিল, শুন সারস! তুমি যে সকল কথা বলিলে, সে সকলই যথার্থ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু, যাহারা আমার শস্য নষ্ট করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ। এজন্য, তোমায়, তাহাদের সঙ্গে, শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।

অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ, যথার্থ সাধুদিগকেও, সঙ্গদোষে, বিপদে পড়িতে হয়।

## গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ পুত্রদের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। তাহারা সতত বিবাদ করিত। গৃহস্থ সর্বদাই তাহাদিগকে বুঝাইতেন ; কিন্তু, তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। তখন তিনি এই স্থির করিলেন, কেবল কথায় না বলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইলে, ইহারা বিবাদে ক্ষান্ত হইতে পারে। অনন্তর, তিনি পুত্রদিগকে আপন নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং কতকগুলি কঞ্চি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, বাপু! এই কঞ্চির আটিটি ভাঙ্গিয়া ফেল। সে, দুই হাতে দুই পাশ ধরিয়া, মাঝখানে পা দিয়া, ভাঙ্গিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না।

এইরূপে, গৃহস্থ, একে একে, সকল পুত্রকেই সেই কঞ্চির আটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। সকলেই চেষ্টা পাইল, কেহই ভাঙ্গিতে পারিল না। তখন তিনি এক পুত্রকে, কঞ্চির আটি খুলিয়া, এক গাছা হস্তে লইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন গৃহস্থ পুত্রদিগকে কহিলেন, দেখ বৎসগণ! এইরূপ, যতদিন তোমরা, পরস্পর সদ্ভাবে, এক সঙ্গে থাকিবে, তত দিন, শত্রুপক্ষ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবেক না। কিন্তু, পরস্পর বিবাদ করিয়া, পৃথক হইলেই, তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে।

## অশ্ব ও অশ্বারোহী

এক অশ্ব একাকী এক মাঠে চরিয়া বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে আসিয়া, চরিতে আরম্ভ করিল, এবং, ইচ্ছামত ঘাস খাইয়া, অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে, অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে, সে এক মনুষ্যকে নিকটে দেখিয়া কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি

দিতে হইবেক। যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। তখন মনুষ্য কহিল, ইহার ভাবনা কি। তুমি আমায়, তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই, আমি অস্ত্র লইয়া তোমার শত্রু দমন করিতে পারিব। অশ্ব সম্মত হইল। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; কিন্তু, হরিণের দমন করিতে না গিয়া, অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল। তদবধি, অশ্বগণ মনুষ্যজাতির বাহন হইল।

## নেকড়ে বাঘ ও মেষ

কোনও সময়ে, এক নেকড়ে বাঘকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের ঘা, ক্রমে ক্রমে, এত বাড়িয়া উঠিল যে, বাঘ আর নড়িতে পারে না; সুতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইল। এক দিন, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক মেষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাতর বাক্যে কহিল, ভাই হে! কয়েক দিন অবধি, আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি; ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি, কৃপা করিয়া, এই খাল হইতে জল আনিয়া দাও, আমি আহারের জোগাড় করিয়া লইব। মেষ কহিল, আমি তোমার অভিসন্ধি বুঝিয়াছি; জল দিবার নিমিত্ত নিকটে গেলেই, তুমি, আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, আহারের জোগাড় করিয়া লইবে।

## কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সে, অতিশয় ভয় পাইয়া, যাহাকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই! আমায় কুকুরে কামড়াইয়াছে; যদি কিছু ঔষধ জান, আমায় দাও। তাহার এই কথা শুনিয়া, কোনও ব্যক্তি কহিল, যদি ভাল হইতে চাও, আমি যা বলি, তা কর। সে কহিল, যদি ভাল হইতে পারি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে, ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়া, যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহাকে খাইতে দাও; তাহা হইলেই, তুমি নিঃসন্দেহ ভাল হইবে। কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, কহিল, ভাই! যদি তোমার এই পরামর্শ অনুসারে চলি, তাহা হইলে, এই নগরে যত কুকুর আছে, তাহারা সকলেই, রক্তমাখা রুটির লোভে, আমায় কামড়াইতে আরম্ভ করিবেক।

## পথিকগণ ও বটবৃক্ষ

একদা, গ্রীষ্মকালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নিকটে একটি বট গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারা

উহার তলে উপস্থিত হইল, এবং, শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর শীতল, ও ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহারা নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, কিয়ৎ ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, কহিল, দেখ ভাই। এ গাছ কোনও কাজের নয়; না ইহাতে ভাল ফুল হয়, না ইহাতে ভাল ফল হয়। বলিতে কি, ইহা মানুষের কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বটবৃক্ষ কহিল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ; যে সময়ে, আমার আশ্রয় লইয়া, উপকার ভোগ করিতেছে, সেই সময়েই, আমি মানুষের কোনও উপকারে লাগি না বলিয়া, অম্লান মুখে আমায় গালি দিতেছে।

## কুঠার ও জলদেবতা

এক দুঃখী, নদীর তীরে, গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ, কুঠারখানি, তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, কি জন্যে, এত রোদন করিতেছ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয়! এ আমার কুঠার নয়। তখন তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, এক রজতময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয়! ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, তাহার লৌহময় কুঠারখানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে, আপন কুঠার দেখিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিল, হাঁ মহাশয়! এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী; আর আমি কুঠার পাইব, আমার সে আশা ছিল না; কেবল আপনকার অনুগ্রহে পাইলাম; আপনি আমায়, জন্মের মত, কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ, তাহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ, ও ধর্মপরায়ণ; এজন্য, তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই বলিয়া, তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, সেই স্বর্ণময় ও রজতময় কুঠার দুইখানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি, অবাক হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; অনন্তর, গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট, এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণন করিল। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। সে পরদিন, প্রাতঃকালে, কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল, এবং, গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফস্কিয়া গেল, এইরূপ ভান করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে, সমস্ত কহিয়া, অতিশয় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা পূর্ববৎ, জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণময় কুঠার দেখিয়া, সেই লোভী, এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া, কুঠার ধরিতে গেল। তাহাকে, এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র, ও মিথ্যাবাদী; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এই ভর্ৎসনা করিয়া, সেই স্বর্ণময় কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে, হতবুদ্ধি হইয়া, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিল; অনন্তর, আমার যেমন কর্ম, তাঁহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া, বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

## সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার

সিংহ ও আর কতিপয় জন্তু মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে, এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, সিংহ কহিল, তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবেক না; আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, সিংহ কহিল, দেখ, প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ, আমি সকল পশুর রাজা; আর, আমি শিকারে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগ লইব; তৃতীয় ভাগের বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যাহার ক্ষমতা থাকে সে লউক। অন্য অন্য পশুরা, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিবেচনাশূন্য হইলে, দুর্বলের পক্ষে এইরূপ বিচারই হইয়া থাকে।

## কুকুর ও অশ্বগণ

এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। এক দিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন

দুর্বৃত্ত ! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া থাকিবেক ; আপনিও আহার করিবেক না, এবং যাহারা ঐ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না।

## বৃষ ও মশক

এক মশক, কোনও বৃষের মস্তকের উপর কিয়ৎ ক্ষণ উড়িয়া, অবশেষে তাহার শৃঙ্গের উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল, হয় ত বৃষ আমার ভারে কাতর হইয়াছে। তখন তাহাকে কহিল, ভাই হে ! যদি আমার ভার তোমার অসহ্য হইয়া থাকে, বল, আমি এখনই উড়িয়া যাইতেছি ; আমি তোমায় ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া, বৃষ কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি থাক বা যাও, আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি এত ক্ষুদ্র যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ, এ পর্যন্ত আমার সে অনুভবই হয় নাই।

মন যত ক্ষুদ্র, আত্মশ্লাঘা তত অধিক হয়।

## মৃণ্ময় ও কাংস্যময় পাত্র

এক মৃণ্ময় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কাংস্যপাত্র মৃণ্ময়পাত্রকে কহিল, অহে মৃণ্ময় পাত্র ! তুমি আমার নিকটে থাক, তাহা হইলে, আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিব। তখন মৃণ্ময় পাত্র কহিল, তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। কিন্তু, আমি, যে আশঙ্কায়, তোমার তফাতে থাকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে, আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অনুগ্রহ করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মঙ্গল। কারণ, আমরা উভয়ে একত্র হইলে, আমারই সর্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে, আমিই ভাঙ্গিয়া যাইব।

প্রবল প্রতিবেশীর নিকটে থাকা পরামর্শসিদ্ধ নহে ; বিবাদ উপস্থিত হইলে, দুর্বলের সর্বনাশ।

## রোগী ও চিকিৎসক

কোনও চিকিৎসক, কিছু দিন, এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসকের হস্তেই, ঐ রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাহার আত্মীয়গণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আহা ! যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে, ইঁহার অকালে মৃত্যু ঘটিত না। তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় কহিলেন, কবিরাজ মহাশয় ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু, এক্ষণে, আপনকার এ উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি না। যখন সে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, এবং আপনকার উপদেশ অনুসারে, চলিতে পারিতেন, তখন তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

## ইঁদুরের পরামর্শ

ইঁদুর সকল, বিড়ালের উপদ্রবে, নিতান্ত বিব্রত হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিসে পরিত্রাণ হয়, এই পরামর্শ করিতে বসিল। যাহার মনে যাহা উপস্থিত হইল, সে তাহাই কহিতে লাগিল; কিন্তু, কোনও প্রস্তাবই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল না। পরিশেষে, এক বুদ্ধিমান ইঁদুর কহিল, বিড়ালের গলায় এক ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যাউক। ঘণ্টার শব্দ হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে; তাহা হইলেই, আমরা সাবধান হইতে পারিব।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এবং, সকলের মতে, উহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এক বৃদ্ধ ইঁদুর, এ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল, অমুক যাহা কহিলেন, তাহা বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বটে; এবং, সেরূপ করিতে পারিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধিও হইতে পারে। কিন্তু, আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবেক। ইহা শুনিয়া, পরস্পর মুখ চাহিয়া, সকলে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কোনও বিষয়ের প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করিয়া উঠা কঠিন।

## সিংহ ও মহিষ

একদা, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাতর হইয়া, এক সময়ে, এক খালে, জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় লইয়া, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না; সুতরাং, উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহারা, ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে; দেখিয়া বুঝিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণত্যাগ হইবেক, তাহার মাংস খাইবেক বলিয়া, উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল; এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, আইস ভাই। ক্ষান্ত হই, আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া, কাক ও শকুনির আহার হওয়া অপেক্ষা, সুহৃদ্ভাবে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল।

## চোর ও কুকুর

এক চোর, কোনও গৃহস্থের বাটীতে, চুরি করিতে গিয়াছিল। এক কুকুর, সমস্ত রাত্রি, ঐ গৃহস্থের বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, ঐ কুকুরকে দেখিয়া, মনে ভাবিল, ইহার মুখ বন্ধ না করিলে, চীৎকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়া দিবেক; তাহা হইলে, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না। অতএব, অগ্রে ইহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই বিবেচনা করিয়া, চোর কুকুরের সম্মুখে মাংসের টুকরা ফেলিয়া দিতে লাগিল। তখন কুকুর কহিল, প্রথমেই, তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে, তোমার কার্য দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাচ ভদ্রলোক নহ। তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্বনাশ করিবে। অতএব, যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যাহারা উৎকোচ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা কদাচ ভদ্র নয়; তাহাদের মনে অবশ্যই মন্দ অভিপ্রায় থাকে।

## সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

এক সারসী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর, কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবেক। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা, আমার আসিবার পূর্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আমি আসিবামাত্র, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

একদিন সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্রস্বামী, শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং কহিল, মা! তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি, আমাদিগকে এখানে রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবেক, তাহারা, দেখিলেই, আমাদের প্রাণবধ করিবেক। সারসী কহিল, বাছা সকল! তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন। ক্ষেত্রস্বামী যদি, প্রতিবেশীদের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবস, ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু, শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল; অতঃপর না কাটিলে, হানি হইতে পারে; এই নিমিত্ত, সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা হয় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিস্তর ক্ষতি হইবেক। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া, আপন ভাই বন্ধুদিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া, সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে, যেন তাহারা, সকল কর্ম রাখিয়া, কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারসশিশুগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং, সারসী আসিবামাত্র, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, মা! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া, যাইতে পারিবে না, যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, যদি এই কথা মাত্র শুনিয়া থাক; তাহা হইলে, ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী, ভাই বন্ধুদিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও, অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও, ইহার শস্য কাটিতে আসিবেক না। কিন্তু, ক্ষেত্রস্বামী, কাল সকালে আসিয়া, যাহা কহিবেক, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।

পর দিন, প্রত্যূষে, সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আইসে নাই; আর শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল এজন্য, ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে, বিরক্ত হইয়া, আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর, অথবা ভাই বন্ধুর, মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নহে। আজ রাত্রিতে তুমি যত জন পাও, ঠিকা লোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে, তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব; নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবেক।

সারসী, বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা হয় না; এখন অন্যত্র যাওয়া কর্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থই ঐ কর্ম সম্পন্ন করা মনস্থ করিয়াছে।

## পথিক ও কুঠার

দুই পথিক এক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, সম্মুখে একখান কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ, তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন সহচরকে কহিল, দেখ ভাই! আমি কেমন সুন্দর কুঠার পাইয়াছি। তখন সে কহিল, ও কি ভাই! এ কেমন কথা; আমি পাইলাম, বলিতেছ কেন; আমরা উভয়ে পাইলাম বল। উভয়ে এক সঙ্গে যাইতেছি, যাহা পাওয়া গেল, উভয়েরই হওয়া উচিত। অপর ব্যক্তি কহিল, না ভাই! তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে যা পায়, তারই তা হয়। এই কুঠার আমি পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত; আমি তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন। সে শুনিয়া নিরস্ত হইল।

এই সময়ে, যাহাদের কুঠার হারাইয়াছিল, তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, পথিকের হস্তে কুঠার দেখিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। তখন সে স্বীয় সহচরকে কহিল, হায়! আমরা মারা পড়িলাম। তাহার সহচর

কহিল, ও কেমন কথা ; এখন, আমরা মারা পড়িলাম, বল কেন, আমি মারা পড়িলাম, বল। যাহাকে লাভের অংশ দিতে চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায়।

## ঈগল ও দাঁড়কাক

এক পাহাড়ের নিম্ন দেশে, কতকগুলি মেষ চরিতেছিল। এক ঈগল পক্ষী, পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া, ছোঁ মারিয়া, এক মেষশাবক লইয়া, পুনরায় পাহাড়ের উপর উঠিল। ইহা দেখিয়া, এক দাঁড়কাক ভাবিল, আমিও কেন, ঐরূপ ছোঁ মারিয়া, একটা মেষ অথবা মেষশাবক লই না। ঈগল যদি পারিল, আমি না পারিব কেন? এই স্থির করিয়া, সে যেমন এক মেষের উপর ছোঁ মারিল, অমনি সেই মেষের লোমে তাহার পায়ের নখর জড়াইয়া গেল।

দাঁড়কাক, এই রূপে বদ্ধ হইয়া, ঝট্পট্ ও প্রাণভয়ে কা কা করিতে লাগিল। মেষপালক, আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে, তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই নির্বোধ দাঁড়কাককে ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দিল। পরে সে, সায়ংকালে, ঐ দাঁড়কাক গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু সন্তানেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি আমাদের জন্য ও কি পাখী আনিয়াছ? মেষপালক কহিল, যদি তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলিবেক, আমি ঈগলপক্ষী ; কিন্তু, আমি উহাকে দাঁড়কাক বলিয়া আনিয়াছি।

## বৃদ্ধ ও যম

এক বৃদ্ধ অতি দুঃখী ছিল। তাহার জীবিকানির্বাহের কোনও উপায় ছিল না। সে, বনে কাঠ কাটিয়া, সেই কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিত। গ্রীষ্মকালে, এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে, সে, কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে ; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে ; প্রখর রৌদ্রে সর্বশরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদ্ঘর্ম হইতেছে ; পথের তপ্ত ধূলি ও বালুকাতে, দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা ফেলিয়া, সে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে মনে মনে কহিতে লাগিল, এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মরিয়া যাওয়া ভাল ; কেনই বা আমার মরণ হয় না ; আমার মত হতভাগ্য লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল।

মনের দুঃখে, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই চিরদুঃখী, যমকে সম্বোধিয়া, কহিতে লাগিল, যম! তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন? শীঘ্র আসিয়া, আমায় লইয়া যাও ; তাহা হইলেই আমার নিষ্কৃতি হয় ; আর আমি ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই, যম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে, তাঁহার বিকট মূর্তি দেখিয়া, ভয় পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, কি জন্যে এখানে আসিলেন?

তিনি কহিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে, তাই আসিয়াছি; এখন, কি জন্যে আমায় ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে কহিল, মহাশয়! যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। যম, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

## পক্ষী ও শাকুনিক

এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাতর হইয়া, বিনয়বাক্যে শাকুনিককে কহিতে লাগিল, ভাই! তুমি, দয়া করিয়া, আমায় ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দিলে, আমি অন্য অন্য পক্ষীদিগকে, ভুলাইয়া আনিয়া, তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি, এক পক্ষীর পরিবর্তে, কত পক্ষী পাইবে। শাকুনিক কহিল, না, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না। যে, আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বজাতীয় ও আত্মীয়দিগের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলেই, পৃথিবীর মঙ্গল।

## সিংহ, শৃগাল ও গর্দভ

এক গর্দভ ও এক শৃগাল, উভয়ে মিলিয়া, শিকার করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎ দূর গিয়া, তাহারা দেখিতে পাইল, কিঞ্চিৎ অন্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃগাল, এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর সিংহের নিকটবর্তী হইল, এবং, আস্তে আস্তে, কহিতে লাগিল, মহারাজ! যদি আপনি, কৃপা করিয়া, আমায় প্রাণদান দেন, তাহা হইলে, আমি গর্দভকে আপনকার হস্তগত করিয়া দি। সিংহ সম্মত হইল। শৃগাল, কৌশল করিয়া, গর্দভকে সিংহের হস্তগত করিয়া দিল। সিংহ, গর্দভকে হস্তগত করিয়া লইয়া, শৃগালের প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্পন্ন করিল, গর্দভকে, পর দিনের আহারের জন্যে, রাখিয়া দিল।

পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

## হরিণ ও দ্রাক্ষালতা

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, এবং, ব্যাধেরা আর আমার সন্ধান পাইবেক না, এই স্থির করিয়া, সচ্ছন্দ মনে, দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাধগণ, হরিণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া, ঐ দ্রাক্ষাবনের ধার দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা, লতাভক্ষণের শব্দ শুনিয়া, বনের দিকে মুখ ফিরাইল, এবং, ঐ স্থানে হরিণ আছে, এই অনুমান করিয়া, শর নিক্ষেপ করিল। সেই শরের আঘাতে, হরিণের মৃত্যু হইল। হরিণ, এই কয়টি কথা বলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, যাহারা, বিপদের সময়, আমায়

আশ্রয় দিয়াছিল, আমি যে তাহাদের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম।

## কৃপণ

এক কৃপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্বদা তাহার এই ভয় ও ভাবনা হইত, পাছে চোরে ও দস্যুতে অপহরণ করে। এজন্য, সে বিবেচনা করিল, যাহাতে কেহ সন্ধান না পায়, ও চুরি করিতে না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সে সর্বস্ব বেচিয়া ফেলিল, এবং, এক তাল সোনা কিনিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে, মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। কিন্তু, এরূপ করিয়াও, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; প্রতিদিন, অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়া, দেখিয়া আসিত, কেহ, সন্ধান পাইয়া, লইয়া গিয়াছে কি না।

কৃপণ প্রত্যহ এইরূপ করাতে, তাহার ভৃত্যের মনে এই সন্দেহ জন্মিল, হয় ত, ঐ স্থানে প্রভুর গুপ্ত ধন আছে; নতুবা উনি, প্রতিদিন, এক এক বার, ওখানে যান কেন? পরে, এক দিন, সুযোগ পাইয়া, সেই স্থান খুঁড়িয়া, সে সোনার তাল লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন, যথাকালে, কৃপণ ঐ স্থানে গিয়া দেখিল, কেহ, গর্ত খুঁড়িয়া, সোনার তাল লইয়া গিয়াছে। তখন সে মাথা কুড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া, হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, রোদন করিতে লাগিল।

এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিল, ভাই! তুমি, অকারণে, রোদন করিতেছ কেন? এক খণ্ড প্রস্তর ঐ স্থানে রাখিয়া দাও; মনে কর, তোমার সোনার তাল পূর্বের মত পোতা আছে। কারণ, যখন স্থির করিয়াছিলে, ভোগ করিবে না, তখন এক তাল সোনা পোতা থাকিলেও যে ফল, আর একখান পাথর পোতা থাকিলেও সেই ফল। অর্থের ভোগ না করিলে, অর্থ থাকা না থাকা দুই সমান।

## সিংহ, ভালুক ও শৃগাল

কোনও স্থানে, মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়া, এক সিংহ ও এক ভালুক, উভয়েই কহিতে লাগিল, এ হরিণশিশু আমার। ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত ও নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। এই সুযোগ পাইয়া, এক শৃগাল আসিয়া, মৃত হরিণশিশু মুখে করিয়া, নির্বিঘ্নে চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।

এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল। তখন সে, পর্বতের গুহার মধ্যে থাকিয়া, এই কথা রটাইয়া দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে; চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদের মধ্যে, প্রচারিত হইলে, তাহারা, একে একে, সিংহকে দেখিতে যাইতে লাগিল। সিংহ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে ভাবিয়া, যেমন কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, সচ্ছন্দে আহার করে।

এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে, এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। সিংহ যথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা ছল করিয়া, নিকটে পাইয়া, পশুগণের প্রাণবধ করিতেছে, এ বিষয়ে শৃগালের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। এজন্য, সে গুহায় প্রবেশ করিয়া, সিংহের নিতান্ত নিকটে না গিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনি কেমন আছেন? সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া, কহিল, কে ও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল! আইস, ভাই! আইস; আমি ভাবিতেছিলাম, ক্রমে ক্রমে, সকল বন্ধুই আমায় দেখিতে আসিল, পরম বন্ধু শৃগাল আসিল না কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি যে আসিয়াছ, ইহাতে, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম। যদি, ভাই! আসিয়াছ, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নিকটে আইস, দুটা মিষ্ট কথা বল, আমার কর্ণ শীতল হউক। দেখ, ভাই! আমার শেষ দশা উপস্থিত; আর অধিক দিন বাঁচিব না।

শুনিয়া, শৃগাল কহিল, মহারাজ! প্রার্থনা করি, শীঘ্র সুস্থ হউন। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি আর অধিক নিকটে যাইতে, অথবা অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে, পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ! পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু, প্রবেশ করিয়া, কেহ পুনরায় বহির্গত হইয়াছে, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি হইতেছে না। ইহাতে, আমার অন্তঃকরণে, অতিশয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আর আমার এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না; আমি চলিলাম। এই বলিয়া, শৃগাল পলায়ন করিল।

## সিংহ ও তিন বৃষ

তিন বৃষের পরস্পর অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তাহারা নিয়ত, এক মাঠে, এক সঙ্গে, চরিয়া বেড়াইত। এক সিংহ সর্বদাই এই ইচ্ছা করিত, এই তিন বৃষের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করিব। কিন্তু, উহারা এমন বলবান যে, তিন একত্র থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ করিয়া, কিছু করিতে পারে না। এজন্য, সে মনে মনে বিবেচনা করিল, যাহাতে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ চরে, এমন কোনও উপায় করি। পরে, কৌশল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটাইয়া দিল যে, তিনের আর পরস্পর মুখ

দেখাদেখি পর্যন্ত রহিল না। তখন তাহারা, পরস্পর দূরে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে, চরিতে আরম্ভ করিল। সিংহও, এই সুযোগ পাইয়া, একে একে তিনের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত আহার করিল।

বন্ধুদিগের পরস্পর বিরোধ শত্রুর আনন্দের নিমিত্ত।

## শৃগাল ও সারস

এক দিবস, এক শৃগাল এক সারসকে বলিল, ভাই! কাল তোমায় আমার আলয়ে আহার করিতে হইবেক। সারস সম্মত, ও পর দিন, যথাকালে, শৃগালের আলয়ে উপস্থিত হইল। উপহাস করিয়া, আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্য কোনও আয়োজন না করিয়া, থালায় কিঞ্চিৎ ঝোল ঢালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল, এবং আপনিও আহার করিতে বসিল। শৃগাল, জিহ্বা দ্বারা, অনায়াসেই, থালার ঝোল চাটিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু, সারসের ঠোঁট অতিশয় সরু ও লম্বা; সুতরাং, সে কিছুই আহার করিতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার যেরূপ ক্ষুধা ছিল, সেইরূপই রহিল, কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না।

সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃগাল ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া কহিল, ভাই! তুমি ভাল করিয়া আহার করিলে না; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বোধ করি, আহারের দ্রব্য সুস্বাদ হয় নাই, তাই ভাল করিয়া আহার করিলে না। সারস শুনিয়া, উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না; কিন্তু, শৃগালকে জব্দ করিবার নিমিত্ত, যাইবার সময় কহিল, ভাই! কাল তোমায় আমার ওখানে গিয়া, আহার করিতে হইবেক। শৃগাল সম্মত হইল।

পর দিন, যথাকালে, শৃগাল, সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাসরু পাত্রে আহারসামগ্রী রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখে ধরিল, এবং আইস, ভাই! ভোজন করি, এই বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা ঠোঁট, অনায়াসে পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া আহার করিতে লাগিল। কিন্তু, শৃগাল কোনও মতে, পাত্রের মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করিতে পারিল না; কেবল, ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাত্র চাটিতে লাগিল। পরে, আহার সমাপ্ত হইলে, বিরক্তি-প্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, আমি, কোনও মতে, সারসকে দোষ দিতে পারি না। আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, সারসও সে পথে চলিয়াছে।

## সিংহচর্মাবৃত গর্দভ

এক গর্দভ, সিংহের চর্মে সর্বশরীর আবৃত করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর আমায় সকলেই সিংহ মনে করিবেক, কেহই গর্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবেক না। অতএব,

আজ অবধি, আমি এই বনে, সিংহের ন্যায়, আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিয়া, ভয় দেখায়। নির্বোধ জন্তুরা, তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়। এক দিবস, এক শৃগালকে ঐ রূপে ভয় দেখাইলে, সে কহিল, অরে গর্দভ! আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবেক না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে, সিংহ ভাবিয়া, ভয় পাইতাম।

## টাক ও পরচুলা

এক ব্যক্তির মস্তকের সমুদয় চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে, সেরূপ মাথা দেখাইতে, বড় লজ্জা হইত ; এজন্য, সে সর্বদা পরচুলা পরিয়া থাকিত। এক দিন সে, তিন চারি জন বন্ধুর সহিত, ঘোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ ব্যক্তির পরচুলা, বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল ; সুতরাং, তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। সে ব্যক্তিও, তাহাদের সঙ্গে, হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়।

## ঘোটকের ছায়া

এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত। গ্রীষ্ম কালে, এক দিন, কোনও ব্যক্তি, চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, ঐ ঘোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ঘোড়া হইতে নামিয়া, খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, ঘোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে দেখিয়া, যাহার ঘোড়া, সে কহিল, ভাল, তুমি ঘোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? ঘোড়া তোমার নয় ; এ আমার ঘোড়া, আমি উহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও বসিতে দিব না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আমি, সমস্ত দিনের জন্যে, ঘোড়া ভাড়া করিয়াছি ; কেন তুমি আমায় উহার ছায়ায় বসিতে দিবে না? অপর ব্যক্তি কহিল, তোমাকে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছি, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে, ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, মারামারি করিতে লাগিল। এই সুযোগে, ঘোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

## অশ্ব ও গর্দ্দভ

এক ব্যক্তির একটি অশ্ব ও একটি গর্দভ ছিল। সে, কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী গর্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিত, অশ্ব বহু মূল্যের বস্তু বলিয়া, তাহার উপর কোনও ভার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদয় ভার বহিয়া যাইতে যাইতে,

গর্দভের পীড়া উপস্থিত হইল। পীড়ার যাতনা ও ভারের আধিক্য বশতঃ, গর্দভ অতিশয় কাতর হইয়া, অশ্বকে কহিল, দেখ, ভাই! আমি আর এত ভার বহিতে পারিতেছি না; যদি তুমি, দয়া করিয়া, কিয়ৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুবা আমি মারা পড়ি। অশ্ব কহিল, তুমি ভার বহিতে পার না পার, আমার কি; আমায় তুমি বিরক্ত করিও না; আমি, কখনও, তোমার ভারের অংশ লইব না।

গর্দভ আর কিছুই বলিল না; কিন্তু, খানিক দূর গিয়া, যেমন মুখ থুবড়িয়া পড়িল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তখন ঐ ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অশ্বের পৃষ্ঠে চাপাইল, এবং, ঐ ভারের সঙ্গে, মরা গর্দভটিও চাপাইয়া দিল। তখন অশ্ব, সমুদয় ভার ও মরা গর্দভ, উভয়ই বহিতে হইল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার যেমন দুষ্ট স্বভাব, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম। তখন যদি এই ভারের অংশ লইতাম, তাহা হইলে, এখন আমায় সমুদয় ভার ও মরা গর্দভ বহিতে হইত না।

## লবণবাহী বলদ

এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিত। কোনও স্থানে লবণ সস্তা বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, লইয়া চলিল। পূর্ব পূর্ব বারে, সে যত বোঝাই করিত; এ বারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝাই করিয়াছিল; এজন্য, বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল।

পথের ধারে এক নালা ছিল। ঐ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর এক সাঁক ছিল। সেই সাঁকর উপর দিয়া, সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছা করিয়া, সেই সাঁকর উপর হইতে, নালায় পড়িয়া গেল। নালায় পড়িয়া যাওয়াতে, অধিকাংশ লবণ, জল লাগিয়া, গলিয়া গেল। বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল; তখন সে, অকাতরে, চলিয়া যাইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তি, আর এক দিবস, সেই বলদ লইয়া, লবণ কিনিতে গিয়াছিল। সে দিবসও, ঐ বলদের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপাইল; বলদও পুনরায়, ছল করিয়া, ঐ নালায় পড়িয়া গেল। এই রূপে, দুই দিন, অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, বলদ, কেবল দুষ্টতা করিয়া আমার ক্ষতি করিতেছে; অতএব, ইহাকে দুষ্টতার প্রতিফল দিতে হইল। এই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি ঐ বলদ লইয়া, তুল কিনিতে গেল; এবং তুল কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। বলদ, পূর্ববৎ ভার কমাইবার অভিপ্রায়ে, নালায় পড়িয়া গেল।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব বারে, লবণ গলিয়া যাইবার ভয়ে, যত শীঘ্র পারে, বলদকে উঠাইত; এ বারে, অনেক বিলম্ব করিয়া উঠাইল। অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তুল

ভিজিয়া অতিশয় ভারী হইল। সে, সমুদয় ভিজা তূল বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। সুতরাং, সে দিবস, নালায় পড়িবার পূর্বে, বলদকে যত ভার বহিতে হইয়াছিল, নালায় পড়িয়া, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ভার বহিতে হইল।

সকল সময়ে এক ফিকির খাটে না।

## হরিণ

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার শরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। সেই প্রতিবিম্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিণ কহিল, আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুন্দর। কিন্তু, আমার পা দেখিতে অতি কদর্য ও অকর্মণ্য। হরিণ, এই রূপে, আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে, ব্যাধেরা আসিয়া তাড়া করিল। সে প্রাণভয়ে, এত বেগে পলাইতে লাগিল যে, ব্যাধেরা অনেক পশ্চাতে পড়িল। কিন্তু, জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র, তাহার শৃঙ্গ লতায় এমন জড়াইয়া গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পারিল না। তখন ব্যাধেরা আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। হরিণ এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল যে, আমি, যে অবয়বকে কদর্য ও অকর্মণ্য স্থির করিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা আমায় শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিল; কিন্তু, যে অবয়বকে দৃঢ় ও সুন্দর বোধ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল।

## জ্যোতির্বেত্তা

এক জ্যোতির্বেত্তা, প্রতিদিন, রাত্রিতে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। এক দিন, তিনি, আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া, নিবিষ্ট মনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়া যাইতেছিলেন; সম্মুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি কূপে পতিত হইয়া নিতান্ত কাতর স্বরে, এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ভাই রে। কে কোথায় আছ, সত্বর আসিয়া, কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। এক ব্যক্তি, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিলেন; তিনি, তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কূপের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, কি আশ্চর্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহা জানিতে পার না; কিন্তু আকাশের কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে।

## বালকগণ ও ভেকসমূহ

কতকগুলি বালক, এক পুষ্করিণীর ধারে খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে, তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভাসিয়া রহিয়াছে। তাহারা ভেকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ডেলা লাগিয়া, কয়েকটি ভেক

মরিয়া গেল। তখন একটি ভেক বালকদিগকে কহিল, অহে বালকগণ! তোমরা এ নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও। ডেলা ছোঁড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বটে; কিন্তু, আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক হইতেছে।

## বাঘ ও ছাগল

এক বাঘ, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, দেখিতে পাইল, একটি ছাগল, ঐ পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে, চরিতেছে। ঐ স্থানে উঠিয়া, ছাগলের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় রক্ত ও মাংস খাওয়া বাঘের পক্ষে সহজ নহে; এজন্য, সে, কৌশল করিয়া নীচে নামাইবার নিমিত্ত কহিল, ভাই ছাগল! তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন? যদি দৈবাৎ পড়িয়া যাও মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ নীচের ঘাস অতি মিষ্ট ও যত কোমল, উপরের ঘাস তত মিষ্ট ও তত কোমল নয়। অতএব, নামিয়া আইস। ছাগল কহিল, ভাই বাঘ! তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আপন আহারের নিমিত্তে আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার আহারের নিমিত্তে নহে।

## গর্দভ, কুক্কুট ও সিংহ

এক গর্দভ ও এক কুক্কুট, উভয়ে এক স্থানে বাস করিত। এক দিন ঐ স্থানের নিকট দিয়া, এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দভকে পুষ্টকায় দেখিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিয়া মাংসভক্ষণের মানস করিল। গর্দভ, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইল।

এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ, কুক্কুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া যায়! দৈবযোগে ঐ সময়ে কুক্কুট শব্দ কর'তে, সিংহ, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে, সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, গর্দভ ভাবিল, সিংহ, আমার ভয়ে পলায়ন করিতেছে। এই স্থির করিয়া, গর্দভ, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সিংহের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিংহ ফিরিয়া, এক চপেটাঘাতে গর্দভের প্রাণসংহার করিল।

নির্বোধেরা, আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া, মারা পড়ে।

## অশ্ব ও গর্দভ

এক গর্দভ, ভারী বোঝাই লইয়া, অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে, এক যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে, খট্ খট্ করিয়া, সেই খান দিয়া চলিয়া যায়। অশ্ব গর্দভের নিকটবর্তী হইয়া, কহিল, অরে গাধা! পথ ছাড়িয়া দে; নতুবা, এক পদাঘাতে,

তোর প্রাণসংহার করিব। গর্দভ, ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল; এবং, আপনার দুর্ভাগ্য ও অশ্বের সৌভাগ্য ভাবিয়া, মনে মনে অতিশয় দুঃখ করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে, ঐ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন বিষম আঘাত লাগিল যে, সে এক বারে অকর্মণ্য হইয়া গেল; সুতরাং, আর যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত রহিল না। ইহা দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।

এক দিন বেলা দুই প্রহরের রৌদ্রে, অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে, এমন সময়ে সেই গর্দভ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং অশ্বের ক্লেশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অতি মূঢ়, এজন্য তখন, উহার সৌভাগ্য দেখিয়া, দুঃখ ও ঈর্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে ইহার দুর্দশা দেখিয়া, চক্ষে জল আইসে। আর, এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময়, গর্বিত হইয়া, অকারণে, আমার অপমান করিয়াছিল। তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। এখন, আমার অপেক্ষাও, ইহার দুরবস্থা অধিক।

## সিংহ ও নেকড়ে বাঘ

এক দিন, এক নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া, যাইতেছিল। পথিমধ্যে, এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ, বলপূর্বক, ঐ মেষশাবক কাড়িয়া লইল। নেকড়ে, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে, কহিল, এ অতি অবিচার; তুমি, অন্যায় করিয়া, আমার বস্তু কাড়িয়া লইলে। সিংহ, শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেষশাবক অন্যায় করিয়া আন নাই; মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।

## বৃদ্ধ সিংহ

এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়াছিল। সে, এক দিন, ভূমিতে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে, এমন সময়ে, এক বনবরাহ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত ঐ বনবরাহের বিরোধ ছিল; কিন্তু, সিংহ অতিশয় বলবান বলিয়া, সে কিছুই করিতে পারিত না। এক্ষণে, সিংহের এই অবস্থা দেখিয়া, সে বারংবার দন্তাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং বনবরাহের দন্তাঘাত সহ্য করিয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক বৃষ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই বৃষেরও বিরোধ ছিল। এক্ষণে সে, সিংহকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া, চলিয়া গেল। সিংহ এ অপমানও সহ্য করিয়া রহিল।

দেখাদেখি, এক গর্দভ ভাবিল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের সকলের উপরেই অত্যাচার করিয়াছে। এখন সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের

পরিশোধ করিতেছে। বরাহ ও বৃষ, সিংহের অপমান করিয়া, চলিয়া গেল; সিংহ কিছুই করিতে পারিল না। আমিও সময় পাইয়াছি, ছাড়ি কেন? এই বলিয়া, সিংহের নিকটে গিয়া, সে তাহার মুখে পদাঘাত করিল। তখন সিংহ, আক্ষেপ করিয়া, কহিল, হায়! সময়গুণে, আমার কি দুর্দশা ঘটিল। যে সকল পশু, আমায় দেখিলে, ভয়ে কাঁপিত, তাহারা, অনায়াসে, আমার অপমান করিতেছে। যাহা হউক, বরাহ ও বৃষ বলবান জন্তু, তাহারা যে অপমান করিয়াছিল, তাহা আমার, কথঞ্চিৎ, সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু, সকল পশুর অধম গর্দভ যে আমায় পদাঘাত করিল, ইহা অপেক্ষা, আমার শতবার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।

## মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ

এক মেষপালক, একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত, আহার ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে; এমন সময়ে, এক নেকড়ে বাঘ, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। সে, মেষপালককে, মেষের মাংসভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া, কহিল, ভাই হে! যদি আমায় ঐ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে, তুমি কতই হঙ্গাম করিতে।

মানুষের স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম করিতে দেখিলে, গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম করিয়া দোষ বোধ করে না।

## পিপীলিকা ও পারাবত

এক পিপীলিকা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে, হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া, ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক পারাবত বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। সে, পিপীলিকার এই বিপদ দেখিয়া, গাছের একটি পাতা ভাঙ্গিয়া, জলে ফেলিয়া দিল। ঐ পাতা পিপীলিকার সম্মুখে পড়াতে, সে তাহার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পাতা কিনারায় লাগিবামাত্র, তীরে উঠিল।

এই রূপে, পারাবতের সাহায্যে, প্রাণদান পাইয়া, পিপীলিকা মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছে, এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক ব্যাধ, জাল চাপা দিয়া, পায়রাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু, পায়রা কিছুই জানিতে পারে নাই; সুতরাং, সে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। পিপিড়া, প্রাণদাতার এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া সত্বর গিয়া, ব্যাধের পায়ে এমন কামড়াইল যে, সে জ্বালায় অস্থির হইয়া, জাল ফেলিয়া দিল, এবং, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অবকাশে, পায়রাও আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তথা হইতে উড়িয়া গেল।

## কাক ও শৃগাল

এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাংস আনিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ঐ মাংস খাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ হইতে, ঐ মাংস লইয়া আহার করিতে হইবেক। অনন্তর, সে কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল ভাই কাক! আমি তোমার মত সর্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই। কেমন পাখা! কেমন চক্ষু! কেমন গ্রীবা! কেমন বক্ষঃস্থল! কেমন নখর! দেখ, ভাই! তোমার সকলই সুন্দর; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা!

কাক, শৃগালের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয়, আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃগাল ভাবিয়াছে, আমি বোবা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে, শৃগাল, এক বারে মোহিত হইবেক। এই বলিয়া, মুখবিস্তার করিয়া কাক যেমন শব্দ করিতে গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড ভূমিতে পতিত হইল। শৃগাল, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া, ঐ মাংসখণ্ড উঠাইয়া লইল, এবং মনের সুখে, খাইতে খাইতে তথা হইতে চলিয়া গেল। কাক, হতবুদ্ধি হইয়া, বসিয়া রহিল।

আপন ইষ্ট সিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, কেহ খোসামোদ করে না। আর, যাহারা খোসামোদের বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

[ পরবর্তী 'কথা'গুলি রিসিভার সংস্করণে পাওয়া যায়। ইতি—সম্পাদক। ]

## সিংহ ও কৃষক

একদা এক সিংহ কোনও কৃষকের গোয়ালবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষক, ঐ সিংহকে ধরিবার নিমিত্ত, গোয়ালবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ, প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, আর সহজে পলাইবার উপায় নাই। তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া, গোয়ালের গরুর প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিল। কৃষক, সিংহকে ধরা অসাধ্য ভাবিয়া, এবং গোয়ালের গরু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল; এবং সিংহ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

সিংহের গর্জন ও গোলযোগ শুনিয়া কৃষকের স্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, স্বামীকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছ। আমি তোমার মত পাগল কখনও দেখি নাই। যে জন্তুকে দূরে দেখিলে লোকে ভয়ে পলায়ন করে, তুমি সেই দুরন্ত জন্তুকে ধরিবার বাসনা করিয়াছিলে।

## জলমগ্ন বালক

এক বালক পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার উপক্রম হইল। দৈবযোগে সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কাতরবাক্যে বলিল, ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমায় তুলুন. নতুবা আমি ডুবিয়া মরি। তিনি অগ্রে তাহাকে জল হইতে না উঠাইয়া, ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বালক বলিল, আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভর্ৎসনা করিলে ভাল হয়। আপনকার ভর্ৎসনা করিতে করিতে আমার প্রাণত্যাগ হয়।

## শিকারি ও কাঠুরিয়া

এক ব্যক্তি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, সে সম্মুখে এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ওহে, সিংহ কোন্ স্থানে থাকে বলিতে পার? কাঠুরিয়া বলিল, হঁা, বলিতে পারি; তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি একেবারে তোমাকে সিংহই দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা শুনিয়া, শিকারি ব্যক্তি, ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, না ভাই, আমার সিংহের প্রয়োজন নাই; আমি কেবল সিংহের স্থান অন্বেষণ করিতেছি। কাঠুরিয়া, তাহাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আপন কর্ম করিতে লাগিল।

## বানর ও মৎস্যজীবী

এক নদীতে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল। এক বানর নিকটবর্তী বৃক্ষে বসিয়া, তাহাদের মাছধরা দেখিতেছিল। কোনও প্রয়োজনবশতঃ, জেলেরা সেইখানে জাল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, বানরের, জেলেদের মত মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। তখন সে, গাছ হইতে নামিয়া আসিল, এবং জাল লইয়া যেমন নাড়িতে লাগিল, অমনি তাহার হাত পা জালে জড়াইয়া গেল; আর সে জাল ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। জেলেরা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এবং দুষ্ট বানর আমাদের জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এই মনে করিয়া, অবিলম্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া, যষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল। বানর মনে মনে আপনাকে ধিকার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম; আমি মাছ ধরিবার কিছুই জানি না; কেন জালে হাত দিলাম।

## অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক

এক কৃষকের এক টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও

তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস; তোর কিছুই বিবেচনা নাই?

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটি কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দয় হইতে না। কোন্ বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতরে বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীয়ন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবামাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা-তামাসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।

## শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল

একদা, এক শৃগাল, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফলসকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত, শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। কিন্তু ফলসকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল ; সুতরাং ঐ সকল ফল পাওয়া, শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল ; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

## চালক ও চক্র

এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেল-ষ্টেশনে যাইতেছিল। শকটের বলদ দুইটি অতি কষ্টে ঐ বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের যতই পরিশ্রম বা কষ্ট হউক, তাহারা নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ রব করিতেছিল। চালক বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে সেই কর্কশ চীৎকার সহ্য করিতেছিল। শব্দ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সে চক্রগুলি তৈলসিক্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও চক্রগুলির ভীষণ চীৎকার বন্ধ হইল না। তখন চালক অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওরে দুর্বৃত্তগণ। যাহারা এত বড় গাঁইটের ভার টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা কোনও কষ্ট না জানাইয়া নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে, তোরা কি জন্য ক্যাঁচ কোঁচ রব করিয়া কান ঝালাপালা করিতেছিস ?

যাহারা যত অধিক চীৎকার করে, তাহারা তত অল্প আঘাত পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

## বিধবা ও কুক্কুটী

কোনও গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েকটি কুক্কুট কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করিত। সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটি কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল, যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটি করিয়া ডিম পাড়িবে, আর তাহা হইলে, সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায়

উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথম দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই এক দিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এত অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হায়! আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।

অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

## ভল্লুক ও শৃগাল

কোনও বনে এক ভল্লুক ও এক শৃগাল বাস করিত। উহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন উভয়ে বনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে এক নদীতটস্থ শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত হইল। উহার পূর্বদিন নিকটস্থ পল্লীবাসীরা ঐ শ্মশানে তাহাদের এক মৃত আত্মীয়কে দাহ করিতে আসিয়াছিল। দাহকালে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হওয়ায়. তাহারা অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলিয়া গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। শৃগাল শ্মশানক্ষেত্রে সেই অর্ধদগ্ধ মৃত মনুষ্যদেহ দেখিয়া, মহানন্দে ভল্লুককে বলিল, এস বন্ধু! আমরা উভয়ে হৃষ্টপুষ্ট নরদেহ ভক্ষণ করি। আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাই আজ ভোজনের এমন সুন্দর আয়োজন দেখিতেছি। এই বলিয়া শৃগাল হৃষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল।

লোভবশতঃ শৃগালের জিহ্বায় লালা নিঃসরণ হইতেছে দেখিয়া ভল্লুক হাসিয়া বলিল, দেখ বন্ধু! আমি কত মহৎ! তুমি মৃত মনুষ্যের দেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইয়াছ, অথচ আমি কখনও মরা মানুষ স্পর্শ করি না।

ধূর্ত শৃগাল কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল, ভাই হে! তোমার কথা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি জীবিত মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই হত্যা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সাধুতার প্রশংসা করিতাম।

মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয়।

## শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ

এক শৃগাল, বন্যশূকরের নিকট তাড়া খাইয়া, এক বেড়া ডিঙ্গাইয়া, পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া, সে যখন পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন সে বেড়ায় সংলগ্ন এক কাঁটাগাছের ডাল ধরিয়াছিল। উহাতে তাহার হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল, হস্তে রক্তপাতও হইল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

কেবল যে কাঁটা ফুটিল তাহা নহে, কাঁটাগাছের হালকা ডাল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া গেল।

তখন শৃগাল যন্ত্রণায় ও ব্যথায় অধীর হইয়া, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কণ্টকবৃক্ষকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, রে দুর্বৃত্ত! তোকে অবলম্বন করিতে গিয়াই আজ আমার এ দশা ঘটিল। তোর মরণই মঙ্গল।

কণ্টকবৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই হে! এ বড় মজার কথা। আমি তোমাকে ত আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমায় অবলম্বন করিলে কেন?

শৃগাল অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, বাঃ! তুই ক্ষুদ্র, অতি নীচ। এই বেড়া কত মহৎ! উহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কণ্টকবৃক্ষ বলিল, বেড়া মহৎ, সন্দেহ নাই, কেন না, সে আমাকেও আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু তুমি আমা হইতেও নীচ, কেননা তুমি আমাকে অবলম্বন ও আশ্রয় মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছ। আমি স্বয়ং যখন অন্যকে জড়াইয়া থাকি, তখন আমাকে জড়াইয়া তুমি কি তোমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দাও নাই?

যে অন্যের উপর নির্ভর করে, সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না।

## পিপীলিকা ও তৃণকীট

এক পিপীলিকা, শরৎকালে শস্যের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। শীতকালে, একদিন সে কিছু শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, বাহির করিতে লাগিল। এক তৃণকীট ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সে, পিপীলিকাকে বলিল, দেখ ভাই! আহার না পাইয়া, আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। যদি তুমি, দয়া করিয়া, তোমার সঞ্চিত শস্যের কিয়ৎ অংশ আমাকে দাও, তাহা হইলে আমার প্রাণরক্ষা হয়। পিপীলিকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সমস্ত শরৎকাল কি করিয়াছিলে? সে বলিল, আমি আলস্যে কাল হরণ করি নাই; সমস্ত শরৎকাল অবিশ্রামে গান করিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া, পিপীলিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন তুমি সমস্ত শরৎকাল গান করিয়া কাটাইয়াছ, সমস্ত শীতকাল নৃত্য করিয়া কাটাও।

শরৎকালের সঞ্চয়, শীতকালের সংস্থান হয়।

## পায়রা ও চীল

এক চীলের সহিত, কতকগুলি পায়রার অতিশয় বিরোধ ছিল। চীল, পায়রাদের অতি প্রবল শত্রু। তাহার ভয়ে উহারা সর্বক্ষণ শঙ্কিত থাকিত। উহারা নিজ নিজ নীড়ে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিত; কদাচ নীড় হইতে বহির্গত হইত না; সুতরাং চীল, কোনও ক্রমে, উহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিত না।

এক দিন চীল, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, পায়রাদের নিকট গিয়া বলিল, দেখ, তোমরা বড় নির্বোধ; নতুবা তোমাদিগকে সদা শঙ্কিত থাকিয়া, কালযাপন করিতে হইবে কেন? যদি তোমরা আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও ভয় ও ভাবনা থাকে না। তোমরা সকলে একমত হইয়া আমাকে তোমাদের রাজা কর; তাহা হইলে তোমরা আমার প্রজা হইবে; আমি যত্ন-পূর্বক তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব; কেহ আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিব না।

নির্বোধ পারাবতেরা ধূর্ত চীলের কপট বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আপনাদের রাজা করিল। চীল, রাজা হইয়া, প্রত্যহ এক এক পারাবতের প্রাণসংহার করিয়া, ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঘটিয়াছে।

যাহারা পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম দুর্দশা ঘটে।

## শৃগাল ও ছাগল

এক শৃগাল, হঠাৎ এক গভীর গর্তে পড়িয়া গিয়াছিল। সে, গর্ত হইতে উঠিবার নিমিত্ত, নানাবিধ চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য হইতে পারিল না। সেই সময়ে, এক ছাগল ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল, জলপানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া, শৃগালকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! এ গর্তের জল সুস্বাদু কি না, এবং ইহাতে অধিক জল আছে কি না? ধূর্ত শৃগাল, প্রকৃত অবস্থার গোপন করিয়া ছলপূর্বক বলিল, ভাই! ও কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছ; জলের স্বাদের কথা কি বলিব, যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না; আর এত অধিক জল আছে যে, সংবৎসর পান করিলেও ফুরাইবে না। অতএব, আর কেন বিলম্ব করিতেছ, সত্বর নামিয়া আসিয়া, পিপাসার শান্তি কর।

এই কথা শুনিবামাত্র, ছাগল, আর কোনও বিবেচনা না করিয়া লম্ফ দিয়া গর্তে পতিত হইল। শৃগাল, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া, লম্ফ দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে ছাগলকে বলিল, অরে নির্বোধ! তোর দাড়ির পরিমাণ যেরূপ, যদি সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, গর্তে পড়িতিস না।

## সিংহ ও শৃগাল

সিংহ পশুরাজ; বনের সকল পশুই সিংহকে ভয় করে। সিংহ যেমন বলবান, তেমনই উহার ভয়ঙ্কর গর্জন। সে গর্জন শুনিয়া অনেক পশু ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এক শৃগাল এমন এক বনে বাস করিত, যে বনে সিংহ ছিল না। দৈবাৎ একদিন সে

আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল। ঐ বনে পশুরাজ সিংহ বাস করিত। শৃগাল বনে বিচরণ করিতে করিতে সিংহের গর্জন শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে পলাইল। তাহার পর যখন সে সিংহের সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও কেশরগুচ্ছ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহার পর আর একদিন সেই বনে আহারের অন্বেষণে আসিয়া শৃগাল আবার সিংহের দর্শন পাইল। তখনও যে তাহার ভয় হইল না এমন নহে, তবে এবার সে ভয়ে অজ্ঞান হইল না। সে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিল, সিংহ দেখিতে প্রকাণ্ডদেহ হইলেও তাহারই মত পশু ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তখন তাহার ভয় অনেকটা দূর হইল, সে সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করিল না।

তৃতীয়বার শৃগাল যখন সিংহ দেখিল, তখন সে সামান্য পরিমাণে ভীত হইল বটে, কিন্তু সিংহকে ভয়ের ভাব দেখাইল না, সাহসে ভর করিয়া সিংহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন শৃগাল সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া আদৌ ভীত হইল না, বরং সিংহের নিকটে গিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বন্ধু! কেমন আছ ?

দূর হইতে ভয়কে বড় দেখায়, নিকটে আসিলে পরিচয়ে অশ্রদ্ধা জন্মে।

## কুক্কুট ও মুক্তাফল

এক কুক্কুট, স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। সেই স্থানে একটি মুক্তা পড়িয়া ছিল। কুক্কুট, ঐ মুক্তা দেখিয়া, উহাকে বলিতে লাগিল, যাহারা তোমার আদর করে, তাহাদের মতে তুমি অতি সুশ্রী ও মহামূল্য বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ মনে করি না। তুমি আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। পৃথিবীতে যত রকমের মুক্তা আছে, সে সব অপেক্ষা যব, ধান্য বা কলাই পাইলে, আমি অধিক সন্তুষ্ট হইব।

নির্বোধেরা, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া, উহার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়ায়।

## ঈগল ও শৃগালী

এক ঈগল ও এক শৃগালী, উভয়ের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঈগল এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে থাকিত ; আর শৃগালী, সেই বৃক্ষের মূলদেশে এক গর্তে অবস্থিতি করিত।

একদিন, শৃগালী আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ঈগল অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, নীড় হইতে নির্গত হইল ; এবং, আমি যেরূপ উন্নত স্থানে থাকি,

শৃগালী আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া, আহারের নিমিত্ত তাহার একটি শাবক লইয়া, নিজ নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই শৃগালী আবাসে আসিয়া জানিতে পারিল, ঈগল তাহার একটি শাবক লইয়া গিয়াছে। তখন সে মিত্রদ্রোহী বলিয়া, ঈগলের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল ; এবং অনেক বিনয় করিয়া, আপন শাবকটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিল। ঈগল শাবক ফিরাইয়া দিতে কোনও মতে সম্মত হইল না।

ঈগলের এইরূপ অসৎ আচরণ দেখিয়া, শৃগালী অত্যন্ত কুপিত হইল, এবং অবিলম্বে শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, বৃক্ষের চতুর্দিকে সাজাইয়া, আগুন লাগাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ধূম ও অগ্নিশিখা বৃক্ষের অনেক দূর পর্যন্ত উঠিল। তখন ঈগল আপনার ও আপন শাবকগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, অতিশয় ভীত ও অস্থির হইল, এবং তৎক্ষণাৎ শৃগালীর শাবকটি ফিরাইয়া দিয়া, বিনয়বাক্যে বারংবার এই বলিতে লাগিল, আমি না বুঝিয়া অসৎ কর্ম করিয়াছি। তুমি ক্ষমা ও দয়া করিয়া অগ্নি নির্বাণ করিয়া দাও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কখনও এরূপ অসৎ কর্ম করিব না। ঈগলের বিনয়বাক্য ও প্রার্থনা শুনিয়া, শৃগালীর অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে, অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অবিলম্বে অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিল।

১৯৪১ সংবতে প্রকাশিত চতুশ্চত্বারিংশৎ সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত।

# নীতিবোধ

( প্রথম সংস্করণ ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। )

" 'নীতিবোধ' পুস্তকটি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ও তাঁহারই নামে প্রচারিত। তাঁহার লিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পুস্তকের প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত।... "বিজ্ঞাপনে" পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মারাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল ; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।"

"বিজ্ঞাপনে"র পরিশেষে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান: বইখানি "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন,...তিনিই প্রথমে, এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন ; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

এই কারণে সে রচনাকয়টি এখানে রচনাসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হল। সম্পাদক।

# নীতিবোধ

## পশুগণের প্রতি ব্যবহার

এই ভূমণ্ডলে এবংবিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানবজাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু এরূপ কর্ম করা কদাচ উচিত নহে, কারণ অকারণে কোন প্রাণীকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম। যদি কখন আমরা কোন দুর্বল প্রাণীকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎকালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্যসৌকর্যার্থে অশ্ব অথবা অন্য কোন জন্তু পুষি, তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্তব্য কর্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্ধক্য, সাতিশয় ক্লান্তি অথবা অত্যল্প আহারপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্বল হইয়া দ্রুত গমনে অক্ষম হইলে তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দয় ও নির্লজ্জের কর্ম।

## পরিবারের প্রতি ব্যবহার

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতা আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে, আমরা কোন্ কালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের প্রধান ধর্ম ও অবশ্যকর্তব্য কর্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন ; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে, লোকে তাহাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ

করে; সুতরাং তাহারা সকলের অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে, লোকে তাহাদের এবংবিধ অনৈসর্গিক ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানুসারে পরস্পরের আনুকূল্য ও উপকার করিতে পারে; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্নের উপার্জনে যত্নবান হওয়া উচিত।

## প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য-প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়িনী মর্যাদা করা আবশ্যক। নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্যকর্তব্য। যদি কোন প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদৃশ প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধানপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ করে অথবা কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণপূর্বক অন্যের কর্ম করে তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্তব্য, স্বীয় প্রভুর কার্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান করে। প্রভুরও কর্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে, সে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সুচারু রূপে প্রভুর কার্য নির্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে, সেরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সৌজন্য দেখিলে, ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্যন্ত ও স্বীকার করিয়া থাকে।

## পরিশ্রম

আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকর্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে। কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ

সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে, শণ, উর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন, ও প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্তি করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী লোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতি কষ্টে কালযাপন করে, উত্তমরূপ ভক্ষ্য ও পরিধেয় পায় না এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না, এজন্য সর্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে, তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাহা অসভ্য জাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলতঃ, যে জাতি যেমন পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয়। পৃথিবীর মধ্যে জর্মন, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইঙ্গরেজ এই কয়েক জাতি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখন কষ্ট পায় না, প্রত্যুত সচ্ছন্দে কাল যাপন করে। ফলতঃ, যে যেমন পরিশ্রম করে, তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য; সুতরাং শ্রম ব্যতিরেকে সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অবিধেয়; যেহেতু তদ্দ্বারা শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

## স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন

মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য আপন জীবিকানির্বাহ ও প্রাধান্যপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায়স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা

যায়। বস্তুতঃ, পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকানির্বা ও সাংসারিক সুখসম্ভোগের স্থির উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাবধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিতে হয়। বালকদিগের স্বয়ং বস্ত্রপরিধান, স্বয়ং মুখপ্রক্ষালন ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত; জননী অথবা দাসদাসীগণ নিয়ত ঐ সকল ব্যাপার নির্বাহ করিবেক, এমন আশা করিয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল্যকালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জন সর্বতোভাবে কর্তব্য; তাহা হইলে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা ার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব; এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।

আমরা আপন কর্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

## প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্বোধের কর্ম। কিন্তু আপদ্ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মাবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না, এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিধানবস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন হইলে প্রাণনাশেরও আটক নাই। কিন্তু বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা বিবেচনাপূর্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তনে তৎপর হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদ্ পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমন অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় যে, তাহারা আত্মরক্ষার কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে না। এইরূপ হইলে বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপৎকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে উপস্থিত

অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্বদা সর্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। ঐ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে একখান সতরঞ্চ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নিনির্বাণ হয়।

দহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ থাকে, সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে; তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। এমন স্থলে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া অতি উত্তম কল্প; যেহেতু তৎকালে মেজিয়ার উপর নির্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া ও নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্তপদাদি নিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও সেইখানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

## বিনয়

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্‌গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোক নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতিকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে

পারে ; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

## নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট, কর্শিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সেনাসম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট্ করিল। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট্পদপ্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন এবং একে একে অনেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজার রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। অতঃপর নেপোলিয়ন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইলেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। যিনি অতি সামান্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষাদোষে শেষদশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি সম্রাট্পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

# চরিতাবলী

## বিজ্ঞাপন

সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখা পড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে, নিবেশিত হইত যে, সে সমুদয় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগের বোধগম্য করিয়া দেওয়া, শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও, নিতান্ত সহজ হইত না।

বালকদিগের নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত, নিতান্ত অনবকাশ ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ, সেরূপ করিতে পারি নাই; সুতরাং, এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক ন্যূনতা লক্ষিত হইবেক। বারান্তরে মুদ্রিতকরণকালে, সেই সকল দোষের ও ন্যূনতার পরিহারে, সাধ্যানুসারে যত্ন করিব।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯১৩।
পৃ: ৯-৫৭

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

# চরিতাবলী

## ডুবাল

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী আর্তনি গ্রামে, ডুবালের জন্ম হয়। ডুবালের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ডুবালের দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে, তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হইল। ডুবাল অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, তিনি, এক কৃষকের গৃহে, রাখালি কর্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কৃষক, সামান্য দোষে, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল।

ডুবাল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, লোরেনে চলিলেন। পথে তাঁহার বসন্ত রোগ হইল। এক কৃষক তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং চিকিৎসা করাইয়া, পথ্য দিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। কৃষক, দয়া করিয়া, আপন বাটীতে লইয়া না গেলে, হয় ত, এই রোগেই, ডুবালের মৃত্যু হইত।

কিছু দিন পরে, ডুবাল, এক মেষব্যবসায়ীর আলয়ে রাখাল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, তিনি, কোনও বালকের হস্তে, একখানি পুস্তক দেখিলেন। ঐ পুস্তকে নানাবিধ পশুপক্ষীর ছবি ছিল। এ পর্যন্ত, ডুবালের লেখাপড়ার আরম্ভ হয় নাই ; সুতরাং, তিনি ঐ পুস্তক পড়িতে পারিলেন না ; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিলেন, পুস্তকে যে সকল পশুপক্ষীর ছবি আছে, উহাদের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পশুপক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, জানিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা জন্মিল। তিনি সেই বালককে কহিলেন, ভাই ! এই পুস্তকে, পশুপক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, আমায় পড়িয়া শুনাও। সে শুনাইল না ; ডুবাল বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সেই দুষ্ট বালক কিছুতেই সম্মত হইল না।

ডুবাল অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, লেখা-পড়া শিখিব। তিনি, লেখা-পড়া শিখিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, বটে, কিন্তু শিখিবার কোনও সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখা-পড়া জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া, অনেক বিনয় করিয়া, বারংবার প্রার্থনা করিলেন। তাহারা, কোনও মতে, তাঁহাকে শিখাইতে সম্মত হইল না। অবশেষে, শিখিবার অন্য কোনও সুযোগ দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন, রাখালি করিয়া যা কিছু পাইব, তাহা আর কোনও বিষয়ে ব্যয় করিব না ; যে সকল বালক লেখা-পড়া জানে, তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিব।

এই রূপে, ডুবাল লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু, আর আর দুষ্ট বালকেরা বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। এজন্য, তিনি সর্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেখানে কোনও গোলমাল নাই, এমন স্থান কোথায় পাই; এমন স্থান না পাইলে, লেখা-পড়া শিখিবার সুবিধা হইবেক না।

এক দিন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে, পালিমন নামে এক তপস্বী থাকিতেন। ডুবাল দেখিলেন, ঐ আশ্রম অতি নির্জন স্থান, কোনও গোলমাল নাই। এজন্য, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যদি তপস্বী মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় আশ্রমে থাকিতে দেন, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা-পড়া শিখিব। পরে, তিনি, তাঁহার নিকট, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। তপস্বী সম্মত হইলেন। ঐ সময়ে, আশ্রমে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। পালিমন ডুবালকে নিযুক্ত করিলেন। ডুবাল, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইয়া, মনের সুখে, আশ্রমের কর্ম করিতে, ও লেখা-পড়া শিখিতে, লাগিলেন।

অল্প দিন পরেই, পালিমনের কর্তৃপক্ষীয়েরা, ঐ কর্মে, অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং ডুবালের সে কর্ম গেল; এবং আশ্রমে থাকিয়া, নির্বিঘ্নে লেখা-পড়া করিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাও গেল। ডুবাল, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন। পালিমন অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি, ডুবালের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক অনুরোধপত্র লিখিয়া, তাঁহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ আশ্রমে কয়েকজন তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহাদের কতিপয় ধেনু ছিল। তাঁহারা, পালিমনের অনুরোধে, ডুবালকে সেই কয় ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন।

এই তপস্বীরা বড় ভাল লেখা-পড়া জানিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল। ডুবাল প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে, অনুমতি দিলেন। ডুবাল, এই অনুমতি পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং ইচ্ছামত, সেই সকল পুস্তক লইয়া, পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু, এ পর্যন্ত, তাঁহার অধিক শিক্ষা হয় নাই; এজন্য, আপনি সমুদায় বুঝিতে পারিতেন না। যে সকল স্থান কঠিন বোধ হইত, কেহ আশ্রম দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট জানিয়া লইতেন।

ডুবাল, আশ্রমের কর্ম করিয়া, যে অল্প বেতন পাইতেন, খাওয়া-পরার ক্লেশ স্বীকার করিয়া, তাহার অধিকাংশই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন; এবং, যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহাতে আবশ্যক মত পুস্তক কিনিতেন। এক্ষণে তিনি অধিক পড়িতে পারিতেন; সুতরাং, তাঁহার অধিক পুস্তকলাভের অভিলাষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু, যে আয় ছিল, তাহাতে অধিক পুস্তক কিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি, আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, ফাঁদ পাতিয়া, বনে জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল জন্তু, অথবা উহাদের চর্ম, বাজারে লইয়া দিয়া, বিক্রয় করিতেন এবং তাহাতে যাহা পাইতেন, তাহা জমাইয়া, মনের মত পুস্তক কিনিতেন।

বন্য জন্তু ধরিতে গিয়া, ডুবাল, কখনও কখনও, বিষম সঙ্কটে পড়িতেন, তথাপি ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, এক দিন, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক গাছের ডালে, একটি বন্য বিড়াল দেখিতে পাইলেন। বিড়ালের গায়ের লোমগুলি অতি চিক্কণ দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, এই বিড়ালের চর্ম বেচিলে, কিছু অধিক পাওয়া যাইবেক; অতএব, ইহাকে ধরিতে হইল। এই বলিয়া, গাছে চড়িয়া, ডুবাল বিড়ালকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিড়াল, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভয় পাইয়া, খানিক এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইল; কিন্তু, নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া, অবশেষে, গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। তিনিও, সঙ্গে সঙ্গে, নামিয়া পড়িলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল; তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। বিড়াল এক বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করিল। ডুবাল, পীড়াপীড়ি করাতে, বিড়াল, কোটর হইতে বহির্গত হইয়া, লম্ফ দিয়া, তাঁহার হাতের উপর পড়িল, আঁচড়াইয়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং, নখর দ্বারা, ঘাড়ের কতক চামড়া উঠাইয়া লইল। ডুবাল তথাপি উহাকে ছাড়িলেন না। অবশেষে, উহার পা ধরিয়া, এক গাছে বারংবার আছাড় মারিয়া, তিনি উহার প্রাণসংহার করিলেন। ঐ বিড়ালের চর্ম বেচিয়া, যাহা পাইবেন, তাহাতে পুস্তক কিনিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, তিনি উহাকে গৃহে আনিলেন; উহার নখরপ্রহারে, সর্বাঙ্গ যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিলেন না।

এক দিন, ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি সোনার সীল পাইলেন। ঐ সীলের অনেক মূল্য। ডুবাল, ইচ্ছা করিলে, ঐ সীল আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। তিনি অতি দুঃখী ছিলেন বটে; কিন্তু, লাভের জন্য, অধর্ম বা অন্যায় কর্ম করিবেন, সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপকর্ম বলিয়া জানিতেন; এজন্য, ঐ সীল আপনি লইব বলিয়া, এক বারও মনে করিলেন না; অবিলম্বে আশ্রমে আসিয়া, প্রচার করিয়া দিলেন, আমি এইরূপ একটি সোনার সীল পাইয়াছি; যাঁহার হারাইয়াছে, তিনি, আমার নিকটে আসিয়া, লইয়া যাইবেন। যে ব্যক্তির সীল হারাইয়াছিল, কয়েক দিন পরে, তিনি উপস্থিত হইলে, ডুবাল তাঁহাকে সেই সীল দিলেন।

ঐ ব্যক্তি, সীল পাইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, ডুবালের পরিচয় লইলেন; তাঁহার অবস্থা, লেখা-পড়া শিখিবার যত্ন, ও কত দূর শিক্ষা হইয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং, তাঁহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, যাইবার সময়, বলিয়া গেলেন, আমি অমুক স্থানে থাকি; তুমি তথায় গিয়া, মধ্যে মধ্যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ডুবাল, যখন যখন, সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে এক একটি টাকা দিতেন। ঐ টাকা ডুবাল অন্য কোনও বিষয়ে খরচ করিতেন না, উহা দ্বারা কেবল পুস্তক কিনিতেন; আর, ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে,

মধ্যে মধ্যে, পুস্তক দিতেন। এই সুযোগে, তাঁহার বিস্তর পুস্তক সংগ্রহ ও বিস্তর পুস্তক পাঠ, করা হইল।

যখন ডুবাল তপস্বীদিগের গরু চরাইতে যাইতেন, সে সময়েও, পড়ায় ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, বনে গরু ছাড়িয়া দিয়া, পড়িতে বসিতেন। পড়িবার সময়, চারিদিকে, পুস্তক ও ভূচিত্র সকল খোলা থাকিত। তিনি পড়ায় এমন মন নিবিষ্ট করিতেন যে, নিকটে লোক দাঁড়াইলে, অথবা, নিকট দিয়া কেহ চলিয়া গেলে, টের পাইতেন না।

এক দিবস, ঐ প্রদেশের রাজার পুত্রেরা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, পথহারা হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক দুঃখী রাখাল, গরু ছাড়িয়া দিয়া, ভূচিত্র ও পুস্তকে বেষ্টিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, পাঠ করিতেছে। দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া, রাজকুমারেরা ডুবালের নিকটে গেলেন; এবং, তাঁহার পরিচয় লইয়া, কতদূর শিক্ষা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিলেন। রাখাল হইয়া, কিরূপে, এমন লেখা-পড়া শিখিল, ইহা জানিবার নিমিত্ত, তাঁহারা সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন; এবং, জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ সমুদয় অবগত হইয়া, যেমন বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তেমনই আহ্লাদিত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, আপনার পরিচয় দিয়া, ডুবালকে কহিলেন, অহে রাখাল! আর তোমার গরু চরাইয়া কাজ নাই; আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় উত্তম কর্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, যাহারা রাজসংসারে চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয়; এজন্য কহিলেন, আমি আপনকার সঙ্গে যাইব না; আমার রাজসংসারে চাকরি করিবার বাঞ্ছা নাই; যত দিন বাঁচিব, এই বনে গরু চরাইব, সে আমার ভাল; আমি এ অবস্থায় বেস সুখে আছি। কিন্তু, আমার, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার, বড় ইচ্ছা আছে; যদি আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, তাহার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সঙ্গে যাই।

রাজকুমার, ডুবালের এই উত্তর শুনিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন, এবং, ডুবালকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডুবাল, ইতঃপূর্বেই আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে, উত্তম উত্তম অধ্যাপকের নিকট রীতিমত উপদেশ পাইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, বিলক্ষণ বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন। রাজা, ডুবালকে সুশীল ও নানা বিদ্যায় নিপুণ দেখিয়া, নিজ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ, ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপক, এই দুই পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এমন উত্তম রূপে, পুরাবৃত্তের শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, দেশে বিদেশে, তাঁহার নাম খ্যাত হইল।

এই রূপে, ডুবাল দুই প্রধান পদে নিযুক্ত, ও রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র, হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিলেন। কিন্তু, রাখাল অবস্থায়, তাঁহার যেরূপ স্বভাব ও চরিত্র ছিল, তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। রাজসংসারে

থাকিলে, ও রাজার প্রিয়পাত্র হইলে, মনুষ্যের যে সব দোষ জন্মিয়া থাকে; ডুবালের তাহার কোনও দোষ জন্মে নাই। হীন অবস্থায় থাকিয়া, ভাল অবস্থা হইলে, অনেকের অহঙ্কার হয়; কিন্তু, ডুবালের তাহা হয় নাই। তিনি, দুঃখের অবস্থায়, যেমন নম্র, যেমন নিরহঙ্কার ছিলেন; সম্পদের অবস্থাতেও, তেমনই নম্র, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন। এই সমস্ত গুণ থাকাতে, সকলেই ডুবালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ডুবালের মৃত্যু হইলে, সকলেই যার পর নাই, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে, লেখা-পড়া হয় না, তাহাদের, মন দিয়া, ডুবালের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক। দেখ, ডুবাল অতি দুঃখীর সন্তান, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন; পেটের ভাতের জন্যে, কত জায়গায় রাখালি করেন; তথাপি কেমন লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, কেমন সম্মান, কেমন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, শেষ দশায় কেমন সুখে, কেমন সচ্ছন্দে, কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার লেখা-পড়ায় অনুরাগ না জন্মিত, এবং যত্ন ও শ্রম করিয়া, না শিখিতেন; তাহা হইলে, রাখালি করিয়াই, যাবজ্জীবন, দুঃখে কালযাপন করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

## উইলিয়ম রস্কো

উইলিয়ম রস্কো দুঃখীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা, কৃষিকর্ম করিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। পুত্রকে ভাল করিয়া, লেখা-পড়া শিখান, তাঁহার এমন সংস্থান ছিল না। সুতরাং, রস্কো, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন।

রস্কোর পিতার আলুর চাস ছিল। একাকী চাসের সমুদয় কর্ম করিতে পারেন না; এজন্য, তিনি রস্কোকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, চাসের কর্মে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি, কয়েক বৎসর পর্যন্ত, রস্কো ঐ কর্মে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি পিতার সঙ্গে চাসের কর্ম করিতেন, এবং, আলু প্রস্তুত হইলে, আলুর বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আসিতেন।

রস্কো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন, অন্য অন্য বালকদিগের মত, দুষ্ট ও চঞ্চলস্বভাব ছিলেন না। তিনি লেখা-পড়ায় এমন যত্নবান ছিলেন যে, চাসের কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, অন্য কোনও দিকে মন না দিয়া, কেবল লেখা-পড়া করিতেন। তিনি, কখনও, খেলা বা গল্প করিয়া, সময় নষ্ট করেন নাই। অসঙ্গতিবশতঃ, তাঁহার পিতা পুস্তক কিনিয়া দিতে পারেন নাই; সুতরাং, দৈবযোগে যখন যে পুস্তক জুটিত, রস্কো তাহাই পাঠ করিতেন। এইরূপে, অবসর কালে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া, লেখা-পড়ায় তাঁহার একপ্রকার অধিকার জন্মিল। উপদেশ দিবার

লোক ও ইচ্ছামত পড়িবার পুস্তক জুটিলে, তিনি, এই সময়মধ্যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

সর্বদা ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাইব, এই অভিপ্রায়ে, রস্কো পুস্তকবিক্রয়ের কর্ম করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার পিতা, কাজ শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে, আপাততঃ, এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন তথায় থাকিয়া, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় তাঁহাকে ভাল লাগিল না। তিনি ত্বরায় তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। অবশেষে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, ওকালতি কর্ম শিখাইবার নিমিত্ত, এক উকিলের নিকট রাখিয়া দিলেন।

এই সময়ে, সৌভাগ্যক্রমে, হোল্‌ডন্ নামক এক ব্যক্তির সহিত, রস্কোর অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মিল। হোল্‌ডন্ অতিশয় সুশীল ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন; এবং, অল্প বয়সেই, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন। রস্কো ও হোল্‌ডন্ উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক, উভয়েই, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে, সাতিশয় অনুরক্ত ও সবিশেষ যত্নবান। অবসরকালে, উভয়ে, একত্র হইয়া, লেখা-পড়ার চর্চা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ পর্যন্ত, রস্কো, জাতিভাষা ইঙ্গরেজী ভিন্ন, আর কোনও ভাষা জানিতেন না। হোল্‌ডন্, পরামর্শ দিয়া, অন্য অন্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করাইয়া দিলেন, এবং আপনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সুযোগ পাইয়া রস্কো গ্রীক, লাটিন, ফরাসি, ইটালীয়, এই চারি ভাষায় জ্ঞানাপন্ন হইলেন।

এই রূপে, তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায়, নিপুণ হইয়া উঠিলেন। একুশ বৎসর বয়সে, তিনি ওকালতি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, কিছু দিন কর্ম করিয়া, কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, বিবাহ করিলেন।

রস্কো, ক্রমে ক্রমে, দুই উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থ লিখিলেন; ইহাতে, তাঁহার নাম, এক কালে, দেশে বিদেশে, বিখ্যাত হইল। এই দুই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে, তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থ এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক। ইহা ভিন্ন, তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে, রস্কো, দেশের মধ্যে, একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইলেন; সর্বত্র মান্য হইলেন; এবং, কি বিদ্বান, কি সম্ভ্রান্ত লোক, সকলের নিকট, সমান আদরণীয় হইলেন। রস্কো অতিশয় ধর্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্মপথে পদার্পণ করেন নাই।

দেখ। যিনি, পিতার অসঙ্গতিবশতঃ, বাল্যকালে, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিতে পান নাই; যাঁহাকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়িয়া, স্বহস্তে চাসের সমস্ত কর্ম করিতে হইয়াছিল; যিনি, বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, আলু বেচিয়া আসিতেন; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন; দেশের মধ্যে, একজন প্রধান লোক

বলিয়া গণ্য, ও সর্বত্র সাতিশয় মান্য হইয়াছিলেন ; এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া, সর্বত্র বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

## হীন

য়ুরোপের অন্তর্বর্তী সাক্সনি প্রদেশে, শেমনিজ নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে হীনের জন্ম হয়। হীনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন ; তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অতি কষ্টে, বহু পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। পুত্রকে লেখা-পড়া শিখান, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না। শেমনিজ নগরের নিকটে, একটি সামান্য বিদ্যালয় ছিল, হীনের পিতা তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হীন, কিছু দিন তথায় থাকিয়া, সেখানে যতদূর হইতে পারে, লেখা-পড়া শিখিলেন।

অনন্তর, লাটিন পড়িতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পুত্র লাটিন জানিতেন। তিনি হীনকে বলিলেন, যদি তুমি আমায় কিছু কিছু দিতে পার, তোমায় লাটিন শিখাই ; হীনের পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি পুত্রের লেখা-পড়ার নিমিত্ত, মাসে মাসে, কিছু কিছু দিতে পারেন। সুতরাং, হীনের লাটিন শিক্ষার সুবিধা হইল না। তিনি, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন।

এই সময়ে, এক দিন, হীনের পিতা, কোনও প্রয়োজনে, তাঁহাকে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। লাটিন শিখিবার সুযোগ হইল না বলিয়া, হীন সর্বদাই, দুঃখিত মনে, ও ম্লান বদনে, থাকিতেন। ঐ আত্মীয় ব্যক্তি হীনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি, হীনের মুখ ম্লান দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলেন, এবং, তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিয়া, কহিলেন, তুমি লাটিন পড়িতে আরম্ভ কর ; মাসে মাসে, শিক্ষককে যাহা দিতে হইবেক, তাহা আমি দিব। এই কথা শুনিয়া, হীনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই রূপে, ঐ আত্মীয় ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, হীন দুই বৎসর লাটিন শিখিলেন। পরে, তাঁহার শিক্ষক কহিলেন, আমি যতদূর জানিতাম, তোমায় শিখাইয়াছি ; আমার আর অধিক বিদ্যা নাই ; আমি তোমায় অতঃপর শিখাইতে পারিব না। সুতরাং, আপাততঃ, হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল।

এই সময়ে, হীনের পিতা, তাঁহাকে কোনও বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু, হীনের নিতান্ত মানস, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখেন। তাঁহার পিতার যেরূপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে তিনি পুত্রের লেখা-পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারেন না। ভাগ্যক্রমে, তাঁহাদের আর এক আত্মীয় ছিলেন। লেখা-পড়ায় হীনের কেমন যত্ন, হীন কেমন শিখিতে পারেন, ও কতদূর শিখিয়াছেন ; হীনের শিক্ষকের নিকট, এই সমুদয় অবগত হইয়া, ঐ আত্মীয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং, সেই নগরে, যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল, হীনকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন ; কহিলেন, হীনের লেখা-পড়া শিখিবার সমুদয় ব্যয় আমি দিব।

হীন, এইরূপে, প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতিশয় অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদের আত্মীয়, সমুদয় ব্যয় দিবার অঙ্গীকার করিয়াও, কৃপণস্বভাববশতঃ, দিবার সময়ে, বিস্তর গোলযোগ করিতেন। হীন পড়িবার পুস্তক পাইতেন না, সহাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া লইয়া, স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন, এবং, ঐ লিখিত পুস্তক দেখিয়া, পাঠ করিতেন। এই রূপে, অতি কষ্টে, ঐ স্থানে থাকিয়া, তিনি কিছু দিন লেখা-পড়া করিলেন। পরিশেষে, ঐ নগরের এক সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তখন হীনের কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই আয় দ্বারা, তাঁহার লেখা-পড়ার ব্যয়ের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল।

এই রূপে, এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন থাকিয়া, হীন দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, মনের মত লেখা-পড়া শিখা হইবেক না। অতএব, তিনি স্থির করিলেন, লিপ্সিক নগরে গিয়া, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন। আর, তাঁহাদের পূর্বোক্ত আত্মীয়ও স্বীকার করিলেন, আমিও কিছু কিছু আনুকূল্য করিব। তিনি, এই প্রতিশ্রুত আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া, দুইটি মাত্র টাকা সম্বল লইয়া, লিপ্সিক নগরে গমন করিলেন, এবং, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বীকার করিয়াও, যথাসময়ে না পাঠাইয়া, অনেক বিলম্বে ও বিস্তর বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া, খরচ দিতেন, এবং, খরচের সঙ্গে, হীন অলস ও অমনোযোগী বলিয়া ভৎসনা করিয়া পাঠাইতেন। তাহাতে হীনের আহার প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় কষ্ট, ও মনে অতিশয় অসুখ হইত। তিনি যে বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন, ঐ বাটীর এক দাসী, দয়া করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিত। এই দাসীর আনুকূল্য না পাইলে, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। বোধ হয়, পুস্তকের অভাবে পাঠ বন্ধ হইত, এবং, অনেক দিন, অনাহারেও থাকিতে হইত।

এইরূপ ক্লেশে থাকিয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা-পড়ায় আলস্য বা ঔদাস্য করেন নাই। এত দুঃখেও যে তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি, যথার্থ বটে; কিন্তু, লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিলে, আমার সে কষ্ট দূর হইবেক না; লাভের মধ্যে, জন্মের মত মূর্খ হইব; মূর্খ হইলে, চির কাল, দুঃখ পাইব; চির কাল, সকল লোকে, মূর্খ বলিয়া, অবজ্ঞা করিবেক; অতএব, যত কষ্ট হউক না কেন, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিব। তিনি, যত কষ্ট পাইতেন, লেখা-পড়ায় তত অধিক যত্ন করিতেন। ক্রমাগত ছয় মাস কাল, সপ্তাহে দুই রাত্রি মাত্র, নিদ্রা যাইতেন; আর পাঁচ দিন, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।

ক্রমে ক্রমে, তাঁহার কষ্ট এত অধিক হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য হয় না। এই সময়ে কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে, শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের

এক অধ্যাপক, হীনের দুঃখ দেখিয়া, দয়া করিয়া, তাঁহাকে ঐ কর্ম দিতে চাহিলেন। ঐ কর্ম স্বীকার করিলে, হীনের এক কালে সকল কষ্ট দূর হইত। কিন্তু, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির বাটী, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, অনেক দূর। তাঁহার বাটীতে কর্ম করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে হয়; তাহা হইলে, তাঁহার পড়াশুনার সকল সুবিধা যায়। এজন্য, তিনি ঐ কর্ম করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যত কষ্টই পাই না কেন, লিপ্সিক ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইব না।

কিছু দিন পরে, ঐ অধ্যাপক, লিপ্সিক নগরেই, ঐরূপ আর একটি কর্মের যোগাড় করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়া-শুনা চলিবেক, অথচ কষ্ট দূর হইবেক, এই বিবেচনায়, তিনি ঐ কর্ম স্বীকার করিলেন। ঐ কর্ম স্বীকার করাতে, আপাততঃ, তাঁহার অনেক কষ্ট দূর হইল। কিন্তু, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়াতে, এবং স্বয়ং অহোরাত্র অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। এই কারণে, তাঁহার এমন উৎকট পীড়া জন্মিল যে, ঐ কর্ম ছাড়িয়া দিতে হইল। ঐ কর্ম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাঁহার হস্তে হইয়াছিল, রোগের সময়, সমুদয় নিঃশেষ হইয়া গেল। যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার এক কপর্দকও সম্বল ছিল না। সুতরাং, তিনি, পুনর্বার, পূর্বের মত, কষ্টে পড়িলেন, এবং ঋণগ্রস্তও হইলেন।

ইতঃপূর্বে, তিনি, লাটিন ভাষায়, শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক দেখিয়া, ড্রেসডেনের রাজমন্ত্রীরা প্রশংসা করাতে, তাঁহার আত্মীয়েরা এই বলিয়া তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে গেলে, রাজমন্ত্রীরা সহায়তা করিয়া, তোমার যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন। তদনুসারে, তিনি, ঋণ করিয়া পথখরচ লইয়া ড্রেসডেনে গমন করিলেন। কিন্তু, যে আশায়, ঋণগ্রস্ত হইলেন, এবং, কষ্ট করিয়া, ড্রেসডেনে গেলেন, তাহা সফল হইল না। রাজমন্ত্রীরা, প্রথমতঃ, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু, তদীয় আশ্বাসবাক্য, পরিশেষে, কথামাত্রে পর্যবসিত হইল।

অবশেষে, তিনি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তত্রত্য কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুস্তকালয়ে, লেখকের কর্মে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আহারের ক্লেশও ঘুচিত না। কিন্তু, তিনি পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না, পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি অন্য অন্য কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কর্ম করিয়া, তাঁহার কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। ঐ লাভ দ্বারা, তিনি পূর্ব ঋণের পরিশোধ করিলেন। পুস্তকালয়ে দুই বৎসর কর্ম করিলে পর তাঁহার বেতন দ্বিগুণ হইল। কিন্তু, ঐ প্রদেশে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ঘটাতে, নানা উপদ্রব উপস্থিত হইল। এজন্য, তাঁহাকে, কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে পলায়ন করিতে হইল।

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ড্রেসডেনে যে সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ সকল উপদ্রবের নিবারণ হইল। তখন তিনি ড্রেসডেনে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার

পঁহুছিবার কিছু পূর্বে, গটিঞ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঐ সময়ে, রস্কিন নামে এক অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা, প্রথমতঃ, তাঁহাকে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি, অস্বীকার করিয়া, লিখিয়া পাঠান, হীন নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি এই কর্মের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র; আমার মতে, ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। রস্কিনের সহিত হীনের আলাপ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।

রস্কিন এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবামাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা হীনকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এত দিন, নানা কষ্টভোগ ও উৎকট পরিশ্রম করিয়া, যে বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহা সার্থক হইল। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই সংস্বভাব ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা ও যাবতীয় নগরবাসী লোকেরা তাঁহাকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, যথেষ্ট স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। তিনি, পঞ্চাশ বৎসর, সাতিশয় সম্মানপূর্বক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন।

দেখ! হীন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে জীবিকাসম্পাদন করিতেন। কিন্তু হীন, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, বিনা চেষ্টায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। যদি তিনি, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা-পড়া না শিখিতেন, তাহা হইলে, কেহ তাঁহার নামও জানিত না। কিন্তু তিনি যে, যার পর নাই ক্লেশে থাকিয়াও বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, কেবল সেই বিদ্যোপার্জনের বলে, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যত দিন, পৃথিবীতে লেখা-পড়ার চর্চা থাকিবেক, তত দিন, তাঁহার নাম দেদীপ্যমান থাকিবেক।

## জিরম ষ্টোন

এই ব্যক্তি স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সের সময়, ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ষ্টোনের পিতা কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জননী অতি কষ্টে, আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন। তিনি পুত্রকে, গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে, সামান্যরূপ কিছু লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন।

যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কিছু কিছু না আনিতে পারিলে, কোনও মতেই চলে না; সুতরাং, ষ্টোনকে, উপার্জনের চেষ্টায় অল্প বয়সেই, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিয়া, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, সুতা, ফিতা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা, জননীর কিছু আনুকূল্য হইতে লাগিল।

ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিতে, ষ্টোনের অতিশয় বাসনা ছিল। জননী, কোনও রূপেই, ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারেন না, কেবল এই কারণে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, তাহার সঙ্গে লেখা-পড়ার কোনও সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্তে, ঐ ব্যবসায়ের উপযোগী যে সকল জিনিসপত্র কিনিয়াছিলেন, সমুদয় বিক্রয় করিলেন, এবং বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহাতে কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক কিনিলেন। পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার তাৎপর্য এই যে, ব্যবসায় দ্বারা, যেমন কিছু কিছু লাভ হয়, তাহাও হইবেক, এবং, সর্বদা নানাবিধ পুস্তক নিকটে থাকিলে, ইচ্ছামত পড়াও চলিবেক।

তৎকালে, স্কটলণ্ডের স্থানে স্থানে, যে মেলা হইত, তথায় জিনিসপত্র লইয়া গেলে, অনায়াসে বিক্রয় হইত। এই নিমিত্ত, ষ্টোন, দোকান না খুলিয়া, কিংবা গ্রামে গ্রামে না বেড়াইয়া, কেবল মেলার সময়, পুস্তকবিক্রয় করিতে যাইতেন, অবশিষ্ট সময়ে, ক্রমাগত, ইচ্ছামত পুস্তকপাঠ করিতেন।

এই রূপে, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, ষ্টোনের লেখা-পড়া শিখিবার বিলক্ষণ সুযোগ হইয়া উঠিল। তিনি, লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনেই, হিব্রু ও গ্রীক, এই দুই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, তিনি এই দুই ভাষা শিখিয়াছিলেন। পরে, লাটিন শিখিতে, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। তদনুসারে, তিনি লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, এতদূর শিখিলেন যে, লোকে, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন।

ডাক্তার টলিডেলফ নামক এক ব্যক্তি, স্কটলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি, ষ্টোনের লেখা-পড়া শিখিবার চেষ্টা এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় খরচপত্র দিতে লাগিলেন।

এই রূপে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ষ্টোন, অল্প কালের মধ্যেই, নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন। তিনি ছাত্র ছিলেন, ইহাতে অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব জ্ঞান করিতেন; আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন।

ষ্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় তিন বৎসর, অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে, এক লাটিন বিদ্যালয়ে, সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের অনুরোধে, ষ্টোন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি প্রধান শিক্ষকের

পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি অল্প বয়সেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে, তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তদীয় অকালমৃত্যুতে, সমস্ত লোক, যৎপরোনাস্তি, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

## হণ্টর

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী লেনার্ক প্রদেশে, হণ্টরের জন্ম হয়। তাঁহারা ভাই-ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সের সর্বশেষ পুত্র বলিয়া, তিনি পিতার অত্যন্ত আদরের ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতা, আদর দিয়া, তাঁহাকে এক বারে নষ্ট করিয়াছিলেন। হণ্টর, যা খুসী হইত, তাই করিতেন; কোনও বিষয়ে, কাহারও উপদেশ অথবা বারণ শুনিতেন না। কোনও প্রকারের শাসনে থাকা, তাঁহার পক্ষে, বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বদা আপন ইচ্ছা অনুসারে চলিয়া, এমন বিষম দোষ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি, কোনও বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তথাকার নিয়ম অনুসারে চলিয়া, মনোযোগপূর্বক, লেখা-পড়া শিখা তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তদীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা, অনেক কষ্টে, তাঁহাকে অতি সামান্যরূপ লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন। সে সময়ে, সকলেই লাটিন শিখিত; তদনুসারে, তাঁহাকেও লাটিন শিখাইবার জন্যে, বিস্তর চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি, কোনও মতে, শিখিলেন না। অনেক বয়স পর্যন্ত, তিনি, কেবল খেলা, তামাসা, ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইলেন, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখা, অথবা বিষয়কর্মের চেষ্টা দেখা, কিছুই করিলেন না।

হণ্টরের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের দেশের প্রথা এই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়; তদনুসারে, সর্বজ্যেষ্ঠ সমস্ত পিতৃধনের অধিকারী হইলেন। হণ্টর বাপের আদরের ছেলে ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি, মৃত্যুকালে, তাঁহার জন্যে, কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। সুতরাং, কোনও বিষয়কর্ম না করিলে তাঁহার চলা ভার। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখেন নাই; সুতরাং, যে সকল বিষয়কর্মে লেখা-পড়া জানার আবশ্যকতা আছে, তাঁহার সেরূপ বিষয়কর্ম করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম করিতেন; তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইয়া, তিনি মেজ ও কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন। নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়াতে, তাঁহার ভগিনীপতির ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল; সুতরাং, হণ্টরেরও কর্ম গেল। তিনি নিজে ঐরূপ কর্ম চালান, তাঁহার এমন সুবিধা ছিল না; সুতরাং, অতঃপর কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের কিছু দিন পূর্বেই, তাঁহার এক অগ্রজ, লণ্ডন রাজধানীতে, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি শারীর [illegible]বিষয়ে উপদেশ দিতেন। শরীরের কোন স্থানে কিরূপ আছে, শব কাটিয়া, ছাত্রদিগকে সে সমস্ত দেখাইয়া দিতে হইত। উপদেষ্টা স্বয়ং সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন না; এজন্য, তাঁহার

সহকারী থাকিত। হন্টর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, আপন অগ্রজের নিকট, পত্র দ্বারা, এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, আপনি আমাকে আপন সহকারী নিযুক্ত করুন; যদি না করেন, আমি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইব। তাঁহার ভ্রাতা সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে লণ্ডনে যাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন।

হন্টর, অগ্রজের পত্র পাইয়া. অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং অবিলম্বে লণ্ডনে গিয়া, কর্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দিনেই. তিনি আপন কর্মে এমন নৈপুণ্য দেখাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কালক্রমে, তুমি, এ বিষয়ে, অদ্বিতীয় হইতে পারিবে; তখন তোমার চাকরির আর কোনও ভাবনা থাকিবেক না। হন্টর, কিছু দিনের পরেই. শারীরস্থানবিদ্যার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর, এক বৎসর না যাইতেই, উক্ত বিদ্যায় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহাকে শিষ্যদিগকে শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি অনেক কর্ম করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ম করিয়া, অবসর পাইলেই, তিনি বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তৎকালে, যে সকল ব্যক্তি শারীরস্থানবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা, অস্ত্রচিকিৎসা ও শারীরস্থানবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, আর কাহারও দ্বারা, সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই সমস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি নানা কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং, দিবাভাগে, অবসর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অবসরলাভের নিমিত্ত, তিনি নিদ্রার সময়ের সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে সমুদয়ে চারি ঘণ্টা, দিবসে, আহারের পর, এক ঘণ্টা, এই মাত্র নিদ্রা যাইতেন।

দেখ! হন্টর কেমন আশ্চর্য লোক। বাল্যকালে, পিতা-মাতার আদরের ছেলে ছিলেন; অত্যন্ত আদর পাইয়া, এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা-পড়া শিখেন নাই। লেখা-পড়া জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্নের নিমিত্ত, অবশেষে, তিনি ছুতরের কর্ম করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম, রহিত না হইয়া গিয়া, উত্তরোত্তর উত্তম রূপ চলিত, তাহা হইলে, তিনি, ঐ ব্যবসায়ে পরিপক্ব হইয়াই, জন্ম কাটাইতেন। তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম রহিত হইয়া যাওয়াতে, তিনি, নিঃসন্দেহ, অনুপায় ভাবিয়া, আপনাকে হতভাগ্য স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম রহিত হওয়া তাঁহার ও জগতের সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম রহিত হইল, আর কোনও উপায় নাই; এই ভাবিয়া, হন্টর আপন ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে, তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর বয়সে, লেখা-পড়া আরম্ভ করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

## সিমসন

ইংলণ্ড দেশে, লীষ্টরশায়র নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী মার্কেট-বসওয়ার্থ নামক গ্রামে, সিমসনের জন্ম হয়। সিমসনের পিতা তন্তুবায়ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি, প্রথমতঃ, সিমসনকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, তিনি বিদ্যার গৌরব করিতেন না, এবং বিদ্যোপার্জন, মনুষ্যের পক্ষে, আবশ্যক বলিয়া, তাঁহার বোধ ছিল না। এজন্য, পুত্রের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হইবামাত্র, তিনি তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, এবং তন্তুবায়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অধিক লেখা-পড়া শিখায়, কোন লাভ নাই, এই বিবেচনা করিয়া, সিমসনের পিতা তাঁহার লেখা-পড়া রহিত করিলেন। কিন্তু সিমসন, কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, বিদ্যার আস্বাদ পাইয়াছিলেন; সুতরাং, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিতে, তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি, পিতার ইচ্ছা অনুসারে, বিদ্যালয় ছাড়িয়া, তন্তুবায়ের কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিব। তিনি, কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন; কোনও নূতন পুস্তক, কোনও রূপে হস্তগত হইলে ব্যগ্র চিত্তে তাহা পাঠ করিতেন। ফলতঃ, তিনি লেখা-পড়ায় এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, কেবল অবসরকালে পাঠ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কখনও কখনও, কর্মের সময় কর্ম না করিয়া, তিনি পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইতেন।

পুত্রের লেখা-পড়ায় অনুরাগ দেখিলে, পিতা কত সন্তুষ্ট হন, কত ভাল বাসেন, কত উৎসাহ দেন। কিন্তু সিমসনের পিতা অতি আশ্চর্য লোক ছিলেন। তিনি, লেখা-পড়ায় পুত্রের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে সিমসন লেখা-পড়া ছাড়েন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি লেখা-পড়া শিখাকে অলসের কর্ম বিবেচনা করিতেন; সুতরাং, লেখা-পড়ায় অধিক যত্ন করাতে, তাঁহার মতে, সিমসন অলস ও অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিলেন; এই নিমিত্ত, তিনি সর্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। সিমসন, ভর্ৎসনায় ক্ষান্ত না হওয়াতে, অবশেষে, তাঁহার পিতা, সাতিশয় কুপিত হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি ভাল চাও, বই খুলিতে পাইবে না, সারাদিন তাঁতের কর্ম করিতে হইবেক।

যে উদ্দেশে, সিমসনের পিতা এই অন্যায় আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। সিমসন লেখা-পড়ায় যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি, এক বারে, লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন কেন। তিনি, কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন; তাঁহার পিতাও, পড়িতে দেখিলে, অতিশয় ক্রোধ করিতেন ও গালাগালি দিতেন। ফলতঃ, এই উপলক্ষে, পিতাপুত্রে বিলক্ষণ বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। অবশেষে, তাঁহার পিতা, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, কহিলেন, তুমি আমার কথা



বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী



বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শুন না ; আমি যা বারণ করি, তাই কর ; তোমায় স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি তুমি পড়ায় ক্ষান্ত না হও, আমি তোমায় বাড়ীতে থাকিতে দিব না।

সিমসন, বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি লেখা-পড়া ছাড়িবেন না ; সুতরাং, পিতার আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং, নিকটবর্তী কোনও গ্রামে গিয়া, এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করিলেন।

এই স্থানে তিনি, তাঁতের কর্ম করিয়া, আপন অন্ন-বস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন, এবং কাহারও নিকট পুস্তক চাহিয়া পাইলে, তাহা পাঠ করিতেন। কিছু দিন এই রূপে গত হইল।

এক দিন, সেই গৃহস্থের বাটীতে, এক গণক উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তির সহিত আলাপ হওয়াতে, সিমসন তাঁহার নিকট অঙ্কবিদ্যা ও গণনা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনেই, তিনি গণনাতে এমন নিপুণ হইয়া উঠিলেন যে, সেই প্রদেশের সকল লোক, তাঁহার নিকট, ভাল মন্দ গণাইতে আরম্ভ করিল। এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা, তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি, তন্তুবায়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই সময়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

এই রূপে, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, সিমসনের অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ দূর হইল বটে ; কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল। গণক হওয়াতে, পণ্ডিতসমাজে যাইবার পথ রুদ্ধ হইল। পণ্ডিতেরা গণকদিগকে প্রতারক বলিয়া জানিতেন, সুতরাং অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সিমসন, অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়াছিলেন ; এজন্য, অগত্যা, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এক্ষণে, তিনি মনস্থ করিলেন, কিছু কিছু লাভ হয়, এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই, এ জঘন্য ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবেন। অবশেষে, এরূপ এক কাণ্ড উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে, এক বারে, গণকের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে ও স্থানত্যাগ করিতে হইল।

এক দিন, একটি স্ত্রীলোক, সিমসনের নিকট, কোনও বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যকতা ছিল। সিমসন, এই অভিপ্রায়ে, এক ব্যক্তিকে, বিকট বেশ ধারণ করাইয়া, নিকটবর্তী খড়ের গাদার পাশে, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহ্বান করিলেই, ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক। গণনার আরম্ভ হইল। সিমসন, আর আর অনুষ্ঠান করিয়া, চণ্ডকে আহ্বান করিবামাত্র, ঐ ব্যক্তি, বিকট বেশে, উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোক, অবলোকনমাত্র, ভয়ে অভিভূত ও অচেতন হইল। ঐ উপলক্ষে, তাহার উৎকট রোগ জন্মিল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সমস্ত লোক, সিমসনের উপর, এত কুপিত হইল যে, তাঁহাকে, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পলাইতে হইল।

এইরূপে, ঐ প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়া, সিমসন, তথা হইতে পনর ক্রোশ দূর ডর্বি নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও চণ্ড নামাইবেন না। কিছু কিছু উপার্জন না হইলে সংসার চলে না; এজন্য, পুনরায়, তন্তুবায়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি, দিনের বেলায়, তাঁতের কর্ম করিতেন, রাত্রিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই রূপে, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি, তদ্দ্বারা, কষ্টে, আপনার ও পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এই সময়ে, তিনি নিরতিশয় পরিশ্রম, ও যার পর নাই ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি, অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত, যত পরিশ্রম করিতেন, বিদ্যোপার্জনবিষয়ে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই পরিশ্রম দ্বারা, অল্প দিনের মধ্যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন; এবং অঙ্কশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য, ডর্বি নগরে পরিবার রাখিয়া, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর।

সিমসন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া, এক অতি সামান্য বাসা ভাড়া করিলেন, এবং, দিননির্বাহের জন্য, দিনে তাঁতের কর্ম করিতে ও রাত্রিতে বালকদিগকে অঙ্কবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অঙ্কবিদ্যা অতি দুরূহ বিদ্যা। কিন্তু, শিক্ষাদানবিষয়ে, সিমসনের এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগকে, অতি সহজে, ও সুন্দর রূপে, বুঝাইয়া দিতেন। এজন্য, অল্প দিনেই সকলে তাঁহাকে জানিতে পারিলেন, এবং অনেকে তাঁহার আত্মীয় হইলেন। ফলতঃ, অনধিক কালের মধ্যেই, শিক্ষকতাকর্ম দ্বারা, তাঁহার এরূপ লাভ হইতে লাগিল যে, তথায় পরিবার পর্যন্ত আনিতে পারিলেন। এই সময়েই, তিনি স্বরচিত অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।

এই গ্রন্থের প্রচার অবধি, তাঁহার সৌভাগ্যের দশা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে, তিনি উলউইচের বিদ্যালয়ে, গণিতবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, উত্তরোত্তর, তাঁহার খ্যাতির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু, খ্যাতিলাভ ও সম্পত্তিলাভ করিয়াও, তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হয়েন নাই; অহোরাত্র, অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনাতে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি, অঙ্কবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে, অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপে তিনি, খ্যাতি, সম্পত্তি, ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একান্ন বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন।

আন্তরিক যত্ন থাকিলে, ও পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই বিদ্যালাভ হয়। দেখ! সিমসনের পিতা তাঁহাকে, অল্প দিন মাত্র বিদ্যালয়ে রাখিয়া, ছাড়াইয়া লইলেন, কিন্তু তিনি লেখা-পড়া ছাড়িলেন না; তাঁহার পিতা সর্বদা বারণ ও ভর্ৎসনা করিতে

লাগিলেন, তথাপি, তিনি লেখা-পড়া ছাড়িলেন না; অবশেষে তাঁহার পিতা, কুপিত হইয়া, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি লেখা-পড়া ছাড়িলেন না; তৎপরে, কত স্থানে কত কষ্ট পাইলেন, তথাপি তিনি লেখা-পড়া ছাড়িলেন না; ফলতঃ, লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল, ও যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বলিয়া, তিনি মনের মত বিদ্যালাভ করিতে পারিয়াছিলেন; এবং, সেই বিদ্যার বলে, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ, সম্পত্তিলাভ ও সম্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

## উইলিয়ম হটন

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডর্বি নগরে, হটনের জন্ম হয়। হটনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। তিনি, পসমপরিষ্করণ করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন; সুতরাং, অতি কষ্টে, বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, এরূপ ঘটিত যে হটনের জননীকে, ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত; ছেলেগুলি, ক্ষুধায় কাতর ও আহারের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া, জননীকে অতিশয় ব্যাকুল করিত। সায়ংকালে, কিছু আহারের সামগ্রী উপস্থিত হইলে, তাহারা, ক্ষুধার জ্বালায়, কাড়াকাড়ি করিয়া, জননীর ভাগ পর্যন্ত খাইয়া ফেলিত; জননী, সজল নয়নে, হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে, অনেক দিন, অনাহারেই থাকিতে হইত।

হটনের পিতা যে উপার্জন করিতেন, তাহাতে, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগের ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হইত না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি সুরাপানে আসক্ত হইয়া উঠিলেন। সর্বদা শুঁড়ির দোকানে পড়িয়া থাকিতেন; যে উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই সুরাপানে ব্যয়িত হইত; সুতরাং, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের আহারের ক্লেশ আরও অধিক হইয়া উঠিল। হটন কহিয়াছেন, আমি, এক দিন, দিবারাত্রি, উপবাসী ছিলাম; পরদিন, বেলা দুই প্রহরের সময়, ময়দা ও জল ফুটাইয়া, কিঞ্চিৎ মাত্র আহার করিয়াছিলাম।

এরূপ দুরবস্থায় যেরূপ লেখা-পড়া হইতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, হটনের পিতা হটনকে, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, এক পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। ঐ পাঠশালার শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে, লেখা-পড়া যত শিখাইতে পারুন না পারুন, বিলক্ষণ প্রহার করিতে পারিতেন। হটন কহিয়াছেন, আমার শিক্ষক লেখা-পড়া কিছুই শিখাইতেন না, সর্বদা কেবল, চুল ধরিয়া, দিয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতেন। তিনি, দুই বৎসর, এই পাঠশালায় ছিলেন; পরে, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে, সাত বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, এক রেশমের বানকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এই স্থানে, হটনের ক্লেশের সীমা ছিল না। তিনি কহিয়াছেন, এই সময়ে, আমাকে,

প্রতিদিন, অতি প্রত্যূষে উঠিতে হইত। বিশেষ ত্রুটি হউক না হউক, মধ্যে মধ্যে, প্রভুর বেত্রপ্রহার সহ্য করিতে হইত ; আর, যত ছোট লোকের ছেলের সহিত বাস করিতে হইত। তাহারা লেখা-পড়া কিছুই জানিত না, এবং লেখা-পড়া শিখিতেও তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। এক দিনের বেত্রাঘাতে, পৃষ্ঠের এক স্থান ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পরে, আর এক দিন, প্রহারকালে, বেত্রের অগ্রভাগ লাগিয়া, ঐ ক্ষত এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া, সকলে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ঘা ভাল হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবেক ; আর, হয় ত, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় পিঠ পচিয়া যাইবেক।

হটন, এই রূপে, এই স্থানে, সাত বৎসর কাটাইলেন। পরে, তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, তথা হইতে আনিয়া, আপন এক ভ্রাতার নিকট রাখিয়া দিলেন। এই ব্যক্তি, নটিংহম নগরে, মোজা বোনা ব্যবসায় করিতেন। হটন, পিতৃব্যের নিকটে থাকিয়া, মোজা বোনা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না ; কিন্তু পিতৃব্যপত্নী অতিশয় দুর্বৃত্তা। তিনি আপন স্বামীকে, ও স্বামীর নিকটে যাহারা কর্ম করিত, তাহাদিগকে, অতিশয় আহারের ক্লেশ দিতেন।

এইরূপ ক্লেশ পাইয়াও, হটন, পিতৃব্যের নিকট, তিন বৎসর অবস্থিতি করিলেন। এক দিবস, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে কহিলেন, আজ তোমায় এই কর্ম সমাপ্ত করিতে হইবেক। সে দিবস, সে কর্ম সমাপ্ত হইয়া উঠিল না। এজন্য, তাঁহার পিতৃব্য, তাঁহাকে অলস ও অমনোযোগী স্থির করিয়া, প্রথমতঃ, অতিশয় তিরস্কার করিলেন ; পরিশেষে, ক্রোধে অন্ধ ও নিতান্ত নির্দয় হইয়া, বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। হটনের মনে যার পর নাই ঘৃণা জন্মিল, ও বিলক্ষণ অপমানবোধ হইল। তখন, তিনি তথা হইতে প্রস্থান করা স্থির করিলেন, এবং, এক দিন, সুযোগ পাইয়া, আপনার কাপড়গুলি ও পিতৃব্যের বাক্স হইতে একটি টাকা পথখরচ লইয়া, পলায়ন করিলেন।

এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, হটন যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তিনি, কোনও আশ্রয় না পাইয়া, প্রথম রাত্রি, এক মাঠে শয়ন করিয়া কাটাইলেন, এবং প্রভাত হইলে, পুনরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, কোন দিকে যান, কি জন্যই বা যান, যাইয়াই বা কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না।

তিনি কহিয়াছেন, এই রূপে, সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে, লিচ্‌ফিল্‌ডের নিকট উপস্থিত হইলাম ; নিকটে এক খামার দেখিয়া, মনে করিলাম, আজ, উহার মধ্যে থাকিয়া, রাত্রি কাটাইব। কিন্তু, খামারের দ্বার রুদ্ধ করা ছিল ; সুতরাং, উহার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। তখন, পুটলি খুলিয়া, কাপড় পরিলাম, এবং, অবশিষ্ট কাপড় প্রভৃতি যাহা ছিল, সমুদয় বাঁধিয়া, বেড়ার আড়ালে

লুকাইয়া রাখিয়া, নগর দেখিতে গেলাম। দুই ঘণ্টা পরে, ফিরিয়া আসিয়া, কাপড় ছাড়িলাম। কিছু দূরে আর একটি খামার ছিল; হয় ত, ঐখানে থাকিবার জায়গা পাইব, এই মনে করিয়া, সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেখানেও থাকিবার উপায় নাই; সুতরাং, ফিরিয়া আসিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের পুটলি নাই; তখন, হতবুদ্ধি হইয়া, বিস্তর খেদ ও রোদন করিলাম। আমার খেদ ও রোদন শুনিয়া, কতকগুলি লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা, দেখিয়া শুনিয়া, একে একে, সকলে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী, সেই স্থানে বসিয়া, রোদন করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তি কখনও এমন বিপদে পড়ে না। বিদেশে আসিয়া সর্বস্ব হারাইয়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে, একাকী মাঠে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলাম। এক কপর্দকও সম্বল নাই; কাহারও সহিত আলাপ নাই; লাভের কোনও প্রত্যাশা নাই; সত্বর, লাভের কোনও সুবিধা হইবেক তাহারও সম্ভাবনা নাই; কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই; কোথায় যাইব, কি করিব, কাহাকে বলিব, তাহার কোনও ঠিকানা নাই। অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে, নিদ্রাকর্ষণ হইল; তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, হটন, পুনরায় প্রস্থান করিয়া, বর্মিংহম নগরে উপস্থিত হইলেন। এই দিন, অন্য কোনও আহারসামগ্রী জুটিয়া উঠিল না; কেবল, পথের ধারে যে সকল ক্ষেত্র ছিল, তাহা হইতে কিছু ফল মূল লইয়া, তিনি সে দিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে, নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন, পুনরায় পিতার শরণাপন্ন হই, তিনি যা করেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে, পুনরায়, তাঁহার সেই নির্দয় পিতৃব্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে, অগত্যা, তথায় গিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। পিতৃব্যও, ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে পূর্ববৎ কর্ম করিতে দিলেন।

পিতৃব্যের আবাসে আসিয়া থাকিতে থাকিতে, তাঁহার, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিতে, অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, অবসর কালে, মন দিয়া লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন, এবং, যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনেই, বিলক্ষণ শিখিতে পারিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি শ্লোক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মোজাবোনা কর্মে পরিশ্রম বিস্তর, কিন্তু লাভ তাদৃশ নাই; ইহা দেখিয়া, তিনি পিতৃব্যের আলয় হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপন এক ভগিনীর বাটীতে গিয়া রহিলেন। এই ভগিনী অতিশয় সুশীলা ছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং, যাহাতে তিনি সচ্ছন্দে থাকেন, ও উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন।

হটন, পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। নটিংহম নগরের সাত ক্রোশ দূরে, সৌথওএল নামে এক নগর আছে; তথায় তিনি পুস্তকের

দোকান খুলিলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি বইবাঁধা কর্ম শিখিয়াছিলেন; সপ্তাহের মধ্যে কেবল শনিবার, সোঁথওএলে গিয়া, বই বেচিয়া আসিতেন, আর কয়েক দিন বই বাঁধিতেন। তিনি শনিবার প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন, পুস্তকের মোট মাথায় করিয়া, সোঁথওএলে গিয়া, বেলা দশ ঘণ্টার সময়, দোকান খুলিতেন, এবং, সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া, রাত্রিতে নটিংহমে ফিরিয়া আসিতেন।

এই রূপে, হটন, কিছু দিন, অতি কষ্টে, কাটাইলেন; পরে, অনেকগুলি পুরাণ পুস্তক সস্তা পাইয়া, সমুদয় কিনিয়া লইলেন, এবং, সোঁথওএলের দোকান ছাড়িয়া দিয়া, বর্মিংহম নগরে আসিয়া, এক দোকান খুলিলেন। এই স্থানে, কিছু দিন কর্ম করিয়া, খরচ বাদে, প্রায় দুই শত টাকা লাভ হইল। এই রূপে কিছু সংস্থান হওয়াতে, তিনি, ক্রমে ক্রমে, কর্মের বাহুল্য করিলেন। ন্যায়পথে চলিয়া, ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, চারি পাঁচ বৎসরে, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বিবাহ করিলেন।

ইতঃপূর্বে, তিনি, নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন; এক্ষণে, নানা কর্মে সাতিশয় ব্যস্ত থাকিয়াও, গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, পণ্ডিতসমাজে গণ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে হটন, অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াও, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিয়া, নিরনব্বই বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন।

দেখ! এই ব্যক্তি কেমন অদ্ভুত মনুষ্য; বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন; তথাপি, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, কেমন বিদ্যালাভ, কেমন খ্যাতিলাভ, কেমন সম্পত্তি-লাভ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, যত্ন থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে, সম্ভবমত, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে।

## ওগিলবি

ওগিলবি, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ঋণগ্রস্ত ছিলেন; ঋণের পরিশোধ করিতে না পারাতে, উত্তমর্ণ, বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং, নিজে কিছু কিছু উপার্জন করিতে না পারিলে, ওগিলবির চলা ভার। কিন্তু তিনি তাদৃশ লেখা-পড়া জানিতেন না; উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে নর্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিল। কিছু টাকা হস্তে হইবামাত্র, তিনি সর্বাগ্রে, পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন।

কিছু দিন পরে, কোনও কারণ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাকে নর্তকের ব্যবসায়

পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং, তিনি পুনরায়, দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, কিছু খরচ করিয়া তিনি পুনরায়, ডবলিন নগরে, একটি সামান্য নাট্যশালা স্থাপিত করিলেন। এই নাট্যশালা দ্বারা, তাঁহার কিছু কিছু লাভের উপক্রম হইল। কিন্তু, সেই সময়ে, রাজবিদ্রোহ উপলক্ষে, যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। নাট্যশালার সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠিত হইল, এবং তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিল।

এইরূপে, যৎপরোনাস্তি দুঃখে পড়িয়া ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ওগিলবি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তিনি, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনও ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ সাহায্য পাইয়া, লাটিন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক। ইহার পূর্বে, তাঁহার ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখা হয় নাই। তিনি, এত বয়সে শিখিতে আরম্ভ করিয়াও, অল্প দিনেই, লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বর্জিলনামক সুপ্রসিদ্ধ লাটিনকবির রচিত কাব্যের, ইঙ্গরেজী ভাষায়, পদ্যে অনুবাদ করিলেন। এই গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়া, সর্বত্র আদর-পূর্বক পরিগৃহীত হইল। গ্রন্থকর্তা কিছু টাকা পাইলেন। এই অর্থলাভ হওয়াতে, তাঁহার অতিশয় উৎসাহবৃদ্ধি হইল।

গ্রীক ভাষায়, হোমর-নামক মহাকবির রচিত ঈলিয়ড ও অডিসি নামক, দুই অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য আছে। ইঙ্গরেজী ভাষায়, পদ্যে ঐ দুই কাব্যের অনুবাদ করিবার নিমিত্ত, ওগিলবির অতিশয় ইচ্ছা হইল। এ পর্যন্ত, তিনি গ্রীক ভাষার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না। এই সময়ে, তাঁহার চুয়ান্ন বৎসর বয়স হইয়াছিল; তথাপি তিনি গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং, কিছু দিনের মধ্যেই, গ্রীক ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া, ঐ দুই মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই দুই গ্রন্থও, পণ্ডিতসমাজে, আদরপূর্বক পরিগৃহীত হইল।

ইতোমধ্যে, ওগিলবি, পুনরায় ডবলিন নগরে গিয়া, এক নূতন নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এই সময়ে, ওগিলবি বিলক্ষণ সুখে ও সচ্ছন্দে ছিলেন; অর্থের অভাব জন্য কোনও ক্লেশ পান নাই। অবশেষে, ডবলিন নগরে ভূমি প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া, তিনি পুনরায় লণ্ডনে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার বাস করিবার অব্যবহিত পরেই, লণ্ডনে বিষম অগ্নিদাহ হইল, তাহাতে তাঁহার সর্বস্ব দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্বার, পূর্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন।

এই রূপে, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন বটে; কিন্তু, তাহাতে হতবুদ্ধি বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; বরং, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি কর্ম করিয়া, ত্বরায় গুছাইয়া উঠিলেন; কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, পুনরায় বসতিবাটী নির্মিত করাইলেন, এবং একটি ছাপাখানাও স্থাপিত করিলেন। ছাপাখানা দ্বারা, তিনি পুনরায় সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে ওগিলবির মৃত্যু হয়।

দেখ। ওগিলবি কেমন লোক। তিনি, কত বার, কত দুঃখে ও কত বিপদে পড়িলেন; কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, প্রতি বারেই, গুছাইয়া উঠিলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে, লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতেও ব্যুৎপন্ন হইলেন; অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হইয়া গেল, কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, পুনরায় গৃহাদি নির্মাণ ও সংস্থান করিয়া, শেষদশা, সুখে ও সচ্ছন্দে, অতিবাহিত করিলেন। ফলতঃ, কেবল উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি, বৃদ্ধ বয়সে, বিলক্ষণ লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, সুখে ও সচ্ছন্দে, কাল-যাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকাতর হইতেন, তাহা হইলে, অধিক বয়সে লেখা-পড়াও হইত না; এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না।

অতএব, উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল, তাহার সন্দেহ নাই।

## লীডন

স্কটলণ্ডের দক্ষিণ অংশে, ডেন্‌হলম নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে লীডনের জন্ম হয়। লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, জন খাটিয়া প্রতিদিন যাহা পাইতেন, তাহাতেই, অতি কষ্টে, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন।

লীডনের জন্মের এক বৎসর পরে, তাঁহার পিতা, সপরিবারে, শ্বশুরালয়ে গিয়া, বাস করেন। তথায় তিনি ষোল বৎসর থাকেন। এই ষোল বৎসরের কিছু কাল, তিনি মেষরক্ষকের কর্ম করেন, আর কিছু কাল, শ্বশুরের ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং, তিনি নিজে ক্ষেত্রের কোনও কর্ম করিতে পারিতেন না।

এই স্থানে লীডন, তাঁহার মাতামহীর নিকটে, লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু শিখিয়াই, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিরতিশয় যত্ন হইল। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। কোনও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, উত্তম রূপে লেখা-পড়া শিখা হয় না। কিন্তু, পিতা-মাতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত, কিছু কাল, তাঁহার সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। পরে, দশ বৎসর বয়সের সময়, তিনি এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিছু দিন পরেই, ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মৃত্যু হইল। সুতরাং, লীডনের লেখা-পড়া শিখিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা গেল। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। শিখিবার সুযোগ গেল বলিয়া, তিনি এক বারে লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিলেন না; অন্যের সাহায্য না পাইয়াও, স্বয়ং বার পর নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ডেন্‌হলম গ্রামে, ডঙ্কন নামে এক পাদরি ছিলেন। তিনি, কিছু দিন, লীডনকে

ল্যাটিন শিখাইলেন ; আর, লীডন, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, বিনা সাহায্যে, গ্রীক শিখিলেন।

স্কট্লণ্ডের কৃষিজীবীরা যে বালককে বুদ্ধিমান ও লেখা-পড়ায় যত্নবান দেখে, তাহাকে পাদরি করিবার নিমিত্ত যত্ন পায়। তাহার কারণ এই যে, অন্য অন্য কর্ম অপেক্ষা, পাদরির কর্ম অনায়াসে হইতে পারে। লীডনের পিতা, তাঁহার লেখা-পড়ায় যত্ন ও শিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাদরি করিবেন। তদনুসারে, তিনি, ঐ কর্মের উপযোগী লেখা-পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এডিনবরার কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এ পর্যন্ত, লীডন ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই ; এক্ষণে, কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মনের সাধে, লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলেন। তিনি কিছু কাল কালেজে থাকিয়া, অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে, লাটিন, গ্রীক ফরাসি, জর্মন, স্পানিশ, ইটালীয়, প্রাচীন আইস্লণ্ডিক, হিব্রু, আরবী, পারসী, এই দশ ভাষা, এবং ধর্মনীতি ও গণিতবিদ্যা উত্তম রূপে শিখিলেন ; এবং পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি আর কয়েক বিদ্যাও একপ্রকার শিখিয়া ফেলিলেন। যাহারা, উত্তর কালে পাদরি হইবার অভিপ্রায়ে, বিদ্যাভ্যাস করে অধ্যাপকেরা তাঁহাদের কাছে কিছু না লইয়া, শিক্ষা দিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত, লীডন এত শিখিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে পাঁচ ছয় বৎসর কালেজে থাকিয়া, লীডন বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে, অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন, বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল পুস্তক পড়িতেন, তাহার অধিকাংশই, অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনিতেন। যে সকল পুস্তক চাহিয়া পাওয়া যাইত না, তাহা কিনিতে হইত ; কিন্তু কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। যাহা কিছু তাঁহার হস্তে আসিত, আহার প্রভৃতির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, তিনি তাহার অধিকাংশ দ্বারা, পুস্তক কিনিতেন। লীডনের কষ্ট দেখিয়া, কালেজের এক অধ্যাপক, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে এক পড়ান কর্ম জুটাইয়া দেন। তাহাতে লীডনের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল। বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, যে সময় থাকিত, সে সময় তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, স্বয়ং লেখা-পড়া করিতেন।

লীডন, অসাধারণ যত্নে ও অসাধারণ পরিশ্রমে, যে অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা, তিনি জনসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের ও বিদ্যালাভের কথা যে শুনিত, সেই চমৎকৃত হইত ও প্রশংসা করিত। ক্রমে ক্রমে, সেই প্রদেশের অনেক বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী সম্রান্ত লোকের সহিত, তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতে লাগিলেন, এবং, যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে, সবিশেষ যত্নবান হইলেন।

কিছু দিন পরে, তিনি পাদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সে কর্ম, তাঁহার মনোনীত না হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, ছাড়িয়া দিলেন; মনে মনে স্থির করিলেন, কাব্যরচনা করিব, এবং, তাহা বিক্রয় করিয়া, যাহা লাভ হইবেক, তাহাতেই জীবিকানির্বাহ করিব। কিন্তু, এই ব্যবসায় দ্বারা যে লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে চলা ভার। এজন্য, তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে কোনও লাভকর বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, ভারতবর্ষীয় কার্যপরিদর্শক সমাজের নিকট, লীডনের বিদ্যা, বুদ্ধি, ও স্বভাবের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে, কোনও কর্মে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিলেন।

এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাক্তরি ভিন্ন অন্য কর্মের সুবিধা ছিল না। কিন্তু, চিকিৎসাবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পাইলে, কেহ ডাক্তরি কর্ম পাইতে পারিত না। ইতঃপূর্বে, লীডন চিকিৎসাবিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, রীতিমত, উক্ত বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র পাইবামাত্র, ডাক্তরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন।

লীডন, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া, কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, সেখানকার জল বায়ু তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি, অবিলম্বে, নানা রোগে আক্রান্ত হইলেন; এজন্য, মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে, কিছু দিন, মালাকা উপদ্বীপে থাকিতে হইল। এই স্থানে থাকিয়া, স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল, লার্ড মিন্টো, তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, তাঁহাকে, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে, অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি চব্বিশ পরগণার জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই পদে অধিক বেতন ছিল। অধিক টাকা পাইলে, অনেকে বাবুগিরি করিয়া থাকেন। কিন্তু লীডন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বাবুগিরিতে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না; ন্যায্য ব্যয় করিয়া, বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, এবং এতদ্দেশীয় পুস্তকের সংগ্রহ বিষয়ে, ব্যয় করিতেন। তিনি, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, যৎপরোনাস্তি যত্নবান হইয়াছিলেন; এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না করিয়া, ঐ বিষয়েই সতত নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময়ে, তিনি এক আত্মীয়কে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, যদি আমি, সর উইলিয়ম জোন্স অপেক্ষা, শতগুণ অধিক না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে, কেহ যেন, আমার জন্যে, অশ্রুপাত না করে।

কিছু দিন পরেই, গবর্ণর জেনেরল, সৈন্য লইয়া, জাবাদ্বীপে যুদ্ধ করিতে গেলেন। লীডন ঐ দ্বীপের ভাষা, বিদ্যা, রীতি, নীতি অবগত হইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। কতিপয় দিবসের পরেই, তাঁহার কম্পজ্বর হইল। তিনি শয্যাগত হইলেন, এবং তিন দিনের জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার ছত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল।

লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। পিতা-মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখান। কিন্তু তিনি কত ভাষা ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অনুধাবন করিয়া দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রমের গুণেই, লীডন এই সমস্ত ভাষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছিলেন।

## জেঙ্কিন্স

কাফরিজাতি অতি নির্বোধ, কিছুই লেখা-পড়া জানে না। অনেকে মনে করেন, এই জাতির বুদ্ধি এত অল্প যে, এতজ্জাতীয় কেহ কখনও লেখা-পড়া শিখিতে পারিবেক না। কিন্তু, এক্ষণে যে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলে এই ভ্রম দূর হইতে পারিবেক।

ইঙ্গরেজেরা, এক কাফরিরাজের রাজ্যে, বাণিজ্য করিতে যাইতেন। য়ুরোপীয় লোকেরা লেখা-পড়া জানেন বলিয়া, কাফরিজাতি অপেক্ষা সকল অংশে উৎকৃষ্ট; ইহা দেখিয়া, কাফরিরাজ, আপন পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্র হইলেন, এবং, স্কটলণ্ডনিবাসী স্বানষ্টন নামক এক জাহাজী কাপ্তেনের নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি আপনি আমার পুত্রকে, স্বদেশে লইয়া গিয়া, সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সবিশেষ পুরস্কার করিব। স্বানষ্টন কাফরিরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তিনি, কাফরিরাজের পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উচিত মত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। কাফরিরাজের পুত্র বিষম বিপদে পড়িলেন। যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল; এখন তাঁহাকে খাওয়ায় পরায়, অথবা লেখা-পড়া শিখায়, এমন আর কেহ নাই; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

এক পান্থনিবাসে স্বানষ্টনের মৃত্যু হয়। কাফরিরাজের পুত্র সেই স্থানেই কিছুদিন থাকিলেন। সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রী, এক বিবি, তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া, দয়া করিয়া, সেই কয় দিনের আহার দিয়াছিলেন।

তদনন্তর, স্বানষ্টনের নিকট কুটুম্ব এক কৃষক, সেই পান্থনিবাসে আসিয়া, কাফরিরাজের পুত্রকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। এই স্থানে তিনি কিছু দিন, রাখালের কর্ম করিলেন।

রাজা নিজ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। বানস্টন তাঁহার নাম জেঙ্কিন্স রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে, কাফরিরাজের পুত্র জেঙ্কিন্স নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে, লেডলা নামক এক ব্যক্তি, তাঁহার উপর সদয় হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া রাখিলেন। এই স্থানে, তিনি সকল কর্মই করিতে লাগিলেন; কখনও রাখালের কর্ম করিতেন, কখনও কৃষকের কর্ম করিতেন, কখনও সইসের কর্ম করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিশেষ কর্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া, হাইউইক নামক স্থানে যাইতে হইত।

এই সময়েই, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, জেঙ্কিন্সের প্রথম অনুরাগ জন্মে। তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, পিতা তাঁহাকে, বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, বিদেশে আসিয়া তিনি যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার আশা, এক বারেই, উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তথাপি, তিনি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কখনও সুযোগ পাই, যতদূর পারি, পিতার মানস পূর্ণ করিব। এক্ষণে, লেডলার পুত্রদিগকে লেখা-পড়া করিতে দেখিয়া, তাঁহারও লেখা-পড়া শিখিতে অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, সুযোগ ক্রমে, ঐ বালকদিগের নিকটে উপদেশ লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, দিনের বেলায়, তাঁহার কিছু মাত্র অবসর থাকিত না; এ নিমিত্ত, নিয়মিত কর্ম সম্পন্ন করিয়া, যখন শয়ন করিতে যাইতেন, সেই সময়ে, অধিক রাত্রি পর্যন্ত, পাঠাভ্যাস করিতেন, এবং লিখিতে শিখিতেন।

এই রূপে, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ হইলে, লেডলা তাঁহাকে এক বৈকালিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। জেঙ্কিন্স, সারা দিন কর্ম করিয়া, বিকালে ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন। তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, এমন লেখা-পড়া শিখিলেন যে, সকল লোক, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন। এই সময়ে এক সমবয়স্ক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বালক বন্ধু, তাঁহার লেখা-পড়া শিখিবার বিষয়ে, বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে, জেঙ্কিন্স মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন। এই ব্যক্তি অতি দয়ালু ও অতি সংস্বভাব ছিলেন। ইনি, পরিচয়দিবস অবধি, জেঙ্কিন্সকে যথেষ্ট স্নেহ, এবং, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। এই রূপে, পূর্বোক্ত বালক বন্ধুর ও এই দয়ালু ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া, তিনি এক প্রকার কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে, কোনও নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে, এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। যাঁহাদের উপর শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার ছিল, তাঁহারা কর্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষার দিন-নিরূপণপূর্বক, ঘোষণা করিয়া দিলেন; নিরূপিত দিনে, জেঙ্কিন্সও, কর্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। যত জন পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল,

পরীক্ষকদিগের বিবেচনায়, তিনি সর্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি, কর্মে নিযুক্ত হইলাম স্থির করিয়া, প্রফুল্ল মনে, গৃহে গমন করিলেন।

জেঙ্কিন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ঐ কর্ম দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা, কাফরিকে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তথাপি কর্ম পাইলেন না; ইহা দেখিয়া, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং, জেঙ্কিন্সের মনস্তাপনিবারণের নিমিত্ত, সেই বিদ্যালয়ের নিকটেই, আর এক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স, এই বিদ্যালয়ে, এমন সুন্দর শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই, পূর্বতন বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিল।

এইরূপে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত হইয়াও, তিনি স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বিদ্যালয় ছিল; তথাকার অধ্যাপক বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। জেঙ্কিন্স যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতি শনিবার, অবাধে, সেই বিদ্যালয়ে গিয়া, তথাকার অধ্যাপকের নিকট, পরীক্ষা দিয়া আসিতেন। দুই তিন বৎসর কর্ম করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলেন।

এ পর্যন্ত, জেঙ্কিন্স যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার আরও অধিক শিক্ষার বাসনা হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কিছু দিনের জন্যে, প্রতিনিধি দিয়া, ছুটি লইব, এবং কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা-পড়া শিখিব।

অনন্তর তিনি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষবর্গের নিকটে, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। অধ্যক্ষেরা তাঁহার অতিশয় আদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহারা, সন্তুষ্ট চিত্তে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে, তাঁহার প্রধান সহায়, পরম দয়ালু, মনক্রিফ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি, এডিনবরা নগরে গমন করিলেন, এবং, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, শীত কয় মাস তথায় অবস্থিতিপূর্বক, নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনর্বার, পূর্ববৎ যথানিয়মে, যথোপযুক্ত মনোযোগ সহকারে, বিদ্যালয়ের কার্য করিতে লাগিলেন।

জেঙ্কিন্স, স্বভাবতঃ, অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, অতি নম্র ও নিরহঙ্কার, এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আপন কর্তব্য কর্মে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কি রাখাল, কি কৃষক, কি শিক্ষক, যখন যে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই কর্মই, যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ পূর্বক, সম্পন্ন করিয়াছেন, কখনও, কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য

করেন নাই। এজন্য, তিনি সকল লোকেরই বিলক্ষণ আদরণীয় ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জেঙ্কিন্স অতি আশ্চর্য লোক। দেখ! লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, পিতা তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ভার লইয়াছিলেন, সহসা সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে, তিনি, এক বারে, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন; কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না; কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেন না; অন্ন বস্ত্র দেয়, এমন কেহ ছিল না; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না। যাঁহারা দয়া করিয়া, অন্ন বস্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাটীতে রাখালের কর্ম, কৃষকের কর্ম, সইসের কর্ম করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ, রাজপুত্র হইয়া, কেহ কখনও এমন দুরবস্থায় পড়ে না। কিন্তু, ইচ্ছা ও যত্ন ছিল বলিয়া, তিনি কেমন লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা-পড়া হয় না; অথবা, যাহারা, দুঃখে পড়িয়া, লেখা-পড়া ছাড়িয়া দেয়; তাহাদের পক্ষে, মন দিয়া, জেঙ্কিন্সের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক।

## উইলিয়ম গিফোর্ড

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিবনশায়র প্রদেশে, অশবর্টন নামে এক নগর আছে। তথায় গিফোর্ডের জন্ম হয়। গিফোর্ডের পিতা সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়স না হইতেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে, গিফোর্ডের তের বৎসর মাত্র বয়স। তিনি অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার পিতা সর্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং, প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না; এবং, এমন কোনও আত্মীয়ও ছিলেন না যে, তাঁহার প্রতিপালনের ভার লয়েন।

কারলাইল নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি গিফোর্ডকে কহিলেন, আমি তোমার জননীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলাম, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। তিনি, এই ছল করিয়া, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, সমুদয় লইলেন, এবং গিফোর্ডকে আপন বাটীতে লইয়া রাখিলেন। গিফোর্ড, ইতঃপূর্বে কিছু লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন; এক্ষণে, কারলাইল, তাঁহাকে, অধ্যয়নের জন্য, বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু, আর খরচ যোগাইতে পারা যায় না বলিয়া তিন চারি মাসের মধ্যেই, তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন।

কারলাইল, এই রূপে গিফোর্ডকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, কৃষিকর্মে নিযুক্ত করা স্থির করিলেন। কিন্তু, পূর্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আঘাত লাগিয়াছিল, লাঙ্গলচালন প্রভৃতি উৎকট পরিশ্রমের কর্ম তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই নিমিত্ত, কারলাইল কৃষিকর্মে নিযুক্ত করার পরামর্শ পরিত্যাগ করিলেন। পরে,

তিনি তাঁহাকে এক ব্যক্তির নিকটে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যক্তি অতি দূর দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেন। ইনি গিফোর্ডকে নিযুক্ত করিলে, ইঁহার বাণিজ্যস্থানে গিয়া, তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু, ঐ ব্যক্তি, গিফোর্ডকে নিতান্ত বালক দেখিয়া, কারলাইলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

তৎপরে, কারলাইল তাঁহাকে, ব্রিক্সহম বন্দরের এক জাহাজে, নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গিফোর্ড কহিয়াছেন, আমি, জাহাজে নিযুক্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছিলাম; কিন্তু, আমি যে লেখা-পড়া করিতে পাইতাম না, সেই ক্লেশ সর্বাপেক্ষায় অধিক বোধ হইয়াছিল। কারলাইল, গিফোর্ডকে জাহাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এক বারও তাঁহার সংবাদ লইতেন না।

ব্রিক্সহমের জেলের মেয়েরা, সপ্তাহে দুই বার অশবর্টনে মৎস্য বিক্রয় করিতে যাইত। তাহারা, গিফোর্ডের ক্লেশ দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, অশবর্টনে সকলের কাছে গল্প করিত। ঐ সকল গল্প শুনিয়া, গিফোর্ডের অন্য অন্য আত্মীয়েরা কারলাইলের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন কারলাইল, তাঁহাকে আনিয়া, পুনরায়, এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলেন।

গিফোর্ড লেখা-পড়ায় বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিয়াছেন, আমি, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিখিয়া ফেলিলাম যে, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলাম, এবং, আবশ্যক মতে, মধ্যে মধ্যে, শিক্ষকের সহকারিতা করিতে লাগিলাম। যখন যখন সহকারিতা করিতাম, শিক্ষক মহাশয় আমাকে কিছু কিছু দিতেন। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, রীতিমত ইঁহার সহকারী নিযুক্ত হইব; এবং অবকাশকালে, অন্য অন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব। এই দ্বিবিধ কর্ম করিয়া, যাহা পাইব, তাহা দ্বারা, অনায়াসে, খাওয়া পরা, ও লেখা-পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারিব। আর আমার প্রথম শিক্ষক বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন; সুতরাং, তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। আমি মনে আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় পদে নিযুক্ত হইতে পারিব। এই সময়ে আমার বয়স পনর বৎসর মাত্র।

আমি কারলাইলকে এই সকল কথা জানাইলাম। কারলাইল শুনিয়া, অতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ; যত শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা, তোমার শিক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। আমার যাহা কর্তব্য, করিয়াছি; এক্ষণে, তোমায় এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি; তথায় থাকিয়া, মনোযোগ দিয়া, কাজ শিখিলে, উত্তর কালে, অনায়াসে, জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবে। আমি শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু, তৎকালে, সাহস করিয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনন্তর, ছয় বৎসরের নিমিত্ত, এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই জঘন্য ব্যবসায়ের উপর আমার অতিশয় ঘৃণা ছিল; সুতরাং, শিখিবার নিমিত্ত, যত্ন ও প্রবৃত্তি হইত না; এবং, ভাল করিয়া, শিখিতেও পারিতাম না। প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিব, এই যে আশা করিয়াছিলাম এখনও আমার সে আশা যায় নাই। এজন্য, কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, লেখা-পড়া করিতাম; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় অবসর পাইতাম না। আমায়, অবসর কালে, পড়িতে দেখিলে, প্রভু অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং, যাহাতে অবসর না পাই, এরূপ চেষ্টা করিতেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করেন, আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে, অনুসন্ধান করিয়া, জানিতে পারিলাম, আমি যে কর্মের আকাঙ্ক্ষায়, লেখা-পড়ায় যত্ন করিতেছিলাম, তিনি আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে, এক স্ত্রীলোক, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় একখানি বীজগণিত পুস্তক দিয়াছিলেন। এই বীজগণিত ভিন্ন, আমার নিকটে, আর কোনও পুস্তক ছিল না। প্রথমে উপক্রমণিকা না পড়িলে, ঐ পুস্তক পড়িতে পারা যায় না। কিন্তু আমার নিকটে বীজগণিতের উপক্রমণিকা ছিল না; আর, ঐ পুস্তক কিনিতে পারি, এমন সঙ্গতিও ছিল না। আমার প্রভু আপন পুত্রকে একখানি উপক্রমণিকা কিনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি সাবধানে গোপন করিয়া রাখিতেন, আমায়, কোনও ক্রমে, ঐ পুস্তক দেখিতে দিতেন না। তিনি যে স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন, আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম; সন্ধান পাইয়া, কয়েকদিন, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, পুস্তকখানি পড়িয়া লইলাম।

ঐ পুস্তক পড়িয়া, বীজগণিতপাঠে অধিকারী হইলাম, এবং, যত্নপূর্বক, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অঙ্ক কসিবার নিমিত্ত, কালি কলম, ও কাগজ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, ঐ সময়ে, আমার এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না; এবং, এমন কোনও আত্মীয়ও ছিলেন না যে, কিছু দিয়া সাহায্য করেন; সুতরাং ঐ সমুদয়ের সংযোগ ঘটিয়া উঠিত না। পরিশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চর্মখণ্ডকে মসৃণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম। এইরূপে, মসৃণ চর্মখণ্ডের উপর, অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু, ইহা অতিশয় গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত; কারণ, আমার প্রভু জানিতে পারিলে, নিঃসন্দেহ বন্ধ করিয়া দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।

এ পর্যন্ত, গিফোর্ড যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তদীয় ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহা দেখিয়া তাঁহারও শ্লোকরচনা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং, অবিলম্বে, কতকগুলি শ্লোকের

রচনা করেন। তিনি আপন সহচরদিগকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শুনাইতেন। শুনিয়া, সকলে প্রশংসা করিতেন। কেহ কেহ কিছু পুরস্কার দিতেন। এক দিন, বিকাল বেলায়, তিনি চারি আনা পান। মধ্যে মধ্যে, তিনি, এই রূপে, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। যাঁহার এক পয়সা পাইবারও উপায় ছিল না, মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রাপ্তি, তাঁহার পক্ষে, ঐশ্বর্যলাভ বলিয়া জ্ঞান হইত। এ পর্যন্ত, কালি, কলম, কাগজ, ও পুস্তকের অভাবে, তাঁহার লেখা-পড়ার অতিশয় ব্যাঘাত হইত; এক্ষণে আবশ্যক মত কিছু কিছু কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে, শ্লোকরচনা ও শ্লোক পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ, প্রভুর ভয়ে অতি গোপনে, সম্পন্ন করিতে হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বিষয়, অধিক দিন গোপনে রহিল না; ক্রমে তাঁহার প্রভুর কর্ণ-গোচর হইল। আমার কাজের ক্ষতি করিয়া, এই সকল করিয়া বেড়ায়, এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার রচিত শ্লোক সকল, এবং কাগজ, কলম, কালি, পুস্তক, সমস্ত কাড়িয়া লইলেন, এবং যথোচিত তিরস্কার করিয়া, এক বারে তাঁহার লেখা-পড়া রহিত করিয়া দিলেন।

এই সময়েই, তাঁহার প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্থলে অন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। এ পর্যন্ত, তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই দুই ঘটনা দ্বারা, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি, মনের দুঃখে, কাহারও নিকটে যাইতেন না, কর্মের সময় কর্ম মাত্র করিতেন, অবশিষ্ট সময়ে, একাকী, বিরস বদনে বসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ, এই সময়ে, তাঁহার মনোদুঃখের আর সীমা ছিল না।

গিফোর্ডের মনোদুঃখের বিষয়, কর্ণপরম্পরায় কুক্‌স্লি-নামক এক ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। তিনি, গিফোর্ডের মনোদুঃখের কথা শুনিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। গিফোর্ডের মুখে, তদীয় অবস্থাসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, গিফোর্ডের দুঃখ দূর করিব, এবং উহাকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখাইব। তদনুসারে তিনি, স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু টাকার সংগ্রহ করিলেন।

যে নিয়মে গিফোর্ড পূর্বোক্ত পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হন, তদনুসারে তাঁহাকে, আরও কিছু দিন, তথায় থাকিতে হইত। কুক্‌স্লি, তাহাকে ষাটি টাকা দিয়া, গিফোর্ডকে ছাড়াইয়া আনিলেন, অধ্যয়নের নিমিত্ত, এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, গিফোর্ডের বয়স কুড়ি বৎসর। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে গিফোর্ডের অতিশয় যত্ন ছিল, কেবল সুযোগ ঘটে নাই বলিয়া, এ পর্যন্ত তিনি উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, দয়াশীল কুক্‌স্লি ও তদীয় আত্মীয়বর্গের অনুগ্রহে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, লেখা-পড়া বিষয়ে, তিনি এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রাহকবর্গ, দেখিয়া শুনিয়া, নিরতিশয় প্রীত হইলেন।

এই রূপে, আন্তরিক যত্ন সহকারে, দুই বৎসর দুই মাস অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইলেন। কুক্‌লি, তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, গিফোর্ড, অনায়াসে, বি[illegible] প্রশংসাপত্র পাইতে পারিবেন; এজন্য, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যত দিন গিফোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পান, তত দিন, সমুদয় ব্যয় দিয়া, তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। কুক্‌লির নিতান্ত অভিলাষ, গিফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পান; কারণ, তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।

গিফোর্ড, বিশিষ্টরূপ বিদ্যালাভের নিমিত্ত, যেমন ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তেমনই সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। তিনি, কুক্‌লির অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই গিফোর্ডের প্রশংসা-পত্র পাইবার পূর্বেই কুক্‌লির মৃত্যু হইল। কিছু দিন পরে, গিফোর্ড প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। কুক্‌লি এই সময়ে জীবিত থাকিলে, তাঁহার আহ্লাদের ও সুখের সীমা থাকিত না।

কুক্‌লি গিফোর্ডের প্রতি যেরূপ দয়া ও স্নেহ করিতেন, এবং, তাঁহার ভাল করিবার নিমিত্ত, যেরূপ যত্নবান ছিলেন, অন্য ব্যক্তির সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, কুক্‌লির মৃত্যু, গিফোর্ডের পক্ষে, বজ্রাঘাতের তুল্য হইল। কিন্তু, কুক্‌লির মৃত্যু হওয়াতে, গিফোর্ড নিতান্ত নিঃসহায় হইলেন না। গ্রাসবিনর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইলেন। গিফোর্ডের ভাল করিবার বিষয়ে, ইঁহার, কুক্‌লি অপেক্ষা, অধিক ক্ষমতা ছিল। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তাতে, গিফোর্ডের উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল। তিনি, ক্রমে ক্রমে, পণ্ডিতসমাজে গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইলেন, এবং, বিদ্যার ফলে, ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ ধনোপার্জন করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে, বিদ্যা, খ্যাতি, সুখ, সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, গিফোর্ড, একাত্তর বৎসর বয়সে, তনুত্যাগ করেন। তিনি, এক মুহূর্তের নিমিত্তও, বিস্মৃত হন নাই যে, কেবল কুক্‌লির দয়া ও স্নেহই তাঁহার বিদ্যা, সুখ, সম্পত্তি, সমুদয়ের মূল। এই নিমিত্ত, মৃত্যুকালে, তিনি আপন সমস্ত সম্পত্তি সেই পরম দয়ালু মহাত্মার পুত্রকে দান করিয়া যান। কৃতজ্ঞতার ঈদৃশ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

অতি অল্প বয়সে, গিফোর্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। সহায়, সম্পত্তি, কিছুই ছিল না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, কত কষ্ট পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল অবধি, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কারলাইল, সে বিষয়ে অনুকূল না হইয়া, বরং পূর্বাপর প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহাকে পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তাঁহার

দুরবস্থার সীমা ছিল না। বাস্তবিক, তিনি কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত, যৎপরোনাস্তি ক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, তাঁহার পূর্বাপর সমান অনুরাগ ছিল। ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার যে আন্তরিক যত্ন ছিল, এক মুহূর্তের নিমিত্তে, তাঁহার সে যত্নের অনুমাত্র ন্যূনতা হয় না। এই আন্তরিক যত্নের গুণেই, তিনি বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা যথার্থ বটে, কুক্‌ল্লি তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এবং, সেই আনুকূল্য না পাইলে, তিনি কখনও এরূপ কৃতকার্য হইতে পারিতেন না; কিন্তু, তাঁহার আন্তরিক যত্নই কুক্‌ল্লির আনুকূল্যের মূল। লেখা-পড়া বিষয়ে তাদৃশ আন্তরিক যত্ন না দেখিলে, কুক্‌ল্লি কখনই তাঁহার প্রতি সেরূপ দয়াপ্রকাশ ও স্নেহপ্রদর্শন করিতেন না। অতএব, দেখ, আন্তরিক যত্ন থাকিলে, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি সকলই লব্ধ হইতে পারে; অবস্থার বৈগুণ্য কদাচ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

## উইঙ্কিলমন

প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ষ্টেণ্ডল নগরে, উইঙ্কিলমনের জন্ম হয়। ইনি অতি দুঃখীর সন্তান। ইঁহার পিতা, চর্মপাদুকার গঠন ও বিক্রয় দ্বারা, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন। উইঙ্কিলমনকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় অভিলাষ ও যত্ন ছিল। এজন্য কষ্টস্বীকার করিয়াও, তিনি তাঁহাকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু, অল্প দিবসের মধ্যেই, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে হাসপাতালে গিয়া থাকিতে হইল। সুতরাং, পুত্রের লেখ-পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারা দূরে থাকুক, সংসার চলাই ভার হইয়া উঠিল।

অতঃপর, উইঙ্কিলমন কিছু কিছু উপার্জন করিতে না পারিলে, তাঁহার পিতার চলা ভার। বিদ্যাভ্যাসে বিসর্জন দিয়া, উপার্জনের চেষ্টা দেখা, তাঁহার পক্ষে, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাঁহার একান্ত অভিলাষ, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখেন। সুতরাং, তিনি কোনও মতে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি, সুশীল, পরিশ্রমী, ও লেখা-পড়ায় অতিশয় যত্নবান ছিলেন; এজন্য, তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই সময়ে, তাঁহারা, দয়া করিয়া, কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। আর, তিনি নিজেও, অল্পপাঠী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে, যে আয় হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা পিতার ও নিজের সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ হইয়া উঠা কঠিন। সুতরাং, আর কিছু আয় না হইলে চলে না। কিন্তু, তিনি আর কোনও আয়ের সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাত্রিতে, পথে পথে গান করিয়া, ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল, এবং, দিনের বেলায়, বিদ্যালয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে

পড়াশুনাও চলিতে লাগিল। এইরূপে, অধ্যাপকদিগের আনুকূল্য পাইয়া, ও স্বয়ং কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, আপনার ও পিতার ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বিদ্যালয়ের বালকের পক্ষে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না।

দেখ, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, উইন্কিলমনের কেমন যত্ন ছিল। কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তথাপি লেখা-পড়া ছাড়েন নাই। প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে, তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

## উইলিয়ম পষ্টেলস

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নর্মণ্ডি প্রদেশে, ডলেরি নামে এক গ্রাম আছে। পষ্টেলস সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একে অতি দুঃখীর সন্তান; তাহাতে আবার, নিতান্ত শৈশব অবস্থায়, পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং, ইঁহার প্রতিপালনের, অথবা লেখা-পড়া শিখিবার, কোনও উপায় ছিল না। যাহা হউক, সুযোগ মত, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, ইনি লেখা-পড়ায় এমন অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিছুই থাকিত না; তিনি, আহারের সময়, আহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু, দুঃখীর সন্তান বলিয়া, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার সুবিধা হয় না। পারিস নগরে গেলে, লেখা-পড়ার সুবিধা হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, তিনি পারিস যাত্রা করিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পথে দস্যুদলে আক্রমণ করিল, সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় কাড়িয়া লইল; এবং অতিশয় প্রহার করিল। শরীরে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে, এক হাঁসপাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল। তিনি, তথায় দুই বৎসর থাকিয়া, সুস্থ হইলেন, এবং সুস্থ হইয়া, পুনরায় পারিস যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, কি খাইয়া, কি পরিয়া, পারিস যাইবেন, তাহার কোনও সংস্থান ছিল না। সেই সময়ে, ক্ষেত্রের শস্য পাকিয়া উঠিয়াছিল। শস্য কাটিবার নিমিত্ত, অনেকের ঠিকা লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া, তিনি ঐ ঠিকা কর্ম করিতে লাগিলেন; এবং কয়েক দিন কর্ম করিয়া, পাথেয়ের সংস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের সংগ্রহপূর্বক, পারিস যাত্রা করিলেন। পারিসে উপস্থিত হইয়া, তিনি লেখা-পড়া শিখিবার ভাল সুযোগ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পরিচারক নিযুক্ত হইলেন। এখানে থাকিলে, লেখা-পড়ার অনেক সুবিধা হইবেক, এই ভাবিয়া, তিনি ঐ নীচ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত উৎসুক ছিলেন যে, ঐ নীচ কর্ম পাইয়াও, সৌভাগ্যজ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে অবসর পাওয়া দুর্ঘট; অত্যল্প মাত্র যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার এমনই গুণ যে, এই ব্যক্তি, ক্রমে ক্রমে, একজন অতি প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যার বিষয় ফ্রান্সের অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিসের গোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে, আরবী, পারসী প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের ভার দিয়া, লিবান্ট প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পষ্টেলস সে বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা ও নৈপুণ্যপ্রদর্শন করাতে, প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি লিবান্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ঐ রাজমন্ত্রীর অনুগ্রহে, এক অতি প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন।

## এড্রিয়ন

হলণ্ডের অন্তঃপাতী উইট্রিক্ট নগরে, এড্রিয়নের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; নৌকানির্মাণের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে সংসারনির্বাহ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, পুত্রকে ভাল লেখা-পড়া শিখান। কিন্তু, লেখা-পড়ার ব্যয় নির্বাহ করেন, এমন সংস্থান ছিল না। লুবেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কতকগুলি বালককে বিনা ব্যয়ে, শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল; সুযোগ করিয়া, তিনি এড্রিয়নকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই স্থলে অধ্যয়নকালে, এড্রিয়নের রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু, লেখা-পড়ায় অতিশয় অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি আলস্যে কালহরণ করিতেন না। গিরজার দ্বারে, ও পথের ধারে, সমস্ত রাত্রি, আলো জ্বলিত। তিনি, পুস্তক লইয়া, তথায় গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন। এড্রিয়ন, এইরূপ কষ্টে থাকিয়াও, কেবল আন্তরিক যত্নের গুণে, অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিলেন, এবং, পাদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া, সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, স্পেনের রাজকুমারের শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং, সেই রাজকুমার সম্রাট হইলে পর, তাঁহার সহায়তায়, পরিশেষে, পোপের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কি অনির্বচনীয় গুণ! দেখ, যে ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান; যাঁহার, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া, পড়িবার সঙ্গতি ছিল না; সে ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, এবং অসাধারণ বিদ্যার বলে, কেমন উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

## ড্রিডো

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী করনওয়াল প্রদেশে, পডষ্টো নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে ড্রিডোর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ইঁহাকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখান। কোনও বিদ্যালয়ে রাখিয়া, সামান্যরূপ কিছু শিখানও, তাঁহার পক্ষে, দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ড্রিডোর লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল।

বাটীতে থাকিয়া, লেখা-পড়া শিখিবার কোনও সুযোগ না হওয়াতে, তিনি অক্সফোর্ড নগরে গমন করিলেন; তথায়, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অবশেষে, এক বিদ্যালয়ে পাচকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

ঈদৃশ নীচ কর্মে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ কর্মের বেতন দ্বারা, বাসাখরচ চলিয়া যাইবেক। তিনি, এই রূপে, বাসাখরচের সংস্থান করিলেন, এবং, কর্ম করিয়া, যখন অবসর পাইতেন, সেই সময়ে, কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে, এইরূপে, অধ্যয়ন করিয়া, সুযোগমতে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই, তিনি এক গ্রন্থ লিখিলেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে, তাঁহার উপর রাজমন্ত্রীদিগের অনুগ্রহদৃষ্টি হইল। তাঁহাদের সহায়তায়, পরিশেষে, তিনি ওয়ারসেষ্টরের বিশপের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

## ডাক্তর এডাম

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী মোরে নামক প্রদেশে, রেফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে এডামের জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। যৎকালে, তিনি এডিনবরায় অধ্যয়ন করিতে যান, তখন তাঁহার অতিশয় দুঃখের দশা। তিনি, অল্প ভাড়ায়, একটি ছোট ঘর লইয়া, তাহাতেই অতি কষ্টে থাকিতেন; নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত, আহারেরও অতিশয় ক্লেশ পাইতেন; প্রায়ই, কাঁচা ময়দা গুলিয়া খাইয়া, প্রাণধারণ করিতেন; তৈলের অভাবে, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে পাইতেন না; সন্ধ্যার পর, সহাধ্যায়ীদিগের আলয়ে গিয়া, পাঠ করিতেন। স্কটলণ্ডে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব; রাত্রিতে, পাথরিয়া কয়লায় অগ্নি জ্বালিয়া, সেই অগ্নির উত্তাপে, শীতনিবারণ করিতে হয়। কিন্তু, এডামের কয়লা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। অসহ্য শীতবোধ হইলে, তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতেন; তাহাতে, শরীর গরম হইয়া, আপাততঃ, শীতনিবারণ হইত। এত কষ্ট পাইয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা-পড়ায় যত্নের ত্রুটি করেন নাই; এবং, সেই যত্নের গুণে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী, ও পরিশেষে এডিনবরার প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

## লমনসফ

রুশিয়ার অন্তঃপাতী আর্কেঞ্জল প্রদেশে, কোলমগর নামে এক নগর আছে। এই নগরে লমনসফের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া, বাজারে বিক্রয় করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন। লমনসফ, কয়েক বার, পিতার সঙ্গে, শ্বেত ও উত্তর সাগরে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি, উত্তরকালে,

পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, লেখা-পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। লেখা-পড়া বিষয়ে, তাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

শীতকালে, মৎস্য ধরিতে যাইতে হইত না। লমনসফ, সেই সময়ে, নিশ্চিন্ত হইয়া, আন্তরিক যত্ন সহকারে, অধ্যয়ন করিতেন। এক পাদরি, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিনখানি মাত্র পুস্তক ছিল। তিনি, অজস্র পাঠ করিয়া, ঐ তিন পুস্তক আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। উক্ত তিন পুস্তকের পাঠ দ্বারা বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া, লেখা-পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় যত্ন ও ইচ্ছা হইল। তখন তিনি মস্কো নগরে গমন করিলেন; এবং, তথাকার এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিক্ষা করিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার উপর অনেকের অনুগ্রহ হইল। সেই অনুগ্রহের বলে, নানা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহুবিধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ, তিনি, এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেখ! লমনসফ ও তাঁহার পিতা, উভয়ের কত অন্তর। লমনসফের পিতা, মৎস্য ধরিয়া ও মৎস্য বিক্রয় করিয়া, জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু, লমনসফ নানা বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অধ্যাপক, ও রাজমন্ত্রী পর্যন্ত হইয়াছিলেন। লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি এরূপ হইতে পারিয়াছিলেন; নতুবা, তাঁহাকেও, নিঃসন্দেহ, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, জীবন কাটাইতে হইত।

## মেডক্স

এই ব্যক্তি লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি দুঃখীর সন্তান; অল্প বয়সেই, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে, এই অভিপ্রায়ে, এক রুটিওয়ালার দোকানে নিযুক্ত করিয়া দেন যে, তথায় থাকিয়া কর্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক, জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু, লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন ছিল। পুস্তক পাইলে, তিনি, সকল কর্ম ছাড়িয়া, পড়িতে বসিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে রাখিয়া, রুটিওয়ালার তাদৃশ উপকারবোধ হইত না। তাঁহাকে পড়িতে দেখিলে, সে অতিশয় বিরক্ত হইত।

ফলতঃ, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া উঠিল। অবাধে, মনের সাধে পড়িতে পাইতেন না, এজন্য, মেডক্স মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইতেন; আর, তিনি, কর্মের সময় কর্ম না করিয়া, পড়িতে বসিতেন; এজন্য, রুটিওয়ালা তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইত। পরিশেষে, রুটিওয়ালা তাঁহাকে দোকান হইতে তাড়াইয়া দিল। মেডক্সের আত্মীয়েরা, লেখা-পড়া বিষয়ে, তাঁহার অসাধারণ যত্ন দেখিয়া, তাঁহাকে

স্কটলণ্ডে পাঠাইলেন; এবং, এই অভিপ্রায়ে অবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন যে, যাহাতে, উত্তরকালে, পাদরির কর্ম করিতে পারেন, তদুপযুক্ত বিদ্যাভ্যাস করিবেন। তথায় তিনি, কিছু দিন, উত্তমরূপে, অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন; এবং, লণ্ডনের বিশপ গিবনসের সহায়তায়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জন করিলেন। এইরূপে, অভিলাষানুরূপ বিদ্যালাভ করিয়া, সেডক্স পাদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে, তিনি বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দেখ। লেখা-পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কত গুণ। যে ব্যক্তি, রুটিওয়ালার দোকানে থাকিয়া, কর্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, পরিশেষে বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

## লঙ্গোমণ্টেনস

এই ব্যক্তি, ডেনমার্কের অন্তঃপাতী লঙ্গসবর্গ গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন; সুতরাং, পুত্রদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার ক্ষমতা ছিল না। লঙ্গোমণ্টেনসের আট বৎসর বয়সের সময়, পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং তিনি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে, লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

লঙ্গোমণ্টেনসের আর কয়েকটি সহোদর ছিল। তাহারা লেখা-পড়া শিখিতে পায় নাই। এক্ষণে, তাঁহাকে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা-পড়া করিতে দেখিয়া, তাহাদের অতিশয় ঈর্ষা জন্মিল। আমরা লেখা-পড়া শিখিতে পাইলাম না, ও কেন শিখিবেক, এই হিংসাতে, তাহারা তাঁহার উপর এত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি বিরক্ত হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, ফিনলণ্ড প্রদেশের অন্তঃপাতী উইবর্গ নগরে গমন করিলেন।

কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লেখা-পড়ার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। অন্ততঃ, খাওয়া, পরা, ও পুস্তকক্রয়ের সংস্থান না হইলে, লেখা-পড়া চলিতে পারে না। অনেক চেষ্টা দেখিয়াও, তিনি এ সমুদয়ের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অবশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি, দিবাভাগে, তথায় থাকিয়া, অধ্যয়ন করিতেন; রাত্রিতে, অন্য স্থানে কর্ম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জন করিতেন; তাহাতেই কষ্টে আহারাদি সম্পন্ন হইত।

ক্রমাগত এগার বৎসর, এইরূপ কষ্ট পাইয়া, উইবর্গে থাকিয়া, তিনি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, বিলক্ষণ লেখা-পড়া শিখিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, এবং, ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগন নগরে, যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তথায় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তিনি, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব পর্যন্ত, ঐ কর্ম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি, নানা বিষয়ে, গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখ! যে ব্যক্তির পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন, সেই ব্যক্তি, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াও, আন্তরিক যত্নের গুণে, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

## রেমস

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী পিকার্ডি প্রদেশে, রেমসের জন্ম হয়। রেমসের পিতা যার পর নাই দুঃখী ছিলেন। রেমস, বাল্যকালে, মেষচারণকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিনেই, রাখালি কর্মে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, এবং, বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত, একান্ত অভিলাষ হইল। এখানে থাকিলে, রাখালিও ঘুচিবেক না, এবং লেখা-পড়াও শিখিতে পাইব না; এই ভাবিয়া, তিনি, পিতার আলয় হইতে পলায়ন করিয়া, পারিস রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র।

পারিসে উপস্থিত হইয়া, রেমস, প্রথমতঃ কিছুদিন, বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তিনি, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, অন্য কোনও সুযোগ করিতে না পারিয়া, অবশেষে, নেবারের বিদ্যালয়ে, পরিচারকের কর্মে নিযুক্ত হইলেন; দিবসে যে অবসর পাইতেন তাহাতে, এবং রাত্রিতে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ শিক্ষা করিলেন। এ পর্যন্ত, তিনি শিক্ষাবিষয়ে প্রায় কাহারও সাহায্য পান নাই।

পরিশেষে, তিন বৎসর ছয় মাস, রীতিমত, উপদেশ পাইয়া, এবং, স্বয়ং প্রাণপণে যত্ন ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, তিনি একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা ছিলেন, এবং, ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ে, নূতন মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, লেখা-পড়া বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা ও আন্তরিক যত্ন না থাকিলে, তিনি কখনই এরূপ হইতে পারিতেন না।

## প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

জীবনচরিতপাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে অবশ্যই শিক্ষাকার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স. বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া, ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিতপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধকবশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল।

ইয়ুরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গালা ভাষায় অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পূরণার্থে কোনও কোনও স্থলে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থলবিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে; পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে তাহাদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসংবাদিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমি অপরিতৃপ্ত রহিলাম।

বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান্ হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশয়ে অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ করি নাই, তথাপি এই অনুবাদে ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, এই অনুবাদ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না। পরিশেষে, অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ বন্ধু এ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

২৭এ ভাদ্র। শকাব্দাঃ ১৭৭১।

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, জীবনচরিত প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছয় মাসের অনধিককালমধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়। সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়, কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিবৃত্তি হয় নাই। সুতরাং অবিলম্বে পুনর্ম্মুদ্রিত করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নানা হেতুবশতঃ আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুনর্ম্মুদ্রিতকরণ স্থগিত রাখিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা ভাষায় ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিলে, প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না এবং ভাষার রীতির ভূরি ভূরি ব্যতিক্রম ঘটে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলাম, এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং স্থানে স্থানে ভাষার রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হইলে, যখন জীবনচরিত পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার কল্পনা হয়, আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিলেও ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দোষ সমুদায় হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট, সুতরাং সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আর কখনও ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্ম্মুদ্রিত করিব না। এবং সেই নিমিত্ত বাঙ্গালায় এক নূতন জীবনচরিতপুস্তক সঙ্কলন করিবার বাসনা ও উদ্‌যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমত অবকাশশূন্য হইয়াছি যে, সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু যাবৎ নূতন জীবনচরিতপুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত করিলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না, এই বিবেচনায় পুনর্ম্মুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোনও কোনও অংশ এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। ফলতঃ, সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি, তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, জীবনচরিত প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে তদপেক্ষায় অনেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

২০এ চৈত্র। শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

# জীবনচরিত

## । নিকোলাস কোপর্নিকস

পূর্ব কালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্‌ট্‌, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জ্যোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই। পূর্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত বহু কাল পর্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয়শাকপ্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্বে, এনাক্‌সিমেণ্ডর, পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মনে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই উদয় হইয়াছিল যে, সূর্য অচল পদার্থ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহসপূর্বক আপনাদের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদিতাপ্রযুক্ত, সর্বসাধারণ লোকে যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে (১) তত্রত্য যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা অরিষ্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল, সূর্য ও গ্রহমণ্ডল ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাহা হউক, পরিশেষে, এনাক্‌সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির উনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্তী থরননগরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্মনির অন্তঃপাতী ওয়েষ্টফেলিয়াপ্রদেশ কোপর্নিকসের

(১) পূর্বকালে ইয়ুরোপের মধ্যে গ্রীকদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর, এই সময়ে ইটালিদেশে পুনর্বার বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

পিতার জন্মভূমি। তিনি থরননগরে চিকিৎসকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৎপরে, প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে, কোপর্নিকসের জন্ম হয়।

কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। শৈশবকালেই জ্যোতিষবিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তিলাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, তিনি ইটালির অন্তর্বর্তী বলগ্না নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন, তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ডপরিবর্তবিষয়ে যে আবিষ্ক্রিয়া করেন, তদ্দ্বারাই তৎকালপ্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর, বলগ্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া, তিনি তথায় কিয়ৎ দিবস সুচারু রূপে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষকতাকার্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, কোপর্নিকস স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল অর্মিলণ্ডের বিশপ অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ফ্রায়নবর্গের প্রধান দেবালয়ের যাজকপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরননগরের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদের এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন, দেবালয়সংক্রান্ত কর্ম, বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা, অভিলষিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্রায়নবর্গের যাজকদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

অনুমান হয়, ১৫০৭ খৃঃ অব্দে, পিথাগোরসের মত অভ্রান্ত বলিয়া কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত তাহার নিতান্ত বিপরীত। এ নিমিত্ত, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই মতের অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। তদ্ভিন্ন, গণিতবিদ্যাসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্মণ্য। কোপর্নিকস পর্যবেক্ষণসাধননিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দেবদারুকাষ্ঠে অতি সামান্য রূপে নির্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্থলে মসীরেখায় অঙ্কিত। এইমাত্রউপকরণসম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত মত প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর তিনি তৎসম্পাদনবিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে, ১৫৩০ খৃঃ অব্দে, তিনি এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইল।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতরজ্ঞানালোকসম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি পূর্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

পূর্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি। পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণপ্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্মলমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা। এই মত পূর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ তৎকালীন ইয়ুরোপীয় লোকেরা বোধ করিতেন, বায়বলেরও স্থানে স্থানে উহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া, কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াস-সম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে রেটিকস নামে তাঁহার এক বান্ধব, সংক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্মসঙ্কলনপূর্বক, সাহস করিয়া, ১৫৪০ খৃঃ অব্দে এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন; কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দেশ করিলেন না। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন না করাতে, ঐ ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই সময়ে ইরাস্মস রেন্‌হোল্ড নামক এক পণ্ডিত একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া, তৎপ্রবর্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে, কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

তখন কোপর্নিকস, আত্মীয়বর্গের প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া, আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, নরম্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়, তন্নগরস্থ যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র, তাঁহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পুস্তক, তদীয় তনুত্যাগের কয়েক দণ্ডমাত্র পূর্বে, তাঁহার নিকট পঁহুছিল। সুতরাং তিনি, গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি, ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই রূপে, কোপর্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিংবা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্তের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্ণীত হেতু বশতঃই হউক, কোনও সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোক তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই।

## গালিলিয় (২)

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোকযাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, ইয়ুরোপের অতিপ্রধান জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রেহি, ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর, জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা-নগরে, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে, গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানি-দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই, অরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল; সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেত বহুসংখ্যকদর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (৩)। ইহাতে অরিষ্টটলের

(২) ইঁহার প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিলি, কিন্তু ইনি গালিলিয় বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(৩) অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে, বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়; আর যাহার গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়। পূর্ব কালে আরিষ্টটল প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন; এবং আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও এই মত। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, বস্তুর ভারের গৌরব ও লাঘব অগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবার নিয়ামক নহে। তবে যে গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, সে সকল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্বাত স্থানে গুরু ও লঘু বস্তু, যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে, যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।

মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এই রূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বত্র লাটিনভাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালীয় ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

জেন্সন নামক এক জন ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ঐ রূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনবিষয়ে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এই রূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়; ছায়াপথ সূক্ষ্মতারকাস্তবকমাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনও পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনও কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনও রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে

টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসাপ্রত্যাগমনপূর্বক, সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরে প্রথম প্রচারিত হইল। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি, তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্মসভার (৪) সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সত্যাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; আর, টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গালিলিয় ধর্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, কৌশল করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও অরিষ্টটলের; তৃতীয় ব্যক্তি উভয়পক্ষপ্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এ রূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে, উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশপূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতাবিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

তৎকালে গালিলিয়ের বয়ঃক্রম ছষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, রোমনগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা এক কালে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা

(৪) ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধানার্থক সভা। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায় আছে, উহার নাম রোমান কাথলিক। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, তন্মধ্যে কোনও কোনও দেশে খৃষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মাধিকরণ স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বাইবেলের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধান হইবেক। তাহা হইলেই বাইবেলবিদ্বেষী নাস্তিকদের উচ্ছেদ হইয়া যাইবেক।

ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল (৫), মঙ্ক (৬) ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়ের গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, তাঁহাকে রোমনগরে ধর্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন ; সুতরাং, এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বায়বল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অযথার্থ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলাম, এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্তারা, গালিলিয়ের নাস্তিক্যবুদ্ধির পুনঃসঞ্চার দেখিয়া, এই উৎকট দণ্ড বিধান করিলেন, তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর প্রতিসপ্তাহে অনুতাপসূচক সপ্তস্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। তাঁহার গ্রন্থ এক বারেই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এইরূপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলে, কোনও কোনও বিচারকর্তারা বিবেচনা করিলেন, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে কোনও ক্রমেই এরূপ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহারা, অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া, ফ্লোরেন্সসন্নিহিত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এইরূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া, তিনি পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন।

---

(৫) রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষকে পোপ কহে। পোপের নীচের পদের লোকদের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা পোপের মন্ত্রিস্বরূপ। পোপের মৃত্যু হইলে, কার্ডিনলেরা আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ঐ সর্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন।

(৬) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্মকর্মে একান্ত রত হয়, তাহাদিগকে মঙ্ক কহে। মঙ্কেরা সচরাচর মঠে থাকেন। কতকগুলি মঙ্ক ভারতবর্ষীয় পূর্বকালীন ঋষিদিগের ন্যায় অরণ্য প্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন ; আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছেন যে, তাঁহাদের নির্ধারিত বাসস্থান নাই ; তাঁহারা সন্ন্যাসীদের মত যাবজ্জীবন পদব্রজে পর্যটন করেন।

গালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন ; একটি চক্ষু এক বারে নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্মণ্য হয় ; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্যন্ত অনলস ও কর্মণ্য ছিল। তিনি, ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে, স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি অন্ধ দশাতে এক বার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান করি, আর বার আর বিষয় ; আর যত যত্ন করি, কোনও রূপেই অস্থির চিত্তকে স্থির করিতে পারি না ; এই সার্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার এক বারে নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে।

এই অবস্থাতে, ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, গালিলিয়, অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

## সর আইজাক নিউটন

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্সওয়ার্থনামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, শরীরপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপর্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের প্রামাণ্যসংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, গ্রন্থামনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত ; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরত-বিনির্গতজলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোনও ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময় তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখনও তিনি নিশ্চিন্ত মনে

তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশনপূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি, কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সণ্ডর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লর-প্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটীগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয়পরিশ্রমসহকারে ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তরকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতি-বিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি, অন্ধকারাবৃতগৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক, বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণকৌশলপূর্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও

সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস, তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণকারণবিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণবশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুতশক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি কালেজে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তার বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছু কাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রএল সোসাইটী (৭) নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয় নির্বাহার্থে প্রতিসপ্তাহে রীতিমত এক এক শিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্যদুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাবজন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

(৭) ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস, পদার্থবিদ্যার উন্নতিনিমিত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরে এই সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের লোকদিগকে ফেলো বলে। যাঁহারা অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারাই এই সমাজের ফেলো হইতে পারেন। সমুদয় এ সমাজের ফেলো একুশ জন; তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন ধনাধ্যক্ষ, দুই জন সম্পাদক। এই রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে অশেষাবধ মহোপকার জন্মিয়াছে।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেণ্ট (৮) নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ-নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়ানিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোনও রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাঁকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোনও ব্যক্তি কখনও নিউটনের কীর্তি-বিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মান বর্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট (৯) উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতাপ্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে কখনও

(৮) ইংলণ্ডের রাজকার্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয় না; রাজা এই সমাজের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণীতে দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য লোকেরা। এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদের এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে নিয়ম নির্ধারিত করেন, রাজার অনুমোদিত হইলে, সমুদায় রাজ্যমধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

(৯) বহুকাল পূর্বে, ইয়ুরোপ যে সকল ব্যক্তি কোনও সৈন্যসংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট বলিত। যাহারা প্রধানবংশজাত ও ঐশ্বর্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণে সম্ভ্রম ও মর্যাদা সূচক উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অসাধারণগুণসম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন, তাঁহারাই অধুনা রাজপ্রসাদে এই মর্যাদার উপাধি পাইয়া থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সর এই উপাধিও প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধি নাইটদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা; সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল, সর উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্ঘ সময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতানিবন্ধন কোনও ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সার্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা, ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধসহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০শে মার্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে, মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্টবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহগ্রণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এই বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর, তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

## সর উইলিয়ম হর্শেল

কোপর্নিকসের সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে, যে চিরস্মরণীয় মহানুভাবের আবিক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এক কালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তদীয় জীবনবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্যাজীব-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সুতরাং, তাঁহারাও চারি সহোদরে, উত্তর কালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যানুশীলনবিষয়ে হর্শেলের সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, তদীয় পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায় নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত, ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকরসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, ঐ সৈনিকদল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন; তিনি কতিপয়মাসান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন; কিন্তু হর্শেল, ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগপূর্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈনিকদলসংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে যে, প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল দুঃসহক্লেশ-পরম্পরায় কালযাপন করিতে ও ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে অরল অব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে, এই কর্ম সমাধান করিয়া, তিনি ইয়র্কশায়ারে তূর্যাচার্যের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসরকালে প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে এবং দেবালয়সম্পর্কীয় তূর্যাজীবসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হর্শেল, এবংবিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া, অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও,

আর আর চিন্তা এক বারে পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয়কর্মে অবসর পাইলে, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে, তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে, উহা নিজ ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক; এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশে, ডাক্তর রবর্ট স্মিথরচিত তূর্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্যবিদ্যাবিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, উহা তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু, এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্তমানব্যবসায় পরিত্যাগের এবং অত্যুন্নতব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, গণিতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে, ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবে না; অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে, এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবসর পাইলে, অন্যান্য যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, সে সমুদায় এই অনুরোধে এক বারে পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্বে, হর্শেল বেট্‌সনামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর, সামান্যরূপ তূর্যকর্মের অনুরোধে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত, বাথনগরে গমন করিলেন। তথায়, অসাধারণনৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তিনি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

হর্শেল এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্যপ্রয়োগ ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাপ্রদানাদির উত্তমরূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব, অর্থোপার্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই রূপে কর্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ, তূর্যবিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দশ হোরা, পরিশ্রম করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন; কিন্তু, তৎপরে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম না করিয়া, পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এই রূপে তিনি ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে, জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ

জন্যে। ঐ সময়ে, জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে, তিনি অবকাশকালে উক্তবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণাতে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, তিনি কোনও প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে একটি দ্বিপাতপ্রমিত দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগর হইতে তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় অনেক অধিক হইবাতে ক্রয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন; ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবলদূরবীক্ষণান্তরনির্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও, তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। প্রযত্নবৈফল্য দ্বারা, তাঁহার উৎসাহভঙ্গ না ঘটিয়া, উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্তনির্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চরগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণ নির্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিক্রিয়াবিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে, এই তার সূত্রপাত হইল। অতঃপর হর্শেল, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া, সমধিকসময়লাভবাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও, স্বীয় ব্যবসায়িক কর্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন; এবং সর্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশকালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিকযন্ত্রনির্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই রূপে, অচির কালের মধ্যে, সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আধিশ্রয়ণিকব্যবিধিবিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুরনির্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুইশতখান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুরনির্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্তের নিমিত্তে বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন, তন্মাত্র আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন, কর্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্র ভঙ্গ দিলে, সম্যক্ সমাধানের

ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। মুকুরনির্মাণবিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্তী না হইয়া, তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা তদ্দ্বারা লোকসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডলের পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে, উল্লিখিত দিবসের সায়ংসময়ে, সেই স্বহস্তনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতুপ্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি সবিশেষ অভিনিবেশপূর্বক পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্বার পর্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন, এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, পূর্ব পূর্ব বারে যাহা দেখিয়াছি, ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্যবেক্ষণ করাতে, তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, তিনি এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্যবেক্ষণ করাতে, এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল; তখন স্পষ্ট বোধ হইল, উহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্বর্তী (১০) তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। হর্শেল

(১০) সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা; আর সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য সকলের কেন্দ্র, গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে; সূর্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহারাই গ্রহ। পৃথিবী ও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে; এই নিমিত্ত উহাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোনও গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, উহা এক উপগ্রহ, পৃথিবীগ্রহের পারিপার্শ্বিকমাত্র। এক সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌরজগৎ হয়। সূর্য সকলের কেন্দ্র; আর বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বেষ্টা, পল্লস, জুনো, অস্ট্রিয়া, হীবি, আইরিস, ফ্লোরা, ডায়েনা, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, য়ুরেনস ও নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক, বৃহস্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, য়ুরেনসের ছয়, নেপচুনের এ পর্যন্ত একটিমাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই সৌরজগতে বহুসহস্র ধূমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্যের আলোকপাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্বিদেরা ইহা প্রায় একপ্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল

তাঁহার মর্যাদা নিমিত্ত তদীয়নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম্ সাইডস অর্থাৎ জর্জনক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন; আর আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকেন। অনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম্ সাইডসের আবিষ্ক্রিয়াবার্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই, ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথনগরীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল, তদনুসারে ঐ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, উইণ্ডসরসন্নিহিত স্লো-নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণনির্মাণ ও নভোমণ্ডলীপর্যবেক্ষণ দ্বারাই, তিনি জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইল, তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব পূর্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নির্মাণবিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত চত্বারিংশৎপাদদীর্ঘ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে, তিনি এই অতিবৃহৎ নল নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ আগষ্ট, উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে, কিন্তু প্রগাঢ়তর বুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশদিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা উহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনান্তর ঐ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হইল। এক্ষণে ঐ নল স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপিত হইয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব যন্ত্রের অর্ধেকের অধিক নহে।

ইহা নির্দিষ্ট আছে, এই প্রধান জ্যোতির্বিদ স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে কখনও শয্যারূঢ় থাকিতেন না; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদয় পর্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা

---

তাহারা এক এক সূর্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

দ্বারা দূরতরবর্তী নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায়সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ্বর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। হর্শেল প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন; কিন্তু বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই; অনন্তর, ১৮২২ খৃঃ অব্দে, আগস্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে, ত্র্যশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন। তিনি, যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া, এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া, তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধনসম্পত্তির ন্যায়, তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

## গ্রোশ্যস (১১)

গ্রোশ্যস, ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্‌ফট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকালেই অসাধারণবিদ্যোপার্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লাটিন ভাষায় কাব্যরচনা করেন, চতুর্দশ বৎসরের সময়, পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন; ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের রাজদূত বর্নিবেল্টের সমভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন, তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং সর্বত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হয়েন। হলণ্ড প্রত্যাগমনের পর, তিনি ব্যবহারজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, এবং সতর বৎসর বয়সে, ধর্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে তদ্দ্বারা অতি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গনাম্নী এক তনয়া ছিল। গ্রোশ্যস, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে, ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন, এবং গ্রোশ্যসের সহধর্মিণী হওয়াতেই, তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও বৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দুষ্ট

(১১) ইঁহার প্রকৃত নাম হ্যুগো গ্রূট। গ্রূট শব্দ লাটিন ভাষার সাধিত হইলে গ্রোশ্যস হয়। ইনি গ্রূট অপেক্ষা গ্রোশ্যস নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হইবেক, নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তিবিষয়ে, ঐ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রেই ধর্ম-সংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত, এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (১২) ও সর্বতন্ত্রপক্ষীয় (১৩) ছিলেন। তিনি স্বীয়ব্যবসায়িককার্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদ-বাগুরাতে পতিত হইলেন যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্বসহায় বর্নিবেল্ট অভিদ্রোহাভিযোগে ধর্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে, বর্নিবেল্টের প্রাণদণ্ড হইল, এবং গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গমধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্বে, গ্রোশ্যস কোনও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্মিণী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও, কোনও ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই ; কিন্তু তাঁহার দণ্ড-বিধানের পর, কারাবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতাপ্রদর্শনপূর্বক আবেদন করিয়া, তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস, তাঁহার এইরূপ অনির্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া, এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাসক্লেশরূপ অন্ধতমসে সূর্যকরোদয়-স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদননির্বাহার্থে আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিতগর্বপ্রদর্শনপূর্বক উত্তর দিলেন, আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দ্বারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি, স্ত্রীজাতিসুলভবৃথাশোকপরবশ না হইয়া, সাধ্যানু-সারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুত, গুণবতীভার্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সংকটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি।

(১২) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্মিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। প্রবর্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(১৩) যেখানে রাজা নাই, সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ হয় তাহাকে সর্বতন্ত্র বলে। সর্ব—সর্বসাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

তথাপি, গ্রোশ্যস, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও, নিজ পত্নীর সন্নিধান ও অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধারসাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে কি পর্যন্ত কার্যসাধন হইতে পারে, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, এই অভিলষিতসমাধানের উপায়চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই; এবং যদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশ্যস সন্নিহিতনগরবর্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর, সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোনও বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে, ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের উত্তরোত্তর অযত্নপ্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিলেন। বায়ুপ্রবেশার্থে তিনি তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন; এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানে রুদ্ধ হইয়া কত ক্ষণ পর্যন্ত থাকিতে পারেন, ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি এক দিবস, দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া, তাঁহার সহধর্মিণীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিলেন, আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়ন দ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; এজন্য, আমি সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার সম্মতিলাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া, তাহাদের অন্যতর পরিহাসপূর্বক কহিল, ভাই। ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন, হাঁ ইহার মধ্যে অনেক আর্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করণ্ডকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া, উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন, ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক পুস্তক আছে, তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে: গ্রোশ্যসের শারীরিকস্বাস্থ্যরক্ষার্থে, তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল, সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে, গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন, রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও করে কর্ণিকধারণপূর্বক, আপনের

মধ্য দিয়া গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন এবং ব্রাবন্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকটযানে এন্টওয়ের্প প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ রূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে, তিনি পূর্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল, ইঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্তব্য। কিন্তু অনেকেরই অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে, তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ, সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে, তাঁহার পরিবারও তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে, ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশঃশশধর সমুদায় ইয়ুরোপমধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া ফ্রান্সের হিতচিন্তাবিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস, প্রাকৃত জনের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতানিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস, এই রূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া, স্বদেশপ্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে, ১৬২৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্যাকর্তব্যস্থিরীকরণার্থ, হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমনবিষয়ে প্রাড্‌বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতিবিষয়ে যে নিয়মপরিবর্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহসপূর্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোনও প্রকারেই অপরাধস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে চাহেন নাই; বিশেষতঃ এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয়; এজন্য তাহারা তৎকাল পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া ছিল।

কতকগুলি লোকে তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু প্রাড্‌বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া, দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থানকালে, সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে, রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় দশ বৎসর অবস্থিতি ও কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। উক্ত কাল পরেই, নানাকারণবশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, তিনি বিরক্ত হইয়া কর্মপরিত্যাগপ্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি সুইডেনে প্রত্যাগমনকালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পূর্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেক-প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া, তিনি এক অনাবৃত শকটে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি ঐ স্থানেই, ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, আগস্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে, প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন, তদীয় গ্রন্থপরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসংক্রান্ত, সুতরাং গ্রীক ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ। এক্ষণে ঐ দুই ভাষার পূর্ববৎ অনুশীলন নাই, এজন্য তৎসমুদায় অধুনা একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। আর, ঐ কারণবশতই, তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি লাটিন ভাষায় নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহবিধিনামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তাহাতেই তাঁহার কীর্তি পৃথ্বীমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইয়ুরোপীয় অধুনাতন বিধানশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

## লিনিয়স (১৪)

সুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশে রাসল্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে, তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দীন গ্রাম-পুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও, অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তন্মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনায় তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিরূপিত পুস্তকে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং, তাঁহার প্রথম শিক্ষকেরা তদীয় অনাবেশদর্শনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাদের মুখে পাঠের গতিশ্রবণে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপানৎকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু, পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের নিরতিশয় বিনয়ের বশবর্তী হইয়া, চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহারসামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না; এমন কি, অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনসমাধানার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত, জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। এরূপ দুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করিলেন যে, তিনি তত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের তত্ত্ব-নির্ধারণ করিয়া আনিবেন। তিনিও, অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, পাথেয়মাত্র-পর্যাপ্ত বেতনে, উক্তবহুপরিশ্রমসাধ্যব্যাপারসমাধানার্থ ঐ প্রান্তরদেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।

কিন্তু, উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা ত্বরায় তাঁহার অভ্যুদয়াশা উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে, তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, লিনিয়সের বিদ্যালয়সম্পর্কীয় কোনও প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে,

(১৪) ইঁহার প্রকৃত নাম লিনি; লিনি শব্দ লাটিনভাষায় সাধিত হইলে, লিনিয়স হয়। ইনি লিনিয়স নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তর রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গ মধ্যবর্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর, তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ডালিকার্লিয়াপ্রদেশে পর্যটন করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহ্লন নগরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তর মোরিয়সের নিকট বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত ডাক্তর দয়াবান ও বিদ্যাবান ছিলেন। তাঁহার বৃক্ষবাটিকাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প ছিল, তদ্দর্শনে লিনিয়স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমধিক-সৌন্দর্যাধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল, লিনিয়স কখনও কোনও উদ্যানে বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ, নবীন উদ্ভিদবেত্তা ডাক্তর মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন; এবং সেই নবীনা কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢ়তর অনুরাগ সঞ্চার হইল। লিনিয়স, অন্তঃকরণের অনুরাগ ও ব্যগ্রতার বশবর্তী হইয়া, নবপ্রণয়িনীর জনকসন্নিধানে পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তর, এই নবাগত বিদ্বান বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে, তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু, আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না; অতএব বিবেচনা করিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এরূপ সহায়-সম্পত্তিহীন ও কোনও প্রকার নিয়মিত ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চিরদুঃখিনী করা হয়। অনন্তর, তিনি তাঁহাকে বিবাহবিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থ দৃঢ় রূপে পরামর্শ দিলেন, এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না; যদি তুমি এই সময়মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি, ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে পারে। লিনিয়স, স্বীয় নির্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রসারচঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া, প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত, অবিলম্বে লীডন নগর প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পূর্বে, কুমারী মোরিয়স, বহু দিনের সংগৃহীত ব্যয়াবশিষ্ট এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়া, প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি, তাঁহার কোমলকরপল্লবমর্দন ও ব্যগ্র চিত্তে বারংবার মুখচুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণমধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় হইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা, এমন অবস্থায়, মনে মনে কতপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে, প্রস্থান করেন; এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশে বিচ্ছেদবেদনানিবেদন-দূতীস্বরূপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন; এবং দুর্বিষহবিরহার্তিকাতর হইয়া,

অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু লিনিয়স সেরূপ নায়ক ছিলেন না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপ ভাল বাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে; আমিও, তাহার প্রণয়ের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত, বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না।

অনন্তর, তিনি লীডন নগরে উপস্থিত হইয়া, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন, এবং আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন, ঐ কালে তিনি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর, তিনি সমধিকবিদ্যালাভপ্রত্যাশায়, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ, তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জন-বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত এমন কোনও বিষয় ছিল না যে, তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই. আর তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু উদ্ভিদ-বিদ্যার অনুশীলনেই সর্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন, এবং ঐ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন যে, উহার লোপ না হইলে, তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, কিছু দিনের জন্যে পারিস যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরের শেষে, তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনপূর্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সকলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছিল। পরিশেষে, সৌভাগ্যোদয়বশতঃ, রাজ্ঞী ইলিয়োনোরার কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য হওয়াতে, তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, এবং সামুদ্রিক-সৈন্যসম্পর্কীয় চিকিৎসকের ও রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হইলে, তিনি পরস্পরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে, সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন।

কিয়ৎ দিবস পরেই, লিনিয়স অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে, তাঁহার পূর্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হওয়াতে, উভয়ে সদ্ভাবপূর্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এই রূপে লিনিয়স, চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া, অতি সম্মানপূর্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর উক্ত কার্য নির্বাহ করিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে, কয়েকজন নব্য পণ্ডিত নিসর্গোৎপন্নপদার্থগবেষণার্থ দেশে দেশে প্রেরিত হইলেন। কালম, অসবেক, হসল্কিস্ট ও লোফ্লিং এই কয়েক ব্যক্তি প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে

লিনিয়সের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল, তাহাই তাহার মূল কারণ। ডট্রিংহলম নগরে সুইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল, তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও, তদনুসারে, তত্রত্য সমুদায় শঙ্খশম্বুকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়ী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, তিনি ফিলসফিয়া বোটানিকা অর্থাৎ উদ্ভিদ-মীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে, ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, স্পিশিস প্লান্টেরম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচিত, ও প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত নিখিল তরুগুল্মাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে, এই মহীয়ান পণ্ডিত, নাইট অব্ দি পোলার ষ্টার, এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্যাদা ইহার পূর্বে কখনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সম্ভ্রান্তলোকশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য-দেশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও তিনি বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি, ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্যশালী হইয়া, অপ্সালসন্নিহিত হামার্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া, জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্রশালিকা ছিল, তথায় তিনি উক্ত-বিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ লোক ও অধ্বনীনবর্গের সাহায্যে, তাঁহার ঐ চিত্রশালিকার সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স, জীবনের অধিকাংশ, শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে, অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক, পদার্থবিদ্যাবিষয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইলেন। এজন্য, অধ্যাপনাসংক্রান্ত যে সকল কর্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাঁহাকে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল। অনন্তর, তিনি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার, কিয়ৎ দিন পরে আর এক বার, ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারির একাদশাহে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

লিনিয়স পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় এবং রোগনির্ণয় বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিবৃত্তমধ্যে অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যাবিষয়ে যে নানা প্রণালী ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কালক্রমে তৎসমুদায়ের অন্যথাভাব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু, তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যে মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। সুইডেনের অধিপতি চতুর্দশ চার্লস, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, লিনিয়সের জন্মভূমিতে তাঁহার এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

## বলন্টিন জামিরে ডুবাল

ফ্রান্স রাজ্যে সাম্পেন নামে এক প্রদেশ আছে, ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে. ডুবাল ঐ প্রদেশের অন্তর্বর্তী আর্টনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার পিতা মাতা, আর কতকগুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। কিন্তু, এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও, মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে, সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জনাদি দ্বারা মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু, বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচারদোষে দূষিত হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরিশেষে, ঐ কারণবশতঃ, তাঁহাকে জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ডুবাল, ১৭০৯ খৃঃ অব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে, লোরেন প্রস্থান করিলেন। তিনি পথিমধ্যে বিষম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোনও অসম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, ঐ ব্যক্তি, তাঁহার তাদৃশদশাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল, কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেন, এবং পরিশেষে কোনও সন্নিবেশবাসী যাজকের আশ্রয় পাইয়া, সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়েই তিনি ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ডুবাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি, শৈশবকালেই, সর্প ভেক, প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, ইহারা এরূপে নির্মিত হইল কেন, ইহাদের সৃষ্টির তাৎপর্যই বা কি, এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন দ্বারা সর্বদাই বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন তাহা যে সন্তোষজনক হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোনও বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম কার্য সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে।

এক দিবস, ডুবাল কোনও পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈসপরচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশু পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্তিতে

অলঙ্কৃত ছিল। এ পর্যন্ত, ডুবালের বর্ণপরিচয় হয় নাই, সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন, উহাদের নাম জানিতে, ও তত্তদ্বিষয়ে ঈসপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালক কোনও ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ, তাঁহাকে সর্বদাই এই রূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত কষ্টসাধ্য হউক না কেন, যে রূপে পারি, লেখা-পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই, অদ্ভুত পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত একপ্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস একখানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে, এই সমুদায় আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থবিশেষের প্রতিমূর্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, এক দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, তাবৎ কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না।

কিয়ৎ দিন পরে, তিনি, একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্বদৃষ্ট যাবতীয় বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন; এবং কিয়ৎ দিবস পর্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া, তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফ্রান্সপ্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্ধ ক্রোশের চিহ্ন অনুমান করিয়াছিলেন। পরন্তু, সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অথচ ভূচিত্রে উভয়ের অন্তর অত্যল্পস্থানব্যাপী লক্ষিত হইতেছে; এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়া, তিনি ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ধারিত করিলেন এমন নহে, ভূগোলবিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এই রূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। অতএব,

তিনি বিজনস্থানলাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস, ঘটনাক্রমে ডিনিয়ুবয়ের নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া, তিনি এমন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, অতঃপর তপস্বী পালিমানের অনুবর্তী হইয়া, ধর্মচিন্তাবিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অনন্তর, তিনি তপস্বী মহাশয়কে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। পালিমান অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন, এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শূন্য ছিল, তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই পালিমানের কর্তৃপক্ষ ঐ পদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোন ক্রোশ অন্তরে, সেণ্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালিমান, সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক অনুরোধপত্রসমেত তাঁহাদের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সতীর্থ তপস্বীদিগের আজীবনস্বরূপ যে ছয়টি ধেনু ছিল, ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয়, তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন. কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। ডুবাল যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন, তাহা আশ্রমদর্শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। তিনি এখানেও, পূর্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া, যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন, অন্য কোনও বিষয়ে ব্যয় না করিয়া, তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে, বিস্তরব্যাঘাতসত্ত্বেও, তিনি লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

কোনও কোনও ভূচিত্রের নিম্ন ভাগে সম্ভ্রান্ত লোকবিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল, তাহাতে গ্রিফিন, উৎক্রোশপক্ষী, লাঙ্গুলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া, ডুবাল আশ্রমাগত কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এবংবিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন, কুলাদর্শ নামে এক শাস্ত্র আছে, এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। শ্রবণমাত্র তিনি ঐ শব্দটি লিখিয়া লইলেন, এবং অতি সত্বর নিকটবর্তী নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং অবিলম্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্তের অনুশীলনে ডুবাল অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই সন্নিহিতবিপিনমধ্যে নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া, নির্মল নিদাঘরজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্মণ্ডলপর্যবেক্ষায় যাপন করিতেন, এবং মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিকময় নভোমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন—যেরূপ অবস্থা, মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন, এই বাসনায় তিনি অত্যুন্নত ওকবৃক্ষশিখরোপরি বন্য দ্রাক্ষা ও উইলোশাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া, সারসকুলায়সন্নিভ একপ্রকার বসিবার স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ডুবালের যত জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পুস্তকবিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তকক্রয়ের যে নির্ধারিত উপায় ছিল, তাহার সেরূপ বৃদ্ধি হইল না। তিনি আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া বনের জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল এই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিতে লাগিলেন। আয়বৃদ্ধিসম্পাদন নিমিত্ত, তিনি কখনও কখনও অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

একদা তিনি, কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃক্ষোপরি এক অতি চিক্কণলোমা আরণ্য মার্জার অবলোকন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্বক এক দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা মার্জারকে অধিষ্ঠানশাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল, এবং তথা হইতে নিষ্কাশিত করিবামাত্র, তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর, উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখরপ্রহার করিল; ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরও শক্ত করিয়া ধরিল এবং খর নখর দ্বারা চর্মের যতদূর আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় সমুদায় অংশ উঠাইয়া লইল। অনন্তর, ডুবাল নিকটবর্তী বৃক্ষোপরি বারংবার আঘাত করিয়া, মার্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহাকে গৃহে আনিলেন; ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিব, এই আহ্লাদে বিড়ালকৃত ক্ষতক্লেশ এক বার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্য জন্তুর উদ্দেশে সর্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং লুনিবিলে গিয়া সেই সেই পশুর চর্মবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুস্তক ও ভূচিত্র কিনিয়া আনিতেন।

অবশেষে, এক শুভ ঘটনা হওয়াতে, তিনি অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। শরৎকালে এক দিবস অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সম্মুখবর্তী শুষ্ক পর্ণরাশিতে আঘাত করিবামাত্র, তিনি ভূতলে এক উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন, উহা স্বর্ণময় মুদ্রা, উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। ডুবাল ইচ্ছা করিলেই ঐ স্বর্ণময় মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ করা গর্হিত ও অধর্মহেতু বলিয়া জানিতেন; অতএব পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয়! অরণ্যমধ্যে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছি, আপনি এই ধর্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন; যে ব্যক্তির হারাইয়াছে, তিনি সেন্ট এনের আশ্রমে গিয়া, আমার নিকটে আবেদন করিলেই আপন বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর, ইংলণ্ডদেশীয় ফরষ্টর নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে, সেন্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া, ডুবালের অন্বেষণ করিলেন, এবং ডুবাল উপস্থিত

হইলে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এক মুদ্রা পাইয়াছ? ডুবাল কহিলেন, হ্যাঁ মহাশয়। তিনি কহিলেন, আমি তোমার নিকট বড় বাধিত হইলাম, সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন, অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাত্তিক চিহ্ন বর্ণন করুন, তবে আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন, অহে বালক! তুমি পরিহাস করিতেছ কেন, কুলাদর্শের বিষয়ে তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল কহিলেন, সে যাহা হউক, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আপনি নিজ আভিজাত্তিক চিহ্নের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের নির্বন্ধাতিশয়দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ফরস্টর, তাঁহার জ্ঞানপরীক্ষার্থে তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি ভূরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; পরিশেষে তৎকৃত উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া, মুদ্রাগ্রহণপূর্বক দুই সুবর্ণ পুরস্কার দিলেন; এবং প্রস্থানকালে ডুবালকে, মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া, সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া দিলেন। তদনুসারে ডুবাল যখন যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক এক রজতমুদ্রা দিতেন। এইরূপে ফরষ্টরের নিকট মধ্যে মধ্যে মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া, সেন্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারিশত খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইল; তন্মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

ডুবাল ক্রমে দ্বাবিংশতিবর্ষীয় হইলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত আপনার হীন অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ, এখনও তিনি জ্ঞানব্যতীত সর্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন, এবং জ্ঞানোপার্জন ব্যতীত আর কোনও বিষয়েরই অভিলাষ রাখিতেন না। তিনি প্রতিদিন গোচারণকালে, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করিতেন, এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না রাখিয়া, কেবল অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন; ধেনু সকল সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইত।

একদা তিনি এই ভাবে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌণ্ট বি ডাম্পিয়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন। কৌণ্ট মহাশয়, অসংস্কৃতবিরলকেশ অতিহীনবেশ রাখালের চতুর্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া, এমন চমৎকৃত হইলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন।

এই রূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয় ও তদীয় সহচরেরা, ডুবালকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, ঐ রাজকুমার

দিগের মধ্যে এক জন পরে মেরিয়া থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্মানিরাজ্যের সম্রাট হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, সকলেই এক কালে মুগ্ধ হইলেন; পরিশেষে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা বাকপথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষ সাগরে মগ্ন হইলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার, তৎক্ষণাৎ কহিলেন, তুমি রাজসংসারে চল, আমি তোমাকে এক উত্তম কর্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, রাজসংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্মভ্রংশ হয়; এবং নাঙ্গিতেও দেখিয়াছিলেন, বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়; অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন, আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই; চির কাল অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবনক্ষেপণ করিব; আমি এ অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখে আছি; কিন্তু ইহাও কহিলেন, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনকার সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক, ডুবালের যথানিয়মে সংপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়নসমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, তাঁহাকে পোণ্টে মৌসলের জেসুটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল সমধিক রূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর, ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে, ডিউকের পারিসযাত্রাকালে, তদীয়সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন. এই অভিপ্রায়ে যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পর বৎসর তিনি তথা হইতে লুনিবিলে প্রত্যাগমন করিলে, ডিউক মহাশয় তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাতশত মুদ্রা বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন, এবং কোনও বিষয়ে কোনও নিয়মে বদ্ধ না করিয়া, সচ্ছন্দে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুরাবৃত্তে যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার এমন সুখ্যাতি হইল যে, অনেকানেক বৈদেশিকেরাও লুনিবিলে আসিয়া তদীয়শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন। আপনার পূর্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন হইলে, তিনি তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, বরং সেই অবস্থায় যে মনের সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয়সহকারে অন্তঃকরণমধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেণ্ট এনের আশ্রম পুনর্নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তে একটি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। অনন্তর, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকুমারগণ ও তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সহিত যে রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন, এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া, স্বপ্রত্যবেক্ষিত পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি জন্মভূমিদর্শনবাসনাপরবশ হইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্ত রূপে নির্মাণ করাইলেন; আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্টনিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, ডিউকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে, রাজকীয় পুস্তকালয় ফ্লোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ববৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রভু, হঙ্গরির রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ দ্বারা অত্যুন্নত সম্রাটপদ প্রাপ্ত হইয়া, বিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক এবং পৃথিবীর অন্যান্যভাগপ্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞানবিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সম্রাট তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন; এবং রাজপল্লীমধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডুবাল প্রায় সপ্তাহে একদিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত আহার করিতেন।

এই রূপে অবস্থার পরিবর্ত হইলেও, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত হইল না। ইয়ুরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রসপরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জনে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, আপন পুত্রের উপাচার্যের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কোনও কারণবশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে, কোনও কোনও রাজকুমারীকে কখনও নয়নগোচর করেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। একদা, এই কথা উত্থাপিত হইলে, কোনও রাজকুমার কহিয়াছিলেন, ডুবাল যে আমার ভগিনীদিগকে জানেন না, ইহাতে আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি না, কারণ আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস তিনি না বলিয়া সত্বর চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন, গাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন, সে তো ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ভাল গাইত, এজন্য ডুবাল উত্তর দিলেন, আমি মহারাজের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন, কেন। ডুবাল কহিলেন, কারণ এই যে,

মহারাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে, সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে; কিন্তু এই কথায় কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। ফলতঃ, ডুবাল কোনও কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব ধর্মাত্মা, জীবনের শেষ দশা সচ্ছন্দে ও সম্মানপূর্বক যাপন করিয়া, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষ রূপে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়বার্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম. ডি. রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। সরকেশিয়াদেশীয়া এক সুশিক্ষিতা রমণী দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগার-পরিচারিকা ছিলেন; তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে রূপবতী যুবতীদিগকে প্রিয় বিবি বলিয়া সম্ভাষণ করা দূষণাবহ নহে; এই নিমিত্ত তিনি, পূর্বোক্ত রমণী ও অন্যান্য যে যে গুণবতী কামিনীদিগকে ভাল বাসিতেন, সকলকেই উক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিতেন।

এই সকল দেখিয়া যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে, ডুবাল কামিনীগণসহবাসে বীতরাগ ছিলেন না; কিন্তু তাহাদের অধিকতর মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া, কখনও পরিচ্ছদপরিপাটীর চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ, অন্তিম কাল পর্যন্ত তাঁহার বেশ ও চলন পূর্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। তিনি কৃষকদিগের ন্যায় চলিতেন, এবং সর্বদা কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণের অঙ্গাবরণ, সামান্য পরিধান, ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন, এবং লৌহকণ্টকাবৃত স্থূল উপানহ ধারণ করিতেন। তিনি যে পরিচ্ছদপরিপাটীবিষয়ে এরূপ অনাদর করিতেন, তাহা কোনও ক্রমেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল নির্মল-জ্ঞানালোকসহকৃত ঋজুস্বভাবতাবশতই এরূপ হইত। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্যাপ্ত হইতে পারিবেক—তাঁহার এক জন কর্মকর ছিল, তিনি তাহাকে ভৃত্য না ভাবিয়া বন্ধুমধ্যে গণনা করিতেন; সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ, এজন্য তিনি প্রতিদিন সকাল রাত্রেই, তাহাকে গৃহগমনের অনুমতি দিতেন, এবং তৎপরে যথা-কথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল, স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান হইয়াছিলেন। রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে, মনুষ্যমাত্রেই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াশক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্ধ শতাব্দীর অধিক যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি অতি দীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, চরিত্রের নির্মলতাবিষয়ে, লোরেনাবস্থানকালের রাখালভাব পরিত্যাগ

করেন নাই। তাঁহার পূর্বতন হীন অবস্থার দুঃসহক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা, অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

## তামস জেঙ্কিন্স

এক্ষণে এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিত হইতেছে যে, তাহা দূর দেশে বা অতীতকালে ঘটিলে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত সন্নিহিত দেশে ও সন্নিহিত কালে ঘটিয়াছে; সুতরাং কোনও অংশ অপ্রামাণিক বোধ হইলে, অনায়াসে তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন করা যাইতে পারিবে; এই নিমিত্ত অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রচারিত হইল।

তামস জেঙ্কিন্স আফ্রিকাদেশীয় কোনও রাজার পুত্র। তদীয় আকার কাফরির সমুদায়লক্ষণোপেত ছিল। তাঁহার পিতা বহ্বায়ত গিনি উপকূলের অন্তর্গত লিটিল কেপ মৌণ্ট সংজ্ঞিত স্থান ও তৎপূর্ববর্তী জনপদের অনেকাংশের অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাসক্রয়ার্থ সর্বদা যাতায়াত করিত। কাফরিরাজ, শরীরগত কোনও বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত, ব্রিটেনীয় নাবিকদিগের নিকট কুক্কুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইয়ুরোপীয়েরা, সভ্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে, বাণিজ্যবিষয়ে কাফরিজাতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা কুক্কুটাক্ষ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যানুশীলনার্থে ব্রিটেনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত হাউয়িক প্রদেশীয় কাপ্তেন স্বানস্টন এই উপকূলে আসিয়া, হস্তিদন্ত, স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। কাফরিরাজ তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, আপনি আমার পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন; আমি এতদ্দেশোৎপন্নপণ্যবিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিব। এই বালক যে অভিপ্রায়ে ও যে প্রকারে স্বানস্টনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু কিছু জাগরূক ছিল। প্রস্থানদিবসে, তাঁহার পিতামাতা, কতিপয় কৃষ্ণকায় মহামাত্র সমভিব্যাহারে উপকূলসন্নিহিত এক উন্নত হরিত প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে পোতবণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তাঁহার জননী রোদন করিতে লাগিলেন। স্বানস্টন ধর্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিলেন, আপনাদের পুত্র যত দূর পারেন বিদ্যা শিখাইয়া কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর, বালক পোতোপরি নীত হইলেন; পোতপতি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নাম তামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।

স্বানস্টন, জেঙ্কিন্সকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া, আপন প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতেছেন, এমন সময়ে দুর্দৈবশতঃ অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এরূপ দুর্দৈব ঘটিলে কি হইবে, তাহার কোনও প্রতিবিধান করা না থাকাতে জেঙ্কিন্সের কেবল বিদ্যাশিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমন নহে, গ্রাসাচ্ছাদনাদি অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌর ইননামক পান্থনিবাসের অন্তর্গত এক গৃহে স্বানস্টনের প্রাণত্যাগ হয়। তথায় জেঙ্কিন্স,

স্কটদেশীয় দুরন্ত হেমন্তের শীতে ম্রিয়মাণ হইয়াও, সাধ্যানুসারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ক্রটি করেন নাই। স্বানষ্টনের মৃত্যুর পর, তিনি শীতে যে পর্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে, সেই স্থানের অধিকারিণী বিবি ব্রৌন তাঁহাকে রন্ধনাগারের রাশীকৃতপ্রজ্বলিতজ্বলনসন্নিধানে আনয়ন করিলেন। সমুদায় বাটীর মধ্যে, কেবল ঐ স্থান তাঁহার সচ্ছন্দাবাসের যোগ্য ছিল। তিনি বিবি ব্রৌনের এই দয়ার কার্য চিরকাল স্মরণ করিতেন।

জেঙ্কিন্স সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন। পরে মৃত স্বানষ্টনের অতি নিকট কুটুম্ব টিবিয়টহেডবাসী এক কৃষক, তদীয় সমস্তভারগ্রহণপূর্বক, তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি শূকরশাবক ও হংসকুক্কুটাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমগণের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম করিতে লাগিলেন। পান্থনিবাস হইতে প্রস্থানকালে, তিনি ইঙ্গরেজীর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু, এখানে আসিয়া, তিনি অতি ত্বরায় সেই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা, উচ্চারণের সমুদায় নিয়ম সহিত, শিক্ষা করিলেন। তিনি স্বানষ্টনের কুটুম্বের বাটীতে যে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিছুকাল রাখালের কর্ম করেন; তৎপরে একপ্রকার তৃণ শকটে করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেন। তিনি এই কর্ম এমন উত্তম রূপে নির্বাহ করিতেন যে, গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে পর, ফলনাসনিবাসী লেডলানামক এক ব্যক্তি, কোনও অনির্ণীত হেতুবশতঃ, তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, সেই গৃহস্বামীর নিকট প্রার্থনাপূর্বক, তাঁহাকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলেন; কৃষ্ণকায় জেঙ্কিন্স ফলনাসে আসিয়া সকল কর্মই করিতে লাগিলেন; কখনও রাখাল হইতেন, কখনও বা মন্দুরার কর্ম করিতেন; ফলতঃ তিনি কর্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কর্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া হাউয়িকে যাইতে হইত। অত্যন্ত মেধা থাকাতে, তিনি এই কর্মের বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ লেডলার একজন প্রকৃত কৃষাণ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার অনুরাগ জন্মে। তিনি প্রথম কি রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। বোধ হয়, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, তাঁহার অবশ্য-কর্তব্যতা বোধ ছিল; এবং এরূপ অবস্থায় যত দূর হইতে পারে, পিতার মানস পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে, তিনি লেডলার সন্তানদের অথবা তাঁহার গৃহদাসীদের নিকট প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন।

লেডলা অতি অল্প দিন মধ্যেই, জেঙ্কিন্সকে বর্তিকার শেষগ্রহণে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জেঙ্কিন্স, দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরি মঞ্চে লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল লইয়া তিনি কি করেন, এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্বরায়, তত্রত্য লোক সকল কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, জেঙ্কিন্স বাসায় গিয়া কি করেন, এই

বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, ঐ দীন বালক এক পুস্তক ও প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল, একটি পুরাতন বীণাযন্ত্রও তাঁহার নিকটে আছে। ঐ যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি নিদ্রাপ্রতিরোধনিবন্ধন অসুখে যাপন করিতে হইত।

এইরূপে বিদ্যানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, লেডলা তাঁহাকে কোনও প্রতিবেশিসংস্থাপিত বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি তথায় অল্পদিনমধ্যে এমন বিদ্যোপার্জন করিলেন যে, সেই প্রদেশের সমুদায় লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কখনও কাহারও বোধ ছিল না যে, কাফরিজাতি কোনও কালে বিদ্যার্থী হইতে পারে। যাহা হউক, যদিও তাঁহাকে লেডলার ক্ষেত্রসংক্রান্ত নীচ কর্ম্মেই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত, তথাপি তিনি অবকাশমতে ক্রমে ক্রমে বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। সেই বালক, উক্ত ভাষাদ্বয়ের অধ্যয়নার্থে যে যে পুস্তক আবশ্যক, তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিবিষয়ে যথাশক্তি আনুকূল্য করিতেন; কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার বিদ্যালয় না থাকাতে, তাঁহারা প্রকৃত রূপে তাঁহার শিক্ষার সদুপায় ও সুযোগ করিয়া দিতে পারেন নাই।

অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, লেডলারা স্ত্রী-পুরুষে তাঁহার প্রতি যে সৌজন্য দর্শাইয়াছিলেন, স্বমুখে তাহা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতাপ্রবাহে উচ্ছলিত ও নয়নদ্বয় বিগলিত বাষ্পসলিলে প্লাবিত হইত। কিয়ৎ দিন পরে, লাটিন ও গ্রীক ভাষাতে একপ্রকার বোধাধিকার জন্মিলে, তিনি গণিত-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জেঙ্কিন্স যে গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতের মধ্যে এক প্রধান ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হাউয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় হইবে শুনিয়া, তিনি পূর্ব্বনির্দিষ্ট বয়স্যের সহিত তথায় গমন করিলেন। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহার মধ্যে ছয় টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর, তাঁহার সহচরও স্বীকার করিলেন, যদি পুস্তকবিশেষ ক্রয় করিবার নিমিত্ত আরও কিছু আবশ্যক হয়, আমারও বার আনা সংস্থান আছে, দিতে পারিব। এক্ষণে অধ্যয়নবিষয়ে গ্রীক-ভাষার অভিধান অত্যন্ত উপযোগী জ্ঞান করিয়া, বিক্রয়সময়ে জেঙ্কিন্স, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়, ঐ পুস্তক ক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। যে পুস্তক কেবল বহুজ্ঞ বিদ্যার্থীর প্রয়োজনোপযোগী, অতি হীনবেশ কাফরিকে তৎক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জেঙ্কিন্সের সহচরের সহিত মনক্রিফনামক এক ব্যক্তির আলাপ ছিল। তিনি, ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন মনক্রিফ, তাঁহাদের ছয় টাকা বার আনা মাত্র সংস্থান অবগত হইয়া, কহিলেন, তোমার যত দূর পর্যন্ত ইচ্ছা হয় মূল্য ডাকিবে, যাহা অকুলান পড়িবে, আমি তাহার দায়ী রহিলাম। জেঙ্কিন্স, মনক্রিফ মহাশয়ের এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং তিনি আপনাদের সঙ্গতি পর্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে ক্ষান্ত হইবামাত্র, তাঁহার সহচর মূল্য ডাকিতে লাগিলেন। দীন কাফরিবালক তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বয়স্য! কি কর, তুমি তো জান, আমাদের এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ বালক তাঁহার সেই নিষেধ না মানিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্ট চিত্তে তদীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মনক্রিফ মহাশয়কে এ বিষয়ে কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য করিতে হইয়াছিল। জেঙ্কিন্স আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া পুস্তক লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে উহা সার্থক করিয়াছিলেন, তদুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কাফরিজাতির বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বরূপ সেই সুবোধ বালকের স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল। ইহাতে এক বারেই এই উত্তর দিতে পারা যায়, যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জেঙ্কিন্স, স্বভাবতঃ বিনীত, নিরহঙ্কার ও দুষ্ক্রিয়াসক্তিশূন্য ছিলেন। তাঁহার আচরণ এমন অসামান্যসৌজন্যব্যঞ্জক ছিল যে, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। বস্তুতঃ, সমুদায় উচ্চ টিবিয়টহেড প্রদেশে তিনি অতিমাত্র লোকরঞ্জন বলিয়া সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি আপন কার্য নির্বাহবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না; এজন্য তাঁহার নিয়োগ্যেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন; আর, জ্ঞানোপার্জনবিষয়ে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব উৎসাহ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার, স্বদেশভাষার বিন্দুবিসর্গও মনে না থাকাতে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সামান্য কৃষকদিগের সহিত শরীরের বর্ণ ব্যতিরিক্ত কোনও বিষয়ে বিভিন্নতা ছিল না; এইমাত্র বিশেষ যে, তিনি তাহাদের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিকবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্যানুশীলনবিষয়ে সাতিশয় আসক্ত হইয়া সময় যাপন করিতেন। খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্মে তাঁহার দ্রঢ়ীয়সী শ্রদ্ধা ছিল এবং ধর্মসংক্রান্তপ্রত্যেকবিধিপ্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, বোধ হয়, জেঙ্কিন্স অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মিত। ফলতঃ, তিনি [illegible] নিমিত্ত যে অশেষপ্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা গণনা না করিলেও, সর্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেন, সন্দেহ নাই।

জেঙ্কিন্সের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, টিবিয়টহেডের পাঠশালার শিক্ষকের পদ শূন্য হইল; উক্ত কৃষকবহুল জনপদের নিবাসীদিগের শিক্ষার্থে যে পাঠশালা ছিল, ইহা তাহার শাখাস্বরূপ। এ বিষয়ে জেষ্টবর্গের যাজকগণের উপর এই ভারার্পণ হইল যে, তাঁহারা কোনও এক দিন, হাউয়িকে সমাগত হইয়া, কর্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষা

করিয়া, অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিবেন। পরীক্ষাদিবসে ফলনাসের কৃষ্ণকায় কৃষকও, পুস্তকরাশি কক্ষে করিয়া, অতি হীন বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, পরীক্ষাদানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকেরা কাফরিকে পরীক্ষাদানার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশংসাপত্র দর্শনে, অন্যান্য তিন চারিজন কর্মাকাঙ্ক্ষীদিগের ন্যায়, তাঁহারও যথানিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইল, অস্বীকার করিতে পারিলেন না। জেঙ্কিন্স পরীক্ষাতে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষায় এত উৎকৃষ্ট হইলেন যে, পরীক্ষকদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। জেঙ্কিন্স জয়লাভ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এই আলোচনা করিতে করিতে, প্রত্যাগমন করিলেন যে, এক্ষণে আমি যে পদে নিযুক্ত হইব, তাহা পূর্বতন সমুদয় কর্ম অপেক্ষা উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জনের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ও সদুপায় হইবেক।

কিন্তু, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, জেঙ্কিন্সের এই অভ্যুদয়াশা প্রতিহত হইয়া রহিল। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী যাজকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে. তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি, কাফরিকে উপস্থিত কর্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষাদানের সমুদয় ফলে বঞ্চিত হইয়া, জাতি ও অবস্থার অপকর্ষনিমিত্ত এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে, এই মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু, যাজকমণ্ডলীর অবিচারে তিনি যেরূপ বিষাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে, বর্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর, ডিউক অব বক্লিয়ু প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা, উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে উদ্যুক্ত হইয়া, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ জেঙ্কিন্সকে নিযুক্ত করিতে হইবেক এবং এ পর্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন, ইঁহাকে তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর, অতি ত্বরায় এক কর্মকারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নিরূপণ করিয়া, তাঁহারা জেঙ্কিন্সকে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে, সমুদয় বালক ও তাহাদের পিতা মাতারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই, সমুদয় ছাত্র পূর্ব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া জেঙ্কিন্সের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। জেঙ্কিন্স কিয়ৎ দিন পূর্বে, শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কালেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তিনি এমন বেতন পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

তিনি অতি ত্বরায় একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে, তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইলেন ; তাঁহার প্রতিপক্ষ যাজকমণ্ডলীর মুখ মলিন হইল। তিনি শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক প্রণালী জানিতেন ; কোনও প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া, কেবল কৌশলবলে কার্যনির্বাহ করাতে, স্বীয় ছাত্রবর্গের সাতিশয়

প্রিয় ও নিযোগ্যগণের অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য করিতেন, এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতি শনিবার অবাধে হাউয়িকে গমন করিয়া, তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া আসিতেন; ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, তিনি শিক্ষক হইয়াও স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই।

এই রূপে, দুই এক বৎসর পাঠশালার কার্যসম্পাদন করিলে, জেঙ্কিন্সের দুইশত মুদ্রার সংস্থান হইল। তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া, শীত কয়েক মাস কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, লাটিন, গ্রীক ও গণিতবিদ্যা বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত, অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঠশালায় অধ্যক্ষবর্গের অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন; অতএব তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি, উপস্থিত ব্যাপারে সৎপরামর্শ লইবার নিমিত্ত, তাঁহার দয়ালু বন্ধু মনক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই দয়াবান ব্যক্তি তাঁহার গ্রীক অভিধান ক্রয়কালে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরেও আর আর অনেক উপকার করেন।

মনক্রিফ পরিচয়দিবসাবধি জেঙ্কিন্সকে অদ্ভুতপদার্থমধ্যে গণনা করিতেন; এক্ষণে, তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমৎকৃত হইলেন; এবং সর্বাগ্রে তাঁহার সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন, শুন জেঙ্কিন্স! ইহাতে কোনও রূপেই তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সঞ্চয় করিয়াছ, তদ্দারা শুল্কদাননির্বাহ হওয়াই কঠিন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু, ঐ বদান্য বন্ধু, তাঁহার ক্ষোভশান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহার হস্তে এক অনুমতিপত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, এডিনবরা নগরে অমুক বণিকেক লিখিলাম, অতিরিক্ত যখন যাহা আবশ্যক হইবেক, তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে।

জেঙ্কিন্স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, এডিনবরা প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ তিনি লাটিনের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া, তাঁহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবেশিকা প্রার্থনা করাতে, তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত অবাক হইয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি লাটিনের কিছু শিখিয়াছ কি না। জেঙ্কিন্স বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, আমি বহু কাল লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি; এক্ষণে উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভের আশয়ে এই স্থানে আসিয়াছি। উক্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক প্রবেশিকা প্রদান করিলেন, কিন্তু বদান্যতাপ্রদর্শন পূর্বক নিয়মিত শুল্ক গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর, জেঙ্কিন্স অন্য দুই অধ্যাপকের নিকট প্রার্থনা করাতে, তাঁহারাও উভয়ে প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন; পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে নিবেশিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই রূপে তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া, শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতিপূর্বক, অভিলাষানুরূপ

অধ্যয়ন সমাধান করিলেন, অথচ পরম দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতিপত্রের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইল না। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, টিবিয়টহেডে প্রত্যাগমন-পূর্বক, তিনি পুনর্বার যথানিয়মে পাঠশালার কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষভাগ, যে রূপে উপসংহৃত হইলে, সকলের মনোরঞ্জন হইত, সেরূপ হয় নাই। বোধ হয়, কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজা-গণের সভ্যতাসম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারিতেন।

কিয়ৎ কাল অতীত হইল, প্রতিবেশবাসী কোনও সদাশয় ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, ঔপনিবেশিক দাসমণ্ডলীর উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া, জেঙ্কিন্সকে খৃষ্টধর্ম-সঞ্চারিণী সভার নিকট বলিয়া দেন। উক্ত সভার অধ্যক্ষেরা জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া উপদেশকতার ভার দিয়া, মরিশস দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়োগ তাঁহার পক্ষে কোনও রূপেই উপযুক্ত হয় নাই।

## সর উইলিয়ম জোন্স

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০শে সেপ্‌টেম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্তে। এই নারী অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্স অতি শৈশবকালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগের দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে, যদি তিনি কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্বদাই এই উত্তর দিতেন, পড়িলেই জানিতে পারিবে। জ্ঞানলাভবিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও জননীর তাদৃশ উপদেশ এই উভয় কারণে, পুস্তকপাঠবিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে, এবং তাহা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন; এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায়, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়নবিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন, এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, এই বালক, সালিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও, খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি, প্রায় সর্বদাই, নিদ্রাপ্রতিরোধের নিমিত্ত, কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এইপ্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে; ইহাতে

অনায়াসেই রোগ জন্মিতে পারে। জোন্স অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা নির্দিষ্ট আছে, তিনি, কোকলিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ করিয়া, তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে, উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহারবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা, সর্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

জোন্স ভাষাশিক্ষাবিষয়ে স্বভাবতঃ অতিশয় নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির ভাষাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও নৈপুণ্য থাকে, তাহাদের প্রায় অন্য অন্য বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের বিষয়ে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। তিনি প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী ছিলেন। অক্স্‌ফোর্ডে অধ্যয়নকালে, তিনি এসিয়াখণ্ডের ভাষাসমূহ শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপূর্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইলে, তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন। ইটালীয়, স্পানিশ, পর্তুগীস ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন; এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য, খড়্গপ্রয়োগ এবং বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে, জননীকে বিদ্যালয়ের বেতনদানস্বরূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই আশয়ে তিনি, পূর্বনির্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, উক্ত অভিলষিত বৃত্তিপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, তিনি লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়ৎ দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্মনির অন্তর্বর্তী স্পানামক নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; এই সুযোগে তিনি জর্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করিলেন। এই জীবনবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত।

কিয়দ্দিনানন্তর, তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত, অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম রহিত হওয়াতে, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পলনামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে বিষয়কর্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলন এক বারেই পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তৎসমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং অবলম্বিত ব্যবসায়ে ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচারকর্তার পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, তিনি ঐ চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত ও তদুপলক্ষে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও প্ররিশ্রম সহকারে সাহিত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটী নামক সভাকে আদর্শ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্‌যোগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সমাজ স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্যন্ত, তিনি তাহার সভাপতির কার্যনির্বাহ করেন, এবং প্রতিবৎসর সাতিশয়পরিশ্রমস্বীকারপূর্বক, এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সমাজের কার্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর, বিচারালয়বন্ধব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, তিনি যে রূপে দিবসযাপন করিতেন, তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে; প্রাতঃকালে প্রথমতঃ একখানি পত্র লিখিয়া, কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোলবিবরণ; অপরাহ্ণে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত; পরিশেষে, দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া, ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, দিবাবসান করিতেন।

তিনি এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজ হইয়া গেল যে, মধুখবর্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত, কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত হইয়া শয্যাগত থাকিয়াও, তিনি বিনা সাহায্যে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে, স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎ কাল পর্যটন করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি গ্রীস, ইটালি ও ভারতবর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি আপন মনকে এমন দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন যে, এইরূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়ৎ দিবস পরে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং পুনর্বার পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে, বিচারালয়ের কার্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল, তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীরসন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে তাঁহাকে প্রতিদিন বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান লার্ড টিনমৌথ কহেন যে, তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর এই স্থানে প্রতিগমন করিতেন; এবং এত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন যে, পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয়কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্যারম্ভ হইবার পূর্বে যে সময়

থাকিত, তাহা রীতিমত পৃথক পৃথক অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি, রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্মবন্ধ হইলেও, তিনি কর্মে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্মবন্ধসময়ে, তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন ; তথা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি ; এই তিন মাস কর্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও কর্মশূন্য নহি। অভিমত বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও, আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবস্থাদায়কেরা অমূলক ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেক না।" বাস্তবিক, এইরূপ সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই, তাঁহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

যে সকল মোকদ্দমা শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক ; সে সমুদায়, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া, অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবেক, এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু, পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান হইয়াছে, তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্‌যোগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইঙ্গরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর, ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রের ইঙ্গরেজী অনুবাদ প্রচারিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে, এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীল বিষয়ে অবিশ্রান্ত অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল, এবং ঐ রোগেই, উক্ত মাসে সপ্তবিংশ দিবসে, অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্ধারিত ছিল ; তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ থাকাতেই, তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য নির্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছে, আমিও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিব ; এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধিবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমোথ কহেন, "ইহাও তাঁহার এক নির্ধারিত নিয়ম ছিল, যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে, বিবেচনাপূর্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোনও ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি কখনও ইচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু, তিনি যে এক এক কর্মের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিরূপণ করিতেন, এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই নির্ধারিত সময়ে তত্তৎ সৎকর্মের সমাধান করিতেন, আমার বোধে এই মহাফলদায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন।"

সর উইলিয়ম জোন্সের অকালমৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা-জ্ঞানবিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোনও ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; আর, যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায় সঙ্কলনে অধিক অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম নির্বাহ করিয়া, আপন শক্ত্যনুযায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান হইবার নিমিত্ত উপযুক্তরূপ অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবিত্ববিষয়েও অসাধারণখ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্ট পালের কাথিড্রলে তাঁহার এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার সহধর্মিণী, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে, তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত, ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া, অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত করিয়াছেন।

## দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ

অংশ, ( Degree ) অক্ষাংশ। ভূগোলবেত্তারা বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ অথবা পূর্ব পশ্চিম ভূভাগ ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন, ইহার এক এক ভাগ এক এক অক্ষাংশ।

অযথাভূত, ( Perverted ) যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে। অযথাভূত দর্শনশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য তাহা প্রতিপন্ন না করিয়া তদ্বিপরীতার্থপ্রতিপাদক।

অস্থিত পাটীগণিত, ( Arithmetic of Infinites ) একপ্রকার অঙ্কশাস্ত্র।

আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, ( Focal Distance ) অধিশ্রয়ণ অগ্নিস্থান, চুল্লী। আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে অধিশ্রয়ণ কহা যায়। মুকুরের সর্বাপেক্ষায় উচ্চ ভাগ ও অধিশ্রয়ণ এই উভয়ের অন্তরকে আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি কহে।

আভিজাতিক চিহ্ন, ( অভিজাত কুল, বংশ ) কুলপরিচায়ক চিহ্ন।

আবিষ্ক্রিয়া, ( Discovery ) অপ্রকাশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন।

উদ্ভিদবিদ্যা, ( Botany ) উদ্ভিদ, তরুগুল্মাদি। তরুগুল্মাদির অবয়বসংস্থান, প্রত্যেক অবয়বের কার্য, উৎপত্তিস্থান, জাতিবিভাগ ইত্যাদি যে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে।

উপকূল, (Coast ) বেলাভূমি, সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ।

ঔপনিবেশিক, ( Colonial ) উপনিবেশ, কোনও দূরদেশে কৃষিকর্ম ও বাস করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি হইতে যে সকল লোক লইয়া যাওয়া যায়; তৎসম্বন্ধীয় ঔপনিবেশিক।

কক্ষ, ( Orbit ) গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ।

কীর্তিস্তম্ভ, (Monument ) ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থে অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম ও কীর্তি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্ভাদি।

কুলাদর্শ, ( Heraldry ) বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন বিষয়ক শাস্ত্র।

কুসংস্কার, ( Prejudice ) সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।

কেন্দ্র, ( Centre ) ঠিক মধ্যস্থান।

গণিত, ( Mathematics ) পরিমাণ ও অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র।

গবেষণা, ( Research ) কোনও বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান।

গ্রহনীহারিকা, ( Planetary Nebulæ ) যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

চরণাবরণ, ( Stocking ) মোজা।

চরিতাখ্যায়ক, ( Biographer ) যে ব্যক্তি কোনও লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে।

চিত্রশালিকা, ( Museum ) চিত্র অদ্ভুত বস্তু, শালিকা আলয়। যে স্থানে প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, পদার্থমীমাংসা ও সাহিত্যবিদ্যা সংক্রান্ত এবং শিল্পসাধিত কৌতূহলোদ্বোধক বস্তু সকল স্থাপিত থাকে।

ছায়াপথ, ( Milky Way ) নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান জ্যোতির্ময় তিরশ্চীন পথ।

জলোচ্ছ্বাস, ( Tide ) [ জল-উচ্ছ্বাস ] জলের স্ফীততা, জোয়ার।

জাতীয় বিধান, ( National Law ) বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের পরস্পরব্যবহার-ব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বিদ্যা, ( Astronomy ) গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা নিরূপক শাস্ত্র।

জ্যোতিষ্ক, ( Heavenly Bodies ) গ্রহনক্ষত্রাদি।

টঙ্কবিজ্ঞান, ( Numismatics ) টঙ্ক মুদ্রা, টাকা। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্ক পরিজ্ঞানার্থক বিদ্যা।
তুলামান, ( Libration ) তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। চন্দ্রের তুলামানশব্দে চন্দ্রমণ্ডল-বৃত্তিপরীবর্ত। এই পরীবর্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তসন্নিহিত কোনও কোনও অংশের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।
তূর্যাচার্য, তূর্য ( Music ) বাদ্য ; আচার্য উপদেশক। যে ব্যক্তি বাদ্যবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।
তূর্যাজীব, ( Musician ) তূর্য বাদ্য, আজীব জীবিকা। বাদ্যব্যবসায়ী।
দূরবীক্ষণ, ( Telescope ) দূর-বীক্ষণ। দূরস্থিতবস্তুদর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র, দূরবীণ।
দৃষ্টিবিজ্ঞান, ( Optics ) আলোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্যা।
দ্বিপাদপ্রমিত, যাহার পরিমাণ দুই ( Foot ) পা।
দেবালয়, ( Church ) দেব ঈশ্বর ; আলয় স্থান। ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, গির্জা।
ধাতুবিদ্যা, ( Mineralogy ) ধাতু ভূগর্ভে স্বয়মুৎপন্ন নির্জীব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, প্রস্তর, পারদ, লবণ, অঙ্গার প্রভৃতি ; এতদ্বিষয়ক বিদ্যা।
নক্ষত্রবিদ্যা, (Astrology) গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভনির্বাচন ও ভবিষ্যসংসূচন বিদ্যা।
নাড়ীমণ্ডল, ( Equator ) বিষুবরেখা। সূর্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে, দিন ও রাত্রি সমান হয়।
নীহারিকা. ( Nebulaæ ) নীহার কুজ্ঝটিকা। যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয়, দূরবীক্ষণ দ্বারা অবলোকন করিলে, কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায়ের নাম নীহারিকা।
নৈসর্গিক বিধান, ( Natural Law ) নৈসর্গিক স্বাভাবিক, বিধান নিয়ম, ব্যবস্থা। মানবজাতির ঐশিকনিয়মানুযায়ী পরস্পর ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র। যথা ; কেহ কাহারও হিংসা করিবেক না, ইত্যাদি।
নৈহারিক নক্ষত্র, ( Nebulous Stars ) যে সকল নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।
পদার্থবিদ্যা, (Natural Philosophy) বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র।
পরিপ্রেক্ষিত, ( Perspective ) পরি সর্বতোভাবে, প্রেক্ষিত দর্শন। বস্তু সকল বাস্তিক সত্তাকালে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তাহাদের তদনুরূপবিন্যাস-নিয়ামক বিদ্যা।
পর্যবেক্ষণ, ( Observation ) [ পরি-অবেক্ষণ ] অভিনিবেশপূর্বক অবলোকন।
পাঞ্চপাদিক, যাহার পরিমাণ পাঁচ ( Foot ) পা।
পাটিগণিত, ( Arithmetic ) অঙ্কবিদ্যা।
পান্থনিবাস, ( Inn ) পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান। সে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটকপ্রদানপূর্বক আপাততঃ অবস্থিতি করে।

পারিপার্শ্বিক, ( Satellite ) পার্শ্ববর্তী, পার্শ্বচর ; উপগ্রহ, কোনও বৃহৎ গ্রহের চতুর্দিকে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। যথা, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র।

পুরাগত } পূর্বতনকালীন।
পৌরাণিক }

প্রকৃতি, ( Nature ) ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ সংজ্ঞা।

প্রতিপোষক, ( Patron ) সহায়, আনুকূল্যকারী।

প্রতিভা, ( Genius ) অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি।

প্রবেশিকা, ( Ticket ) যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় ; টিকিট।

প্রস্তরফলক, ( Slate ) শেলেট।

প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, ( Reflecting Telescope ) আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরলরেখায় গমনপূর্বক প্রতিবিম্ব স্বরূপে পরিণত হয়।

প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, ( Natural History ) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত, অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের বিবরণ। জন্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা-সকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত।

বন্ধুর, ( Rough ) উচ্চ নীচ, আবুড়া খাবুড়া।

মনোবিজ্ঞান, ( Metaphysics ) মন বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

মণ্ডল, ( State ) প্রদেশ, রাজ্য।

মধুখবর্তিকা, মোমবাতি।

মেরুদণ্ড, ( Axis ) ভূগোলের অন্তর্গত উত্তরদক্ষিণে কাল্পনিক সরল রেখা। এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করে।

রঙ্গভূমি, ( Theatre ) যেখানে নাটকের অভিনয় হয়।

রাজবিপ্লব, ( Revolution ) রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন।

রোমীয় সম্প্রদায়, ( Romish Church ) রোমনগরীয় ধর্মালয়ের মতানুযায়ী খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোক।

বিজ্ঞান, ( Science ) পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, যথা জ্যোতির্বিদ্যা।

বিজ্ঞাপনী, ( Report ) বাক্য অথবা লিপি দ্বারা কোনও বিষয় বিদিত করা।

বিধান শাস্ত্র, ( Law ) ব্যবস্থাশাস্ত্র।

বিমিশ্র গণিত,(Mixed Mathematics) যাহাতে পদার্থসম্বন্ধ রাশি নিরূপণ করা হয়।

বিশপ, ( Bishop ) ধর্ম বিষয়ক অধ্যক্ষ।

বিশুদ্ধ গণিত, ( Pure Mathematics ) যাহাতে পদার্থের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, (University ) [বিশ্ব-বিদ্যা-আলয়] সর্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান।

ব্যবহারদর্শী, ধর্মাধিকরণের বিধিজ্ঞ। ধর্মাধিকরণ আদালত।

ব্যবহারসংহিতা, ( Law ) ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

ব্যবহারাজীব, (Lawyer) ব্যবহার মোকদ্দমা, আজীব জীবিকা, যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহ করে ; উকীল ইত্যাদি।

শঙ্কু, ( Index ) ঘড়ির কাঁটা ;

শঙ্কুপট্ট, ( Dial-Plate ) দণ্ডপলাদিচিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার।

শতাব্দী, ( Century ) শতবৎসরাত্মক কাল, সংবৎ ১৯০১ অবধি ২০০০ পর্যন্ত কাল একশতাব্দী, তদনুসারে ইহা কহা যাইতে পারে, এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

শিলিং, ( Shilling ) আধ টাকা।

সুকুমার বিদ্যা, ( Polite Learning ) সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যা।

স্থিতিস্থাপক, ( Elasticity ) আকুঞ্চন, প্রসারণ, অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিকগুণপ্রভাবে পুনর্বার পূর্ব ভাব প্রাপ্ত হয়।

স্বাত্মরক্ষা, ( Fencing ) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে তরবারিপ্রয়োগবিষয়ক নৈপুণ্যসাধনবিদ্যা।

# বোধোদয়

## বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠক-বর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে, বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
২০এ চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

## একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রুপ্সা গ্রামে যে রীডিং ক্লব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন্ আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তর মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন। ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে, পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩১।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

## ষণ্ণবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, "তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়।" শ্রীমত্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্ত্তমান সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট স্থলে, "এক ভাগ তামা" এই নির্দ্দেশটি ভুল। "এক ভাগ তামা" ইহার পরিবর্ত্তে 'চারি ভাগ তামা' এরূপ নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রঙ্গপ্রকরণে, "তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়," এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কলিকাতা।
২৫শে ভাদ্র। ১২৯৩ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা



বিদ্যাসাগর—যৌবনে



সংস্কৃত কলেজ—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ

# বোধোদয়

## পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, এবং ইচ্ছা মত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেইখানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

## ঈশ্বর

ঈশ্বর, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।

## চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ, মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া, প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম করিতে পারে না; কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ-ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে; দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে ; আর কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে, আর কতকগুলি, স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান। আর সমুদয় জন্তু মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা, কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে ; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা ; এজন্য পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি জন্তুর পায়ে খুর আছে ; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া ; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে ; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির। বানরগণের দেহ লোমে আচ্ছাদিত বটে, কিন্তু উহারা চতুষ্পদ নহে। উহারা হস্ত ও পদ উভয়েরই অঙ্গুলি দ্বারা বৃক্ষের শাখা ধরিতে পারে ; এজন্য পণ্ডিতেরা উহাদিগকে চতুষ্পদ না বলিয়া, চতুর্হস্ত বলিয়া থাকেন। বানর, বুদ্ধিতে মনুষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইলেও, অন্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুই পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে ; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ করে না। পক্ষীর দুটি পা আছে ; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে ; প্রায় সকল পক্ষী, খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কোন কোন পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র ; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। আমেরিকায় একপ্রকার পক্ষী আছে, উহা ভ্রমর অপেক্ষা বৃহৎ নহে। কাক, কোকিল পারাবত প্রভৃতি অনেকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। আফ্রিকাদেশে উটপক্ষী নামে একপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় ; উহা উচ্চে ছয় সাত হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভালবাসে, উহারা জলচর পক্ষী। সন্তরণের সুবিধার জন্য, পরমেশ্বর জলচর পক্ষীর পায়ের অঙ্গুলি, একখানি পাতলা চর্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পক্ষী সকল আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছুদিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান বলে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। বোয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার

বলে জলে ভাসিয়া বেড়ায়। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিক্‌টিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি নিরীহ; কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, উহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টিপ্রহার করে।

পতঙ্গও একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফড়িং, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি। পতঙ্গের ন্যায় কীটেরা উড়িয়া বেড়াইতে পারে না।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণনামক যন্ত্র ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবসমূহে পরিবৃত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু আপন অপেক্ষা দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে শ্বাপদ অথবা শিকারী জন্তু বলে।

গো, অশ্ব, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্যপশু বলে। গ্রাম্যপশুরা অতি শান্তস্বভাব, মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে; ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী কহে। কোনও কোনও প্রাণী, পক্ষীর ন্যায় অণ্ড প্রসব করে; উহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মৎস্য, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ মাত্রেই অণ্ডজ।

কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষরূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি বাদুড়কে পক্ষী বলে; কিন্তু বাদুড় পক্ষী নহে, স্তন্যপায়ী। পশুদিগের ন্যায় উহাদিগেরও চারি পা আছে।

সম্মুখের দুই পায়ের অঙ্গুলি শরীরের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, এবং একখানি পাতলা চর্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। উহাকেই আমরা বাদুড়ের ডানা বলি। সমুদ্রে একপ্রকার সুবৃহৎ মৎস্যাকৃতি জন্তু বাস করে, তাহার নাম তিমি। তিমি স্তন্যপায়ী, অতএব উহাকে মৎস্য বলা উচিত নহে। চিংড়িও একপ্রকার জলজ কীট, মৎস্য নহে।

লোকে সচরাচর গুটিপোকাকে কীট বলিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক গুটিপোকা কীট নহে; পতঙ্গ। অণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, উহারা কিছুকাল কীটের অবস্থায় থাকে; পরে সহসা উহাদের আকৃতির পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে উহাদের পাখা উঠে এবং উহারা উড়িয়া বেড়াইতে শিখে। গুটিপোকার ন্যায় প্রজাপতিকেও ঐরূপ তিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে কোন্ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা উহাকে, ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোনও মতেই উৎকৃষ্ট নহে।

## মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই পা দিয়া ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ দুই হস্ত দ্বারা আহার-সামগ্রীর আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধানবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহনির্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভালবাসে না। তাঁহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই, গ্রামে ও নগরে পরস্পরের নিকটে, বাটীনির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে; যেমন কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া বাস করে। ইহার তাৎপর্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবেক, ও পরস্পর দেখাশুনা ও কথাবার্তায় সুখে কাল-যাপন হইবেক। যাহারা এইরূপে একত্র বাস করে, তাহাদিগকে অন্যান্যের প্রতিবেশী বলা যায় ; প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্বদা সদ্ভাব থাকা উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে অসুখের বৃদ্ধি হয়। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া একজাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও জাতি আছে।

লোকমাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে ; ঐ উপাধি দ্বারা, তাহাদিগকে অন্যদেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস ; এ নিমিত্ত, আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ, উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে ; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল ; ইংলণ্ডের নিবাসী-দিগকে ইঙ্গরেজ।

জন্তু সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া, নিদ্রা যাইতে পারে।

আমরা নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্যকারক নহে। প্রাণী সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে, যখন, নিদ্রা না যাইয়া, জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল প্রাণীই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচাঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা, কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জিয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক করা হইলে, এই সমুদয় বস্তু সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয় ; কাঁচা খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়।

প্রাণিগণ যখন, সচ্ছন্দ শরীরে, আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায় ; আর, যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। সময়ে সময়ে অসাবধানতা প্রযুক্ত মনুষ্যের পীড়া হইয়া থাকে। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন ; সকলেরই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় একশত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্যের আলোকে অল্পকাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদয় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাটি বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশি, নব্বই, অথবা একশত বৎসর বাঁচে, তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশবকালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও, তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবেক না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে, তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্বের মত দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন, স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং অল্পকালের মধ্যেই গলিত ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে, এজন্য কেহ মরিলে, লোকে অবিলম্বে তাহার দেহ দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে। ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন্ হাত ডান্, কোন্ হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর, যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

## ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন; ত্বক্ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

## চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন্ বস্তুর কেমন আকার, কোন্ বস্তু সাদা, কোন্ বস্তু কালো, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায়; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। দিনের বেলায় সূর্যের আলোক থাকে, এজন্য অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারাও অতি অল্প আলোক হয়; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলোক হয়; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য চক্ষুর উপর দুইখানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার অথবা কিছু পড়িবার আশঙ্কা হইলে, আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি! চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতে চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম, পক্ষ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, একজন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়, নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত ক্লেশ পাইতে হয় না। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তারার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ তারা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়, তাহাতেই আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে।

## কর্ণ

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়; এ নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে। কেহ কিছু বলিলে অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

## নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকার দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ, কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকা-রন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ বা সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

## জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়; এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদন বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ হয়।

বস্তুর আস্বাদন নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেঁতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত, এবং মরিচ কটু লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই। মুখে দিলে, না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন, গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

## ত্বক্

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক্ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্যান্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া, প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথস্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় মনুষ্যের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায়, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। এরূপ হইবার তাৎপর্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল; পলায়িত পশুর কেবল গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। যে সকল জন্তু আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে, তাহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছুমাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

## বাক্যকথন ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা নানাবিধ শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। এইরূপ শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং ঐ উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তির দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।

পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুদিগের বাক্‌শক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু উহারা মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। গো, মহিষ, মেষ, ছাগল, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ বুঝিতে পারা যায় না এজন্য ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না। শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা মনুষ্যের মত স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অর্থ বুঝাইতে পারে না। যাহা শিখে, বারংবার তাহাই উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাক্‌শক্তির অভাবে, পশু, পক্ষী ও আর আর জন্তুদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা, ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই,

চিরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে ; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবে।

আমাদের বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না। উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে। সকল ব্যক্তিই অতি শৈশবকালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা সজাতীয় লোকের নিকটে হয় ; এ নিমিত্ত, প্রথমশিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্ট কথা কহিতে চেষ্টা করা উচিত ; তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না ; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশের ভাষা পৃথক্ পৃথক্। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোক যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন উহা সর্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকে অর্থাৎ ইঙ্গরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী। ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত সকলে আগ্রহপূর্বক ইঙ্গরেজী শিখে ; কিন্তু, অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্বকালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

## কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন সূর্যের উদয় হয়, আমরা শয্যা হইতে উঠি, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে

দিবাভাগ বলে। আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে প্রায় সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম করে। রাত্রিকালে আরাম করে, ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এ দুয়ে এক দিবস হয়, অর্থাৎ এক প্রভাত হইতে আর এক প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা বা ঘণ্টা ; তিন ঘণ্টাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর ; আটপ্রহরে এক দিবস ; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকে শুক্লপক্ষ বলে। আর যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু ; সেই ছয় ঋতু এই ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু ; আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষা ঋতু ; ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাস শরৎ ঋতু ; কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু ; পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত ঋতু ; ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্যবশতঃ বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাটি দিনে বৎসর হইত। পূর্ব কালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে নূতন বৎসরের আরম্ভ হয় ; চিরকালই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত ; সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন ; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে বিষয়-কর্ম্মে, সকল শাক অপেক্ষা সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্দশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ ইঙ্গরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা, খিশুখ্রীষ্টের জন্ম অবধি এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক বলে। খ্রীষ্টীয় শাকের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

## গণন—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া উহাদের স্থলে ১,২ প্রভৃতি অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ০ |
| এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | শূন্য |

যেমন, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে, সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে। সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১ এক | ২৬ ছাব্বিশ | ৫১ একান্ন |
| ২ দুই | ২৭ সাতাশ | ৫২ বাহান্ন |
| ৩ তিন | ২৮ আটাশ | ৫৩ তিপ্পান্ন |

৪ চার
৫ পাঁচ
৬ ছয়
৭ সাত
৮ আট
৯ নয়
১০ দশ
১১ এগার
১২ বার
১৩ তের
১৪ চৌদ্দ
১৫ পনর
১৬ ষোল
১৭ সতর
১৮ আঠার
১৯ উনিশ
২০ কুড়ি, বিশ
২১ একুশ
২২ বাইশ
২৩ তেইশ
২৪ চব্বিশ
২৫ পঁচিশ

২৯ উনত্রিশ
৩০ ত্রিশ
৩১ একত্রিশ
৩২ বত্রিশ
৩৩ তেত্রিশ
৩৪ চৌত্রিশ
৩৫ পঁয়ত্রিশ
৩৬ ছত্রিশ
৩৭ সাঁইত্রিশ
৩৮ আটত্রিশ
৩৯ উনচল্লিশ
৪০ চল্লিশ
৪১ একচল্লিশ
৪২ বিয়াল্লিশ
৪৩ তিতাল্লিশ
৪৪ চুয়াল্লিশ
৪৫ পঁয়তাল্লিশ
৪৬ ছচল্লিশ
৪৭ সাতচল্লিশ
৪৮ আটচল্লিশ
৪৯ উনপঞ্চাশ
৫০ পাঞ্চশ

৫৪ চুয়ান্ন
৫৫ পঞ্চান্ন
৫৬ ছাপ্পান্ন
৫৭ সাতান্ন
৫৮ আটান্ন
৫৯ উনষাটি
৬০ ষাটি
৬১ একষট্টি
৬২ বাষট্টি
৬৩ তেষট্টি
৬৪ চৌষট্টি
৬৫ পঁয়ষট্টি
৬৬ ছষট্টি
৬৭ সাতষট্টি
৬৮ আটষট্টি
৬৯ উনসত্তর
৭০ সত্তর
৭১ একাত্তর
৭২ বায়াত্তর
৭৩ তিয়াত্তর
৭৪ চুয়াত্তর
৭৫ পঁচাত্তর

৭৬ ছিয়াত্তর
৭৭ সাতাত্তর
৭৮ আটাত্তর
৭৯ উনআশি
৮০ আশি
৮১ একাশি
৮২ বিরাশি
৮৩ তিরাশি
৮৪ চুরাশি
৮৫ পঁচাশি

৮৬ ছিয়াশি
৮৭ সাতাশি
৮৮ অষ্টাশি
৮৯ উননব্বই
৯০ নব্বই
৯১ একনব্বই
৯২ বিরনব্বই
৯৩ তিরনব্বই
৯৪ চুরনব্বই
৯৫ পঁচনব্বই

৯৬ ছিয়নব্বই
৯৭ সাতনব্বই
৯৮ আটনব্বই
৯৯ নিরনব্বই
১০০ শত
১০০০ সহস্র
১০০০০ অযুত
১০০০০০ লক্ষ
১০০০০০০ নিযুত
১০০০০০০০ কোটি

দশ শতে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ, দশ লক্ষে এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটি হয়। ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে, সে সকলের সচরাচর ব্যবহার নাই।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি অঙ্ক যেমন এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার বাচক হয়, সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যার পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই পূরণের বোধ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দ। যদি দুই রেখা।। লিখা যায়, তবে শেষেরটিকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবে, আর আগেরটিকে প্রথম ; কারণ, শেষের রেখাটি না লিখিলে দুই সংখ্যা পূর্ণ হয় না ; আর আগের রেখাটি না থাকিলে, এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ তিন রেখা।।। লিখিলে শেষেরটিকে তৃতীয়, অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবে ; কারণ, শেষের রেখাটি না থাকিলে, তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। চারি রেখা।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে চতুর্থ রেখা, পাঁচ রেখা।।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে পঞ্চম রেখা বলা যায় ; কারণ, শেষের দুই রেখা না থাকিলে, চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করিয়া দেওয়া উচিত ; তাহা হইলে অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না ; যেমন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি। এইরূপ অঙ্কের শেষে ম প্রভৃতি অক্ষর যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবে। ঐ ঐ অক্ষরের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি ; কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ; ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যদি কেহ এরূপ লিখে, "আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম করিয়াছিলাম," তাহা হইলে তিন দিবসে, অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবে না ; কেহ এরূপ বুঝিবে, ঐ কর্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল ; কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু ৩ এই অঙ্কের পর যদি য় এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবে।

### পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ |
| ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ |
| পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম | অষ্টম |
| ৫ম | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম |
| নবম | দশম | একাদশ | দ্বাদশ |
| ৯ম | ১০ম | ১১শ | ১২শ |
| ত্রয়োদশ | চতুর্দশ | পঞ্চদশ | ষোড়শ |
| ১৩শ | ১৪শ | ১৫শ | ১৬শ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সপ্তদশ | অষ্টাদশ | ঊনবিংশ | বিংশ |
| ১৭শ | ১৮শ | ১৯শ | ২০শ |
| একবিংশ | দ্বাবিংশ | ত্রয়োবিংশ | চতুর্বিংশ |
| ২১শ | ২২শ | ২৩শ | ২৪শ |
| পঞ্চবিংশ | ষড়্‌বিংশ | সপ্তবিংশ | অষ্টাবিংশ |
| ২৫শ | ২৬শ | ২৭শ | ২৮শ |
| ঊনত্রিংশ | ত্রিংশ | একত্রিংশ | দ্বাত্রিংশ |
| ২৯শ | ৩০শ | ৩১শ | ৩২শ |

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের পর, পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,

| | | | |
|---|---|---|---|
| পহিলা | দোসরা | তেসরা | চৌঠা |
| ১লা | ২রা | ৩রা | ৪ঠা |
| পাঁচই | ছয়ই | সাতই | আটই |
| ৫ই | ৬ই | ৭ই | ৮ই |
| নয়ই | দশই | এগারই | বারই |
| ৯ই | ১০ই | ১১ই | ১২ই |
| তেরই | চৌদ্দই | পনরই | ষোলই |
| ১৩ই | ১৪ই | ১৫ই | ১৬ই |
| সতরই | আঠারই | ঊনিশে | বিশে |
| ১৭ই | ১৮ই | ১৯শে | ২০শে |
| একুশে | বাইশে | তেইশে | চব্বিশে |
| ২১শে | ২২শে | ২৩শে | ২৪শে |
| পঁচিশে | ছাব্বিশে | সাতাশে | আটাশে |
| ২৫শে | ২৬শে | ২৭শে | ২৮শে |
| ঊনত্রিশে | ত্রিশে | একত্রিশে | বত্রিশে |
| ২৯শে | ৩০শে | ৩১শে | ৩২শে |

## বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে। এজন্য জগতের যাবতীয় পদার্থ এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য জগতে অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থের নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই ; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান। তদ্ভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে ; সে সকল ঐ তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ, সচরাচর বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ, বর্ণ নহে। অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবে। শুক্ল বর্ণে সকল প্রকার মূল বর্ণই বিদ্যমান থাকে। মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্যের রশ্মি শ্বেতবর্ণ। এই রশ্মি, ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর আর শুক্লবর্ণ থাকে না। তখন এই রশ্মিকে শুভ্র বস্ত্রের উপর ধরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল ও ভায়লেট এই সাতটি বর্ণ পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও গগনমণ্ডলে, ধনুকের মত নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে রামধনু বলে। ঝাড়ের কলমের মত বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্যের কিরণ পড়িয়া, এরূপ লোহিত, পাটল, পীত প্রভৃতি সাত বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

## বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড় ; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড় ; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ, বলে। পুস্তকের উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য ; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার ; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে। এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। যথা, ৮ যবোদরে এক এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে।

এরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে অর্থাৎ ৮০০০ হাতে ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেইরূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, খুঁটি, কপাট, গাছ, ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেইরূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত। কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

| | |
|---|---|
| ১ টাকার যত ভার, তাহা | ১ তোলা; |
| ৫ তোলায় | ১ ছটাক; |
| ৪ ছটাকে | ১ পোয়া; |
| ৪ পোয়ায় | ১ সের; |
| ৪০ সেরে | ১ মণ। |

## ধাতু

আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়, আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

## স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশগুণ ভারী। সর্ষপপ্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও

প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না ; এজন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্ ; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম ; এজন্য সচরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে ; কিন্তু কালিফর্ণিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও যূরাল পর্বতেই অধিক।

## রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে ; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি নির্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘটী, বাটী প্রভৃতিও নির্মিত হইয়া থাকে।

## পারদ

পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মতন কঠিন নহে, জলের ন্যায় তরল ; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী ; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে ; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অন্য অন্য ধাতুর ন্যায় ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে ; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয় ; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

## সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম; জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে; কিন্তু অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ভাব পরিবর্তন হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্মনি, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই সকল দেশে অপর্যাপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বত ও তিব্বত দেশেও সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসরবর্ণ রেখা পড়ে। সীসেতে পেন্সিল প্রস্তুত হয়।

সীসেতে অধিকাংশ গোলা ও গুলি নির্মিত হইয়া থাকে। কিছু শক্ত ও উত্তমরূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাঞ্জন মিশ্রিত করিলে, সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নির্মিত হইয়া থাকে।

## তাম্র

এই ধাতু, জল অপেক্ষা আটগুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক গম্ভীরশব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র চলে ও শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি জাহাজের তলভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে, পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে। তিন ভাগ দস্তা ও চারিভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়। পিত্তল দেখিতে অতি সুন্দর, অনেক প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিত্তলে তত শীঘ্র ধরে না। পিত্তলে থালা, ঘটী, বাটী, কলসী, ইত্যাদি, নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

সুইডেন, সাক্সনি, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

## লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক কার্যোপযোগী; এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, ছুঁচ, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি

ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রুশিয়া এই কয় দেশে কিছু অধিক।

## রঙ্গ

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল; জল অপেক্ষা সাতগুণ ভারী; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু। রূপা অপেক্ষা নরম; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্মনি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্কদ্বীপ এই কয় স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে। এই ধাতুতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়।

দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।

## দস্তা

দস্তা, রাঙ অপেক্ষা কোমল এবং সীস অপেক্ষা কঠিন। এই ধাতু জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু; দেখিতে উজ্জ্বল ও নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। দস্তা, সীসের ন্যায় জলে নষ্ট হয় না, অথচ সীস অপেক্ষা লঘু। এজন্য ছাদের নল প্রভৃতি দস্তাতে গঠিত হয়। লৌহের পাতে দস্তার কলাই করিয়া, লোকে বালতি, গৃহের ছাদ ইত্যাদি নির্মিত করিয়া থাকে।

## ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যকমত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে; যদি মুদ্রা চলিত না হইত, তাহা হইলে নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ বা অক্রেয় বলে। আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ ও সস্তা বলে।

মুদ্রা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য; এ নিমিত্ত ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা ভিন্ন, আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা

প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন ; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা রাজধানীতে টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয় ; ঐ মুখ, ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নির্মিত হইলে তত পরিষ্কৃত হইত না। কোন্ রাজার অধিকারে, কোন্ বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্মিত ; টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি রৌপ্যনির্মিত। আর ঐরূপ টাকা, আধুলি, সিকি স্বর্ণনির্মিতও আছে। স্বর্ণনির্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

| | |
|---|---|
| ৪ পয়সায় | ১ আনা ; |
| ৮ পয়সায় | ১ দু আনি ; |
| ৪ আনায় | ১ সিকি ; |
| ৮ আনায় | ১ আধুলি ; |
| ১৬ আনায় | ১ টাকা। |

সিকি পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা ; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে এক মোহরের মূল্য ১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দুষ্প্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

## হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে, রুশিয়ার অন্তর্বর্তী য়ুরাল পর্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত জলের ন্যায় নির্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয় ; কিন্তু বর্ণহীন নির্মল হীরাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য। আকার, বর্ণ ও নির্মলতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্টুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে ; তাহার মূল্য ৫,৬৪,৪৮০০০ পাঁচ কোটি চৌষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩,৫০,০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই ; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত অত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তা মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই-ই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেয় নামক এক ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই ; কিন্তু তিনি বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

## কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, অর্থাৎ উহার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সার্সি বন্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোক থাকে ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সার্সি কাচে নির্মিত। সূর্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া আসিতে পারে না।

বালুকা ও এক প্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কৃত থাকে, কাচ

সেই অনুসারে পরিষ্কৃত হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে ; রঙ করিলে অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সার্সি, আরসি, সিসি বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে একটি দাগ পড়ে, তার পর জোর দিলেই দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা, আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে কাচের গায়ে, আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথম কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়াদেশীয় কতকগুলি বণিক্, জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলি নামে একপ্রকার চারা গাছ ছিল ; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া, অগ্নির উত্তাপে গলিয়া কাচ হইয়াছিল ; উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যেরূপে যে দেশে কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

## জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায় এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও বিস্বাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল, সকল স্থানে সমান লোণা নহে ; কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা, দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোণা হয়। আমরা সচরাচর যে লবণ খাই, তাহা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া, এখনও লবণ প্রস্তুত করে। লোণা জল সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া গেলে লবণের ভাগ

পড়িয়া থাকে। রাজপুতানা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সকল লবণের খনি আছে, তাহা এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

অল্প পরিমাণে, সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর, এ পর্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩,১২০ হাত কেহ ৪,৮০০ হাত, কেহ ১৮,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও রজ্জুই তল স্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাস্ নামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আর যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে সমুদয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জুয়ার বলে; আর ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রের উপর দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে তাহা হইতে বড় বিপদ; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস্ নামে একটি যন্ত্র থাকে; ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্বদা উত্তর-মুখে থাকে; তাহা দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যেদিকে সূর্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব দিক বলে; যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্বদিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, ও পশ্চাতে দক্ষিণ, দিক্ হয়। এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া, লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর ও অন্যান্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তিস্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্বদা বৃষ্টি হয়; এজন্য ঐ সময়ে সকল নদীর প্রবাহের-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। . . . . . . .

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্বদা কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা পুনরায় নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে নানাপ্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

## উদ্ভিদ

যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে, যেমন লতা, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি। উহারা সচরাচর ভূমি ভেদ করিয়া উঠে, এজন্য উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায়; আর যখন শুকাইয়া যায়, আর বাড়ে না তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উহারা যেখানে জন্মে, সেইখানেই থাকে; এই নিমিত্ত উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রসই উদ্ভিদের খাদ্য। রস, মূল হইতে স্কন্ধদেশে উঠে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা ও পত্রে প্রবেশ করে। এইরূপে ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়। তাহাতে উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া বৃক্ষের উপরে জন্মে; এবং বৃক্ষ হইতে রস গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। এরূপ উদ্ভিদের নাম তরুরুহ বা পরগাছা। শীতকালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়, এজন্য পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, পুনর্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে আঘাত লাগে না, এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে, উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি; তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকাদেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বল্কল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল গৃহের অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও, আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোঁড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বল্কল এরূপ স্থূল, কোমল ও রন্ধ্রশূন্য যে তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্মিত হয়। আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ সিদ্ধ করিলে যে কাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জিলিঙ অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন, কেম্ব্রিক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা, একপ্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিঙ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। পূর্বে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাষ হইত। উহার গাছ জলে পচাইলে, একপ্রকার নীলবর্ণ পদার্থ

বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা বটগাছের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধুনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্যাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## পরিশ্রম—অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্মাণ ও কৃষিকর্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত; পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান্ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং সেই কয়জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া যাইবে, সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্তব্য কর্ম ; না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে ; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে ; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না, এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত ; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত, আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয় ; তাহার কত অপমান ; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয় ; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না ; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে, তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার ; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সূর্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, ও এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

# ইতর জন্তু

মনুষ্য ভিন্ন আর সকল প্রাণীকে ইতর জন্তু কহে। ইতর জন্তুর মধ্যে কোনও কোনও জাতি তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে; উহাদিগকে তৃণজীবী বলে; যেমন গো, মহিষ অশ্ব, হরিণ, ছাগল ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও জাতি, অপর জীবের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের মাংস খায়; উহারা শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তু; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কোনও কোনও জন্তু মনুষ্যের ন্যায় উদ্ভিদ ও মাংস দুই-ই আহার করে। ভল্লুকেরা সচরাচর ফল, মূল ইত্যাদি ভক্ষণ করে; কিন্তু এ সকল খাদ্যের অভাব হইলে, মাংসাহার দ্বারাও উদরপূর্তি করিয়া থাকে।

তৃণজীবী জন্তুরা মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে। গরুর মত মনুষ্যের উপকারী জীব পৃথিবীতে আর নাই। দুগ্ধে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং ক্ষীর, দধি, ছানা, নবনীত প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়; চর্মে পাদুকা নির্মিত হয়; শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া চিরুনি প্রস্তুত করে; অস্থিতে ছুরির বাঁট গড়ে; এবং গোময় হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ, শকটচালন প্রভৃতি কর্মেও গরুকে নিযুক্ত করা যায়। অতএব সকল মনুষ্যেরই গরুকে যত্ন ও আদর করা কর্তব্য। গরুর ন্যায় মহিষও আমাদের অনেক কাজে লাগে। মহিষের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা ঘি বলে।

মেষ ও ছাগ হইতে আমরা কতিপয় নিতান্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রাপ্ত হই। তিব্বত দেশের ছাগলের লোমে শাল হয়। আমেরিকায় আলপাকা নামে এক প্রকার জন্তু আছে; তিব্বত দেশের ছাগলের ন্যায়, উহারও লোম সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ। এই লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকেও আলপাকা বলে।

অশ্ব যেমন বলিষ্ঠ ও বেগবান্, তেমনই সাহসী ও শান্তস্বভাব। অশ্বে আরোহণ করিয়া অনায়াসেই, সুদূর পথ অতি সত্বর যাওয়া যায়। লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ক্লেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। কোনও কোনও দেশে, অশ্ব দ্বারা কৃষিকর্ম সম্পন্ন হয়।

হরিণজাতি দেখিতে অতি সুশ্রী। উহারা যখন শিং উঠাইয়া, একেবারে চারি পা তুলিয়া, লম্ফ দিতে দিতে বেগে গমন করে, তখন উহাদিগকে অতিশয় সুন্দর দেখায়। তিব্বত ও নেপালে কস্তুরিকা মৃগ নামে এক জাতীয় হরিণ বাস করে, উহাদের নাভিদেশে এক প্রকার সুগন্ধি পদার্থ জন্মে, তাহাকেই আমরা সচরাচর কস্তুরী বা মৃগনাভি বলিয়া থাকি। মৃগীদের নাভিদেশে কস্তুরী থাকে না।

হিমালয় প্রদেশে চমরী নামক একপ্রকার জন্তু আছে; উহার লাঙ্গুলের লোমে চামর প্রস্তুত হয়।

সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে। তাহাদের মধ্যে বালুকণার ন্যায় কোনও ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট হইলে, তৎপ্রদেশ হইতে রস নির্গত হইতে থাকে ; ঐ রস জমিয়া শুভ্র, মসৃণ, উজ্জ্বল ও গোলাকৃতি একপ্রকার কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থের নাম মুক্তা। সিংহলদ্বীপের উপকূল ও পারস্য উপসাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

কীট ও পতঙ্গ হইতেও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ। অশ্বত্থ, ডুমুর, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বল্কলে একপ্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কীটের অঙ্গ হইতে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম লাক্ষা।

তুত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটিপোকা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। পোকা হইতে পতঙ্গের অবস্থায় আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, উহাদের মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের মত লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে, এবং বায়ুর সংযোগে অবিলম্বেই দৃঢ় হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সূত্রের নাম রেশম। লালা নিঃসরণ করিবার সময় পোকা অনবরত ফিরিতে ঘুরিতে থাকে, এবং ক্রমে রেশম নির্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া কহে। কোয়া উষ্ণ জলে ফেলিয়া, বা অন্য কোনও উপায়ে, পোকাকে বিনষ্ট না করিলে, উহা কিছু দিনের মধ্যেই আবরণ কাটিয়া পলায়ন করে। ভারতবর্ষ, জাপান, চীন, ইটালি প্রভৃতি দেশে, নিয়মমত গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে। চাষীরা এই পোকাকে যত্নের সহিত রক্ষা করে এবং অণ্ড হইতে কীট জন্মিলে তাহাদিগকে নরম তুতের পাতা, ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খাইতে দেয়। তসর, গরদ চেলী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র রেশমে প্রস্তুত হয়।

মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়। উহারা যে বাসগৃহ নির্মাণ করে, তাহার নাম মধুচক্র। মধুচক্রের চলিত নাম মৌচাক। মৌমাছিরা মৌচাকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপ প্রস্তুত করে, এবং প্রত্যেক খোপে এক একটি ডিম্ব প্রসব করে। বর্ষাকালে প্রায়ই কোনও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না, হইলেও বৃষ্টির জলে তাহার মধু ধুইয়া যায়। এজন্য বসন্তকালে যখন নানাবিধ ফুল ফুটে, তখন মৌমাছিরা ঐ সকল ফুল হইতে যত্নে মধু আহরণ করিয়া, মধুচক্রে আনিয়া রাখে। চাক ভাঙ্গিলেই সেই মধু সংগ্রহ করা যায়। সমুদয় চাক ভাঙ্গিলে মধুমক্ষিকারা একেবারে উপায়হীন হয়, এজন্য তাহার কিয়দংশ রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য। মৌচাক গলাইলে, মোম প্রস্তুত হয়। মোমের বাতি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। আমরা সচরাচর যে বাতি জ্বালিয়া থাকি, তাহা চর্বির, মোমের নহে।

## পাথরিয়া কয়লা—কেরোসিন তৈল

উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। পাথরিয়া কয়লা ধাতুর ন্যায় আকরে জন্মে। কোনও কোনও পাথরিয়া কয়লার আকর ভূমির অনেক নিম্নে থাকে। লোকে গভীর কূপ খনন করিয়া ঐ সকল খনিতে উপস্থিত হয়; এবং সাবল প্রভৃতি দ্বারা কয়লা কাটিয়া, ভূমির উপরিভাগে লইয়া আইসে। রাণীগঞ্জ, আসানসোল, সীতারামপুর, ঝরিয়া, গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। আমরা যে পাথরিয়া কয়লা ব্যবহার করি, তাহা ঐ সকল প্রদেশে পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশেও কয়লার খনি আছে।

পাথরিয়া কয়লাকে রন্ধনকার্যের উপযোগী করিতে হইলে, একবার কি দুইবার পোড়াইয়া লইতে হয়; তখন উহাকে কোক কয়লা বলে।

এক প্রকার পাথরিয়া কয়লা আছে, তাহা চুয়াইলে কেরোসিন তৈল নির্গত হয়। পূর্বে এই রূপেই কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, তাহা আমেরিকা, রুশিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশে আকরে জন্মে। আকরস্থলে, কূপ খনন করিলে, এই তৈল জলের সহিত নির্গত হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। তখন লোকে উহা তুলিয়া লয়; এবং শোধন করিয়া, বিক্রয়ের জন্য নানা দেশে পাঠাইয়া দেয়। কেরোসিন তৈল সহজেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব উহা সাবধান হইয়া ব্যবহার করা উচিত।

## কৃষিকর্ম

আমরা প্রতিদিন যাহা খাই, তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন। লোকে নিয়মিত কালে লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে। গাছ জন্মিলে তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করে, এবং যাহাতে উহা উত্তমরূপে বাড়িতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেয়। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনে ও ফল পৃথক করিয়া লয়। এইরূপ ভূমিখনন, বীজবপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম বা চাষ বলে। যাহারা কৃষিকর্ম করে তাহাদের নাম কৃষক বা চাষী।

কৃষি দ্বারা ধান্য, গম, কলায় প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা, আর ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসুর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে; তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটোল, আলু, মূলা, লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কৃষিকর্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাসের বীজ পৃথক করিলে তুলা হয়; তুলা হইতে সূত্র হয়; সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, আমরা সেই বস্ত্র পরি। অতএব আমাদের পরিধান-বস্ত্রও কৃষিকর্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

ফল পাকিলে যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও জীবনহীন হয়, তাহাদিগকে ওষধি কহে, যেমন ধান্য, কলাই, লাউ, কুমড়া, কদলী ইত্যাদি। বাঁশও ফুল ফল হইলে মরিয়া যায়। এজন্য লোকে বাঁশের ফুল হওয়া, দোষ মনে করে।

ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য। পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করিতে লজ্জিত হইতেন না। বহুকাল পূর্বে, রোমদেশে সিন্‌সিনেটাস্ নামে এক অসাধারণ বীরপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার সময়ে রোমরাজ্য একবার প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল যে, সিন্‌সিনেটাসকেই সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিতে হইবে। দূতেরা যখন তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া যায়, তখন তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান্ হইতে পারে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগে এক ব্যক্তি কয়েক বিঘা ভূমিতে কেবল নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। যশোর জিলার একস্থান বহুকাল পতিত অবস্থায় ছিল। সেখানে কেবল দুই একটি খর্জুর বৃক্ষ ভিন্ন, অপর কোনও বৃক্ষ সতেজে জন্মিত না। ইহা দেখিয়া এক সাহেব, ঐ ভূমি খর্জুর বৃক্ষের উপযোগী বুঝিতে পারিয়া, উহাতে বহুসংখ্যক খর্জুর বৃক্ষ রোপণ করেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়া, স্বদেশে গমন করেন।

কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে, উদ্ভিদদিগের পুষ্টিসাধনের জন্য কি কি উপায়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরাও বায়ু, আলোক, উত্তাপ, জল ও উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না; অতএব যাহাতে এ সমুদয়ের মধ্যে কোনওটির কিছুমাত্র অভাব না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জন্তু সকল যেরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিলে যেমন আমাদের রোগ হয়, তেমনই উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না। ঘন করিয়া রোপণ করিবার আরও দোষ আছে। যে ভূমিখণ্ডে দুইটি মাত্র বৃক্ষের উপযুক্ত খাদ্য থাকে, তাহাতে চারিটি বৃক্ষ রোপণ করিলে, কাহারও প্রচুর আহার হয় না; অতএব তাহারা সকলেই হয় মরিয়া যায়, নয় অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সূর্যের আলোক ও উত্তাপ মনুষ্যের যে পরিমাণে আবশ্যক, উদ্ভিদের তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। লাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া সূর্যের আলোক ও উত্তাপের অভাব হয়। এজন্য সে দেশে প্রায় কোন বৃক্ষই জন্মে না; যে দুই এক প্রকার গুল্মাদি দেখা যায়, তাহারা বসন্তের প্রারম্ভে জন্মিয়া গ্রীষ্মের শেষেই মরিয়া যায়।

বৃক্ষের মূলদেশের ভূমি খনন করিয়া, তাহাতে জলসেচন করিলে মৃত্তিকা সরস হয়। মৃত্তিকা সরস হইলে, বৃক্ষগণ অনায়াসেই রস আকর্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে। তখন ভূমি সরস থাকে; সুতরাং জলসেচনের আর প্রয়োজন হয় না।

যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্বরা ভূমি বলে। সকল শস্যের খাদ্য ঠিক একরূপ নহে; কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট আছে, ইহা বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে, অধিক ফললাভ হয়। এক ভূমিতে বারংবার একই শস্যের চাষ করিলে ক্রমে শস্যের যে খাদ্য, তাহা ফুরাইয়া যায়। তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাষ করা বিধেয়। এজন্য বিচক্ষণ কৃষকেরা, এক ভূমিতে প্রতিবৎসর নূতন নূতন শস্যের চাষ করিয়া থাকে।

ভূমির উর্বরতার হ্রাস হইয়া আসিলে অথবা কোনও ভূমিকে শস্যবিশেষের উপযোগী করিতে হইলে, তাহাতে সার দিতে হয়। পচা গোবর, পচা পাতা, খইল, চূণ ইত্যাদি ভূমির উত্তম সার। বিলাতের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা কোনও ক্রমে উর্বরা নহে; অথচ সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে সার দিবার তত প্রয়োজন হয় না। বর্ষাকালে মৃত্তিকাদি বহন করিয়া, নানা দিক্ হইতে ঐ সকল ক্ষেত্রে জল আসিয়া পড়ে। এই জল কিছুকাল স্থিত হইলেই, মৃত্তিকাদি নীচে পড়িয়া যায়; উহাকেই পলি বলে। নদীতে বন্যা হইলে, নিকটবর্তী নিম্নভূমিতে এইরূপ পলি পড়ে এবং ভূমির উর্বরতা বাড়াইয়া দেয়।

## শিল্প—বাণিজ্য—সমাজ

লোকে কৃষিকার্য প্রভৃতি দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করে, তাহাদিগের অধিকাংশ নানা উপায়ে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কার্পাস কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তুলা হইতে সূত্র এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে, বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হইয়া থাকে। লৌহ আকরে জন্মে; কিন্তু লৌহ হইতে ইস্পাত এবং সেই ইস্পাত হইতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, পুনর্বার পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হয়। এই সকল কার্যকে সচরাচর শিল্পকার্য বলে।

কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা যায়। উহারা না থাকিলে, আমাদিগের একদিনের জন্যও সুখে বাস করা সুকঠিন হইত। তন্তুবায় না থাকিলে, বস্ত্রাদি মিলিত না; কুম্ভকার না থাকিলে, রন্ধনকার্য চলিত না; কর্মকার না থাকিলে, কি কুম্ভকার, কি তন্তুবায়, কেহই অস্ত্রাদির অভাবে স্ব স্ব শিল্পকার্য চালাইতে পারিত না। এজন্য পৃথিবীর সর্বস্থানেই, শিল্পীদিগের যথেষ্ট আদর। যে দেশে শিল্পকর্মের যত উন্নতি, সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে এত ধন ও ঐশ্বর্য, শিল্পকর্মের উন্নতি তাহার একটি প্রধান কারণ।

পূর্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন বা মলমল নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র য়ুরোপে দরে বিক্রীত হইত। কটক প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, সকল স্থানেই আদৃত হইত। জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে, এই সকল শিল্পের লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কৃষকেরা যে শস্যাদি উৎপাদন করে, এবং শিল্পীরা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা সকলের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। এজন্য কোনও কোনও লোক, কৃষক ও শিল্পী-দিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে ; এবং ঐ সকল লোককে বণিক্ বা ব্যবসায়ী বলিয়া থাকে। কৃষক ও শিল্পী না থাকিলে, যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না, ব্যবসায়ী না থাকিলে সেইরূপ সকলে সুবিধামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না।

সকল দেশে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মে না, বা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয় না। কোনও কোনও দেশ ধান্যের বিশেষ উপযোগী, তথায় অল্প পরিশ্রমেই অপর্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও দেশের ভূমিতে তত ধান্য জন্মে না ; কিন্তু কার্পাস চাষ করিলে, যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। কোনও কোনও দেশে লবণের খনি আছে ; কিন্তু অপর কোনও দ্রব্য ভাল জন্মে না। এই সকল দেশের লোক আপন আপন দ্রব্যাদি বিনিময় করিলে, সকলেই নিজ নিজ আবশ্যক সামগ্রী লাভ করিয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ ও সচ্ছন্দতার যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের ভূমি অতিশয় উর্বরা ; এখানে খাদ্যসামগ্রী, অধিবাসী-দিগের যে পরিমাণে আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক জন্মিয়া থাকে। আমরা এই খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশের বিনিময়ে, কোনও কোনও আবশ্যক বস্তু অপরাপর দেশ হইতে প্রাপ্ত হই। আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আইসে। লবণ, বস্ত্র, নানাবিধ লৌহনির্মিত যন্ত্র ইত্যাদি বিলাত হইতে, এবং কুইনাইন, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকা হইতে আনীত হয়।

কৃষক, শিল্পী ও বণিক এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই আমাদের সমুদয় অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয়।

সমাজ না থাকিলে, মনুষ্য কোনও বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্মের এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। পশুপক্ষীদিগের সমাজ নাই; সুতরাং তাহাদের কোনও উন্নতি নাই। কেবল আহার অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সমাজ থাকাতে, মনুষ্যেরা আহারাদি সংগ্রহ ব্যতীত, জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন করিবারও যথেষ্ট সময় পায়।

সমাজে ভাল মন্দ নানাবিধ লোক বাস করে। একদিকে, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দ্বারা, সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া সমাজের সুখবর্ধন করেন। অপরদিকে, চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ, পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল লোকের দমন করিতে না পারিলে, অল্পকাল মধ্যেই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যিনি সকলের উপর কর্তা হইয়া দেশে শান্তিরক্ষা করেন, তাঁহার নাম রাজা। রাজা, রাজপুরুষগণের সাহায্যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন; এবং পিতার ন্যায় সর্বদাই আমাদের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা করেন। অতএব, সকলেরই রাজাকে ভক্তি ও পূজা করা কর্তব্য।

## দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলকান্ত—নীলবর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, ঝরণা, পর্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিদ্বর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু থাকে। ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ—প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট্ আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৫৪ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পলে, হয়। ইলাহী প্রবর্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের অনুযায়ী গণনা অনুসারে ৩৫৫ বৎসর, আর সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে হিজিরার অব্দ ১৩৩১; ইলাহীর অব্দ ১৩১৯। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইঙ্গরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।

## সম্পাদকীয় নিবেদন

'বোধোদয়ে'র বিদ্যাসাগরের জীবিতকালীন সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। যেখানে যেখানে পুরাতন সংস্করণ সংগৃহীত আছে বলে বলা হয়, কার্যত সে সব ক্ষেত্রেও তা পাওয়া যায় না। প্রচলিত নানা সংস্করণে নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণভাবে সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের সহায়তা গ্রহণ করাই আমরা স্থির করেছি—কিন্তু সর্বত্র তা সম্ভব হয় নি, সে ত্রুটি স্বীকার্য। ইতি—

# বাঙ্গালার ইতিহাস

## [ দ্বিতীয় ভাগ ]

### বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যকবোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত, বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সিরাজউদ্দৌলা, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ; আর, লার্ড বেণ্টিক, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে, অবসৃত হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সুতরাং এই পুস্তকে, একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

[ দ্রষ্টব্য : এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৪৮ ইং। সংবৎ ১৯০৪। দ্বিতীয় ভাগ বলে উল্লেখিত হলেও 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র প্রথম ভাগ বিদ্যাসাগর মহাশয় রচনা করেন নি। সম্পাদক—র. স.]

# বাঙ্গালার ইতিহাস

## ( দ্বিতীয় ভাগ )

### প্রথম অধ্যায়

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে, দিল্লীর অধীশ্বর এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, নূতন নবাব তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদয় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, ষোল বৎসর ঢাকার অধিপতি থাকিয়া. প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তর-প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা নারী আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্যকালে পলায়ন করিল ; সুতরাং, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, নির্বিবাদে, নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত হইল, এবং তিনিও সহজে আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন এবং মুসলমানদিগের অধিকার-সময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্বনাশ করিয়া, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন। তৎকালে আলিবর্দি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকাতে. সিরাজউদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অগ্রে সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণপূর্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রার ছলে, কলিকাতায় পলায়ন করেন ; এবং, ১৭ই মার্চ, তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অনুমতি লইয়া, নগরমধ্যে বাস করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পান, ততদিন ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এইরূপে হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, সিরাজউদ্দৌলা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; এক্ষণে, সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া, কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ দূত বিশ্বাস-যোগ্য পত্রাদির প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিছু দিন পরে, য়ুরোপ হইতে এই সংবাদ আসিল, অল্পদিনের মধ্যেই, ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে ফরাসিরা, করমণ্ডল উপকূলে, অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন ; আর, কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দননগরে ফরাসিদের তদপেক্ষা দশগুণ অধিক থাকে। এই সমস্ত কারণে, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজরা আপনাদের দুর্গের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার, অনতিবিলম্বে, অল্পবয়স্ক উদ্ধতস্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার সবিশেষ দ্বেষ ছিল ; এজন্য, তিনি, ভয় প্রদর্শন-পূর্বক, ড্রেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পাইবেন না ; পুরাতন যাহা আছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন ; এবং, অবিলম্বে, কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলিবর্দির মৃত্যুর দুই একমাস পূর্বে, সিরাজউদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য সায়দ মহম্মদের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র সকতজঙ্গ তদীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি, ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী হয়েন। সুতরাং, সকতজঙ্গ সিরাজউদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্বোধ, নৃশংস, ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন ; সুতরাং, অধিককাল, তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীত ও ঐকবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজউদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরান কর্মচারী ও সেনাপতি-দিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ঐ সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে, প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্তে, অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, আপাততঃ, সকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন ; কিন্তু, মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ, এই উপায় দ্বারা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে, কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সকতজঙ্গের সুবাদারীর সনন্দ প্রার্থনায়, দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। আবেদনপত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে, অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।

সিরাজউদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সকতজঙ্গের প্রাণদণ্ডার্থে, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সৈন্য সকল, রাজমহলে উপস্থিত

হইয়া, গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, নবাব, কলিকাতার ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্বপ্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীদিগকে আশ্রয় দিতেছে; এবং, আমার অধিকারের মধ্যে, দুর্গ নির্মাণ করিয়া, আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে; অতএব, আমি তাহাদিগকে নির্মূল করিব; এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৈন্যদিগকে, অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন; কাশিমবাজারে, ইঙ্গরেজদিগের যে কুঠী ছিল, আগমনকালে তাহা লুঠ করিলেন; এবং তথায় যে যে য়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন, সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা, ষাটি বৎসরের অধিককাল, নিরুপদ্রবে ছিলেন; সুতরাং, বিশেষ আস্থা না থাকাতে, তাঁহাদের দুর্গ একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও, অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে, দুর্গমধ্যে একশত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন য়ুরোপীয়। বারুদ পুরান ও নিস্তেজ; কামান সকল মরিচাধরা। এ দিকে, সিরাজউদ্দৌলা, চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম উত্তম কামান লইয়া, কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঙ্গরেজরা দেখিলেন, আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই; অতএব, সন্ধি প্রার্থনায়, বারংবার পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, নবাবের অন্য কোনও বিষয়ে কর্ণ দিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ইঙ্গরেজদিগকে একবারে উচ্ছিন্ন করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব, পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া, অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিৎপুরে উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজরা ইতঃপূর্বে, তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা, নবাবের সৈন্যের উপর, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা হটিয়া গিয়া, দমদমায় অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যেরা, ১৭ই জুন, নগর বেষ্টন করিয়া, তৎপর দিন, এককালে চারিদিকে আক্রমণ করিল। তাহারা, ভিত্তির সন্নিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, এক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, গড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দিবস, অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক ব্যক্তি আহত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্তী অতি বৃহৎ কতিপয় গৃহে অগ্নিপ্রদান করিল; ঐ সকল গৃহ অতি ভয়ানক রূপে জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহার বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজরা একত্র সমবেত হইলেন। তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্যজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ, এত অধিক এতদ্দেশীয় লোক দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল যে, তন্মধ্যে যে আহারসামগ্রী ছিল, তাহাতে এক সপ্তাহ চলিতে পারিত না। অতএব নির্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে, পরদিন প্রত্যূষে, নগর পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, দুর্গমধ্যে, এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না যে, এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিয়া উঠেন। সকলেই আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত; কেহই আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহে।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোক সকল প্রেরিত হইলেন। অনন্তর, দুর্গস্থিত সমুদয় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অতিশয় অভিভূত হইল। সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান। নাবিকেরা নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত। ফলতঃ সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। সর্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব, সর্বাগ্রে পলায়ন করিলেন। যে কয়েকখান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে, কতক হাবড়া পারে, চলিয়া গেল; কিন্তু, সৈন্য ও ভদ্রলোক অর্ধেকেরও অধিক দুর্গমধ্যে রহিয়া গেল।

সর্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়নসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, একত্র সমবেত হইয়া, হলওয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন। পলায়িতেরা, জাহাজে আরোহণ করিয়া প্রায় একক্রোশ ভাটিয়া গিয়া, নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। ১৯শে জুন নবাবের সৈন্যেরা পুনর্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত হইল।

দুর্গবাসীরা, দুই দিবস পর্যন্ত, আপনাদের রক্ষা করিল, এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে অনবরত এই সঙ্কেত করিতে লাগিল, তোমরা আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর। এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, পলায়িত ব্যক্তিরা, পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে, একবারও উদ্যোগ করিল না। যাহা হউক, তখনও তাহাদের অন্য এক আশা ছিল। রয়েল জর্জ নামে একখান জাহাজ, চিৎপুরের নীচে নঙ্গর করিয়াছিল। হলওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ গড়ের নিকটে আনিবার নিমিত্ত, দুইজন ভদ্রলোককে পাঠাইয়া দিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে, উহা আসিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল। এইরূপে, দুর্গস্থিত হতভাগ্যদিগের শেষ আশাও উচ্ছিন্ন হইল।

১৯শে জুন, রাত্রিতে, নবাবের সৈন্যেরা, দুর্গের চতুর্দিকস্থ অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া, ২০শে, পুনর্বার, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম সহকারে, আক্রমণ করিল। হলওয়েল সাহেব, আর নিবারণ চেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া, নবাবের

সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। দুই প্রহর চারিটার সময়, নবাবের পক্ষের এক সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, ইঙ্গরেজেরা, সেনাপতির উত্তর আসিল ভাবিয়া, আপনাদের কামান ছোঁড়া রহিত করিবামাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়িয়া আসিল; প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এবং, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে, দুর্গ অধিকার করিয়া, লুঠ আরম্ভ করিল।

বেলা পাঁচটার সময়, সিরাজউদ্দৌলা, চৌপালায় চড়িয়া, দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলে, য়ুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব, খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবেক না; অনন্তর, বিস্ময় প্রকাশপূর্বক কহিলেন, এত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, কিরূপে, চারিশত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত, এতক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, এক অনাবৃত প্রদেশে সভা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন; কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন য়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি, সে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে, দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বার হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইঙ্গরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা, অতি ত্বরায়, ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা, রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া, যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যকরূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশয়ে, গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত বিবাদ করিতে লাগিল; এবং, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা, গুলি করিয়া, আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান কর। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঐ গৃহের দ্বার উদঘাটিত হইলে, দৃষ্ট হইল, এক শত ছচল্লিশের মধ্যে, তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজউদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১শে জুন, প্রাতঃকালে, এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় অনবধান প্রদর্শন করিলেন। অন্ধকূপে রুদ্ধ হইয়া, যে কয় ব্যক্তি জীবিত থাকে, হলওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে একজন। নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু ধনাগারের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজউদ্দৌলা, নয় দিবস কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন; অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২রা জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া, তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইঙ্গরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ, টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া, শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র, সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ঐ উদ্ধত যুবা, পত্র পাঠে ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি; অতএব, আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ হইতে চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া, সিরাজউদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য হইলেন, এবং অতি ত্বরায়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য লইয়া, তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকতজঙ্গ নিজে

যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু, তদীয় সৈন্য মধ্যে, এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোনও পারিপাটি ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক পৃথক স্থানে সেনা নিবেশিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য, ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড় বড় কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি, নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা, অতি কষ্টে কর্দম পার হইয়া, শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে, সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং, অত্যধিক সুরাপান করিয়া এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে, রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত, অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত, এক ভৃত্যসমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্তভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যেরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণীভঙ্গপূর্বক পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, সাহস করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই; কিন্তু, এই জয়ের সমুদয় বাহাদুরী আপনার বোধ করিয়া, মহাসমারোহে মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে, ড্রেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্বক, পলায়ন করিয়া, স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায়, অনেক ব্যক্তি, রোগাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, তথাকার গবর্ণর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং চারিদিকে বিপদসাগর দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ফরাসিদিগের সহিত ত্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা

হইয়াছিল। ফরাসিরা তৎকালে পণ্ডিচরীতে অতিশয় প্রবল ছিলেন; ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য অতি অল্প মাত্র ছিল। তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালার সাহায্য করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য স্থির করিলেন। তদনুসারে, তাঁহারা অতি ত্বরায় কতিপয় যুদ্ধজাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং এডমিরল ওয়াট্‌সন সাহেবকে জাহাজের কর্তৃত্ব দিয়া, আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইলেন।

ক্লাইব, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, কোম্পানির কেরানি নিযুক্ত হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে, ভারতবর্ষে আগমন করেন, সাংগ্রামিক ব্যাপারে গাঢ়তর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্মে নিবিষ্ট হয়েন, এবং, অল্পকাল মধ্যে, একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে, তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়; এজন্য, জাহাজ সকল অক্‌টোবরের পূর্বে বহির্গত হইতে পারিল না। তৎকালে উত্তরপূর্বীয় বায়ুর সঞ্চার আরব্ধ হইয়াছিল; এ প্রযুক্ত, জাহাজ সকল, ছয় সপ্তাহের ন্যূনে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না, তন্মধ্যে দুইখানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে, মান্দ্রাজ হইতে সমুদয়ে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয়। তাহারা, ২০শে ডিসেম্বর ফলতায়, ও ২৮শে, মায়াপুরে পঁহুছিল। তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল। কর্ণেল ক্লাইব, শেষোক্ত দিবসে, রজনীযোগে, স্বীয় সমস্ত সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিলেন; কিন্তু পথদর্শক-দিগের দোষে, অরুণোদয়ের পূর্বে, ঐ দুর্গের নিকট পঁহুছিতে পারিলেন না।

নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে, নবাবের সৈন্যেরা যদি প্রকৃতরূপে কার্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে, ইঙ্গরেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন। যাহা হউক ক্লাইব, অতি ত্বরায় কামান আনাইয়া, শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে এক গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তিনি, যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচশত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, তিনি অতি সত্বর মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তথায় পঁহুছিয়াছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব, কলিকাতার উপর ক্রমাগত দুইঘণ্টা কাল, গোলাবৃষ্টি করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে, ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার কলিকাতার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অথচ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্লাইব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয় প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি, কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া, হুগলী অধিকার করিলেন। তৎকালে এই নগর প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল।

বোধ হইতেছে, কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরে, ক্লাইব মুরশিদাবাদের শেঠদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া, নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সিরাজউদ্দৌলাও, প্রথমতঃ, প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব, হুগলী অধিকার করিয়া তথাকার বন্দর লুঠ করিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, সসৈন্যে অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি, ৩০শে জানুয়ারি, হুগলীর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন; এবং, ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশিত করিলেন।

ক্লাইব, ৭০০ গোরা ও ১২০০ সিপাই, এইমাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র।

সিরাজউদ্দৌলা পঁহুছিবামাত্র, ক্লাইব, সন্ধি প্রার্থনায়, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেকবার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, কলিকাতার চারিদিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইঙ্গরেজদিগের আহারসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্‌সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি একটার সময় তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। দুইটার সময়, সমুদয় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, এবং চারিটার সময়, একবারে নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য সমুদয়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই। অকুতোভয় ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এইমাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতি গুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীতকালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও, প্রভাত হইবা-মাত্র, এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে, কোনও ব্যক্তি, আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ করিতে করিতে, বিপক্ষের শিবির ভেদ

করিয়া চলিয়া গেলেন। হত ও আহত সমুদয়ে তাঁহাদের দুই শত বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদপেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব, ক্লাইবের ঈদৃশ অসম্ভব সাহস দর্শনে, অতিশয় ভয়প্রাপ্ত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয়বার আক্রমণের সমুদয় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির বিষয়েই সম্মত হইয়া ৯ই ফেব্রুয়ারি, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গরেজেরা, পূর্বের ন্যায়, সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্তু, কলিকাতায় দুর্গনির্মাণ ও টাকশালস্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন ; আর তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল। নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতায় আক্রমণকালে যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, সমুদয় ফিরিয়া দিবেন ; আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের যথোপযুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, এই ভাবিয়া, নবাব এই সকল নিয়ম তৎকালে অতিশয় অনুকূল বোধ করিলেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপক্ষে নির্ভর করিলেন যে য়ুরোপে ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে ; আর কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দননগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব, চন্দননগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্বে, নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, এই উভয় জাতির য়ুরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, ক্লাইব, চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, য়ুরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে আমরা কেহ কোনও পক্ষকে আক্রমণ করিব না। তাহাতে চন্দননগরের গবর্ণর উত্তর দিলেন যে, আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু, যদি প্রধানপদারূঢ় কোনও ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এরূপ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব। আর, যতদিন চন্দননগরে ফরাসিদের অধিক সৈন্য থাকিবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত কলিকাতা নিরাপদ হইবেক না। তিনি ইহাও নিশ্চিন্ত বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা কেবল ভয়প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন ; সুযোগ পাইলে, নিঃসন্দেহ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। বস্তুতঃ, সিরাজউদ্দৌলা, এ পর্যন্ত, ক্রমাগত, ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন ; এবং যুদ্ধকালে, ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে, ফরাসিদিগকে আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিন্তু, এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত, তিনি যতবার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেকবারেই, নবাব কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরিশেষে, ওয়াট্‌সন সাহেব নবাবকে এইভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা ছিল, সমুদয় আসিয়াছে; এক্ষণে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিব যে, সমুদয় গঙ্গার জলেও ঐ যুদ্ধানলের নির্বাণ হইবেক না। সিরাজউদ্দৌলা, এই পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ, বিনয় করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয়, করুন।

ক্লাইব ইহাকেই ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণ্য করিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বে, সৈন্য সহিত, স্থলপথে, চন্দননগর যাত্রা করিলেন। ওয়াটসন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সহিত, জলপথে প্রস্থান করিয়া, ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন। ইংরেজদিগের সৈন্য চন্দননগর অবরোধ করিল। ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে, অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জাহাজী সৈন্যের প্রযত্নেই ঐ স্থান হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজরা, এ পর্যন্ত, ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। নয় দিন অবরোধের পর, চন্দননগর পরাজিত হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইঙ্গরেজেরা ফরাসি সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দননগর পরাজিত হয়। এই প্রবাদের মূল এই, ফরাসি গবর্ণর, ইঙ্গরেজদিগের জাহাজের গতির প্রতিরোধের নিমিত্ত, নৌকা ডুবাইয়া গঙ্গার প্রায় সমুদায় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্পপরিসর পথ রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোকে জানিত। ফরাসিদিগের এক কর্মচারী ছিল, তাহার নাম টেরেনো। টেরেনো, কোনও কারণবশতঃ, ফরাসি গবর্ণর রেনড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসে, এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উত্তরকালে, ঐ ব্যক্তি, ইঙ্গরেজদিগের নিকট কর্ম করিয়া, কিছু উপার্জন করে, এবং ঐ উপার্জিত অর্থের কিয়ৎ অংশ ফ্রান্সে আপন বৃদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই টাকা গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বাসঘাতকের দত্ত বলিয়া, ঘৃণা প্রদর্শনপূর্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্বেদ উপস্থিত হয় যে, সে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজউদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা ইঙ্গরেজেরা টাকশাল ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটি বৎসরের অধিক হইবেক, তাঁহারা, এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই, এতদ্দেশীয় সৈন্যে পরাজয় করিতে না পারে, এরূপ এক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার সমাধানবিষয়ে

সবিশেষ সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি তাহাতে কত ব্যয় হইবেক, বুঝিতে পারেন নাই। কার্য আরব্ধ হইলে, ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূনে নির্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোনও পরিবর্ত করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্তমান দুর্গ, এইরূপে, দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই, এক টাকশাল নির্মিত, এবং আগস্ট মাসের ঊনবিংশ দিবসে ইঙ্গরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এইরূপে, পরাক্রম দ্বারা, ইঙ্গরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এ অধিকারের রক্ষা হইবেক না। তিনি, প্রথম অবধিই, নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেক না, অবশ্য তাহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে, নবাব দুর্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব, যাহাতে ফরাসিরা পুনরায় বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে না পায়, এ বিষয়ে তিনি সবিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে, দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি, অনেক দেশ জয় করিয়া, সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সিরাজউদ্দৌলা, ইঙ্গরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু, ঐ ফরাসি সেনাপতিকে, সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্রদ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব এবিষয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খান ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইঙ্গরেজেরা সিরাজউদ্দৌলাকে খর্ব করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি তাঁহাদের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে, তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্বাচীন নির্বোধ নবাব, ক্রোধোদয়কালে, উন্মত্তপ্রায় হইতেন; কিন্তু, ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, ইঙ্গরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইত। ওয়াট্‌স নামে এক সাহেব, তাঁহার দরবারে, ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্ট ছিলেন। নবাব, এক দিন, শূলে দিব বলিয়া, তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন; দ্বিতীয় দিন, তাঁহার নিকট মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন; এক দিন, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ক্লাইবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন; দ্বিতীয় দিন, বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিতেন।

ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোনও প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁহারা, কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পারেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা, নবাবের সর্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীর জাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজা বাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্যশালী বণিক, ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা, তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিরাগোৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূর্ব বৎসর, সকতজঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত, সকলে একবাক্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গোপনে পত্রপ্রেরণ করেন।

ইঙ্গরেজরা বিবেচনা করিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও, এই রাজবিপ্লব ঘটিবেক ; সাহায্য করিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন ; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াট্‌সন সাহেবও বিবেচনা করিয়াছিলেন, যাহারা এ পর্যন্ত কেবল সামান্যাকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত অসংসাহসের কর্ম। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন ; সঙ্কট পড়িলে, তাঁহার ভয় না জন্মিয়া, বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি হইত। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে, কোনও ক্রমে, পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ক্লাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট ওয়াটস সাহেব দ্বারা, নবাবের প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; এত গোপনে যে, সিরাজউদ্দৌলা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। একবার মাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি মীরজাফরকে ডাকাইয়া, কোরান স্পর্শ করাইয়া, শপথ করান। জাফরও যথোক্ত প্রকারে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমি কখনও কৃতঘ্ন হইব না।

সমুদায় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ সমস্ত উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল ; এ নিমিত্ত, মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিবার কথা নির্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, এক দিন বিকালে, ওয়াট্‌স সাহেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, মীরজাফরের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর ত্রিশলক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক ; নতুবা, আমি এখনই, নবাবের নিকটে গিয়া, সমুদয় পরামর্শ ব্যক্ত করিব। উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াট্‌স প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইত। ওয়াট্‌স সাহেব, কালবিলম্বের নিমিত্ত, উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ একবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, ধূর্ততা ও প্রতারকতা বিষয়ে, উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন ; অতএব,

বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায় দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছে; এ ব্যক্তি সাধারণের শত্রু; ইহার দুষ্টতাদমনের নিমিত্ত, যে কোনও প্রকার চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব, আপাততঃ, ইহার দাওয়া অঙ্গীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবেক না। এই স্থির করিয়া, তিনি, ওয়াট্‌স সাহেবকে উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া, দুই খান প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খান শ্বেত বর্ণের; দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লেখা রহিল, শ্বেত বর্ণের পত্রে সে কথার উল্লেখ রহিল না। ওয়াট্‌সন সাহেব, ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। তিনি প্রতারণাঘটিত লোহিত বর্ণের প্রতিজ্ঞাপত্রে, স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অতিশয় চতুর ও অতিশয় সতর্ক; তিনি, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম স্বাক্ষরিত না দেখিলে, নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেন। ক্লাইব কোনও কর্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং, অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, সকল কর্মই করিতে পারিতেন। তিনি ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত বর্ণের পত্র উমিচাঁদকে দেখান গেল, এবং তাহাতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল। অনন্তর, মীরজাফরের সহিত এই নিয়ম হইল, ইঙ্গরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপন সৈন্য পৃথক করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলাকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আপনি ইঙ্গরেজদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছেন, যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা করেন নাই, এবং ইঙ্গরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব, আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাইতেছি, আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাঁহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করিয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহপূর্বক, কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভেই, আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি ১৭ই জুন কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন, এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯এ জুন, ঘোরতর বর্ষার আরম্ভ হইল। ক্লাইব, নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্যন্ত মীরজাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার একখানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি, স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া,

পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও, প্রথমতঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে, অভিনিবেশপূর্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এত দূর আসিয়া, এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা একবারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২এ জুন, সুর্যোদয়কালে, সৈন্য সকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময়, সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র, যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, মীরজাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং, চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীরমদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর, আত্মসৈন্য সহিত, তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীরমদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শনপূর্বক, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময়, সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম প্রতিপালন করিব; এবং, তাহার প্রমাণস্বরূপ, নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে, নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইঙ্গরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল। তাহারা, ভঙ্গ দিয়া, চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং, ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজউদ্দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ, পর দিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে, তাঁহার শ্বশুর পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নবাব, সমস্ত দিন, একাকী আপন প্রাসাদে কালযাপন করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকটারোহণপূর্বক, ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি সেনাপতি লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, তিনি নৌকারোহণপূর্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের, হত আহত সমুদয়ে, কেবল কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর, মীরজাফর, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজন ও হর্ষপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, মীরজাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী সমবেত হইলেন। অবিলম্বে এক দরবার হইল। ক্লাইব, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীরজাফরের কর গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে, কয়েকজন ইঙ্গরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু, তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটি টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না। তৎকালের মুসলমান ইতিহাস-লেখক কহেন যে, উহা কেবল বাহ্য ধনাগার মাত্র। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল; ক্লাইব, তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পান নাই। ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত ও রত্নে আট কোটি টাকার ন্যূন ছিল না। মীরজাফর, আমির বেগ খাঁ, রামচাঁদ নবকৃষ্ণ, এই কয়জনে ঐ ধন যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লয়েন। এই নির্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ, রামচাঁদ তৎকালে ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু, দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি, অল্প দিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যক্তিই, পরিশেষে, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে,

তাঁহাদের সর্বস্বলুণ্ঠন, বাণিজ্যের উচ্ছেদ এবং কর্মচারীদিগের প্রাণদণ্ড হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে একবারে সর্ব প্রকারে সম্বন্ধশূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদের কুঠীসকল পুনর্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে; আপনাদের বিপক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিলেন; আর, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের, এবং ইঙ্গরেজ, বাঙ্গালি, ও আরমানি বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতির পূরণস্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন; ইঙ্গরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ লক্ষ; বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ; আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ; এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্য সংক্রান্ত লোকেরা অনেক পারিতোষিক পাইলেন। আর, কোম্পানির যে সকল কর্মচারীরা মীরজাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। ক্লাইব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন; কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, কিছু কিছু ন্যূন পরিমাণে, পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্ধারিত হইল, পূর্বে ইঙ্গরেজদিগের যে যে অধিকার ছিল, সে সমস্ত বজায় থাকিবেক; মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্গত সমুদয় স্থান ও তাহার বাহ্যে ছয় শত ব্যাম পর্যন্ত, ইঙ্গরেজদিগের হইবেক; কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্যন্ত সমুদয় দেশ কোম্পানির জমিদারী হইবেক; আর, ফরাসিরা, কোনও কালে, এ দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না।

এ দিকে, সিরাজউদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পঁহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে ঐ ফকিরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পঁহুছসংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। সপ্তাহ পূর্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপও করিতেন না; এক্ষণে, অতি দীন বাক্যে, তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুটিয়া লইল, এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করিল।

যৎকালে, তিনি রাজধানীতে আনীত হইলেন, তখন মীরজাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, তন্দ্রাবেশে ছিলেন; তাঁহার পুত্র পাপাত্মা মীরন, সিরাজউদ্দৌলার উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ের সন্নিধানে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এই দুই ঘন্টার মধ্যেই, স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণবধের ভার লইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু, তাহারা একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। মহম্মদিবেগ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দি খাঁর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল; পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানের ভার গ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে

পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে, বিনা অপরাধে, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমায় অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র, দুরাচার মহম্মদিবেগ তরবারিপ্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। উপর্য্যুপরি কতিপয় আঘাতের পর, তিনি, হুসেনকুলি খাঁর প্রাণদণ্ডের প্রতিফল পাইলাম, এই বলিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, মীরনের আজ্ঞাবহেরা নবাবের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিল; এবং, অযত্ন ও অবজ্ঞাপূর্বক, হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, গোর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে, সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল. কোনও কারণবশতঃ, পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠারো মাস পূর্বে সিরাজউদ্দৌলা যে স্থানে হুসেনকুলি খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয়; এবং, যে ভূভাগে, বিনা অপরাধে, তিনি হুসেনের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে, তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধিরবিন্দু নিপতিত হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

মীরজাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল। কিন্তু, অতি অল্পকালেই, প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছুমাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্বোধ, নিষ্ঠুর, ও অর্থলোভী ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্মচারীরা, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের অধিকার কালে, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, তাঁহাদের সর্বস্বহরণ মনস্থ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজা রায়দুর্লভ কেবল বিলক্ষণ ধনবান ছিলেন, এমন নহে; তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল। মীরজাফর সর্বাগ্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন।

মীরজাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার বিষয়ে, রাজা রায়দুর্লভ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায়দুর্লভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীরজাফরকে নবাব করা উচিত। তথাপি মীরজাফর, সর্বাগ্রে, রায়দুর্লভের সর্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, তাঁহার উপর মীরজাফরের এমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া, সেই অল্পবয়স্ক নিরপরাধ রাজকুমারের প্রাণবধ করিলেন। রায়দুর্লভও, কেবল ইঙ্গরেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন।

রাজা রামনারায়ণ, বহুকাল অবধি বিহারের ডেপুটি গবর্ণর ছিলেন। নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও আপন ভ্রাতাকে গবর্ণরী পদ দিবেন। ক্লাইবের মতে মীরজাফরের ভ্রাতা মীরজাফর অপেক্ষাও নির্বোধ ছিলেন। নবাব মেদিনীপুরের গবর্ণর রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে

কারাগারে রুদ্ধ করিলেন; তাহাতে রাম সিংহও তাঁহার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেপুটি গবর্ণর অদল সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন।

এইরূপে, মীরজাফরের সিংহাসনারোহণের পর, পাঁচমাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটিল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত, ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ক্লাইব বাঙ্গালাতে সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনি, উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন, অথচ এক বিন্দু রক্তপাত হইল না।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব, পাটনা যাইবার সময়, মুরশিদাবাদ হইয়া যান। নবাব, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হয় নাই। ক্লাইব, রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নবাবকে জানাইলেন যে, সে সকলের পরিশোধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। নবাব, তদনুসারে, দেয়-পরিশোধ স্বরূপ, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী, এই তিন প্রদেশের রাজস্ব তাঁহাকে নির্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব, স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা আমায় অভয়দান করেন, তাহা হইলে, আমি নবাবের আজ্ঞানুবর্তী থাকিতে পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর নবাব রামনারায়ণের উপর অক্রোধ হইলেন। অনন্তর, রামনারায়ণ, মীরজাফরের শিবিরে গিয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। মীরজাফর, এ যাত্রায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। পরে, ক্লাইব ও নবাব, একত্র হইয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায়দুর্লভ, পূর্বাপর, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, ততদিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপার এইরূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফরের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পিতা-পুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন ও সর্বস্বহরণ করিবেন। কিন্তু, এ যাত্রায়, তাহা না হইয়া, বরং তাঁহাদের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণ হইল। তাঁহারা উভয়েই, ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে, অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীরজাফর, শুনিতে তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই ছিলেন না; ক্লাইবই সকল ছিলেন।

দুই বৎসর পূর্বে, ইঙ্গরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকূল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইঙ্গরেজদিগের উপাসনা করিতে হইল। মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের

নিকটেই, সকল বিষয়েই, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ক্লাইব, ঐ সকল বিষয়ে, এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনাপূর্বক কার্য করিতেন যে, যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্তৃত্বভার ছিল, তাবৎ, কোনও অংশে, বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহআলম, প্রয়াগের ও অযোধ্যার সুবাদারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ দুই সুবাদারের, এই সুযোগে, বাঙ্গালা রাজ্যের কোনও অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না। শাহআলম ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে, ক্রমে ক্রমে, এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব। কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীরজাফরের বিপক্ষতা করিতে পারিব না। শাহ আলম, সম্রাটের সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্মতি ব্যতিরেকে, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে, রুদ্ধ করিয়া, আমার নিকট পাঠাইবে।

মীরজাফরের সৈন্যসকল, বেতন না পাওয়াতে, অতিশয় অবাধ্য হইয়াছিল; সুতরাং, সে সৈন্য দ্বারা উল্লিখিত আক্রমণের নিবারণ, কোনও মতে সম্ভাবিত ছিল না। এজন্য, তাঁহাকে, উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব, সত্বর হইয়া, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু, ক্লাইবের উপস্থিতির পূর্বেই, এই ব্যাপার একপ্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদার, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইঙ্গরেজেরা আসিতেছেন, এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক, তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপনার উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া, স্বীয় রাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যেরা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; কেবল তিনশত ব্যক্তি তাঁহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিল। পরিশেষে, তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন। ক্লাইব, বদান্যতা প্রদর্শনপূর্বক, রাজকুমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

মীরজাফর, এইরূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন, এবং, কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমিদারীর যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিলেন। নির্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না।

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে, মীরজাফর, কলিকাতায় আসিয়া, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তিনিও, যৎপরোনাস্তি সমাদরপূর্বক, তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে, ওলন্দাজদিগের সাতখানা যুদ্ধজাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল। অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই। ইঙ্গরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ একদল য়ুরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি, কিছু দিন অবধি, চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। খোজাবাজীদ নামক কাশ্মীরদেশীয় বণিক এই সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন।

খোজাবাজীদ আলিবর্দি খাঁর সবিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। লবণ ব্যবসায় তাঁহার একচেটিয়া ছিল। তিনি এমন ঐশ্বর্যশালী ছিলেন যে, সহস্র মুদ্রার ন্যূনে তদীয় দৈনন্দিন ব্যয়ের নির্বাহ হইত না। একদা তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন। পূর্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাসিদিগের এজেন্ট ছিলেন; পরে, চন্দননগরের পরাজয় দ্বারা তাঁহাদের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসেন।

সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন যে, ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল না; এজন্য, তাঁহাদের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্যের আনয়ন বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৎকালে চুঁচুড়ার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল। গবর্ণর বিসদম সাহেব এক পক্ষের প্রধান। ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোনও রূপে সন্ধিভঙ্গ না হয়। বর্ণেট নামক এক ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রধান। এই পক্ষের লোকেরা অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে, চুঁচুড়ার সমুদয় কার্য সম্পন্ন হইত; ইতঃপূর্বে, ইঙ্গরেজেরা আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আপনারা এই নদীতে স্বজাতীয় নাবিক রাখিতে পারিবেন না। ওলন্দাজেরা, বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, এদেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতিসংবাদ অবগত হইয়া, ক্লাইব, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে, ওলন্দাজদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের সন্ধি ছিল। আর, তাঁহাদের যত য়ুরোপীয় সৈন্য থাকে, ইঙ্গরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে, কার্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে ফরাসিদিগের প্রাধান্যলোপ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ওলন্দাজদিগকেও প্রবল হইতে দিবেন না। এক্ষণে, তিনি মীরজাফরকে কহিলেন, আপনি ওলন্দাজী সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এ বিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি, ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই, তাহাদের সমুদয় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; অতএব, কলিকাতার দক্ষিণবর্তী টানা নামক স্থানে যে চর ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া, অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সাত শত য়ুরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন। ঐ সকল সৈন্য, স্থলপথে, গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া, চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, পূর্বেই কর্ণেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য, ক্রমে অগ্রসর হইয়া, চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্ণেল ফোর্ড জানিতেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে; এজন্য, সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি, খেলা হইতে না উঠিয়াই, পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, ভ্রাতঃ! অবিলম্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; কল্য আমি কৌন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘন্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদের যে সকল জাহাজ নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময়ে তৎসমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এইরূপে ওলন্দাজদিগের ঐ মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরক্ষণেই, রাজকুমার মীরন, ছয় সাত সহস্র, অশ্বারোহ সৈন্য সহিত, চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাহাদের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে, অগত্যা, ইঙ্গরেজদের সহিত মিলিত হইয়া, ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড যুদ্ধসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই, চুঁচুড়া অবরোধ করিলেন। ঐ নগর ত্বরায় ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইত; কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তিনি উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহারা যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাঁহাদের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শারীরিক সাতিশয় অপটু হইয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে, ধনে মানে পূর্ণ হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের ভার বান্সিটার্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইল।

বাঙ্গালা দেশ যে একেবারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর নিজপুত্র মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিলেন। যুবরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সাতিশয় সাহঙ্কার ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সকলে সিরাজউদ্দৌলার কুক্রিয়া সকল বিস্মৃত হইয়া গেল।

সম্রাটের পুত্র শাহ আলম, সর্বসাধারণের ঈদৃশ অসন্তোষদর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণিয়ার গবর্ণর, কাদিম হোসেন খাঁ, স্বীয় সৈন্য লইয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহ আলম, কর্মনাশা পার হইয়া, বিহারের সীমায় পদার্পণ মাত্র, সংবাদ পাইলেন, সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী প্রসিদ্ধ ক্রূর ইমাদ উলমুলুক সম্রাটের প্রাণবধ করিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে, শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন, এবং অযোধ্যার সুবাদারকে সাম্রাজ্যের সর্বাধিকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি নামমাত্রে সম্রাট হইলেন ; তাঁহার পরাক্রমও ছিল না, প্রজাও ছিল না ; তৎকালে, তাঁহার রাজধানী পর্যন্ত বিপক্ষের হস্তগত ছিল ; এবং তিনিও, নিজে নিজ রাজ্যে একপ্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পরাক্রান্ত রামনারায়ণ, নগররক্ষার একপ্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্ণেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন ; তিনি, ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ; এবং মীরনও, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মীরন, ইতঃপূর্বে, দুই নিজ কর্মকারকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তকচ্ছেদন করেন। আলিবর্দি খাঁর দুই কন্যা, ঘেসিতি বেগম ও আমান বেগম, আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়দ আহম্মদের মৃত্যুর পর, গুপ্তভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধযাত্রাকালে, তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞাপ্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্ণর, এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, তিনি আপন এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদে আনয়নচ্ছলে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নিদেশ প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকার ছিপি খুলিবার উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণস্বরে কহিলেন, হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর। আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটে, কিন্তু মীরনের কখনও কোনও অপরাধ করি নাই ; প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমস্ত আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থানকালে, স্বীয় স্মরণপুস্তকে এই অভিপ্রায়ে তিনশত ব্যক্তির নাম লিখিয়া ছিলেন যে, প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি, কোনওক্রমে, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, নগর হইতে বহির্গমনপূর্বক, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। সুতরাং, পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। সম্রাট, এক উদ্যমেই, ঐ নগর অধিকার করিতে পারিতেন ; কিন্তু, অগ্রে তাহার চেষ্টা না করিয়া, দেশলুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট করিলেন। ঐ সময় মধ্যে, কালিয়ড স্বীয় সমুদয় সৈন্য সহিত, উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মীরন, ফেব্রুয়ারির দ্বাবিংশ দিবসের পূর্বে গ্রহ সকল অনুকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করাতে, প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

২০এ, সম্রাট, তাঁহাদের উভয়ের সৈন্য এককালে আক্রমণ করিলেন। মীরনের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড, দৃঢ়তা ও অকুতোভয়তা সহকারে, সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত করিলেন। শাহ আলম, সেই রাত্রিতেই, শিবির ভঙ্গ করিয়া, রণক্ষেত্রের পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে, গিরিমার্গ দ্বারা অতর্কিত রূপে গমন করিয়া, সহসা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবার আশয়ে, প্রস্থান করিলেন।

এই প্রয়াণ অতি ত্বরাপূর্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরন, জানিতে পারিয়া দ্রুতগতি পোত দ্বারা, আপন পিতার নিকট এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই, সম্রাট, মুরশিদাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; কিন্তু, সত্বর আক্রমণ না করিয়া, জনপদমধ্যে, অনর্থক কালহরণ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পঁহুছিলেন। উভয় সৈন্য পরস্পর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্রাট, সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া, পাটনা প্রতিগমনপূর্বক, ঐ নগর দৃঢ়রূপে অবরোধ করিলেন। ঐ সময়ে, পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁও তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস, পাটনা আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু, কাপ্তেন নক্স অত্যল্প সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি কর্ণেল কালিয়ড কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্ধমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পরদিন, তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নিদান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

দুই একদিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ, ষোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পঁহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই জয়লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য বলিতে হইবেক। এই জয়লাভ দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইঙ্গরেজদিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা সিতাব রায় এমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে ইঙ্গরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ণিয়ার গবর্ণর, সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। কর্ণেল কালিয়ড ও মীরন, উভয়ে একত্র হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষার আরম্ভ হইল; তথাপি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে অতিশয় দুর্যোগ হইল। মীরন আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, গল্প শুনিতেছিলেন; দৈবাৎ, ঐ সময়ে, অশনিপাত দ্বারা, তাঁহার ও তাঁহার দুইজন পরিচারকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। কর্ণেল কালিয়ড এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত, কাদিম হোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন, এবং পাটনা প্রত্যাগমনপূর্বক, বর্ষার অনুরোধে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

মীরন নিতান্ত দুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, নির্বোধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃদ্ধ নবাবের যে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিল, এক্ষণে তাহা এক বারে লোপ পাইল। অতঃপর রাজকার্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্বতন বেতন নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসংবাদে উদ্যত হইল। তখন, নবাবের জামাতা, মীর কাসিম, তাহাদের পুরোবর্তী হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীর কাসিমকে, দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইলেন। তথায়, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে, তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। তৎকালে, এই দুই সাহেবের মত অনুসারেই, কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদয় বিষয়কর্ম নিষ্পন্ন হইত। দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীর কাসিম পুনর্বার প্রেরিত হয়েন। এই রূপে, দুই বার, মীর কাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া,

গবর্ণর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কেবল এই ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্যনির্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি মীর কাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটি নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীর কাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস, উভয়ে, এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া, মীরজাফরের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরূপ হইলে, সমুদয় ক্ষমতা অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি আপন সভামণ্ডপে পুত্তলিকাপ্রায় হইব।

বান্সিটার্ট সাহেব, নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। মীর কাসিম এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এত কাণ্ড করিয়া, কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না। তখন, বান্সিটার্ট সাহেব, দৃঢ়তা সহকারে কার্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, মীরজাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা, এ উভয়ের অন্যতর স্থানে, বৃদ্ধ নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তাব হইল। নবাব বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে, যেখানে এত কাল আধিপত্য করিলাম, তথায় সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক, এবং জামাতৃকৃত পরিভব সহ্য করিতে হইবেক। অতএব, আমার কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি, এক সামান্য নর্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী উত্তর কালে মণিবেগম নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাবৃত্তলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীরজাফর, প্রস্থানের পূর্বে, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্নসকল হস্তগত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

## চতুর্থ অধ্যায়

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, ইঙ্গরেজেরা মীরকাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন। তিনি, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুরকে বর্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন। সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইলেন।

মীরকাসিম অতিশয় বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এবং মীরজাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি সকল বিষয়ে ব্যয়ের সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন ; অভিনিবেশপূর্বক সমুদয় হিসাব দেখিতে লাগিলেন ; এবং, মীরজাফরের

শিথিল শাসনকালে, রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে, সেই সকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি, জমিদারদিগের নিকট হইতে, কেবল বাকী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমুদয় জমীদারীর নূতন বন্দোবস্তও করিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্বে, দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১৪২৮৫০০০ টাকা নির্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৬২৪০০০ টাকা করিলেন। এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতিবিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি সমস্ত পূর্বতন দেয়ের পরিশোধ করিলেন। নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে, তদীয় সৈন্যসকল বিলক্ষণ বশীভূত রহিল।

ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আমি সর্বসম্মত নবাব বটে, বাস্তবিক সমুদয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইঙ্গরেজদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আর, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে, কখনই, ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না; অতএব, স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে, ইঙ্গরেজী রীতি অনুসারে, শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম গর্গিন খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন, প্রথমতঃ, একজন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য থাকাতে, মীরকাসিম তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও, সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গোলন্দাজদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখনও কোনও রাজার সেরূপ ছিল না।

মীরকাসিম, ইঙ্গরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপিত করিলেন। বন্দুকের নির্মাণকৌশলের নিমিত্ত, ঐ নগরের অদ্যাপি যে প্রতিষ্ঠা আছে, গর্গিন খাঁ তাহার আদিকারণ। তৎকালে, গর্গিনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক ছিল না।

সম্রাট শাহ আলম তৎকাল পর্যন্ত, বিহারের পর্যন্তদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের বর্ষা শেষ হইবামাত্র, মেজর কার্ণাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধের পর, কার্ণাক সাহেব, সন্ধি প্রস্তাব করিয়া, রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, ইংলণ্ডীয় সেনাপতি, তদীয় শিবিরে গমনপূর্বক, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।

মীরকাসিম, সম্রাটের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধিবার্তা শ্রবণে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনার পক্ষে কোনও অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক মীরকাসিমকে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি, কোনও ক্রমে, সম্রাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে, এই নির্ধারিত হইল, উভয়েই, ইঙ্গরেজদিগের কুঠীতে আসিয়া, পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন।

উপস্থিত কার্যের নির্বাহের নিমিত্ত, এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট তদুপরি উপবেশন করিলেন। মীরকাসিম, সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন ; সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলে, তিনি প্রতি বৎসর চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিলেন। তৎপরে, সম্রাট দিল্লী যাত্রা করিলেন। কার্ণাক সাহেব, কর্মনাশার তীর পর্যন্ত, তাঁহার অনুগমন করিলেন। সম্রাট, কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই আমি তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হয়, সুবর্ণরেখার উত্তরবর্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যা নামে উল্লিখিত হইত।

মীরকাসিম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত, সমুদয় জমিদারদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে আনিয়াছিলেন। রামনারায়ণের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল ; কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। এজন্য, সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, নবাব কৌশলক্রমে তাঁহার সর্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। নবাব ইঙ্গরেজদিগকে লিখিলেন, রামনারায়ণের নিকট বাকীর আদায় না হইলে, আমি আপনাদের প্রাপ্যের পরিশোধ করিতে পারিব না ; আর, যাবৎ আপনাদের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক, তাবৎ ঐ বাকীর আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে, কলিকাতার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল ; এক পক্ষ মীরকাসিমের অনুকূল, অন্য পক্ষ তাঁহার প্রতিকূল ; গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব অনুকূল পক্ষে ছিলেন। মীরকাসিমের প্রস্তাব লইয়া, উভয় পক্ষের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। পরিশেষে বান্সিটার্টের পক্ষই প্রবল হইল। এই পক্ষের মত অনুসারে, ইঙ্গরেজেরা পাটনা হইতে আপনাদের সৈন্য উঠাইয়া আনিলেন ; সুতরাং, রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন ; এবং, নবাবও তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাবদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহার কর্মচারীদিগকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হইল ; কিন্তু, গবর্ণমেন্টের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীরকাসিম, এ পর্যন্ত, নির্বিবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। পরে তিনি, কোম্পানির

কর্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে, যেরূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের যে সকল পণ্যদ্রব্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে নীত হইত, তাহার শুল্ক হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ উৎপন্ন হইত। এইরূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক ; কারণ, ইহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু, এই কালে, ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ; এবং ইঙ্গরেজেরাও, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্বে, ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর, সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেস্কস দিয়া, বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তদবধি তদীয় পণ্যদ্রব্যের মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্ণর এক দস্তকে স্বাক্ষর করিতেন ; মাশুলঘাটায় তাহা দেখাইলেই, কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়ে ছিল। কিন্তু যখন ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন কোম্পানির যাবতীয় কর্মকারকেরা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই, দেশীয় বণিকদের ন্যায়, রীতিমত শুল্কপ্রদান করিতেন। পরে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং কৌন্সিলের সাহেবেরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসনে বসাইলেন, তখন তাঁহারা, আরও প্রবল হইয়া, বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইঙ্গরেজদের গোমস্তারা, শুল্কবঞ্চন করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা অনুসারে, ইঙ্গরেজী নিশান তুলিত, এবং দেশীয় বণিক ও রাজকীয় কর্মকারকদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তিমাত্রেই, যে কোনও ইঙ্গরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোনও বিষয়ে আপত্তি করিলে, য়ুরোপীয় মহাশয়েরা, সিপাই পাঠাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোনও স্থানে কিছু দ্রব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে, নাবিকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ, এইরূপে, নবাবের পরাক্রম এককালে লোপ পাইল। দেশীয় বণিকদিগের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ মহাত্মারা বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল ; কারণ, ইঙ্গরেজেরাই কেবল মাশুল দিতেন না, এমন নহে ; যাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত, তাহারাও, তাঁহাদের নাম করিয়া, মাশুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীরকাসিম, এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, কলিকাতার কৌন্সিলে অনেকবার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে, তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আপনারা ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব।

বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায়ের নিবারণ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, ঐ সকল অবৈধ উপায় দ্বারা, উপার্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইল। পরিশেষে, ঐ সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে, কোম্পানির গোমস্তাদিগের নির্ধারিত মূল্যেই, দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। অতঃপর, মীরকাসিম ইঙ্গরেজদিগকে শত্রুমধ্যে পরিগণিত করিলেন; এবং ত্বরায় উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।

ইহার নিবারণার্থে, বান্সিটার্ট সাহেব, স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও সৌহৃদ্য ভাবে তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। পরে, বিষয়কর্মের কথা উত্থাপিত হইলে, মীরকাসিম, কোম্পানির কর্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, অনেক অনুযোগ করিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, প্রস্তাব করিলেন, কি দেশীয় লোক, কি ইঙ্গরেজ, সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ মাশুল দিতে হইবেক; কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব, কলিকাতায় গিয়া, কৌন্সিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্ধারিত করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছা-পূর্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু কহিলেন, যদি ইহাতেও এই অনিয়মের নিবারণ না হয়, আমি মাশুলের প্রথা একবারে রহিত করিয়া, কি দেশীয়, কি য়ুরোপীয়, উভয়বিধ বণিকদিগকে সমান করিব।

বান্সিটার্ট সাহেব, কৌন্সিলে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীরকাসিম, কৌন্সিলের মতামত পরিজ্ঞান পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, শুল্ক সম্পর্কীয় কর্মকারকদিগের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন, তোমরা, ইঙ্গরেজদের নিকট হইতেও, শতকরা নয় টাকার হিসাবে মাশুল আদায় করিবে। ইঙ্গরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃসলের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা, কর্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই, অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্বক, তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন, কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীরকাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধযাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কৌন্সিলের সাহেবেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া, পূর্ব প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য করিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, নবাবকে, আপন প্রজাদিগের নিকট পূর্বমত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেস্টিংস সাহেব কহিলেন, মীরকাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমস্তারা বলিলে সাজে, কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেস্টিংস কহিলেন, পাজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এইরূপ রোষবশ হইয়া, কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নির্ধারিত হইল, দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূর্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এই বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও হে সাহেব মীরকাসিমের নিকট গমন করুন। তাঁহারা, তথায় পঁহুছিয়া, নবাবের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, সকল বিষয়েরই নির্বিবাদে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু, পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের উদ্ধত আচরণ দ্বারা, মীমাংসার আশা একবারে উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্মকারকের মধ্যে, এলিস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। নবাব আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল সুরাপানে মত্ত ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে, নবাবের একদল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্বার নগর অধিকার করিল; এলিস ও অন্যান্য য়ুরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

মীরকাসিম, পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, বোধ করিলেন, এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব, তিনি সমস্ত মফঃসল কুঠীর কর্মকারক সাহেবদিগকে রুদ্ধ করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল; ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। মীরকাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইঙ্গরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন; এজন্য তাহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনাইয়া মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, কৌন্সিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করা নির্ধারিত করিলেন। বান্সিটার্ট ও হেস্টিংস সাহেব, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন যে, মীরকাসিম পাটনায় যে কয়েকজন সাহেবকে কয়েদ করিয়া

রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ, তাবৎ কাল পর্যন্ত, ক্ষান্ত থাকা উচিত ; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতিক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই সময়ে, মীরজাফর স্বীকার করিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার আমাকে নবাব করেন, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব, ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিব। অতএব, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেই পুনর্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বায়াত্তরিয়া বৃদ্ধ মীরজাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, তথাপি, মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, পুনর্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীরকাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে, কখনও কোনও রাজার তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল না ; তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্যসকল পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইঙ্গরেজরা, ২৪এ, তাহা পরাজিত করিয়া, মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। সুতির সন্নিহিত ঘেরিয়া নামক স্থানে, ২রা আগস্ট, আর এক যুদ্ধ হয় ; তাহাতেও মীরকাসিমের সৈন্য পরাজিত হইল। রাজমহলের নিকট, উদয়নালাতে, তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল ; নবাবের সৈন্যসকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীরকাসিম মুঙ্গেরে ছিলেন ; এক্ষণে উদয়নালার সৈন্যমধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্বে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি পাটনার পূর্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণকে, গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া, নদীতে নিক্ষিপ্ত করাইলেন ; কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদয় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়াঁ রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ, ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং শেঠবংশীয় দুইজন ধনবান বণিককে, মুঙ্গেরের গড়ের বুরুজ হইতে, গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করাইলেন। বহুকাল পর্যন্ত, নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াতকালে, উক্ত হতভাগ্যদ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীরকাসিম, এই হত্যাকাণ্ডের সমাপন করিয়া, উদয়নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে, ইঙ্গরেজেরা, নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। পরাজয়ের দুই-এক দিবস পরে, তিনি মুঙ্গেরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহার নিবারণ করা অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা প্রস্থান করিলেন।

যে কয়েকজন ইঙ্গরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

মুঙ্গের পরিত্যাগের পরদিন, তাঁহার সৈন্য রেবাতীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে, তাঁহার শিবিরমধ্যে, হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি, এক শব লইয়া, গোর দিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন মোগল, তদীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণবধ করে। তৎকালে, উল্লিখিত ঘটনার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা সেনাপতির নিকট বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে, তাহারা তরবারির প্রহারে তাঁহার প্রাণবধ করে। কিন্তু, সে সময়ে তাহাদের কিছুই পাওনা ছিল না। নয় দিবস পূর্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ, ইহা এক অলীক কল্পনা মাত্র। এই অশুভ ঘটনার প্রকৃত কারণ এই যে, মীরকাসিম, স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত, ছলপূর্বক তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় ছিল। পিক্রস, এই অনুরোধ করিয়া, গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তুমি নবাবের কর্ম ছাড়িয়া দাও; আর, যদি সুযোগ পাও, তাঁহাকে অবরুদ্ধ কর। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে, আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তৎপরে, এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন; নবাবের সৈন্য সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইঙ্গরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার একমাত্র কারণ।

তদনন্তর, মীরকাসিম সত্বর পাটনা প্রস্থান করিলেন। মুঙ্গের ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন, পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক; এবং, পরিশেষে, দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইঙ্গরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি, পাটনা পরিত্যাগের পূর্বে, সমস্ত ইঙ্গরেজ বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড নির্ধারিত করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে, বন্দীগৃহে গিয়া, তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা এইরূপে অস্বীকার করাতে, নবাব শমরু নামক এক য়ুরোপীয় কর্মচারীকে তাঁহাদের প্রাণবধের আদেশ দিলেন।

শমরু, পূর্বে, ফরাসিদিগের একজন সার্জন ছিল, পরে, মীরকাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল; এবং, কিয়ৎসংখ্যক

সৈনিক সহিত, কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গুলি করিয়া, ডাক্তার ফুলর্টন ব্যতিরিক্ত সকলেরই প্রাণবধ করিল। আটচল্লিশজন ভদ্র ইঙ্গরেজ, ও একশত পঞ্চাশজন গোরা, এইরূপে, পাটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শমরু, তৎপরে, অনেক রাজার নিকট কর্ম করে; পরিশেষে, সিরধানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় যে সকল লোক হত হয়, তন্মধ্যে কৌন্সিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন, এই তিনজনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই নভেম্বর, পাটনা নগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল; মীরকাসিম, পলাইয়া, অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে, প্রায় চারি মাসে, যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২এ অক্টোবর, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, বক্সারে, অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্যসকল পরাজিত করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই; এজন্য, এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্যাপ্ত হইবেক যে, তিনি প্রথমতঃ মীরকাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া, তাড়াইয়া দেন।

মীরজাফর, দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দেখিলেন, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে, মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সম্রাটের অধিকার। কিন্তু, তৎকালে, সম্রাটের কোনও ক্ষমতা ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন। মণিবেগমের গর্ভজাত নজমউদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক পুত্র ছিল; কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা, অনেক টাকা পাইয়া, তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল। ইঙ্গরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের নিমিত্ত, একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন, নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কৌন্সিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বান্সিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্ণরদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কুক্রিয়া সকল কৌন্সিলের বহিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদিগের কুব্যবহারে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং মীরকাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে এই নবোপার্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয়; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি তিনি, তাঁহাদের অনুরোধে, পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্যনির্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গালার গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন; কহিয়া দিলেন, ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক; আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের কর্মচারীরা, উপর্যুপরি কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন, সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক। তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন, কি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত, কি সেনা সংক্রান্ত, সমস্ত কর্মচারীদিগকে এক এক নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক, চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে, সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবেন, এবং গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে, হাজার টাকার অধিক উপহার লইতে পারিবেন না।

এই সকল উপদেশ দিয়া, ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তিনি, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, ডিরেক্টরেরা, যে সকল আপদের আশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কৌন্সিলের মেম্বরেরাও কোম্পানির মঙ্গলচেষ্টা করেন না। সমুদয় কর্মচারীর অভিপ্রায় এই, যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া, ত্বরায় ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবেন। সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ অবিচার। আর, এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর এত অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইঙ্গরেজ এই শব্দ শুনিলে, তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হইত। ফলতঃ, তৎকালে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না।

পূর্ব বৎসর ডিরেক্টরেরা দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্মচারীরা আর কোনও রূপে উপঢৌকন লইতে পারিবেন না; এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবার সময়,

বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলের পুস্তকে নিবিষ্ট করেন নাই; বরং, মীরজাফরের মৃত্যুর পর, এক ব্যক্তিকে নবাব করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপহার গ্রহণ করেন; সেই পত্রে ডিরেক্টরেরা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্মচারীদিগকে নিজ নিজ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কিন্তু, এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, কৌন্সিলের সাহেবেরা নূতন নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করেন, ইঙ্গরেজেরা, পূর্ববৎ, বিনা শুল্কে, বাণিজ্য করিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা সকল প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা বান্সিটার্ট সাহেবের সহিত যেরূপ বিবাদ করিতেন, তাঁহারও সহিত সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে নির্মিত। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, সকল ব্যক্তিকেই, আর উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইবেক। যাঁহারা অস্বীকার করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ নাম স্বাক্ষর করিলেন। আর, যাঁহারা, অপর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহপ্রস্থান করিলেন। কিন্তু সকলেই, নির্বিশেষে, তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন। সমুদয় রাজস্ব যুদ্ধব্যয়েই পর্যবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি করা অতি আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে, পশ্চিম অঞ্চল যাত্রা করিলেন। নজমউদ্দৌলার সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন; তিনি, আপন ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত, প্রতিবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, ও জগৎ শেঠ, এই তিন জনের মত অনুসারে, ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক। কিছু দিন পরে, অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল।

এই যাত্রায় যে সকল কার্য নিষ্পন্ন হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে, কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন। ক্লাইব, এলাহাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ১২ই আগস্ট, সম্রাট কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন; আর, ক্লাইব স্বীকার করিলেন, উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

তৎকালে, সম্রাট আপন রাজ্যে পলায়িতস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদ আদি ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের খানা খাইবার দুই মেজ একত্রিত ও কার্মিক বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, সিংহাসন প্রস্তুত করা হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট, তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া, বার্ষিক দুই কোটি টাকার রাজস্ব সহিত, তিন কোটি প্রজা ইঙ্গরেজ-

দিগের হস্তে সমর্পিত করিলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, পূর্বে, এরূপ গুরুতর ব্যাপারের নির্বাহকালে, কত অভিজ্ঞ মন্ত্রীর ও কার্যদক্ষ দূতের প্রেরণ, এবং কত বাদানুবাদের আবশ্যকতা হইত ; কিন্তু, এক্ষণে, ইহা এত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে, একটা গর্দভের বিক্রয়ও ঐ সময়মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

পলাশির যুদ্ধের পর, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে যে সকল হিতকর ব্যাপার ঘটে, এই বিষয় সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। ইঙ্গরেজেরা, ঐ যুদ্ধ দ্বারা, বাস্তবিক এ দেশের প্রভু হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, এ পর্যন্ত, তাঁহাদিগকে সেরূপ মনে করিতেন না ; এক্ষণে, সম্রাটের এই দান দ্বারা, তিন প্রদেশের যথার্থ অধিকারী বোধ করিলেন। তদবধি, মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল হইলেন। ক্লাইব, এই সকল ব্যাপারের সমাধান করিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা যে নিজ নিজ বাণিজ্য করিতেন, তদুপলক্ষেই অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিত। এজন্য, ডিরেক্টরেরা বারংবার এই আদেশ করেন যে, উহা এক বারে রহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কর্মচারীরা, ঐ সকল আদেশ এ পর্যন্ত অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তিম আদেশ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, এবং ক্লাইবও বিবেচনা করিলেন যে, সিবিল কর্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প ; সুতরাং, তাঁহারা, অবশ্য, গর্হিত উপায় দ্বারা, পোষাইয়া লইবেক। এজন্য, তিনি তাহাদের বাণিজ্য, একবারে রহিত না করিয়া, ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার মনন করিলেন।

এই স্থির করিয়া, ক্লাইব, লবণ, গুবাক, তবাক, এই তিন বস্তুর বাণিজ্য ভদ্ররীতিক্রমে চালাইবার নিমিত্ত, এক সভা স্থাপিত করিলেন। নিয়ম হইল, কোম্পানির ধনাগারে, শতকরা ৩৫ টাকার হিসাবে, মাশুল জমা করা যাইবেক, এবং ইহা হইতে যে উপস্বত্ব হইবেক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ও সেনাসম্পর্কীয় সমুদয় কর্মচারীরা ঐ উপস্বত্বের যথাযোগ্য অংশ পাইবেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা অধিক অংশ পাইবেন, তাঁহাদের নীচের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন।

ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাণিজ্যপ্রণালীর সংবাদ পাঠাইবার সময়, ক্লাইব তাঁহাদিগকে গবর্ণরের বেতন বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, তাহা হইলে, তাঁহার এই বাণিজ্যবিষয়ে কোনও সংস্রব রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না। কিন্তু, তাঁহারা, তৎপরে পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত, এই সৎপরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা, উক্ত নূতন সভার স্থাপনের সংবাদ শ্রবণ মাত্র, অতি রূঢ় বাক্যে তাহা অস্বীকার করিলেন ; ক্লাইব এই সভার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন, এবং এই আদেশ পাঠাইলেন উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক, এবং কোনও সরকারী কর্মচারী বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

এ কাল পর্যন্ত, সমুদয় রাজস্ব কেবল রাজকার্যনির্বাহের ব্যয়ে পর্যবসিত হইতেছিল।

কোম্পানির শুনিতে অনেক আয় ছিল বটে ; কিন্তু তাঁহারা সর্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কি য়ুরোপীয়, কি এতদ্দেশীয়, সমুদয় কর্মচারীরা কেবল লুঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোম্পানির এরূপ আয় থাকিতেও, চিরকাল এত অপ্রতুল কেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন, কোনও ব্যক্তিকে, কোম্পানি বাহাদুরের নামে, একবার বিল করিতে দিলেই, সে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়ের প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল যাবৎ নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি ততদিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহারা এত অধিক দিন পাইয়া আসিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিত। ক্লাইব দেখিলেন, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের লাঘব করিতে না পারিলে, কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যয় লাঘবের যে কোনও প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; অতএব, একবারেই এই আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন, অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল।

এই ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, সেনাসম্পর্কীয় কর্মচারীরা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদের অস্ত্রবলে দেশজয় হইয়াছে ; অতএব, ঐ জয় দ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্বাগ্রে উচিত। কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, সৈন্যের ব্যয়লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। সেনাপতিরা, ক্লাইবকে আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম করাইবার নিমিত্ত, চক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা, পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া, স্থির করিলেন, সকলেই একদিনে কর্ম পরিত্যাগ করিবেন।

তদনুসারে, প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতিরা সর্বাগ্রে কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্লাইব, এই সংবাদ পাইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন ; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয়ত, সমুদয় সৈন্য মধ্যে এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখনও ঠেকেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন ; এদিকে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অধ্যক্ষহীনা হইল। কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিত্ত না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে, কার্য করিতে লাগিলেন। তিনি মান্দ্রাজ হইতে সেনাপতি আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বাঙ্গালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্রোহী হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। এবংবিধ কাঠিন্যপ্রয়োগ দ্বারা, তিনি সৈন্যদিগকে পুনর্বার বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্ণমেন্টকেও এই অভূতপূর্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব, ভারতবর্ষে আসিয়া, বিংশতি মাসে, কোম্পানির কার্যের সুশৃঙ্খলার স্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থিত করিলেন, এবং সৈন্যমধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তি করিয়া, বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপিত করিলেন। তিনি, এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা, শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন যে, স্বদেশে প্রস্থান না করিলে আর চলে না। অতএব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে. তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। য়ুরোপীয় কর্মচারীরা এ পর্যন্ত বাণিজ্য-কার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন ; ভূমির করসংগ্রহবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পূর্ব পূর্ব সুবাদারেরা হিন্দুদিগকে সাতিশয় সহিষ্ণুস্বভাব ও হিসাবে বিলক্ষণ নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন। ইঙ্গরেজেরা এ দেশের তাবৎ বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং, তাঁহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই, পূর্ব রীতি অনুসারে, প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সিতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্মে নিযুক্ত হইয়া পাটনায় অবস্থিতি করিলেন ; মহম্মদ রেজা খাঁ, বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদা-বাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর, এইরূপে রাজশাসন সম্পন্ন হয়। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্যের নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এই কয় বৎসর, রাজ্যশাসনের কোনও প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেন, তাঁহার কিছুই জানিতেন না। সমস্ত রাজকার্যের নির্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজরা, এ দেশের সর্বত্র, এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও, রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর, পার্লিমেন্টের বিধান অনুসারে, কলিকাতার গবর্ণর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, মহারাষ্ট্র-খাতের বহির্ভাগে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিলে, তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইঙ্গরেজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর, সাত বৎসর, সমস্ত দেশে যার পর নাই বিশৃঙ্খলা ও অতি ভয়ানক অত্যাচার ঘটিয়াছিল।

এইরূপে, রাজশাসনবিষয়ে নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, সমস্ত দেশে ডাকাইতীর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ; তজ্জন্য, কোনও ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। ফলতঃ, ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজশাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমনের নিমিত্ত, অতি কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, ডাকাইতকে, তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া, ফাঁসি দেওয়া যাইবেক ; তাহার

পরিবার, চিরকালের নিমিত্ত, রাজকীয় দাস হইবেক ; এবং সেই গ্রামের সমুদয় লোককে দণ্ডভাজন হইতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েই, অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট বাঙ্গালার সমুদয় রাজস্ব ইঙ্গরেজদিগকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহা, কলিকাতায় আদায় না হইয়া, মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মালের কাছারীও সেই স্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, রাজা কান্ত সিংহ, এই তিন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের নির্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন, এবং রাজস্ব আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে, জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্বোক্ত তিন মহাপুরুষের ইচ্ছাকৃত অনবধানের গুণে, ইঙ্গরেজদিগের চক্ষু ফুটিবার পূর্বে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন।

লার্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা, কর্মচারীদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন। তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরা করিবেক ; কোনও য়ুরোপীয় তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু, য়ুরোপীয় কর্মচারীদিগের বেতন অতি অল্প ছিল ; এজন্য, তাঁহারা এরূপও আদেশ পাইয়াছিলেন, বেতন ব্যতিরিক্ত, সরকারী খাজনা হইতে, তাহাদিগকে শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবেক ; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য সকল পুনর্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। আয় অনেক ছিল বটে ; কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইতে লাগিল। ধনাগারে দিন দিন বিষম অনটন হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার গবর্ণর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না। তৎকালে, টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল, কোম্পানির য়ুরোপীয় কর্মচারীরা যে অর্থসঞ্চয় করিতেন, গবর্ণর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা লইয়া, লণ্ডন নগরে ডিরেক্টরদিগের উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তৎসমুদয়ের বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ হুণ্ডীর টাকা দিবার কোনও উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্ণর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, পূর্ব অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে, পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন ; সুতরাং, ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দেওয়া ডিরেক্টরদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য, তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, আর এরূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া, এক বৎসর, কলিকাতাতে টাকা ধার করিয়া, কার্য সম্পন্ন করিবে।

ইহাতে এই ফল হইল যে, সরকারী কর্মচারীরা, ফরাসি, ওলন্দাজ, ও দিনামারদিগের দ্বারা, আপন আপন উপার্জিত অর্থ য়ুরোপে পাঠাইতে লাগিলেন ; অর্থাৎ, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ও শ্রীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে হুণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা, ঐ সকল টাকায় পণ্যদ্রব্য কিনিয়া, য়ুরোপে পাঠাইতেন ; হুণ্ডীর মিয়াদ মধ্যেই, ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পঁহুছিত ও বিক্রীত হইত। এই উপায় দ্বারা, ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের টাকার অসঙ্গতি নিবন্ধন কোনও ক্লেশ ছিল না ; কিন্তু, ইঙ্গরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও, কলিকাতার গবর্ণর, অগত্যা পুনর্বার পূর্ববৎ ঋণ করিয়া, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইলেন, তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য একবারে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল।

নজমউদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সৈফউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্তরোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, তদীয় ভ্রাতা মোবারিকউদ্দৌলা তৎপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পূর্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাইতেন, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া, ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা, যে কি পর্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইমাত্র কহিলে এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবেক যে, ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয় অংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ বৎসরেই, ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে, মুরশিদাবাদে ও পাটনায়, কৌন্সিল অব রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব সমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই কর্ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা রাজস্ববিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলার পরীক্ষা করিবেন। কিন্তু, রাজস্বের কার্যনির্বাহ, তৎকাল পর্যন্ত, দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে, ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ববৎ কার্যনির্বাহ করিতেন। ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্রে তাঁহাদের সহী ও মোহর চলিত।

বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরীপদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়র সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু, কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের অকর্মণ্যতা প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠে। ডিরেক্টরেরা, কুরীতিসংশোধন ও ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত, কলিকাতার পূর্ব গবর্ণর বান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন, কর্নেল ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইবার পর, আর উহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন, ঐ জাহাজ সমুদয় লোক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেষ্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজশাসন সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এদেশে আইসেন; এবং, গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেন্টের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে, গবর্ণরের পদ ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেষ্টিংস তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেষ্টিংস কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে, অন্য সকল মেম্বরই বান্সিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তিনিই একাকী তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন; তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ঐ পদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া য়ুরোপীয় কর্মচারী দ্বারা কার্যনির্বাহ করা, মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেষ্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে, কৌন্সিলের সম্মতিক্রমে, এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্যনির্বাহ করিবেন; যে সকল য়ুরোপীয় কর্মচারীরা রাজস্বের কর্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর, কৌন্সিলের চারি জন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা, প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া, কার্যারম্ভ করিলেন। পূর্বাধিকারীরা, অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদয় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর, যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেন্‌শন দিয়া, অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এইরূপে রাজস্বকর্মের নিয়ম পরিবর্তিত হওয়াতে, দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্মেরও নিয়মপরিবর্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী, মুফতি, এই কয়জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর, দেওয়ানী আদালতেও, কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে, যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্যন্ত, আদালতে যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, প্রাড়্‌বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন, এক্ষণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল; মহাজনদিগের, স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া, টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল; আর, দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে, বাঙ্গালার শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই, বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই যে, যখন তিনি, মীরজাফরের রাজত্বসময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন; তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, অধিকতর লাভের প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রজাদিগেরও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন; নায়েব সুবাদার ছিলেন; সুতরাং রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল; আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং, পুলিশেরও সমুদয় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল; ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষপ্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব, তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজপত্র আটক করিতে হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকটে পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল; এজন্য, সে দিবস তদনুযায়ী কার্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে, তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ, সপরিবারে, জলপথে, কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিতপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, একজন কৌন্সিলের মেম্বার তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। আর, হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইয়াছে; নতুবা, আপনকার সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এজন্য, তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না; অতএব তিনি মানপূর্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক, সরকারী কার্যের নির্বাহ বিষয়ে, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধানপদারূঢ় অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও, অন্যায় আচরণপূর্বক, প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অমর্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে, কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু অপরাধীবোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অপমানবোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একবারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্যন্ত, এতদ্দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়ের সর্বদা সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা, এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশ, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত, যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদিকারণ। তাঁহার উদ্যোগেই, ঐ প্রদেশে, দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাষ আরম্ভ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির

দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু, দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর, নির্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দোষ ; নির্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব কর্ম প্রাপ্ত হইলেন না।

নিজামতে মহম্মদ রেজা খাঁর যে কর্ম ছিল, তিনি পদচ্যুত হইলে পর, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল ; আর, সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানার্থে, হেস্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগবিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন ; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে ; কিন্তু, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেস্টিংস, তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল। ১৭৬৭ সালে লার্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেস্টিংসের নিয়োগ পর্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডে ডিরেক্টর-দিগের কার্যও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে, মুনফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্যের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত, তথাপি তদ্রূপ মুনফা দেওয়া, কোনও মতে, উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দকও সম্বল নাই। তখন তাঁহাদিগকে, ইংলণ্ডের বেঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাহিতে হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটী নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটী বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণরূপে নিয়মপরিবর্ত না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে, পার্লিমেণ্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূর পারেন, আপত্তি করিলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্মের সমুদয় প্রণালী, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের প্রণালীও কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত হইল। ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার

অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতি বৎসর, ছয় জন ডিরেক্টরকে পদত্যাগ করিতে হইবেক, এবং তাঁহাদের পরিবর্তে, আর ছয়জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আর, ইহাও আদিষ্ট হইল যে, বাঙ্গালার গবর্ণর, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক। গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে, সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনেরল ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনেরল, কৌন্সিলের মেম্বর, ও জজদিগের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। এজন্য, গবর্ণর জেনেরলের আড়াই লক্ষ, ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশী হাজার টাকা, বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর, ডিরেক্টরদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজশাসন সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজ-মন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। বিচারনির্বাহবিষয়ে, এই নিয়ম নির্ধারিত হইল যে, কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায়, বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে, একজন চীফ জষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্তা, ও ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে, তিন জন পিউনি জজ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর, ঐ ধর্মাধিকরণে, ইংলণ্ডীয় ব্যবহারসংহিতা অনুসারে, ব্রিটিশ সব্জেক্টদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে, এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যের নির্বাহ বিষয়ে, পার্লিমেন্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালে, ১লা আগষ্ট, তদনুযায়ী কার্যারম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব, বাঙ্গালার রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে, সবিশেষ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্যের পর্যালোচনার্থে, চারিজন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে, বারওয়েল সাহেব, বহুকাল অবধি, এতদ্দেশে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; আর, কর্ণেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন, ইহার পূর্বে, কখনও এ দেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজে পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন; তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার একজন নিজ পারিষদও, স্বাগতজিজ্ঞাসার্থে, প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব, ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবা মাত্র, সতরটা সেলামী তোপ হয়, ও তাঁহাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত, কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই ; আমাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত, সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায় নাই ; সেলামী তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই ; আমাদের সংবর্ধনা, কৌন্সিলগৃহে না করিয়া, হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল ; আর, আমরা যে নূতন গবর্ণমেন্টের অবয়বস্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহপূর্বক, তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০এ অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল, কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেন্টের ঘোষণা মাত্র হইল ; অন্যান্য সমুদয় কর্ম, আগামী সোমবার ২৪এ তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত, রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য কিছুই অবগত ছিলেন না ; অতএব, সভার আরম্ভ হইলে, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু, প্রথম সভাতেই, এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজশাসন, তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষে ছিলেন ; অন্য তিন মেম্বর সকল বিষয়ে, সর্বদা, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক ; সুতরাং, গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন ; কারণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত অনুসারেই, সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে, হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এজন্য, হেষ্টিংস যাহা কহিতেন, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া, একবারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন ; সুতরাং, তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়ৎ দিবস পূর্বে, মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, নূতন মেম্বররা তাঁহাকে, সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন ; আর, হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেন্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেন্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে ; এক্ষণে, তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজে বোধ করিতে পারে যে, রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা, রোষ ও দ্বেষের বশবর্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্প কাল মধ্যে, কৌন্সিলের এবংবিধ বিবাদের বিষয় অবগত

হইলেন, এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেস্টিংস সাহেব এতকাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব, যে সকল লোক তৎকৃত কোনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট, তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও, আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে, তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের বনিতা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আবেদনপত্র প্রদান করিলেন, আমি, রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেস্টিংস সাহেব ১৫০০০ টাকা লইয়াছিলেন। হেস্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন ; কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল ; কিন্তু হেস্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশুরাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, হেস্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। একজন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন ; তন্মধ্যে তিনি হেস্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০ ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪০০০ টাকা দেন। আমি বার্ষিক, ৩২০০০ টাকা পাইলেই, ঐ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষ্য লওয়া গেল। হেস্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন, যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে, ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি, ন্যূন বেতনে, ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেস্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেস্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া, কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেস্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এই সুযোগ দেখিয়া, নন্দকুমার হেস্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে, মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনীত করা যাউক। হেস্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না ; বিশেষতঃ এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া, গবর্ণর জেনেরলের পদের অমর্যাদা করিব না ;

এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া, হেষ্টিংস, গাত্রোত্থান করিয়া, কৌন্সিলগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন ; বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিলগৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন যাহা ঘুস দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে, বেগম গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই, কামালউদ্দীন নামে একজন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্যপ্রদর্শনপূর্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন ; জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্ধারিত করিয়া দিলেন ; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসি হইল।

যে দোষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থই করিয়া থাকেন, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন ; সুতরাং, তৎসংক্রান্ত অভিযোগ, কোনও ক্রমে, সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে, ঐ আইনের মর্ম অনুসারে কর্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা, এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে, একবারে হতবুদ্ধি হইলেন, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন ; তাঁহারাও, অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের একজন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্য-দশা উদিত হইবার পূর্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইঙ্গরেজেরাও, বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার, হেষ্টিংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই ; অতএব, যে কোনও উপায়ে, উঁহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে, কামালউদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, একবারেই ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস, তিন চারি বৎসর পরে, এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে, ইম্পির আনুকূল্যে, আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে ; আর, সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন ; সেই ভয়েই হেষ্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধসাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব, তাঁহারা, নবাবের সাংসারিক কর্ম হইতে গুরুদাসকে বহিষ্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশপ্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতা সদর নিজামত আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য, পূর্বপ্রণালী অনুসারে, পুনর্বার, ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের ভার একজন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে, ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে নীত হইল, এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

## সপ্তম অধ্যায়

ক্রমে ক্রমে রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত, জমি সকল ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, জমীদারেরা যত কর দিতে সমর্থ, তাহার অধিক ইজারা লইয়াছেন। খাজানা, ক্রমে ক্রমে, বিস্তর বাকী পড়িল। ফলতঃ, এই পাঁচ বৎসরে, এক কোটি আঠার লক্ষ

টাকা রেহাই দিয়াও, ইজারাদারদিগের নিকট এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল ; তন্মধ্যে অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কৌন্সিলের উভয় পক্ষীয়েরাই, নূতন বন্দোবস্তের নিমিত্ত, এক এক প্রণালী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন ; কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৭৭ সালে, পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা, এক বৎসরের নিমিত্ত, ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম, ১৭৮২ সাল পর্যন্ত, প্রবল ছিল।

১৭৭৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মন্সন সাহেবের মৃত্যু হইল ; সুতরাং, তাঁহার পক্ষের দুইজন মেম্বর অবশিষ্ট থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে পুনর্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ; কারণ, সমসংখ্যক স্থলে, গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষ ভাগে, নবাব মুবারিকউদ্দৌলা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন ; অতএব, ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। তদনুসারে, হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, নায়েব সুবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয় ও ব্যয়ের পর্যবেক্ষণ কার্যের ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি ত্বরায় এই আদেশ পাঠাইলেন, নায়েব সুবাদারের পদ পুনর্বার স্থাপিত করিয়া, তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত, ও মণিবেগমকে পদচ্যুত, করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা অক্ষরে সর্বপ্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয়। অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হালহেড সাহেব, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া, ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্বে কোনও য়ুরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, রাজকার্য নির্বাহের ভার য়ুরোপীয় কর্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, এতদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরে, তদীয় আদেশে ও আনুকূল্যে, হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমান-দিগের সমুদয় ব্যবহারশাস্ত্র দৃষ্টে, ইঙ্গরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ঐ গ্রন্থ, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, মুদ্রিত হয়। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে, বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন ; এবং বোধ হয়, ইঙ্গরেজদের মধ্যে, তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উহাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না ; উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। বিখ্যাত চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এদেশের নানা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে, স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া,

বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয়ের সহিত গবর্ণমেন্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্যন্ত, দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ঐ বিচারালয়, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। কোম্পানির রাজশাসনের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময়, জজদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রজাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে; সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের ক্লেশনিবারণের একমাত্র উপায়। তাঁহারা, চাঁদপাল ঘাটে, জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয় লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! প্রজাদের ক্লেশের পরিসীমা নাই; আবশ্যক না হইলে আর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয় মাস চলিলেই, এই হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

ব্রিটিস সব্জেক্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ, ও মহারাষ্ট্র খাতের অন্তবর্তী সমস্ত লোক, ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আর ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায়, কোম্পানি অথবা ব্রিটিস সব্জেক্টের কার্যে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এই বিধি অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশীয় দূরবর্তী লোকদিগের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয়, তাহারাও কোম্পানির চাকর। পার্লিমেন্টের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল যে, কোর্টের ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টরূপে নির্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাঁহারা, এক দেশের মধ্যে, পরস্পরনিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, দুই পরাক্রম স্থাপিত করিয়া, সাতিশয় অবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদানল বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্যারম্ভ হইবামাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোনও ব্যক্তি, ঐ আদালতে গিয়া, শপথ করিয়া বলিত, অমুক জমিদার আমার টাকা ধারেন, তিনি শত ক্রোশ দূরবর্তী হইলেও, তাঁহার নামে তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোনও ওজর না শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জেলখানায় রাখা যাইত; পরিশেষে, আমি সুপ্রীম কোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার কহিলেই, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ, অল্প কাল মধ্যেই, প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সকল প্রজা ইচ্ছাপূর্বক কর দিত না; তাহারা, জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া, রাজস্ব দেওয়া একবারেই রহিত করিল। প্রথম বৎসর, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সকল জিলাতেই, এইরূপ পরোয়ানা পাঠাইয়া—

ছিলেন। তদ্দৃষ্টে, দেশমধ্যে, সমুদয় লোকেরই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। জমীদারেরা, এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। যে আইন অনুসারে, তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীম কোর্ট, ক্রমে ক্রমে, এরূপ ক্ষমতাবিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্বকার্যের ভার প্রবিন্সল কোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্বাবধি এই রীতি ছিল, জমীদারেরা করদান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম, তৎকাল পর্যন্ত, প্রবল ও প্রচলিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এইরূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পরামর্শ দিত। তাহারাও, আপীল করিবা মাত্র, জামীন দিয়া খালাস পাইত। জমীদারেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই, আর কয়েদ থাকিতে হয় না; অতএব, সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এইরূপে রাজস্বসংগ্রহ প্রায় এক প্রকার রহিত হইয়া আসিল। সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে সর্বপ্রকার বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্বে, ইজারাদার অঙ্গীকৃত কর দিতে অসম্মত হইলে, তাহার ইজারা বিক্রীত হইত। কিন্তু সে, নূতন ইজারাদারকে সুপ্রীম কোর্টে আনিয়া, তাহার সর্বনাশ করিত। জমীদার কোনও বিষয় কিনিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করিত, এবং তিনি আইনমতে খাজনা আদায় করিয়াছেন, এই অপরাধে, দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রদেশীয় ফৌজদারী আদলতের উপরেও ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেন্ট ঐ সকল আদালতের কার্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা কহিলেন, নবাব মুবারিকউদ্দৌলা সাক্ষিগোপাল মাত্র, সে কিসের রাজা, তাহার সমুদয় রাজ্য মধ্যে আমাদের অধিকার। নবাব ইংলণ্ডের অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না; তথাপি সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন। জজেরা স্পষ্টই বলিতেন, রাজশাসন অথবা রাজস্বকার্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে, আমরা সে সমুদয়েরই কর্তা; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, তাহার দণ্ডবিধান করিব। কোম্পানির কর্মচারীদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগের পরিত্রাণ করিবার জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; এত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায়

সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ, সুপ্রীম কোর্টকে সর্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরি লিখিত বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উল্লিখিত হইতেছে।

পাটনানিবাসী এক ধনবান মুসলমান, আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। এইরূপ জনরব হইয়াছিল যে, ধনী ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তকপুত্র করিয়া যান। ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকারবিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রবিন্সল কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। জজেরা, কার্যনির্বাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে কাজী ও মুফতীকে ভার দেন যে, তাঁহারা, সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। তদনুসারে, তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা, অবগত হইলেন, বাদী ও প্রতিবাদী যে সকল দলীল দেখায়, সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে। সুতরাং ঐ সম্পত্তি বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যক। তাঁহারা, তদীয় সমস্ত ধনের চতুর্থ অংশ তাঁহার পত্নীকে দিয়া, অবশিষ্ট বার আনা তাঁহার ভ্রাতাকে দিলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যান।

ঐ অবীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্মকারক; সমুদয় সরকারী কর্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, পাটনার প্রবিন্সল জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কোনও মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, এই মোকদ্দমার সানি তজবীজ আবশ্যক। পরে, তাঁহাদের বিচারে ঐ অবীরার পক্ষে জয় হইল, এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, এমন নহে; কাজী, মুফতী, ও ধনীর ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত, একজন সারজন পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন, যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে, তবেই ছাড়িবে, নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছারী হইতে বাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে, সুপ্রীম কোর্টের লোক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে, এই নিমিত্ত, প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অতিশয় ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লোপ পাইল, এবং রাজকার্যনির্বাহ একবারেই রহিত হইল। অনন্তর, আর অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীর জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি, প্রবিন্সল কোর্টের হুকুম অনুসারে, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের সকলকেই অপরাধী করিলেন, সকলকেই রুদ্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, সিপাই পাঠাইয়া দিলেন; কাজী বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুফতীও অন্যূন চারি বৎসর জেলে থাকিলেন; পরিশেষে পার্লিমেন্টের আদেশ অনুসারে, মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা আপন কর্তব্য কর্মের সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জজেরা, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রবিন্সল কোর্টের জজের নামেও সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার ১৫০০০ টাকা দণ্ড করিলেন; ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগার হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে, যেরূপে, হস্তার্পণ করিয়াছিলেন; নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক য়ুরোপীয় উকীল ঢাকায় থাকিতেন। একজন সামান্য পেয়াদা কোনও কুকর্ম করাতে, ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল, সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষের ক্ষালন করে, তাবৎ তাহারে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে, তাহাকে পরামর্শ দিয়া, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর, পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে, এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ, ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, পরোয়ানা বাহির করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধুবর্গ ও আদালতের আমলাগণ লইয়া, বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত য়ুরোপীয় উকীল একজন বাঙ্গালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি, বাটীতে প্রবেশপূর্বক, তাহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু, সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বলপূর্বক ফৌজদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। উকীলের একজন অনুচর, ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল; এবং উকীলও নিজে, এক পিস্তল বাহির করিয়া ফৌজদারের সম্বন্ধীকে গুলি করিলেন; কিন্তু, দৈবযোগে, তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ হাইড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন; আর ইহাও লিখিলেন, আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে; সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন। ঢাকার প্রবিন্সল কৌন্সিলের সাহেবেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন, ফৌজদারী আদালতের সমুদয় কার্য এককালে স্থগিত হইল; এরূপ অত্যাচারের পর,

সরকারী কর্মের নির্বাহ করিতে আর লোক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্ণমেন্টের সমুদয় ক্ষমতা লোপ পাইল। কিন্তু, কোনও প্রকারে, তাঁহাদের সাহস হইল না যে, কোনও প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন, আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত; কোম্পানির সমুদয় কর্মকারক অপেক্ষা আমাদের ক্ষমতা অনেক অধিক; যে সকল ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। যাহা হউক, পরিশেষে এমন এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পরস্পর স্পষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ কর্মাধ্যক্ষ কাশীনাথ বাবু, ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগস্ট, রাজার নামে সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে রাজার উপর এক পরোয়ানা বাহির হইল, এবং তিন লক্ষ টাকার জামীন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, রাজা অন্তর্হিত হওয়াতে, উহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, আর এক পরোয়ানা বাহির হইল। সরিফ সাহেব, ঐ ব্যাপারের সমাধা করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন ও ষাটি জন অস্ত্রধারী পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন, সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোকজনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস পত্র লুঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া লইয়াছে, খাজানা আদায় বন্ধ করিয়াছে, এবং রাইয়তদিগকে খাজানা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের বৈঠকে এই নির্ধার্য করিলেন, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত; এমন সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজশাসনের এক কালে লোপাপত্তি হয়; অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মেদিনীপুরের সেনাপতিকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকল আটক করিবে। এই আজ্ঞা পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, তাহাদের দৌরাত্ম্য ও রাজার বাটীলুঠের নিবারণ হইতে পারিল না; কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলে কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল এরূপ আদেশও করিলেন যে, যে সমুদয় জমীদার, তালুকদার, ও চৌধুরী ব্রিটিস সবজেক্ট অথবা বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন না করেন; আর, প্রদেশীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন, আপনারা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য করিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদের সঙ্গী লোকদিগের কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীম কোর্টে পঁহুছিবামাত্র, জজেরা, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে, তুমি সংবাদ দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পুরিয়া

চাবি দিয়া রাখিলেন। পরিশেষে, গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের নামেও এই বলিয়া সমন করিলেন যে, আপনারা কাশীনাথ বাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া, কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা, আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে, যে কর্ম করিয়াছি, সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লিমেণ্টে এক আবেদনপত্র পাঠাইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া, নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সমস্ত দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত, যে ঔদ্ধত্য করিতেন, তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধু দান করিয়া, সুপ্রীম কোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি চীফ জষ্টিস সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, মাসিক ৫০০০ টাকা বেতন দিয়া, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করেন, এবং আফিশের ভাড়া বলিয়া, মাসে ৬০০ টাকা দিতে আরম্ভ করেন ; আর, এক জন ছোট জজকে, চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম দিয়া, বড় মানুষ করিয়া দেন। ইহার পর কিছু কাল, সুপ্রীম কোর্টের কোনও অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে, হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন ; দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত করিলেন ; প্রবিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কার্যনির্বাহার্থে কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই, কিয়ৎকাল পরে, লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্মস্বীকারের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, অত্যন্ত অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, ঐ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হেষ্টিংস, কেবল শান্তিরক্ষার্থেই, তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানীতে কর্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনি পূর্বোক্ত কর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সর গিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই, কিছু কাল পরে, লার্ড মিণ্টো নামে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ২৯এ জানুয়ারি, কলিকাতায় এক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল; তৎপূর্বে ভারতবর্ষে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর, বাঙ্গালার কার্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারাণসী ও অযোধ্যার রাজকার্যের বন্দোবস্ত, মহীসূরের রাজা হায়দর আলির সহিত যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে সন্ধিস্থাপন, ইত্যাদি কার্যেই অধিকাংশ ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সমুদয় প্রচারিত হওয়াতে, ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন। হেষ্টিংস, ১৭৮৪ সালের শেষ ভাগে, আর একবার অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। ১৭৮৫ সালের আরম্ভে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি আপন পদের উত্তরাধিকারী মেকফর্সন সাহেবের হস্তে ত্রেজরি ও ফোর্ট উইলিয়মের চাবি সমর্পণ করিলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, জুন মাসে, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলণ্ড সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি, অতি অল্প বয়সে, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আইসেন। পঁহুছিবার পরেই, ভাগলপুর অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে এক পর্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাতে অসভ্য পুলিন্দজাতিরা বাস করিত। সন্নিকৃষ্ট জাতিরা সর্বদাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত; তাহারাও, সময়ে সময়ে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারীদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ক্লীবলণ্ড, তাহাদের অবস্থার সংশোধনবিষয়ে, নিরতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহারা সুখী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থার পরিবর্তন হইল; পার্বতীয় অসভ্য পুলিন্দজাতিরাও, সভ্য জাতির ন্যায়, শান্তস্বভাব হইয়া উঠিল।

আবাদ না থাকাতে, ঐ প্রদেশের জলবায়ু অতিশয় পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্লীবলণ্ড সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্যলাভের প্রত্যাশায়, সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার ঊনত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টরেরা তদীয় সদ্‌গুণে এমন প্রীত ছিলেন যে, তাঁহার স্মরণার্থে সমাধিস্তম্ভ-নির্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি যে অসভ্য অকিঞ্চন পার্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছিলেন, তাহারাও অনুমতি লইয়া, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তাসম্পাদনার্থে, এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত করিল। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্বে, আর কখনও, কোনও য়ুরোপীয়ের স্মরণার্থে, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স, সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া, এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি, বিদ্যানুশীলন দ্বারা, স্বদেশে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাবৃত্ত, ও ধর্ম বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি, এদেশে আসিয়াই, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পড়াইবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছজাতিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে সম্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স, স্বল্প দিনেই, উক্ত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, অনায়াসে, ইঙ্গরেজীতে শকুন্তলা নাটকের ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিতে পারিলেন।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপিত করিলেন। যে সকল লোক, এ বিষয়ে, তাঁহার ন্যায়, একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সোসাইটির মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার প্রথম অধিপতি হয়েন, এবং, প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে, সভার সভ্যগণের উৎসাহবর্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সর্বগুণাকর ইঙ্গরেজ এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তিনি, এতদ্দেশে, দশ বৎসর বাস করিয়া, উনপঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, পরলোকযাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে, কোম্পানির কার্যনির্বাহপ্রণালী পার্লিমেন্টের গোচর হইলে, প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব, ভারতবর্ষীয় রাজশাসন বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃত হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোনও সংস্রব থাকিত না। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডেশ্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব, তাঁহার পরিবর্তে, প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি, রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে, অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় রাজশাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী, পার্লিমেন্টে ও রাজসমীপে, উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্যন্ত, ডিরেক্টরেরাই এতদ্দেশীয় সমস্ত কার্যের নির্বাহ করিতেন; রাজমন্ত্রীরা কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে এক সমাজ স্থাপিত হইল। রাজা স্বয়ং এই বোর্ডের সমুদয় মেম্বর নিযুক্ত করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

## অষ্টম অধ্যায়

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া যান। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার প্রস্থানসংবাদ অবগত হইবা মাত্র, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে, গবর্ণর জেনেরল ও কমাণ্ডর ইন চীফ, উভয় পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিস পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্যশালী, ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন ; এবং, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রধান প্রধান কর্ম করিয়া, সকল বিষয়েই বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিসের নামে ও প্রবল প্রতাপে, সে সমুদয়ের সত্বর নিষ্পত্তি হইল। তিনি, সাত বৎসর, নির্বিবাদে, রাজশাসন কার্য সম্পন্ন করিলেন ; অনন্তর, মহীসূরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার গর্ব খর্ব করিলেন ; পরিশেষে, সুলতানের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ্যের অনেক অংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া, সন্ধি স্থাপন করিলেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে, যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্বসংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে, দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে। তাঁহারা বোধ করিলেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, এতদিনে আমাদের য়ুরোপীয় কর্মচারীরা, অবশ্যই, ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয়, এমন কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, চির কালের নিমিত্ত একবিধ রাজস্ব নির্ধারিত হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন, তৎকাল পর্যন্ত, এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চিত জানিতে পারা যায় নাই ; অতএব, অগত্যা, পূর্বপ্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে তিনি, কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে, কালেক্টর সাহেব-দিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন, তদ্দ্বারা ভূমির রাজস্ব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ; অতি অকিঞ্চিৎকর বটে ; কিন্তু, তৎকালে, তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোনও আশা ছিল না। অতএব, কর্ণওয়ালিস, আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া, এই ঘোষণা করিলেন, যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর, বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জন শোর সাহেবের প্রতি, রাজস্ব বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না ; তথাপি তিনি ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশসালা বন্দোবস্তে ইহাই নির্ধারিত হইল, এ পর্যন্ত যে সকল জমীদার কেবল রাজস্বসংগ্রহ করিতেছেন ; অতঃপর, তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন ; প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্মচারীরা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছিল ; অবশিষ্ট যাহা পাওয়া গেল, সমুদয়ের পরীক্ষা করিয়া, এবং ইতিপূর্বে কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহার গড় ধরিয়া, কর নির্ধারিত করা গেল। গবর্ণমেণ্ট এরূপও ঘোষণা করিয়া দিলেন, নিষ্কর ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের কোনও সম্পর্ক নাই ; কিন্তু আদালতে ঐ সকল ভূমির দলীলের পরীক্ষা করা যাইবেক ; যে সকল ভূমির দলীল অকৃত্রিম হইবেক, সে সমুদয় বাহাল থাকিবেক ; আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক।

এই সমুদয় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমাজে সমর্পিত হইলে, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ঐ বন্দোবস্তই নির্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল যে, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব ৩১০৮৯১৫০ টাকা, ও বারাণসীর রাজস্ব ৪০০০৬১৫ টাকা, চিরকালের নিমিত্ত নির্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ না হইয়া, যদি, পূর্বের ন্যায়, রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এদেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে ; প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্ধারিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা, আবাদ করিয়া, চির কাল, ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূম্যধিকারীদিগের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। পূর্বে যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিস সে সমুদয়ের একত্র সঙ্কলন করিলেন, এবং সংশোধন ও অনেক নূতন আইনের যোগ করিয়া, তাহা এক গ্রন্থের আকারে প্রচারিত করিলেন। ইহাই উত্তরকালীন যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ, ও তাহাতে এরূপ গুণবত্তা প্রকাশিত হইয়াছে যে তৎপ্রণেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদয় আইন দেশীয় কতিপয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইল।

তৎকালে ফরষ্টর সাহেব সর্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন ; তিনি, বাঙ্গালা ভাষায়, ঐ সমুদয় আইনের অনুবাদ করেন। এই সাহেব, কিঞ্চিৎ কাল পরে, বাঙ্গালা ভাষায়, সর্বপ্রথম, এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় সবিশেষ নিপুণ এডমনষ্টন সাহেব, ঐ ভাষাতে, আইনের তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক দেন। এই সমস্ত আইন অনুসারে, বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা প্রায় চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত প্রবল থাকে। পরে, দেশীয় লোকদিগকে বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা নির্ধারিত হওয়াতে, তাহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত হয়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বিচারালয়ে পাঁচ সোপান স্থাপিত করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন ; দ্বিতীয়, রেজিষ্টর ; তৃতীয়, জিলা জজ ; চতুর্থ, প্রবিন্সল কোর্ট ; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি এই অভিপ্রায়ে সমুদয় সিবিল সরবেণ্ট-দিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, আর তাঁহারা উৎকোচগ্রহণের লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয় কর্মচারীদিগের বেতন পূর্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। উচ্চপদাভিষিক্ত য়ুরোপীয় কর্মচারীরা পূর্বে কতিপয় শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন ; কিন্তু, এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্বে, দেশীয় লোকেরা উচ্চ উচ্চ বেতন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বৎসরে ষাটি সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাইতেন ; এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু, ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিকের অত্যুচ্চ বেতন এক শত টাকার অধিক ছিল না।

লার্ড কর্ণওয়ালিস রাজশাসন দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, এবং, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা, দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা, তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত, যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার অসাধারণগুণদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ইণ্ডিয়া হৌসে তাঁহার প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত করেন, এবং, ভারতবর্ষপরিত্যাগদিবস অবধি বিংশতি বৎসর পর্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন।

২৮এ অক্টোবর, সর জন শোর সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সে, ভারতবর্ষে আগমন করেন ; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি দ্বারা, বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শিত হয় যে, উহা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হন, এবং, ডিরেক্টরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরামর্শপূর্বক স্থির করেন যে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের পরে, ইঁহাকেই গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাবান্, সুপ্রীম কোর্টের অপক্ষপাতী জজ, সর উইলিয়ম জোন্স, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, কালগ্রাসে পতিত হন। সর জন শোর সাহেবের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। শোর সাহেব, তদীয় জীবনবৃত্তান্তের সঙ্কলন করিয়া, এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিকউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র নাজির উলমুলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তৎকালে, মুরশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব, এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবেক, পিতা যেরূপ মাসহারা পাইতেন, পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জন শোর সাহেব, নির্বিরোধে, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের শাসনকার্য সম্পন্ন করিয়া, কর্মপরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকার কালে, বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোনও ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু, তদীয় শাসনকাল শেষ হইবার সময়ে, এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, মহীসূরের অধিপতি টিপু সুলতান, সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার প্রার্থনায়, ফরাসিদিগের নিকট বারংবার আবেদন করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি, এক নিমিষের নিমিত্তও, ভুলিতে পারেন নাই; অহোরাত্র, কেবল বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি এমন আশা করিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এমন সময়ে কোনও বিচক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্বার ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন; এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু, আসিবার সমুদয় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়র্লণ্ডে রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইলেন; ডিরেক্টরেরা, বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেসলিকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইঁহারই নামান্তর লার্ড মর্নিঙ্গটন। এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের ভ্রাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং, সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি, ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। গোলযোগের সময়ে, যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম, ও বিজ্ঞতা সহকারে কার্য করা আবশ্যক, সে সমুদায়ই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসনকার্যের ভারগ্রহণ করিবামাত্র, ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যবিষয়ক সমস্ত আশঙ্কা একবারে অন্তর্হিত হইল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, টাকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্মণ্য, তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে; উত্তরে সিন্ধিয়া, দক্ষিণে টিপু

সুলতান, পূর্ব শত্রু হইয়া, বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; ফরাসিদিগের, দিন দিন, ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। তিনি, অতি ত্বরায়, সৈন্য সকল সম্যক্ কর্মণ্য করিয়া তুলিলেন; যে সকল ফরাসিসেনাপতি, বহু সৈন্য সহিত, হায়দরাবাদে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিলেন; আর, তাঁহারা যে সকল সৈন্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন; তাহাদের পরিবর্তে, সেই স্থানে ইঙ্গরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন; এবং, এক বারেই, টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদয় শত্রু মধ্যে, তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা, লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাঁহার প্রতিকূলবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি, অবিলম্বে, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের নির্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং, সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ মার্চ, টিপু সুলতানকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন, মে মাসের চতুর্থ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। হায়দরপরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, গবর্নর জেনেরল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি, সিবিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেন, তাবৎ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে, কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপনসংবাদ ডিরেক্টরদিগের নিকটে পঁহুছিলে, তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু, বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া, সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরকে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই পরাক্রান্ত রাজা, অল্প দিনেই, পরাজিত ও খর্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে, ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীশ্বরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুর, অবিলম্বে, উড়িষ্যায় সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে, সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। তদবধি সমুদয় উড়িষ্যা দেশ পুনরায় বাঙ্গালারাজ্যের অন্তর্ভূ'ত হইল। ৪৮ বৎসর পূর্বে, আলিবর্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইঙ্গরেজেরা, পুরীর পুরোহিতদের প্রতি, অতিশয় দয়া ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং পুরী সংক্রান্ত আয় ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই, পূর্ববৎ, তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনা অনুসারে সম্পন্ন করিতে কহিলেন। কিন্তু, তিন বৎসর পরে, ইঙ্গরেজরা, করবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, মন্দিরের অধ্যক্ষতাগ্রহণ, ও নিজের লোক দ্বারা করসংগ্রহ করিতে আরম্ভ, করিলেন। ঐ সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ মাত্র দেবসেবায় নিয়োজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদয় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহুকাল অবধি ব্যবহার ছিল, পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, শিশু সন্তান সাগরজলে নিক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম ধর্মবোধে করিতেন বটে; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০এ আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন, ও তাহার পোষকতার নিমিত্ত, গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার এক বারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ড ওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেন, এবং, রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, পনর কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থিত করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে, রাজস্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঋণেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার এরূপ যুদ্ধবিষয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং যাহাতে শান্তিসংস্থাপনপূর্বক রাজশাসন সম্পন্ন হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ ব্যগ্র হইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন, আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। এজন্য, তিনি, তাঁহাদের লিখিত পত্রের উত্তর লিখিয়া, কর্ম পরিত্যাগ করিলেন; এবং, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ড গমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, শান্তিস্থাপন ও ব্যয়লাঘব করা কর্তব্য স্থির করিয়া, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে, পুনর্বার গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম

অভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই শারীরিক দুর্বল হইতে লাগিলেন; পরিশেষে, গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন, এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লার্ড মিণ্টোকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে, সে সমুদয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকারকালে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রযাত্রীদিগের নিকট মাসুল আদায়ের, ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার, ভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে রাজস্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্যন্ত, রাজশাসন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে, বাঙ্গালাদেশে রাজকার্য্যের কোনও বিশেষ পরিবর্ত হয় নাই; কেবল পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়ে, পূর্ব্ব অপেক্ষা কঠিন নিয়মে, নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই নিয়ম রহিত করিয়া যান; পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্বার প্রবর্তিত হয়। এইরূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে, ও প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতে, লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজিত করিয়া, বুর্বো ও মরিশস নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং তৎপরবৎসর, ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া, জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টর গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত হইয়াছিল। দুইশত বৎসরের অধিক কাল অবধি, ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল, আর, অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্ব্বে, কোম্পানির

কর্মচারী ভিন্ন অন্যান্ত য়ুরোপীয়দিগকে, ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহা একবারে নিবারিত হইল। এক্ষণে, ডিরেক্টরেরা যাহাদিগকে অনুমতি দিতে চাহিতেন না, তাহারা, বোর্ড অব কন্ট্রোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া, কৃতকার্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, লার্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভার সমর্পণ করিয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন ; কিন্তু, আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে, লার্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস অব হেষ্টিংস হইয়াছিল।

## নবম অধ্যায়

লার্ড হেষ্টিংস, গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়া, দেখিলেন, নেপালীয়েরা, ক্রমে ক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনারূঢ় রাজ-পরিবার, একশত বৎসরের মধ্যে, নেপালে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লার্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকারকালে, নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লার্ড হেষ্টিংস দেখিলেন, নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি, প্রথমতঃ, সন্ধিরক্ষার্থে যথোচিত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু, নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্‌ভতা দর্শনে, পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম যুদ্ধে কোনও ফলোদয় হইল না ; কিন্তু, ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তখন, আপন রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পণ দিয়া, নেপালাধিপতিকে সন্ধিক্রয় করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে, পিণ্ডারী নামে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক অশ্বারোহ দস্যু বাস করিত। অনেক বৎসর অবধি, ঐ অঞ্চলের দেশলুণ্ঠন তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক রাজা তাহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন। তাহারা, পাঁচশত ক্রোশের অধিক দেশ ব্যাপিয়া, লুঠ করিত। তাহাদের নিবারণের নিমিত্ত, ইঙ্গরেজদিগকে একদল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিবৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল যে, সর্বদা এরূপ করা অপেক্ষা, একবার এক মহোদ্যোগ করিয়া, তাহাদিগকে নির্মূল করা আবশ্যক।

অনন্তর, লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, ডিরেক্টর সমাজের অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্যের সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সংগৃহীত সৈন্য, এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের বাসস্থান রুদ্ধ করিয়া, একে একে, তাহাদের সকল দলকেই উচ্ছিন্ন করিল।

ইঙ্গরেজদের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে, পেশোয়া, হোলকার, ও নাগপুরের রাজা, ইঁহারা সকলে, এককালে, একপরামর্শ হইয়া, এই আশয়ে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলবর্তী হইয়া উঠিলেন যে, সকলেই একবিধ যত্ন করিলে, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। উল্লিখিত ব্যাপারের নির্বাহকালে, লার্ড হেষ্টিংসের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম ; তথাপি, তাদৃশ গুরুতর কার্যের নির্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যকতা, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম একবারে লুপ্ত হইল, এবং ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না ; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা, প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত করিয়াছেন ; অতএব, সর্বপ্রযত্নে, প্রজার সভ্যতাসম্পাদন ইঙ্গরেজ জাতির অবশ্যকর্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি, নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের বিলক্ষণ বৃদ্ধি ও ঋণের পরিশোধ করেন। ইঁহার পূর্বে, ইঙ্গরেজদের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের এরূপ সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং, সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করিয়া, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ভারতবর্ষীয় রাজকার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্মপরিত্যাগ করিলে, তিনিই গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য এক রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল, এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরকে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই মহোদয়, দশ বৎসর পূর্বে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনদেশের রাজধানী পেকিননগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রস্থান অবধি, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরের উপস্থিতি পর্যন্ত, কয়েক মাস,

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আদম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের কার্যনির্বাহ করেন। তাঁহার অধিকারকালে, বিশেষ কার্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আর করিয়াছে। ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালাদেশে অধিকার স্থাপন করেন, ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজাও, প্রায় সেই সময়েই, তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে হস্তগত করেন, এবং, সেই গর্বে উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে, বাঙ্গালাদেশও হস্তগত করিবেন। তিনি, ইঙ্গরেজদের সহিত সন্ধি সত্ত্বেও, সন্ধির নিয়মলঙ্ঘন করিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। আরাকান উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে, শাপুরী নামে যে উপদ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায় ইঙ্গরেজদিগের যে অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল, তাহাদের প্রাণবধ করেন। আরায় দূতপ্রেরণ করিয়া, এরূপ অনুষ্ঠানের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সাতিশয় গর্বিত বাক্যে এই উত্তর দেন, ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে, আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৬ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। ইঙ্গরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্মরাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া, রেঙ্গুনের বন্দর অধিকার করিলেন। তৎপরেই আসাম, আরাকান, ও মরগুই নামক উপকূল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজদিগের সেনা, ক্রমে ক্রমে, আরা রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং প্রয়াণকালে, বহুতর গ্রাম, নগর অধিকারপূর্বক, ব্রহ্মরাজের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অমরপুরের প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা, নিজ রাজধানীর রক্ষার্থে, ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই, সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল ; ঐ সন্ধিপত্র যান্দাবু সন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাধিপতি ইঙ্গরেজদিগকে মণিপুর, আসাম, আরাকান, ও সমুদয় মার্তাবান উপকূল ছাড়িয়া দিলেন ; এবং, যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত, এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, ঐ সময়ে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জনশালের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন ভ্রাতা মাধু সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাফ সাহেব, দুর্জনশালকে বুঝাইবার জন্য, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন স্পষ্ট বোধ হইল, শস্ত্রগ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না ; বিশেষতঃ, এই স্থান অধিকার করা ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা

করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, লার্ড লেক, ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও অনেক সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্যন্ত, যত দুর্গের অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে, সমস্ত ভারতবর্ষমধ্যে, এই জনরব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দিকে, অতি প্রশস্ত মৃণ্ময় প্রাচীরের পাদদেশে, এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও, বিংশতি সহস্র সৈন্য ও একশত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক, প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে, এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩এ ডিসেম্বর, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, লার্ড কম্বরমীর বাহাদুর, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জনশাল ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে রুদ্ধ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুর, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের সহিত, কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য বিষয়ে, কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজসিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদের হইয়াছে। দিল্লীর রাজপরিবার, এই কথা শুনিয়া, বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট, অশেষ প্রকারে, অবমানিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহনামের অন্যথা হয় নাই। এক্ষণে, রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবহির্ভূত হইল। ইঙ্গরেজদের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদয় লোক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুর, উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হস্তে গবর্ণমেন্টের ভারার্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তাঁহার কর্মপরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, উক্ত পদের নিমিত্ত, ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্বে, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, কোনও কারণবশতঃ উদ্ধত হইয়া, অন্যায় করিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, তৎকালে ইংলণ্ডে, এই প্রধান পদের নিমিত্ত, তত্তুল্য উপযুক্ত ব্যক্তি অল্প পাওয়া যাইত।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্বে, লার্ড হেষ্টিংসের অধিকারকালে, ভারতবর্ষের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু এই সময়ে, তাহা একেবারে শূন্য হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিঃসন্দেহ

ব্যয়ের লাঘব করিব। তিনি, কলিকাতায় পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটি স্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের উপর এই ভার হইল যে, সিবিল ও মিলিটারি বিষয়ে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে, সমুদয় কর্মস্থানে, ব্যয়ের লাঘব করা গেল। এরূপ কর্ম করিলে, কাজে কাজেই, অপ্রিয় হইতে হয়। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ব্যয়লাঘব করিয়া, কোর্টের যে আদেশ প্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। ফলতঃ, যে রাজকর্মচারীকে রাজ্যের ব্যয় লাঘব করিবার ভারগ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই, তদানীন্তন লোকের নিকট, সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া, চারিদিকে কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয়লাঘব ও ঋণপরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অবধি, গবর্ণমেণ্ট সহগমননিবারণার্থে সবিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃতা হয়, এবং দেশীয় লোকদিগেরই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়, ইহার নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, দেশীয় লোকদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে; ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, এই বিষয়ে বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। কৌন্সিলের সমুদয় সাহেবেরা তাঁহার মতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল; তদনুসারে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে, এই নৃশংস ব্যাপার একবারে রহিত হইয়া গেল।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে, ঐ আইন রদ করা যায়। লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তির প্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন; তাহার মর্ম এই, আমরা, শ্রীযুতের এই দয়ার কার্যে অনুগৃহীত হইয়া, ধন্যবাদ করিতেছি।

যাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা, অবিলম্বে, কলিকাতায় এক ধর্মসভার স্থাপন ও চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন, এবং, এই বিধি পুনঃস্থাপিত হয়, এই প্রার্থনায়, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, একজন ইঙ্গরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা, সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণ-গোচর করিয়া, পরিশেষে নিবারণপক্ষই দৃঢ় করিলেন। বহু কাল অতীত হইল,

সহমরণ রহিত হইয়াছে ; এই দীর্ঘকালমধ্যে, প্রজাদিগের অসন্তোষের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি ইহা ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে, উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহার কোনও কালে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে, বোধ হয়, প্রত্যয় করিবেক না।

১৮৩১ সালে, বিচারালয়ের রীতির অনেক পরিবর্ত আরব্ধ হইল। বাঙ্গালিরা, এ পর্যন্ত, অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতেন। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে মনন করিলেন। এই বৎসরে, মুন্সেফ ও সদর আমীনদিগের বেতন ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল ; এবং, উচ্চতর বেতনে, অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদর আমীনী পদ নূতন সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল। রেজিষ্টরের পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল ; কেবল দেশীয় বিচারকের ও জিলাজজের পদ, এবং সদরদেওয়ানী আদালত, বজায় থাকিল। ফলিতার্থ এই যে, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করণের ভার দেশীয় বিচারকদিগের হস্তে অর্পিত হইল ; আর, জিলার ইঙ্গরেজ জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভার রহিল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ফৌজদারী আদালতেও, অনেক সুরীতির স্থাপন করেন। পূর্বে, দায়রার সাহেবেরা ছয় মাসে একবার আদালত করিতেন ; কিয়ৎকাল পরে, কমিসনর সাহেবেরা তিন মাসে এক বার। এক্ষণে এই হুকুম হইল, সিবিল ও সেশন জজেরা, প্রতি মাসে, এক এক বার বৈঠক করিবেন। কয়েদী আসামী ও সাক্ষীদিগকে যে অধিক দিন ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ, কার্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে, যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়ে, ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্যনির্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন ; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, দেব, দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্তপ্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন ; রামমোহন রায় এ দেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরের অধিকারকালে, তৈমুরবংশীয়দিগের সাম্রাজ্যনিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। সম্রাট, অপহারিত মর্যাদার উদ্ধারবাসনায়,

ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করেন। পূর্ব কালে, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম হইত না; ইদানীন্তন সময়ে, কোনও ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু, রাজা রামমোন রায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে, জাহাজে আরোহণপূর্বক, ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি, তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; ইংলণ্ডেশ্বর, ত্রিশ বৎসরের বৃত্তিভোগী তৈমুরবংশীয়দিগের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে, সম্মত হইলেন না। কিন্তু, তাঁহাদের যে বৃত্তি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্বেই, দেহযাত্রাসংবরণ-পূর্বক, ব্রিষ্টল নগরের সন্নিকৃষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের হৌস, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে পামর কোম্পানির হৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্যন্ত কর্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে, তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সর্বসাধারণ লোকের ষোল কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে, দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।

পূর্ব মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি বাহাদুর, পুনর্বার, বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ পাইলেন। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজশাসনের অনেক নিয়ম পরিবর্তিত হইল। কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে, ও সমুদায় কুঠী বেচিয়া ফেলিতে, হইল। তৎপূর্ব বিশ বৎসর, চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এক্ষণে, তাহাও ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলতঃ, দুই শত তেত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, তাঁহারা যে বণিগ্বৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে একবারে নিঃসম্বন্ধ হইয়া, রাজশাসন কার্যেই ব্যাপৃত হইতে হইল। কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভার সংস্থাপনের অনুমতি হইল। এই নিয়ম হইল, তাহাতে কৌন্সিলের নিয়মিত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্মচারী ভিন্ন আর একজন মেম্বর, বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্তব্য এই নির্ধারিত হইল, যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক, ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ আইন প্রচলিত করিবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর কর্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর, সমুদয় দেশের জন্য এক আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লা কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সমুদয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিভক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা, দুই স্বতন্ত্র রাজধানী হইল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইঙ্গরেজী শিক্ষায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লিমেণ্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের

বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, রাজস্ব হইতে, প্রতি বৎসর, লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকা, প্রায় সমুদায়ই, সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয়সংক্ষেপ, ও স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, করিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে, ইঙ্গরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের অধিকারসময়ে, সেবিংস বেঙ্ক স্থাপিত হয়। যদর্থে উহা স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণরূপে তাহা সফল হইয়াছে।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহু কাল অবধি এই রীতি ছিল, দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোনও দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে, মাসুল দিতে হইত; তদনুসারে, কি জলপথ কি স্থলপথ, সর্বত্র এক এক পরমিট স্থাপিত হয়। তথায়, দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অনেক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। পরমিটের কর্মচারীরা যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের মাসুল এক টাকা আদায় করিত, সেখানে আপনারা নিজে অন্ততঃ দুই টাকা লইত। ফলতঃ, তাহারা প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার করিত যে, এ বিষয়ে অধিকৃত একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয়, যথার্থ বিবেচনাপূর্বক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন মুসলমানদের হস্ত হইতে রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল; এবং তাঁহারাও নিজে এ পর্যন্ত প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, বিচক্ষণ লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর, এই ব্যাপারকে দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া, ১৭৮৮ সালে, একবারে রহিত করেন, এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিটঘর ছিল, সমুদয় উঠাইয়া দেন। ইহার তের বৎসর পরে, গবর্ণমেণ্ট, কর-সংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্বার এই মাসুলের নিয়ম প্রবর্তিত করেন। এক্ষণে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সি ই ট্রি বিলিয়ন সাহেবকে, এই বিষয়ে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন; পরে, এই মাসুল উঠাইবার সদুপায় স্থির করিবার নিমিত্ত, একটি কমিটি স্থাপিত করিলেন। এই ব্যাপার, উক্ত লার্ট বাহাদুরের অধিকারকালে, রহিত হয় নাই বটে; কিন্তু তিনি, ইহার প্রথম উদ্যোগী বলিয়া, অশেষ প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভ অবধি, এতদ্দেশে, সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্পনাবিককর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সংবাদ, মাসে মাসে, উভয়ত্র পঁহুছিতে পারে, তিনি, তাহার যথোচিত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এ বিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি, বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; তন্নিমিত্ত তাঁহারা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লার্ড বেণ্টিক, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদনদীতে, লৌহনির্মিত বাষ্প-জাহাজ চালাইবার বিষয়ে, তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন। এই বিষয়, য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।

১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসের জন্যেও, সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকারকাল কেবল প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।

# আখ্যানমঞ্জরী

## ( প্রথম ভাগ )

## বিজ্ঞাপন

চারি বৎসর হইল, আখ্যানমঞ্জরী প্রচারিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে, কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে। তদনুসারে, সরল ভাষায় কতকগুলি আখ্যানের সঙ্কলন এবং পূর্বপ্রচারিত পুস্তক হইতে কতিপয় আখ্যানের উদ্ধরণপূর্বক, আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ নামে এই পুস্তক প্রচারিত হইল। যে উদ্দেশ্যে আখ্যান-মঞ্জরীর প্রথম ভাগ সঙ্কলিত হইল, যদি শিক্ষক মহাশয়দিগের বিবেচনায়, তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অতঃপর, পূর্বপ্রচারিত পুস্তক আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ধমান।

১লা ফাল্গুন। সংবৎ ১৯২৪ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

# আখ্যানমঞ্জরী

## ।। প্রথম ভাগ ।।

### প্রত্যুপকার

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিঙ্‌ নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে, কর্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে। অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া, সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসিলে, বালক বলিল, মহাশয়, পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নড়িতে পারি বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; বালককে কর্দম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিঙ্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিতা এক বৃদ্ধা নারী ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালকটি সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব; আর তুমি ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহারও সমুচিত পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। তখন তিনি এক চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল; তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল; এবং সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা রেডিঙ্‌ নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়া, অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার জলে

মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধর কর্ম করিতেছিল। সে, সেতুর উপর জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, কর্ম পরিত্যাগপূর্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র, জলে ঝম্পপ্রদান করিল ; এবং অনেক কষ্টে, তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থ ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন ; এবং সূত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চিরকালের নিমিত্ত, তোমার কেনা হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন, সূত্রধর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছুকাল পূর্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কর্দমে পতিত ছিলাম ; আপনি, সে সময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম ; আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি ; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রভূত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, সূত্রধর কর্মস্থানে প্রস্থান করিল ; এবং তিনি, তদীয় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

## মাতৃভক্তি

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে,

গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদবৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে, আমায় লালনপালন করিয়াছেন; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম করিতে আরম্ভ করিল; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া, কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া, সচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

# পিতৃভক্তি

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডন্‌ডরি নগরে, বেকনর্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম করিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম করিত। বেকনর্‌, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তরণ শিখাইয়াছিল। মৎস্য যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও সন্তরণবিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং জাহাজের চতুর্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত; ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগবশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্‌ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্রে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে ঊর্ধ্বে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময়, দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনর্‌ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না; সকলেই হায়! কি হইল বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গায় লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদনপূর্বক, বেকনর্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণ-কৌশলে, হাঙ্গরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতাপুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদানপূর্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা, গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল; বালকের কলেবরের ঊর্ধ্বতন অর্ধ অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ংক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিত-ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল; আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

## ভ্রাতৃস্নেহ

য়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইট্জার্লণ্ড দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য ঐ দেশে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে ক্রমে অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব না; সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে; কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থানের অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া, সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্বতের পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ জড় করিয়া, তদ্দ্বারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল; পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, ভাই, আর কাঁদিও না; তোমার কোনও ভয় নাই; আইস, এখানে শয়ন কর।

ইহা বলিয়া, কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত; এক্ষণে কি উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে

লাগিল। অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীতনিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে, কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল; তখন সে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল; নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছিল, ঐ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি তাহারা এইভাবে অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যেষ্ঠের এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে, তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা শয়ন করিয়া আছে। তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন; এবং প্রথমতঃ, যথোচিত তিরস্কার করিলেন; পরে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্ট নিবারণের কীদৃশ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

## লোভসংবরণ

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্মের ভার ছিল। সে, একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে; এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া, জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দশার সীমা থাকিবে না। সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান হওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে পার্শ্ববর্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে; কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমার যে লোভ-সংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই

বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচকর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভ্যাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যারপরনাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিল; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

## গুরুভক্তি

রুশিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কাথরিনের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। কাহারও শিশুসন্তান দেখিলে, তিনি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। পরিচারকদিগের শিশু-সন্তানসকল সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তিনি, স্নেহ ও যত্ন পূর্বক অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। কর্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালকবালিকা দেখিলে, তাঁহার নিকট আনিয়া দিবে।

একদিন পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটি অতি অল্পবয়স্ক শিশু পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এই বালক রাজমহিষীর নিরতিশয় স্নেহপাত্র হইল। সে পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে সে উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বালকটি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিল; সুযোগ পাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, যে সকল গুণ থাকিলে বালক লোকের প্রিয় ও স্নেহভাজন হইতে পারে, ঐ সুশীল সুবোধ বালক, সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিল। ইহা দেখিয়া, রাজমহিষী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাহার উপর তদীয় স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ, তিনি তাহাকে আপনগর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন; এবং সেই বালকও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত।

একদিন সে বিদ্যালয় হইতে আসিলে, রাজমহিষী তাহাকে আপনার নিকটে আসিতে বলিলেন। সে উপস্থিত হইল। তিনি অন্য দিন, তাহাকে যেরূপ হৃষ্ট ও প্রফুল্লবদন দেখিতেন, সেদিন সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া

তিনি ক্রোড়ে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার নেত্রমার্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সস্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস, কি জন্য রোদন করিতেছ, বল। তখন বালক বলিল, জননি, আজ আমি বিদ্যালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল রোদন করিয়াছি। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক মরিয়াছেন; দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছে, তাঁহারা বড় দুঃখী; খাওয়া পরা চলে, এমন সঙ্গতি নাই; এবং সাহায্য করে, এমন আত্মীয়ও নাই। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া, আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। মা, তোমায় তাঁহাদের কোনও উপায় করিয়া দিতে হইবে।

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি, অবিলম্বে এক পরিচারককে ডাকাইয়া, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস, অল্প বয়সে তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা হইয়াছে, ইহাতে আমি কি পর্যন্ত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্লেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য করিব; তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রেরিত পরিচারক প্রত্যাগমন করিল; শিক্ষকের মৃত্যু ও তদীয় পরিবারের অনুপায় বিষয়ে, বালক যাহা বলিয়াছিল, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, রাজমহিষীর নিকট জানাইল। তখন তিনি, সেই বালক দ্বারা, শিক্ষকের পত্নীর নিকট আপাততঃ তিন শত রুবল্ (১) পাঠাইলেন; এবং যাহাতে সেই নিরুপায় পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণপোষণ চলে, এবং শিশুসন্তানদিগের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

## ধর্মভীরুতা

পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরে, অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী বাস করিত। সে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা বলিল, তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তুই এখান হইতে চলিয়া যা; এই বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল; রাজপুরুষেরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সেই স্ত্রীলোক, রাজাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সম্মুখে একটি বাক্স ধরিয়া বলিল, মহারাজ, কিছু দিন পূর্বে, ভূমিকম্প হওয়াতে, যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি। আমি নিতান্ত দুঃখিনী। আমার ছয়টি সন্তান; অতি

(১) রুশিয়াদেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা ১৷৶০।

কষ্টে দিনপাত করি। এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ করিলে আমার দুরবস্থার বিমোচন হয়; আমার পুত্রেরা ধনবান্ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে। কিন্তু মহারাজ, এ পরস্ব; পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম। অপকর্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি, যে ব্যক্তি ইহার যথার্থ অধিকারী, তাহার অনুসন্ধান ও অবধারণ করিয়া তাহাকে দিবেন। আর, আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি, এজন্য আমায় কিছু পুরস্কার দেওয়াইবেন।

রাজার আদেশ অনুসারে সেই স্থানেই বাক্স উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি উহার মধ্যস্থিত রত্নসমূহের সৌন্দর্য নয়নগোচর করিয়া, চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্মভীরু লোক কখনও দেখি নাই। তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্নসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দুরবস্থা মোচন হইল। অতঃপর, তোমায় একদিনের জন্যও কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া, রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন; এবং সেই দুঃখিনী বিধবাকে অবিলম্বে বিংশতি সহস্র পিয়াস্তর (১) দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সেই রত্নসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও, প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ না হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রত্ন বিক্রীত হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রেরা পাইবে।

## অপত্যস্নেহ

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে হ্বাইট্‌চেপ্‌ল নামে এক স্থান আছে। তথায় পরস্পরসংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের বাসস্থান নাই, সেইরূপ লোকেরা ভাড়া দিয়া, ঐ সকল গৃহে অবস্থিতি করিত। একদা, ঐ পল্লীতে অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে; সুতরাং অগ্নি উত্তরোত্তর, অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এখানেও অগ্নি প্রবল বায়ুর সহায়তায়, অল্পক্ষণমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সমবেত প্রতিবেশীরা, অনেক কষ্টে কতকগুলি লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করিল; অবশিষ্ট সমুদয় লোক গৃহমধ্যে রহিল।

(১) ইটালি প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ১৸৹।

একটি দরিদ্রা নারীর কতিপয় শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশীদিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়া, অগ্নিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, এই ভাবিয়া, সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেষ্ট স্তুতি করিল ; পরে, একে একে সন্তানগুলির নামগ্রহণপূর্বক, আশ্বাস করিতে গিয়া, জানিতে পারিল, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি আনীত হয় নাই ; সে গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্রা উন্মত্তার ন্যায় হইল ; এবং সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় বশীভূত হইয়া, স্বীয় প্রাণবিনাশের শঙ্কা না করিয়া, অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সে একটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, পূর্বস্থানে আগমন করিল ; সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইল ; এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিল, কিরূপে গৃহে প্রবেশপূর্বক দোলা হইতে সন্তানকে লইয়া, পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই সমুদয়ের বর্ণন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, আহ্লাদভরে শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করিতে গিয়া, দেখিতে পাইল, সে তাহার সন্তান নহে। তাহার পার্শ্ববর্তী গৃহে অপর এক স্ত্রীলোক থাকিত ; সে আপন সন্তান ফেলিয়া, পলাইয়া আসিয়াছিল, এ তাহার সন্তান।

যখন সে, কনিষ্ঠ সন্তানটি আনিবার নিমিত্ত গমন করে, তখন ধূম ও অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং স্বীয় গৃহ ভাবিয়া, পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল ; এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক কোনও মতে স্থির হইতে না পারিয়া, শোকসংবরণপূর্বক পুনরায় সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে, গৃহের সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সে, একেবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

## পিতৃভক্তি

আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশে এক অতি নিঃস্ব পরিবার ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, বহুদিন অবধি অকর্মণ্য ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এজন্য তাঁহাদের স্বয়ং কিছু উপার্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা ; সে পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, দিনান্তেও তাঁহাদের আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ফলতঃ, এই সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পিতামাতার

দুরবস্থা দেখিয়া এবং প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্যা অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল ; এবং কি উপায়ে তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ হয়, অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তি বলিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত দেয়, তাহা হইলে তিনি তিন গিনি (১) করিয়া, প্রত্যেক দন্তের মূল্য দিবেন ; কিন্তু ডাক্তার স্বয়ং সেই ব্যক্তির মুখ হইতে দন্ত তুলিয়া লইবেন। এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, কন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি নানা চেষ্টা দেখিতেছি, এবং যথেষ্ট কষ্টভোগও করিতেছি, তথাপি পর্যাপ্ত পরিমাণে, পিতা-মাতার আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে, এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে, কিছু দিনের নিমিত্ত তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে। অতএব আমি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকটে গিয়া, সম্মুখের দন্ত দিয়া, গিনি আনি।

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, কন্যা, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল ; এবং বলিল, মহাশয়, আপনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার নিকট দন্ত বিক্রয় করিতে আসিয়াছি ; যে কয়টির প্রয়োজন হয়, তুলিয়া লইয়া, আমায় অঙ্গীকৃত মূল্য দিন।

ডাক্তার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহই তাঁহার ঘোষণা অনুসারে, দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না। এক্ষণে, এই কন্যাকে দন্তবিক্রয়ে উদ্যত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে, তুমি কি কারণে ঈদৃশ ক্লেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ ? কাঁচা দাঁত তুলিয়া লইলে কত কষ্ট হয়, তোমার সে বোধ নাই ; বিশেষতঃ, তুমি চিরদিনের জন্য, অতিশয় কদাকার হইয়া যাইবে। তুমি বালিকা ; এরূপে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল। ডাক্তার অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎসে, তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমণ্ডলে আর আছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তোমার দন্ত চাহি না। যদি আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কষ্ট দি ও কদাকার করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর কেহ নাই। তোমার অসাধারণ গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া গৃহে যাও ; এবং নিশ্চিন্ত হইয়া পিতামাতার সেবা কর।

(১) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা; মূল্য ১৫৲।

এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কন্যার হস্তে দশটি গিনি দিলেন। কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রভূত আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

## ধর্মপরায়ণতা

ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাটীর সন্নিকটে, এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা; তাহার কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অতি কষ্টে তাহাদের প্রতিপালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া, সে স্বীয় প্রতিবেশী উক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, এক দিন তিনি, সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, দেখ, আমি কোনও কার্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি; ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আর যদি তৎপূর্বে, অর্থের অভাব জন্য তোমার দুরবস্থা ঘটে, এই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে। এই বলিয়া, আপন সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা, প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তদ্দ্বারা কোনরূপে নিজের ও সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যয়নির্বাহ হইত। সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছুদিন পরেই, সে অতিশয় পীড়িত হইল; সুতরাং প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যে কিছু কিছু উপার্জন করিত, তাহা রহিত হইল; এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পূর্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে সে এরূপ অবস্থায়, তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিলে, তাঁহার অনুমতি অনুসারে, তদীয় সম্পত্তির কিয়দংশ লইতে পারে, তখন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই, এই ভাবিয়া সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিল না।

কিয়ৎকাল পরে, সেই স্ত্রীলোক ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যুসংবাদ পাইল; কিন্তু তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন অথবা তাঁহার সন্তান আছে, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না; এজন্য তখনও সে তাঁহার সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিল না। চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করিল না। সে মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাঁহার সন্তান না থাকে, অন্য কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে; যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে,

তাঁহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিব, আর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত হইবেন, ইহা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে।

ক্রমাগত রোগভোগ করিয়া ও আহারের কষ্ট পাইয়া, বৃদ্ধার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তথাপি সে, সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করা, উচিত বিবেচনা করিল না। কিন্তু পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে অর্পিত না করিয়া মরিয়া যায়, এই দুর্ভাবনায় সে অস্থির ও অসুখী হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তি প্রুশিয়া দেশে বিবাহ করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহার পত্নী ও কতিপয় শিশুসন্তান বিদ্যমান আছেন। তখন বৃদ্ধার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে অবিলম্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল, আপনার স্বামী, আমার নিকট প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। তদনুসারে তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত করিয়া বলিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয় আমি অধিক দিন বাঁচিব না; আর কিছু দিন আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতেন।

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে ঐ সম্পত্তি তদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিল। ধনস্বামীর পত্নী, অসম্ভাবিতরূপে প্রভূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই দরিদ্রা বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার দর্শনে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ, তিনি তদীয় ঈদৃশ ন্যায়পরতা ও ধর্মপরায়ণতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু, ইহাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা উচিত; না করিলে, আমি নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রস্ত হইব।

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, অয়ি ধর্মশীলে, তুমি আমাদের যে মহোপকার করিলে, আমায় কিয়দংশে তাহার পরিশোধ করিতে দাও। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তখন বৃদ্ধা বলিল, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি এই সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। আপনার স্বামী আমায় যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন; আমি যে তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত করিতে পারিলাম, তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি; আমার আর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমার উপর তাঁহার ন্যায় স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত করিব।

## পিতৃবৎসলতা

য়ুরোপের যে সকল ভদ্রসন্তান সৈন্যসংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রথমতঃ কিছু দিন যুদ্ধকার্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়; যাহারা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে একটি বালক নিযুক্ত হইয়াছিল। সে সুবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কর্তব্যবিষয়ে সম্যক্ অবহিত লক্ষিত হওয়াতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে, যখন সকল বালক আহার করিত, সেই বালকও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিত। আহারের সময়, অন্য অন্য বালকেরা গল্প ও আমোদ করিত; কিন্তু সে সেরূপ করিত না। সে, প্রথমে সূপপান* করিয়া, রুটি ও জল খাইয়া উপরপূর্তি করিত; মাংস প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহা সে স্পর্শও করিত না। ইহা দেখিয়া তাহার সহচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনও উত্তর দিত না, বিষণ্ণবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত।

এই বিষয় অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, অহে যুবক, এরূপ আচরণ করিতেছ কেন? তোমায়, আহারবিষয়ে এখানকার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে; সকলে যেরূপ আহার করে, তোমারও সেইরূপ আহার করা আবশ্যক। এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়। যে বিষয়ে যে নিয়ম নিবদ্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। অতএব সাবধান করিয়া দিতেছি, অতঃপর তুমি রীতিমত আহার করিবে, কদাচ অন্যথাচরণ করিবে না।

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, সেই যুবক পূর্ববৎ, সূপ, রুটি, জল, এইমাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে আনাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে সুবোধ বটে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমায় অতিশয় অবাধ্য দেখিতেছি। সেদিন সাবধান করিয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি স্বেচ্ছানুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তোমায় বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

এবম্প্রকার ভয় প্রদর্শন করায়, বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন; আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই।

* মাংসের সুরুয়া; সিদ্ধ মাংসের কাথ। য়ুরোপীয়েরা আহারকালে প্রথমে ঐ সূপ পান করিয়া, অন্যান্য বস্তু আহার করেন।

যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। আমার পিতা যারপরনাই নিঃস্ব ; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নহে ; একদিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন, উত্তম সূপ ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতা মাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদিকে মনে পড়ে ; তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই সুবোধ বালকের এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, কেন, তোমার পিতা, বহুকাল রাজকর্ম করিয়াছিলেন ; তিনি কি পেন্‌শন্ (১) পান নাই ? বালক বলিল, না মহাশয়, তিনি পেন্‌শন্ পান নাই ; পেন্‌শনের প্রত্যাশায়, এক-বৎসরকাল, রাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ; অবশেষে অর্থাভাবে আর এখানে থাকিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিয়াছেন ; তিনি পেন্‌শন্ পাইলে, আমাদের এত কষ্ট হইত না।

ইহা শুনিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে তোমার পিতা পেন্‌শন্ পান, তাহার উপায় করিব। আর, যখন তোমার পিতার এরূপ অবস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে, তোমায় কিছু দিয়া থাকেন, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না ; সুতরাং, সেজন্য তোমার বিলক্ষণ কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই ; আপাততঃ তুমি তিনটি গিনি লও। ইহা দ্বারা নিজ আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিও ; আর যত সত্বর পারি, তোমার পিতার আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্ পাঠাইয়া দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া, বালক আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল ; এবং অধ্যক্ষের দত্ত তিনটি গিনিতে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, আপনি আমার পিতার নিকটে সত্বর পেন্‌শনের টাকা পাঠাইবেন, বলিলেন ; ঐ টাকা কিরূপে পাঠাইবেন ? অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না। আমরা অনায়াসে তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতে পারিব। বালক বলিল, না মহাশয়, আমি সে ভাবনা করিতেছি না ; আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আপনি আমার পিতার নিকট পাঠাইবেন, ঐ সঙ্গে এই তিনটি গিনিও পাঠাইয়া দিবেন। আমি যতদিন এখানে থাকিব, আমার এক পয়সাও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু, এই তিনটি গিনি পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে।

(১) পেন্‌শন্—বহুকাল চাকরি করিয়া বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে চাকরি হইতে অপসৃত হইলে পুরস্কার-স্বরূপ যাবজ্জীবন যে মাসিক বৃত্তি পাওয়া যায়।

অধ্যক্ষ, তদীয় সদ্বিবেচনা ও পিতৃবৎসলতার আতিশয্য দর্শনে, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার পিতার পেন্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন; এবং আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্‌ ও সেই তিনটি গিনি, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তদবধি সেই নিঃস্ব পরিবারের, দুঃখের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা উপস্থিত হইল।

## নিঃস্বার্থ পরোপকার

পারী নগরে, হেনো নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি নস্যবিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা, বহুকাল পর্যন্ত সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু বায়াত্তর বৎসর বয়সে, অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে ঐ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইল। এক্ষণে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তাঁহার দুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাঁহার কিছুমাত্র আনুকূল্য করিলেন না।

মারগারে দেমূর্লাঁ নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। সে তেইশ বৎসর তাঁহার নিকটে কর্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর দুরবস্থা দেখিয়া, তাহার দয়া উপস্থিত হইল। সে দয়া করিয়া আনুকূল্য না করিলে, নিঃসন্দেহ অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত।

দেমূর্লাঁ, প্রথমতঃ এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সাতিশয় বিনয়পূর্বক নিতান্ত কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আপন বিপণির এক পার্শ্বে, আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন। তিনি সম্মত হইলে, সে হেনোকে সেই স্থানে লইয়া গেল। তথায় তিনি পূর্ববৎ নস্যবিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে লাভ হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যয়নির্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, দেমূর্লাঁ তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা দেমূর্লাঁকে সুশীলা, দয়াশীলা ও সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিত, এজন্য অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু, এমন দুঃসময়ে আমি ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না, আমি চলিয়া গেলে, ইঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না; ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, আমি কুত্রাপি যাইব না; এই বলিয়া সে কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

এইরূপে, নিরুপায় হেনো যতদিন জীবিত রহিলেন, দেমূর্লাঁ সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্যা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাঁহার কতদূর পর্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। দেমূর্লাঁর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি অকারণে কুপিত হইয়া, সতত তাহাকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন; দেমূর্লাঁ

তাহাতেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইত না। বিশেষতঃ, সে তাঁহার নিকটে যে তেইশ বৎসর কর্ম করিয়াছিল, তন্মধ্যে পনর বৎসরের বেতন পায় নাই। ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ, দেমূলাঁর আচরণ, দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে। সৎকর্মে লোকের উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষেরা, প্রতিবৎসর এক এক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যে ব্যক্তি সর্বাংশে প্রশংসনীয় সৎকর্ম করে, সে ঐ পুরস্কার পায়। দেমূলাঁর আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহারা এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে ঐ বৎসরের পুরস্কারের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ঐ পারিতোষিক দিলেন।

## আতিথেয়তা

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি পর্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে; উহা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজবাটী যাইতে হইবে। সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে, রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ, এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র, নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি, পার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পার হইবেন না। তৎপরে অমাত্য কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আজ আপনি ঐ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি থাকিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় লোক বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; সুতরাং তিনি বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব; অনাবৃত স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব, কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন; পরে, বৃক্ষের উপর বসিয়া রজনীযাপন করিব, তাহা হইলে বন্য

জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না; এই স্থির করিয়া, বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, এক বৃদ্ধা কাফ্‌রি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন সে, তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, তিনি তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

বৃদ্ধা, আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিল। সে তাহাদিগকে অগ্রে অতিথিপরিচর্যার আয়োজন করিতে বলিল। তাহারা অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য আনিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল; এবং, পর্যাপ্ত আহার করাইয়া, মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথিপরিচর্যা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত কর্ম করিতে লাগিল।

কাফ্‌রিকন্যারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। পার্ক, কাফ্‌রিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিয়া, কাফ্‌রিজাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন, তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম এই, ঝড় বহিতেছিল; বৃষ্টি পড়িতেছিল; উপায়হীন শ্বেতকায় মনুষ্য, ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন; তাঁহার জননী নাই যে, দুগ্ধ দেন; স্ত্রী নাই যে, আহার প্রস্তুত করিয়া দেন; আইস, আমরা শ্বেতকায় মনুষ্যকে আশ্রয় দি; তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়।

কাফ্‌রিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক, মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে, তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; হয় ত, প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; গৃহস্বামিনীর নিকটে গিয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন; এবং তাহার ও তাহার কন্যাদের নিকটে বিদায় লইয়া, রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

## প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা

পারী নগরে, মিজিওঁ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। কিছুদিন পরে, বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তাঁহার ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। লা ব্লন্দ নামে তাঁহার এক তরুণী পরিচারিকা ছিল। তাঁহার দুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না, আর সকলে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া,

লা ব্লন্দের অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক (১) সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় তাহাদের ভরণপোষণে নিয়োজিত করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল; তাহা হইতে যে দুই শত ফ্রাঙ্ক উপস্বত্ব পাইত, তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল। এইরূপে, সে, ঐ অনাথ পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই দয়াশীলা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, অনেকে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু, সে এইমাত্র উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই, কে ইহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে?

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর পত্নীর উৎকট রোগ জন্মিল। ইতঃপূর্বে লা ব্লন্দ এই নিরুপায় পরিবারের ভরণপোষণে সর্বস্ব সমর্পিত করিয়াছিল; তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। সে, তাঁহাদের নিমিত্ত, অবশেষে বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল।

যে সকল স্ত্রীলোক, হাঁসপাতালে (২) গিয়া রোগীদিগের পরিচর্যা করে, তাহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। লা ব্লন্দ, দিবাভাগে মিজিওঁর পত্নীর শুশ্রূষা করিত; এবং তাহাদের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, রাজধানীতে হাঁসপাতালে গিয়া, রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইত।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিওঁর পত্নীর প্রাণত্যাগ হইল। পারী নগরে, অনাথ বালকবালিকাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা ব্লন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই দুটি শিশুকে দীনাশ্রমে পাঠাইয়া দাও। সে, এই প্রস্তাব শুনিয়া অতি রোষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি ইহাদিগকে কখনই ছাড়িতে পারিব না; ইহাদিগকে আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব। আমার যে দুইশত ফ্রাঙ্ক আয় আছে, তদ্দারা আমার নিজের ও ইহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

## সাধুতার পুরস্কার

পারী নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে দিনপাত করিতেন। সুইজেৎ নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিক্ত, তাঁহার আর কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্যা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল, এবং আপন পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিত। নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত, পিতৃব্য, ভ্রাতৃতনয়ার ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। সে, এক গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত; এবং বেতনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তাহা দিয়া পিতৃব্যের আনুকূল্য করিত।

(১) ফ্রাঙ্ক—ফরাসিদেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, ।৵০।

(২) হাঁসপাতাল—চিকিৎসালয়, রোগীরা চিকিৎসার নিমিত্ত যে স্থানে গিয়া আরোগ্যলাভ পর্যন্ত অবস্থিতি করে।

কিছুদিন পরে, ঐ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্ধারিত হইল। সমুদয় আয়োজন হইতেছে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে ; এমন সময়ে, সহসা তদীয় পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়নির্বাহ হয়। তখন সুইজেৎ বরকে বলিল, দেখ, আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে ; তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কোনও উপায় নাই। আমি বৈবাহিক পরিচ্ছদ কিনিবার নিমিত্ত যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই। এক্ষণে তাহা দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করি ; পরে পুনরায়, সঞ্চয় করিয়া, পরিচ্ছদ কিনিব। আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত, আমাদের বিবাহ স্থগিত থাকুক।

সুইজেৎ যে বাটীতে কর্ম করিত, ঐ বাটীর কর্ত্রী, তাহার প্রস্তাব শুনিয়া, উপহাস করিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, তোমার পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয় হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ স্থগিত রাখা কোনও মতে উচিত নহে। অতএব, আমার পরামর্শ এই, নির্ধারিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক। সুইজেৎ, তাঁহার পরামর্শ শুনিল না ; বলিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিয়া, আমি কদাচ বিবাহ করিব না ; যদি করি, তাহা হইলে আমার মত পাপীয়সী আর নাই। আর, যদি এজন্য আমার বিবাহ না হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি।

এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। গৃহস্বামিনী ও বর, উভয়ে নির্ধারিত দিবসে বিবাহ হওয়া আবশ্যক বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ; সুইজেৎ, কোনও মতে সম্মত হইল না। অবশেষে, গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন ; এবং বরও, আমি আর তোমাকে বিবাহ করিব না বলিয়া, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। সুইজেৎ, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল ; এবং পিতৃব্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিল।

যথাবিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সুইজেৎ, বিরলে বসিয়া, পিতৃব্যের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে, এক সুশ্রী সুবেশ, যুবা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি বহু দিন অবধি সুইজেৎকে জানিতেন ; তাহার কর্মচ্যুত হওয়ার ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণ অবগত হইয়া, তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ; এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই ; এক্ষণে সুইজেতের পাণিগ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।

সুইজেৎ এই ব্যক্তিকে সুশীল সচ্চরিত্র ও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া জানিত। ইঁহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, শোকসংবরণপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, সাদর বচনে বলিলেন, সুইজেৎ, শুনিলাম তুমি কর্মচ্যুত হইয়াছ ; এবং

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছি। সুইজেৎ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি বড় লোক, আমি অতি দীন; আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে, আপনি পরিহাস করিতেছেন; আমার এই শোকের ও দুঃখের সময়, এরূপে পরিহাস করা উচিত নয়।

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক বলিলেন, অয়ি সুশীলে, ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, তোমায় পরিহাস করিতেছি না; আমি এত নির্বোধ, এত নিষ্ঠুর, এত অধম নহি যে, তোমার মত গুণবতী মহিলার শোকে ও দুঃখে দুঃখিত না হইয়া, পরিহাস করিব; তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্তও সেরূপ ভাবিও না। তুমি জান, আমার বিবাহ হয় নাই। এক্ষণে আমার বিবাহ করা স্থির হইয়াছে। বিবাহ করিতে হইলে, তোমার মত গুণবতী কামিনী কোথায় পাইব।

এই সকল কথা শুনিয়া সুইজেৎ বলিল, না মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমি পরিহাস মনে করিতেছি না। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিলে, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি সকল লোকের অবজ্ঞাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইবেন; এজন্য আমার পাণিগ্রহণ করা আপনকার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ নহে। তখন তিনি হাস্যমুখে বলিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি হয়, সেজন্য ভাবনা করিতে হইবে না। এখন উঠ, আর এখানে কালহরণ করিবার প্রয়োজন নাই; আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

সুইজেতের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ঐ বিড়াল মরিয়া গেলে পর, উহার চর্ম লইয়া তিনি বিড়ালের আকৃতি নির্মিত করাইয়াছিলেন। ঐ আকৃতি তাঁহার শয্যার শিখরদেশে স্থাপিত থাকিত। প্রস্থানকালে সুইজেৎ বলিল, দেখুন, আমি পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিতাম; তাঁহার স্মরণার্থে এই আকৃতিটি লইয়া যাইব। এই বলিয়া, ঐ আকৃতি উঠাইতে গিয়া, উহার অসম্ভব ভার দর্শনে, সে চমৎকৃত হইল। তখন সেই যুবক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাদৃশ ভারের কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিড়ালের চর্ম ছিন্ন করিবামাত্র, স্বর্ণমুদ্রার বর্ষণ হইতে লাগিল। সুইজেতের পিতৃব্য অতিশয় কৃপণ ছিলেন; আহারাদির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, সহস্র লুইদোর (১) সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার সঞ্চিত বিত্ত তদীয় সুশীলা ভ্রাতৃতনয়ার নিরুপম গুণের পুরস্কার হইল।

## পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান

সান্তেভিয়ন্ নামে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, তিনি লুকাইয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি প্রকাশভয়ে অধিক দিন

(১) লুইদোর—ফরাসিদেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১০৲।

একস্থানে থাকিতে পারিতেন না ; কোনও স্থানে দুই তিন দিন থাকিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন। তাঁহার, প্রতিক্ষণেই রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা হইত। যাহার আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে, সে ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না ; কারণ, যাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, অথবা তাঁহার লুকাইয়া থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল।

পারী নগরে, পেসাক্‌নাম্নী এক অতি সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সাস্তেতিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং বলিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার আলয়ে চলুন ; সেখানে থাকিলে, কেহই আপনকার অনুসন্ধান পাইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সাস্তেতিয়ন্ বলিলেন, আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পর্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ, বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন ; আপনার প্রাণদণ্ড পর্যন্ত ঘটিতে পারে। এই কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যেরূপ দেখিতেছি, আমার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এমন স্থলে, আমি অকারণে আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারি না।

সাস্তেতিয়নের এই কথা শুনিয়া পেসাক্ বলিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনাকে আমার আলয়ে লইয়া গেলে, আমারও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণধারণের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

অবশেষে সাস্তেতিয়ন্, পেসাকের যত্ন ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। যাহাতে, তিনি সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, পেসাক্ অশেষ প্রকারে সেইরূপ কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই, এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাস্তেতিয়নের প্রাণদণ্ড হইল ; পেসাক্, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

যৎকালে এই দয়াশীলা স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হয়েন নাই। তাঁহার আকারে বা কথোপকথনে,

ভয়ের বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি সচ্ছন্দমনে ও অম্লানবদনে তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

## প্রভুভক্তি

পারী নগরে লা জুইনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রাজদণ্ডে প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; এবং রেন্ নামক স্থানে তাঁহাদের যে বসতিবাটী ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সেই বাটীতে এক পরিচারিকা ব্যতিরিক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি, কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপাততঃ পরিচারিকার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন না।

কতিপয় দিনের পর, লা জুইনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহারা রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিকা তাদৃশ ব্যক্তিদের গোপন করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন, দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের আদেশ হইয়াছে; সেজন্য আমি পারী হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে লুকাইয়া আছি। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা রাজদণ্ডগ্রস্ত প্রভুর গোপন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; অতএব তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এখানে থাকিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই কথা শুনিয়া, পরিচারিকা বলিল, মহাশয়, আমি বহুকাল আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। এক্ষণে বিপদের সময় যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন আর কেহই হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি কখনই আপনার আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইব না। যদি আপনার নিকট থাকিয়া ও আপনার পরিচর্যা করিয়া, আমার প্রাণদণ্ড হয়, তাহাতে আমি কাতর নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিব; আমি মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয়ানক জ্ঞান করি না। যদি আপনার প্রাণরক্ষা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও সাহায্য করিতে পারি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিচারিকার উক্তি শুনিয়া ও ভক্তি দেখিয়া, লা জুইনে চমৎকৃত হইলেন; এবং বলিলেন, দেখ, আমার উপর তোমার যে এতদূর পর্যন্ত স্নেহ, ইহা অবগত হইয়া, আমি কত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু অকারণে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না; কারণ, তুমি এখানে থাকিয়া, আমার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তোমারও প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে

চলিয়া যাও। আমি এখানে লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

এইরূপে লা জুইনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন; সে কোনও ক্রমে তাঁহার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তিনি অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না; তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রভু, তোমায় আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে বলিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি এমন সময়ে আপনকার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে পারিব না। আমি বহুকাল আপনকার পরিচর্যা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার নিকটে থাকিতে দেন।

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে, তিনি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং অগত্যা তাহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এ দিকে, তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপুরুষেরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা, সকল বিষয়ে এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লা জুইনে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

## নিঃস্পৃহতা

ইংলণ্ডদেশীয় ডিউক অব মণ্টেগু অতিশয় দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত সর্বদা প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি ঐ অভিপ্রায়ে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন; এবং এক বৃদ্ধা নারীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে অতিশয় দুঃসময় উপস্থিত; এরূপ সময়ে তুমি কিরূপে দিনপাত কর। যদি আবশ্যক থাকে, বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা বলিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি সচ্ছন্দে আছি; আমার কোনও অপ্রতুল নাই। যদি দীন দেখিয়া, দয়া করিয়া, দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক অনাথা আছে, তাহাকে সাহায্যদান করুন; অনাহারে তাহার প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে।

বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া, ডিউক মহোদয় নির্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া পুনরায় বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি তোমার আর কোনও প্রতিবেশীর অপ্রতুল থাকে, বল। তাঁহার, পুনরায় সেই বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দিবেন। তিনি মনে

করিয়াছিলেন, আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্য আপন অবস্থা জানাইবে। কিন্তু, বৃদ্ধা বলিল, হাঁ মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে; সে অতিশয় দুঃখী ও অতিশয় সৎস্বভাব। ডিউক বলিলেন অয়ি বৃদ্ধে, আমি এ পর্যন্ত তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিরক্ত না হও, আমি তোমার নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ করি। তখন বৃদ্ধা বলিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি; আমি কাহারও কিছু ধারি না; তদ্ভিন্ন আমার পনর টাকা সংস্থান আছে।

এই কথা শুনিয়া, ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং মনে মনে তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমার যে সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দি, বোধ করি, তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক। যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহানুভব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেন, তোমায় অবশ্যই লইতে হইবে; যদি না লও, আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইব। বৃদ্ধা, তদীয় দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিপূর্ণ বচনে বলিল, মহাশয়, অধিক আর কি বলিব, আপনি দেবতা, মানুষ নহেন।

## রাজকীয় বদান্যতা

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুই দীন বালক সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিত না; সামান্য ধনবান্ মনুষ্য স্থির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল; এবং মহাশয়, আমাদের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে, সমস্ত দিন আহার পাই নাই; দয়া করিয়া, আমাদিগকে কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পরিস্রুত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে, জর্জের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, তাঁহাদের হস্তে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন; এবং আশ্বাসপ্রদান পূর্বক তাহাদের অবস্থার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জানাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমরা অতি দীন। কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন; পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া আজ তিন

দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি মৃত পতিত আছেন ; অর্থাভাবে এ পর্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন ; তিনিও অতিশয় পীড়িত হইয়া, আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন ; অর্থাভাবে তাঁহারও চিকিৎসা হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

ঐ দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন ; এবং বলিলেন, তোমরা বাটীতে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, সাতিশয় শোকাকুল হইয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার সঙ্গে যাহা ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন ; সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া, রাজমহিষীকে সবিশেষ সমস্ত অবগত করিলেন ; এবং অবিলম্বে সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহারসামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন ; আর তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, একজন উত্তম ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকীয় সাহায্য পাইয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের উপর এত সদয় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের উপস্থিত বিপদের নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না ; তাহাদের অনায়াসে ভরণপোষণ নির্বাহের, এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

## মাতৃবৎসলতা

রোম নগরে কোনও সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্তারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন ; এবং কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন, অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে লইয়া গিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্যের সমাধা না করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন, সর্বসাধারণের সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইঁহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি, ঐ স্ত্রীলোককে, অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পরদিন তাঁহার কন্যা, কারাধ্যক্ষের নিকট গিয়া, জননীকে দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোনও

আহারসামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা তদবধি প্রত্যহ মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কন্যা অদ্যাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার কারণ কি। তিনি অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলেই বা এ প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া, কারাধ্যক্ষ, সেই স্ত্রীলোক কোনও রূপে কিছু আহার পান কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার আহার পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, বোধ হয়, এই কন্যা স্বীয় জননীর নিমিত্ত কোনও প্রকার আহার লইয়া যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীর নিকটে যাইবে, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, সমুদয় অবগত হইবেন।

নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা, যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, জননীর সন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা, জননীকে স্তন্যপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এতাদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন; এবং কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব ঘটনার সবিশেষ বিবরণ বিচারকর্তাদের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, কারাবরুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন, এরূপ নহে; কন্যার মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যাবজ্জীবন তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে, মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হইল। বিচারকর্তারা এই পর্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। যে স্থানে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সর্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশস্বরূপ তথায় তাঁহারা এক অপূর্ব মন্দির নির্মিত করাইয়া দিলেন।

## বর্বরজাতির সৌজন্য

একদা আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। য়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা ; আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে ; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ জল দিয়া আমায় প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, য়ুরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ঐ য়ুরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণপূর্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ; বয়স্যগণের নামনির্দেশপূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমেরিকার এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বরগমনে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া, কুটীরস্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে ; আপনি কোনও ক্রমে এ রাত্রিতে নির্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না। কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব ; আজ আমার কুটীরে অবস্থিতি করুন ; আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্যায় নিয়োজিত হইবে। য়ুরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি তদীয় কুটীরে অবস্থিতি করিলেন। কুটীরস্বামী, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল। রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ঐ য়ুরোপীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিল ; এবং যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরাপদে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, য়ুরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্তী হইয়া অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিল ; অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে য়ুরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইতঃপূর্বে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কিনা ? তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন ; দেখিলেন, কিছুদিন পূর্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, তাঁহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল ; কিন্তু, তিনি সে

প্রার্থনার পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননাপূর্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং কি বলিয়া পূর্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনকার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননাপূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

## ভ্রাতৃবিরোধ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে কৃষিকর্ম করিয়া, সচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্বাহপূর্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বারা উভয়কে স্বীয় বিষয়ের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহার একটি উদ্যান ছিল; অনবধানতাবশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ করিয়া যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে পিতৃকৃত বিনিয়োগপত্র অনুসারে, প্রত্যেক পৈতৃক বিষয়ের যে অংশ পাইয়াছিল, সুশীল, সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তাহা দ্বারা সুখসচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু, তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। বিনিয়োগপত্রে পরিত্যক্ত, অবিভক্ত উদ্যান লইয়া, তাহাদের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল; ঐ উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল; এজন্য, উভয়েরই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যানে অধিকারী হইবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভের সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েরই অন্তঃকরণে ঐ উপলক্ষে পরস্পরের উপর বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। বিষয়লোভ, মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ, তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিয়া প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া, তাহাদের বিরোধভঞ্জনে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, উভয়েই বলিল, সর্বস্বান্ত হইব তাহাও

স্বীকার, তথাপি উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ব্যক্তি, উভয়কে একত্র করিয়া অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ, বল; যেমন উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলে, বিচারকর্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, একজনকে একেবারে বঞ্চিত করিয়া অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ করিবেন না; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয় হইবে, এইমাত্র; আর হয় ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সর্বস্বান্ত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্তী থাকিয়া সামঞ্জস্য করিয়া, উদ্যানের বিভাগ করিয়া দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণগোচর করিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, আপনি আমাদের পরমাত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি; আপনকার উপদেশবাক্যের অনুসরণ ও আদেশবাক্যের প্রতিপালন করা, আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু, অংশ করিয়া লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে। অতএব, আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, সে ন্যায্য মূল্য লইয়া আমায় সমুদয় উদ্যান ছাড়িয়া দিউক। কনিষ্ঠও শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল করিলেন; কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশগ্রহণে, অথবা মূল্য গ্রহণপূর্বক উদ্যানের অংশপরিত্যাগে, সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক চলিয়া গেলেন।

অনন্তর উভয়েই কর্তব্যনিরূপণ নিমিত্ত উকীলদের নিকটে গমন করিল; এবং অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয়, অপর স্থানে কনিষ্ঠের জয়, এইরূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে, সর্বশেষ বিচারালয়ে সমাংশের ব্যবস্থা অবধারিত হইল। তখন উভয়কেই অগত্যা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমার ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে, দীর্ঘকাল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে, প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের হস্তে যে টাকা ছিল, কিছু দিনের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল; সুতরাং টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, উভয়কেই ভূসম্পত্তির কিয়ৎ অংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়ৎ অংশ বন্ধক রাখিতে হইল। যে উদ্যানের নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়ে এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল যে, সর্বস্ব বিক্রয় করিলেও ঋণের পরিশোধ

হইয়া উঠে না। তাহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণের ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবাদে সর্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগের যারপরনাই দুর্দশায় কালযাপন করিতে হইল।

## ন্যায়পরায়ণতা

ইংলণ্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিব না; যেরূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি; যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না? এই স্থির করিয়া, জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে তাহার পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেন্‌সন্। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য করিতেন; লেনার্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল; এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন; এবং আমাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কর্মের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কার্য সম্পাদন করিব; প্রাণান্তেও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে ঐ সময়ে বেন্‌সনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধুপুত্র লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদপূর্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সুন্দররূপে কার্য নির্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত এবং যথাশক্তি সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

লেনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্ তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে

অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন

বেন্‌সনের স্ত্রী, পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন; স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা করিল, এ বালক এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে; এবং হয় ত. অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক অবসর বুঝিয়া, একদিন বেন্‌সনের নিকট কৌশল করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র মনে করেন, ও সেরূপ নহে। অগ্রে সাবধান না হইলে, অবশেষে উহার দ্বারা আপনকার অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা, কোনও ক্রমে বিবেচনাসিদ্ধ নহে। আমি বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপালিত হইতেছি। আপনকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম হইবে। এজন্য আমি অনেক বিবেচনা করিয়া, আপনাকে এ বিষয় জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এজন্য তিনি, সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ বালক যে অধর্মপথে পদার্পণ করিবে, কোনও ক্রমে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অধার্মিকেরাও সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পূর্ণ ধার্মিকের ভাণ করিয়া থাকে। অতএব, এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বেন্‌সন্ একদিন লেনার্ডকে বলিলেন, আমার এই এই বস্তুর অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে; যে মূল্যে হয়, সত্বর কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড ঐ সকল জিনিস কিনিয়া, অনতিবিলম্বে

প্রত্যাগমন করিল ; এবং ক্রীত বস্তু সকল প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া, মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাঁহার হস্তে দিল। লেনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দকও আত্মসাৎ করে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষবশতঃ তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

একদিন বেন্‌সন্ অনবধানতাবশতঃ কার্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনার্ড তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সে স্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লেনার্ডকে অপদস্থ করিবার অভিসন্ধি করিয়া, তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, আইস, আমরা উভয়ে এই মোহরগুলি ভাগ করিয়া লই। লেনার্ড শ্রবণমাত্র তাদৃশ ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তরিক অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি এ মোহর প্রভুর হস্তে দিব ; ইহা তাঁহার সম্পত্তি ; পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ, তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন ; এমন স্থলে, এ মোহর আত্মসাৎ করিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে ; অতএব আমি কোনও ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া মোহর লইয়া লেনার্ড, বেন্‌সনের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহরগুলি পড়িয়াছিল, এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। বেন্‌সন্ লেনার্ডের ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ স্নেহ জন্মিল যে, পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

# আখ্যানমঞ্জরী

। দ্বিতীয় ভাগ ॥

## বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক ইতি।

কলিকাতা।
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

# আখ্যানমঞ্জরী

## ॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

### দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোল্ড্‌স্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন ; আপনি অনুগ্রহপূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড্‌স্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন ; এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ ; অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন ; রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন ; ঔষধসেবন নিষ্প্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি ; বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের (১) বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি (২) লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যকমত বিবেচনাপূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

রোগী ও তাঁহার সহধর্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ; এবং, কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গোল্ড্‌স্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

(১) পিল্—গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।

(২) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১০৲।

## যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মার্সীল্‌স্‌ প্রদেশে, গয়ট্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না ; অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্‌ অতি নরাধম ; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে ; কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থসঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত ; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ঢেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না ; তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্‌ জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্দৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূর্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্‌, সর্বাংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না।

## মাতৃভক্তির পুরস্কার

য়ুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যেরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন, প্রুশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন. বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত; আশীর্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমনপূর্বক, একটি টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনিয়া, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহারাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে; সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে; অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহ্লাদিত

হইলেন ; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও ; এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

## দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মন্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি কার্যবশতঃ মার্সীল্স্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকায় দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক ; তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি ; যে উপার্জন করি, তাহাতে আমাদের সচ্ছন্দে দিনপাত হয় ; আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কর্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মন্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল ; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন ; আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন ; কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা

চাহিতেছেন যে, কোনও কালে. আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল ; তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে, তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই ; কিন্তু তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মন্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমতঃ, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম ; তোমরা যথার্থ সুসন্তান ; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। একদিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল ; এবং আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন ; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে ? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বনপূর্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন ? আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য টাকা পাঠাই নাই ; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন ; তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক ; এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি ; এ

আর কাহারও কর্ম নহে। কিছু দিন পূর্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল; প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মন্টেস্কুর দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

## অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন; যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি; আপনকার শরণাগত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন; তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি আশ্রয়দানের পর বিষম শত্রু ও যারপরনাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে, গৃহস্বামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা সচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে; শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে; বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না ; এক্ষণে, গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা ; আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈরনির্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই ; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না ; এই বলিয়া, যেরূপে যেস্থানে যে অবস্থায়, গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ; অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি, তোমায় পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি ; উহা লইয়া, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে ; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

## দয়া ও সদ্বিবেচনা

বিপক্ষেরা, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে ; এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট্ সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস ; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থ, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার

তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি পূর্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন; কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনকার প্রতিজ্ঞাপালন?

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট্ সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আর আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

## সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ্ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইল্নিবাসী আর্কেডিয়স্ নামে এক ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্তন করে; এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন, এবং, অতঃপর, যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পারে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ্ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কার্য করা, সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহারে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ৎক্ষণ, কথোপকথন করিলেন। এইরূপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ্ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক

ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই; ইহাতে উহার আরও আস্পর্ধা বাড়িবে; এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ্ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল; এক্ষণে তাঁহার. যার পর নাই, হিতৈষী হইয়াছে। সর্বত্র, সর্ববিধ লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্তন করে, এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহঙ্কার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্ কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া, ফিলিপ্ পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্বক, সহাস্য বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা, নিপুণতর চিকিৎসক কি না?

## দয়া ও সদ্বিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌ষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল; এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌ষ্টোন্, চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌ষ্টোন্, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও; এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌ষ্টোনের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘন্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার থলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও; তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল,

তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিল।

এই কথা শুনিয়া, শেন্‌ষ্টোন্ সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে; অবস্থা নিতান্ত মন্দ; পরিবার অনেকগুলি, কিন্তু, পরিশ্রমী ও সৎস্বভাব বলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া, শেন্‌ষ্টোন্ বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে; যাহাতে ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তিনি, অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষণ্ণ বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেন্‌ষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সান্ত্বনা করিলেন; আশ্বাসপ্রদানপূর্বক, তাহারে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি, আর কখনও, সে, দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

## দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ্ নামে এক কাফ্‌রি, বার্‌বেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহার কিছু অর্থ-সংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ হইত। জোসেফ্ অতি সজ্জন, ধর্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্বক্ষণ, খরিদদারগণে পরিপূর্ণ থাকিত; যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ্ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী বলিয়া, তিনি সর্ববিধ লোকের নিকট, সাতিশয় আদরণীয় ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া, ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্ যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ্ যথাশক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের

নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির, এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্বেই, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন; পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইঁহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই দুই কারণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইঁহার আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্বে, এই ব্যক্তি খত লিখিয়া দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে, ৬০০৲ ছয় শত টাকা, ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত হইয়াছে; তাহার উপর আবার ঋণদায়; কিরূপে এ ঋণের পরিশোধ করিবেন এই দুর্ভাবনায়, ইঁহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। অতএব, অদ্যই আমি ইঁহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব। এরূপ করিলে, আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিয়ৎ অংশে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে, সম্ভাষণ করিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এবং, এক সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। আর আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপনকার যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায়, অত্যন্ত অসুখে আপনাকে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে, সে জন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি, আহ্লাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য; বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্য, কার্য দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা, আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য করিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাইলে, আমি যত আহ্লাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ্ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত

করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে, দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহার করাইতেন। আয়ের খর্বতাবশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না; তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জোসেফ্ আহ্লাদিতচিত্তে, তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

## অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টিন্ নগরে, রুশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেনাপতি বার্, এক সহকারী কর্মচারী দ্বারা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্ত্রীক, আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্ত্রীক, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদরসম্ভাষণপূর্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনারা, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া, উপ-

বেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক, আহার করাইলেন; এবং তাঁহাদের পরিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতা. সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান; আমার দুইটি সহোদর ও একটি ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই ভিন্ন আপনকার কি আর সহোদর নাই? তিনি বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার আর সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, অতি অল্প বয়সে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না; কারণ, তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারের সহিত, সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক; কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমার জন্মস্থান, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া, বোধ করিয়াছেন; আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনকার আলয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্বক, বিদায় দিলেন; এবং যাহাতে তদীয় আলয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশের, সর্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

## যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্‌জো, যৌবনকালে পোর্তুগালের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদীয় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্তন করিয়া, তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন; রাজকার্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না; তাহাতে রাজকার্যনির্বাহবিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্যবিশেষের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভা-ভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে; বন জঙ্গল তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজারা, রাজকার্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়; আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই; কোনও গুরুতর কার্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহা-রাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান্ হন, তবেই তাহারা আপনকার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; নতুবা—এই পর্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলন্‌জোর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শান্তমূর্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্মগ্রহ করিতে

পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না ; অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, সর্বপ্রযত্নে রাজকার্যসম্পাদনে তৎপর হইব ; প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন ; এবং আশীর্বাদপ্রয়োগপূর্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যসনে বিসর্জন দিয়া, দিবারাত্র, রাজকার্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন ; একদিন একক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্তুগাল দেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

## অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ্ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন ; সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন ; সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে, পান্থনিবাসে (১) গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট্ আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন ; আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট্ রঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন আপনি, সম্রাট্‌কে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন ; তাঁহাকে দেখিলে, আপনার কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যাহা হউক না কেন, সম্রাট্ অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক ; তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে ; নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট্ বলিলেন, আপনার রঙ্গভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য ? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন

(১) পান্থনিবাস—পথিকদিগের অবস্থিতির স্থান।

আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট্ বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি ; ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, রঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বচনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি ; ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিতে হইবে। সম্রাট্ শুনিয়া, সহাস্যবদনে, হস্তে ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

## কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতেছিল ; পথিমধ্যে, অতি প্রবল ব্যাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল তরঙ্গবেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ; তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়াদ্র‍্যচিত্ত হইয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন ; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্বীয় আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বীকারপূর্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্বীয় আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্যক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন্কালেও তাহা ভুলিতে পারিব

না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিকপুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন; এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠমাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্বস্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকারপ্রদানের আদেশ-প্রদান করিলেন; এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিকপুরুষকে স্বীয় সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব কালে, সর্ব দেশে, সর্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিতে পারে, গ্রীকদেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তঁ'হারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন করিতেন না।

## কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা (১) হারূল্ উর্ রশীদের, জাফর্ বর্মীকী নামে, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্তনে বিরত হই, তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া,

(১) খলীফা—অধিপতি, যিনি সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন।

লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে, সর্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ডভয়ে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্মাবতার, ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন; জীবিত থাকিয়া, আমি কোনও কারণে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইতে পারিব না।

বৃদ্ধ আরবের কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তার আতিশয্য দর্শনে, খলীফা যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ধর্মাবতার, বর্মীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

## উপকার স্মরণ

একদিন, আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ইঙ্গরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থ-নিবাসের কর্ত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্ত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয়, দাও; আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইঙ্গরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন; এজন্য তাঁহাদের উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ত্রুটি করিত না। একদা

ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল; এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া তথায় উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্প দিন হইল, আমার পুত্রটি, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে; অতএব এই লোকটি আমায় দাও; ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী কর্ম করিতেছেন; এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্বক, অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল, হয়ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এ বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, তত্তই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি, নিয়মিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ৎদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক, পুনর্বার, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সে দিন যাইতে পারি নাই; এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্ধারিত হইল। অনন্তর, তিনি, নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইয়া, বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের এক একটি লইয়া, আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না; আমার দুষ্ট অভিসন্ধি নাই; তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কি জন্য কোথায় লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং, কিয়ৎ দূরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন; সেখানে কৃষিকর্ম হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেরিকার আদিমনিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন, উহার নাম লিচ্‌ফিল্ড্‌; ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া, আমেরিকার আদিমনিবাসী বলিল, আপনকার স্মরণ হইবে কি না, বলিতে পারি না; কিছু দিন পূর্বে, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, এক পান্থনিবাসে গিয়া, সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে আহারপ্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভর্ৎসনা

করিয়া, আমায় তাড়াইয়া দেন। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই ; এমন সময়ে, আপনি দয়া করিয়া, নিজব্যয়ে আহার করাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আমি, পান্থনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কস্মিন্‌কালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্ব-মোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান ; উহা অধিক দূরবর্তীও নহে ; আপনি সচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন।

## প্রত্যুপকার

সুপ্রসিদ্ধ রোম্ নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট্ টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকীর্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট্ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজভবনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, রৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাষ্টস্, জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, তিনি, অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্যপ্রদর্শনপূর্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাষ্টস্, আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট্ টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুডিয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা, থমাষ্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাষ্টস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

## প্রত্যুপকার

আলি ইবন্ আব্বস্ নামে এক ব্যক্তি, মামূন্ নামক খলীফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে, খলীফার নিকট বসিয়া আছি; এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে, আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করিবে; তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম; কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস্ আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর, জগদীশ্বরের সতত ও শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগ্দাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না; লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানদিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে; আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে; আর, পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া

রহিয়াছে। প্রস্থানসময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন ; তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ; এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোনও উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম ; সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম ; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম ; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম ; এবং, কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষাবশতঃ শত্রুতা করিয়া, খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে ; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি ; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই ; সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই ; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনকার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না ; আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না ; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন হইলেন ; এই বলিয়া, পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলীফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি, আপনকার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না ; আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল

পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলীফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনকার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া, খলীফা, উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডেমাস্কস্ নগরে, কিরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশতঃ, অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাঁহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

খলীফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভসংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক, তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা, অবলোকনমাত্র, প্রীতিপ্রফুল্ল

লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলীফা, তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন; এবং ডেমাস্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

## কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে, ফিটজ্ উইলিয়ম্ নামে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীয়ান্, ন্যায়পরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্বপ্রধান রাজমন্ত্রী কার্ডিনেল উল্জির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ; স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের আতিশয্যবশতঃ তিনি ঐশ্বর্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, মহোপকারক উল্জির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডের অধীশ্বর, অষ্টম হেন্‌রি, সাতিশয় উদ্ধতস্বভাব ও অবিমৃষ্যকারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া, সবিশেষ অবমাননাপূর্বক, উল্জিকে মন্ত্রিত্বপদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, তিনি সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন। পাছে রাজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায়, কেহ কোনও বিষয়ে, তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিটজ্ উইলিয়ম্ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশপূর্বক, তাঁহাকে নর্‌থেম্‌টন নামক স্থানে লইয়া গেলেন, এবং ঐ স্থানে মিল্‌টন নামে, যে স্বীয় পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, ফিট্‌জ্ উইলিয়মের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, তিনি রাজসভায় আনীত হইলে ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরঃসর, কর্কশ বচনে বলিলেন, তোমার এত বড় আস্পর্ধা যে, তুমি এক রাজবিদ্রোহীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতেছ। রাজার রোষ দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা চলচিত্ত না হইয়া, তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি আপন আলয়ে লইয়া গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্যা করিতেছি, রাজভক্তির অসদ্ভাব তাহার কারণ নহে, আমি

তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

এই হেতুবাদ কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, অধিকতর কুপিত হইয়া বলিলেন, সে আবার কি? ইংলণ্ডেশ্বর, উত্তরোত্তর, অধিকতর কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাঁহাকে রাজভক্তিহীন ভাবেন, এই ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ফিট্জ্ উইলিয়ম, অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ, আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছি; কার্ডিনেলের অনুগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন না করিলে, আমি ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় এবং ধর্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায়, অবসর পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যভাব বিসর্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে, তাঁহার করগ্রহণপূর্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। তুমি সর্বাংশে প্রশংসনীয়, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি, তুমি একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইলে, আমার আর যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন; তোমায় তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে কি, তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, চমৎকৃত ও আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্বীয় আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্তে, সেই ক্ষেত্রে, ফিট্জ্ উইলিয়মকে নাইট্ (১) উপাধিপ্রদানপূর্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

## যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্ নামক স্থান সেনাপতি ডার্নমণ্টের হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, ঐ স্থানে যে সকল স্পেন্‌দেশীয় সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলের প্রাণবধ কর। সেই সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশের বিপরীত আচরণ করিবে, তাহার

(১) নাইট্—উপাধিবিশেষ। অসাধারণ ক্ষমতাপ্রকাশদর্শনে অথবা অন্য কোনও কারণে, রাজারা ব্যক্তিবিশেষকে এই মাননীয় উপাধি দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই উপাধি পান, তাঁহাদের নামের পূর্বে সর্ এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, সর্ আইজাক্ নিউটন, সর্ উইলিয়ম জোন্স্ ইত্যাদি।

অবধারিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইয়াও, এক সৈনিকপুরুষ স্পেন্‌দেশীয় এক সৈনিকের প্রাণনাশ না করিয়া, যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে, সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘনের জন্য গুরুতর অপরাধ হওয়াতে, দণ্ড দিবার নিমিত্ত, সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না? এই জিজ্ঞাসা করাতে সে, স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিল; এবং বলিল, যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয় তাহা হইলে, আমি সচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সেনাপতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, সেই সৈনিকপুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম; তখন কেবল উঁহার যত্নে ও চেষ্টায়, আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন; উঁহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি সামান্য সৈনিকপুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জনা করিলেন; এবং যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য, সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ, সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিক-পুরুষ, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্‌গদ বচনে, সেনাপতির প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে, প্রস্থান করিল।

## নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী আলেগ্‌জাণ্ডার, সাইডমের অধিপতি ষ্ট্রাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পাত্র হিপষ্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য হয়, তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপষ্টিয়ন্ যাঁহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ; এবং সেই নগরের সর্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আলেগ্‌জাণ্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন; তদনুসারে, আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে সম্মত নহি। এ দেশে, পূর্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে, সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই; সুতরাং, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য নহি। তাঁহাদিগকে

এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ দেখিয়া, হিপষ্টিয়ন্ যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া, বলিলেন, যিনি, সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ইহা মনে রাখিবেন যে, তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, রাজবংশোদ্ভব এরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দেশ কর।

হিপষ্টিয়নের কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন, অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, রাজ্যলাভের লোভে, আলেগ্‌জাণ্ডারের প্রিয়পাত্রদিগের শরণাগত হইয়াছেন; এবং নিতান্ত নীচের ন্যায়, অবিশ্রান্ত তাঁহাদের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিয়া দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী নহি; এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এব্‌ডেলোনিমস্ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন; আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু, তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ; নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে; তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, যাহা পান, তাহাতেই অতিকষ্টে দিনপাত করেন। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্মশীল ও সৎপথবর্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌কে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে, তাঁহারা দুই সহোদর, রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি, খুরপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, আমরা আপনকার জন্য এই রাজপরিচ্ছদ আনিয়াছি; চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি যাবজ্জীবন, ধর্মপথে চলিয়াছেন; একক্ষণের জন্যও, কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই; কেবল এই হেতুবশতঃ, আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্তা হইলেন। আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ধর্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হন।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আনীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর করিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্ স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, এরূপ আমায় উপহাসাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন, না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না; আমরা ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আপনি যথার্থই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদধারণে, কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে, তাঁহারা বলপূর্বক

তাঁহাকে স্নান করাইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন; এবং অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসিবর্গের অধিকাংশই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কতকগুলি লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্যশালী, এবৃডেলোনিমস্ অতি হীন অবস্থার লোক বলিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেগ্‌জাণ্ডারের আদেশ অনুসারে, নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার স্বভাব চরিত্র ও বংশমর্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তুমি এতদিন কেমন করিয়া, এমন হীন অবস্থায়, কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া, এবৃডেলোনিমস্ বলিলেন, মহারাজ, আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু, যখন আমার কিছুই ছিল না, তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উত্তর শ্রবণে, আলেগ্‌জাণ্ডার যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং, পূর্বতন রাজার বেশ, ভূষা, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

## ধর্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমার, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ফিলিপসবর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে, এক সৈনিকপুরুষ নিরতিশয় সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শিত করাতে, রাজকুমার, সাতিশয় প্রীত হইয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি বহিষ্কৃত করিয়া, তাহার হস্তে দিলেন; এবং বলিলেন, তুমি যেরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছ, ইহা, কোনও অংশে তাহার যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। সৈনিকপুরুষ, পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে, নমস্কার করিয়া, চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঐ সৈনিকপুরুষ, দুইটি হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় ও কতিপয় মহামূল্য রত্ন হস্তে করিয়া, রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন করিল, মহাশয়, থলির মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিল, সেইগুলি, আমায় দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত। কিন্তু, সেই থলির মধ্যে এইগুলিও ছিল; এগুলি আমায় দেওয়া আপনকার অভিপ্রেত ছিল, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং এগুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য, আমি এগুলি আপনাকে ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

রাজকুমার, সেই সৈনিকপুরুষের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম দর্শনে, যত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার অসাধারণ ধর্মশীলতা দর্শনে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন ; এবং প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্য তোমার সাহস ও পরাক্রমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলাম ; অদ্য, তোমার ধর্মশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, এইগুলি দিলাম ; তুমি লইয়া যাও। ইহা বলিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় করিলেন। সৈনিকপুরুষ, রাজকুমারের এতাদৃশ বদান্যতা ও উদারচিত্ততা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল।

## অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগ্রামস্থ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পড়াইলাম, তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল ; উহার বর্ণনির্দেশ অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটির বর্ণযোজনায় মনোযোগ দিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, শ্রেণীর সর্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম ; কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে, সর্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে, যে বানান করিল, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইল। তখন আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহ্লাদিতচিত্তে, ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণযোজনা, শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া, ঐ কথাটি বোর্ডে (১) লিখিলাম, এবং সকলকে বলিলাম, এই কথাটির বর্ণযোজনা অতি দুরূহ ; অমুক ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই ; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণযোজনা দেখাইবার নিমিত্ত, বোর্ডে লিখিলাম ; সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

শিক্ষক, এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্বে, যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া, শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল, সে বলিল, মহাশয়, আপনি যেরূপ লিখিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি যে বানান করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি, এই বোধ করিয়া, আপনি আমায় শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই, তখন আমার এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই ; অতএব আমি

(১) বোর্ড—কাষ্ঠফলকনির্মিত দ্রব্যবিশেষ। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি থাকে। শ্রেণীস্থ সকল বালককে কোনও বিষয় দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে, উহা ঐ কাষ্ঠফলকে লিখিত হইয়া থাকে। উহা এরূপে নির্মিত ও এরূপে স্থাপিত হয় যে, উহাতে যাহা লিখিত হয়, শ্রেণীস্থ সমস্ত বালক স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া, দেখিতে পায়।

আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া, সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ, শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী, অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সঙ্ঘটিত। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা দেখিয়া, শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা সবিশেষ প্রশংসার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

## প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্য দেশের কোনও রাজা, যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং, কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন; এবং স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থানকালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাহার অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে অদূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া বলিল, যত সত্বর পার, ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা, পাকশালার সমীপবর্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন; লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন; এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া, কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোনও দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা ; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া, অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে, রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না ; কিন্তু মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্বক, কাহারও কোনও বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে, যার পর নাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয়দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসার সর্বাংশে নিরুপদ্রব ও যার পর নাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি, বিশেষতঃ ক্ষমতাপন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ, স্ব স্ব আচরণের পূর্বাপর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

## ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয় ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌ নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা, তাঁহার নিকটে গিয়া জানাইল, মহাশয়, আপনি যে বনে মৃগয়া করিতে যান, উহার সন্নিকটে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমের চাষ করিয়াছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং, আমার বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, আপনার সমভিব্যাহারী বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতায়াত দ্বারা, সমস্ত শস্য একবারে নষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং, আমি যে লাভের আশা করিয়াছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রজার এই আবেদন শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, সখে, তুমি যে ক্ষেত্রের উল্লেখ করিলে, মৃগয়াকালে আমরা ঐ ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ; এবং আমরা সমবেত হওয়াতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তোমার কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ করিয়া আন ; আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, প্রজা বলিল, মহাশয়, আমি আপনার দয়া ও সদ্বিবেচনার পূর্বাপর যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য, এক আত্মীয়কে আমার ক্ষতির নিরূপণ করিয়া দিতে বলিয়া-

ছিলাম। তিনি, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে, আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে ; ইহাতে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র, ভূম্যধিকারী, পাঁচ শত টাকা দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই, পূর্ব পূর্ব বৎসরে, ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ, ঐ ক্ষেত্রে, এ বৎসর, প্রজার যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিন্‌কালেও, তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে, কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমায় বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তোমার নির্দেশ অনুসারে, ঐ ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমার পাঁচ শত টাকা দিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই ?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সেই প্রজা বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহাশয়, ঐ ক্ষেত্রে আমায় কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর, আমার যেরূপ লাভ হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে, ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায়পরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে সস্নেহ বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে, আমার বড় আহ্লাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক ; এই বলিয়া, তিনি সেই প্রজার সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন ; এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লইলেন ; অনন্তর, গাত্রোত্থানপূর্বক পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন ; এবং, এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয় ন্যায়পরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার, এই বলিয়া, পূর্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত, সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া, প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে, তাহাকে বিদায় করিলেন।

## ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী উরষ্টরশায়র্ প্রদেশে, ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান্ পাদরি, বহুকাল অবধি, তত্রত্য দেবালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু নিলাম করিয়া, বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন ; তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য

বেতন পাইতেন, তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না ; ফলতঃ, তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে, মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া, ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেরাজ ছিল। একটি দেরাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে, তিনি দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন ; থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, তিনি যাবজ্জীবন সুখে ও সচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও, যার পর নাই দুঃখী ছিলেন ; কিন্তু, অর্থলোভে অসৎ পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাতিশয় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি ; সুতরাং, আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে ; কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে, আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যার পর নাই অধার্মিকের কার্য করা হইবে। পরস্বহরণ, লোকতঃ ও ধর্মতঃ সর্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন ; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন ; এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপনকার ন্যায় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের এরূপ বোধ হয় না ; এইরূপ বলিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন।

## শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেগ্‌জাণ্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল ; এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম ; খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে ষাটিটি মোহর আছে। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ক্রিমুলিনামক সওদাগরের ; তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম ; এবং মোহরের থলিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম।

তিনি পুরস্কার না দিয়া তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে, আপনকার নিকট, বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ফ্রিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে কি না ? আর যদি অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন ? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে ; এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না ; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনকার পুরস্কার করিয়াছে। মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা করি, তখন ঐ থলিতে ষাটিটি মোহর আছে বলিয়া, আমার বোধ ছিল ; বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না ? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্বে আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি ; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটিটি মোহর আছে ; কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়। এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার ; তুমি সচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলি দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় দিলেন।

## ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি

প্রাণান্তে পরের গলগ্রহ হইব না ; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে ; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে? যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ম্লানবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ম্লান দেখিয়া দুঃখিত হইলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোথাও কর্ম জুটিতেছে না? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি ; কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটি স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে ; সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম ; এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি সবিশেষ না জানিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে, সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, আপনার ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব ; আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন ; এবং তাহাকে যে সকল কর্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য করিতে লাগিল ; একদিন এক্ষণের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

## সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্, বিখ্যাত বিদ্বান্, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ ও রাজনীতিবিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন; এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি, ডাক্তার কটন্ মেথরের নিকট একটি উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া, তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে, পাসিনামক স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনার পিতার সহিত শেষ দেখা করি; তৎপরে আর আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি তাঁহার নিকট বিদায় হইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায় একটি পথ দেখাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন, এই পথটি সোজা; এই পথ দিয়া গেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারিবে। এই পথটি অল্পপরিসর; মধ্যস্থলে মাথার উপর একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিয়া চলিলাম। আপনকার পিতা আমার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সময়েও আমরা কথোপকথন করিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আপনকার পিতা, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথা নীচ কর, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ পরেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার মর্মগ্রহ করিতে পারিলাম।

আপনকার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোনও একটা উপলক্ষ হইলেই, অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন; এবং এই উপলক্ষ করিয়া, আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ। অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। সংসার অতি বিষম স্থান; অসাবধান ও উদ্ধত হইয়া চলিলে, পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব, সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে, মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে, সর্বদা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য, শ্রবণ অবধি, সর্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, উদ্ধতভাবে চলেন; এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন; তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

## সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহারা স্বরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন, যাঁহার কাব্য সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোনার মেডাল (১) ও হাতীর দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত। লুশিয়স্ বেলিরিয়স্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন; সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায়, এই অল্পবয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি, সে বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল; সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রোমীয়দিগের এই রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে, লোকের উৎসাহবর্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি নির্মিত করাইয়া, নগরের সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্তির মস্তকে একটি মুকুট অর্পিত হইত। এইরূপ অল্পবয়স্ক বালক সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন; এজন্য সকলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া তদীয় প্রতিমূর্তি নির্মিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্তিস্থাপনেব দিন স্থির হইল। নিরূপিত সময়ে, বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর, প্রধান রাজপুরুষ, প্রতিমূর্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, বেলিরিয়স্, এক যুবাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবা-পুরুষ, পুরস্কারপ্রাপ্তির আশয়ে, স্বরচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য, অনেকের বিবেচনায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট; এজন্য, পুরস্কার না পাওয়াতে, তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স্, তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পুরস্কার পান নাই বলিয়া, ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং, আপনিই পুরস্কার পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু, আমার বয়স অতি অল্প; এত অল্প বয়সে কাব্যরচনা করিতে পারিয়াছি; এজন্য, বিচারকেরা

(১) মেডাল—অসাধারণ গুণের পুরস্কারার্থে ধাতুনির্মিত মুদ্রাবিশেষ।

আমার উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কার দিয়াছেন ; গুণ অনুসারে, বিবেচনা করিলে, আপনকারই পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এইরূপ বলিয়া, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্থাপিত করিলেন ; সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

## দোষস্বীকারের ফল

একদা, জর্মনি দেশের কোনও রাজা ফ্রান্স্‌দেশে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন, তিনি, অস্ত্রশালা দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক, সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে সমস্ত দেখাইলেন ; তত্ত্বাবধায়কের বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে, রাজা সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধায়ক, রাজার সম্মুখবর্তী হইয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অত্রত্য কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দিষ্ট করিবেন, আপনকার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারামুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়।

রাজা, তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং লোক নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়কের সমভিব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ; এবং, কি কারণে তুমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছে, এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহারাজ, আমার কোন অপরাধ নাই ; বিনা অপরাধে আমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহারাজ, অবিচার অত্যাচার ও মিথ্যাভিযোগের জ্বালায় এদেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ও রাজপুরুষেরা বিচারবিমুখ হইয়া, সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের অত্যাচারে এদেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন ; আর রাজপুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা, এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুষ্টস্বভাব ব্যক্তি ; স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের কত অনিষ্ট করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্বে

আমি আপন দোষ বুঝিতে পারিতাম না। এক্ষণে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ সে বিবেচনায় আমি লঘু দণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে, তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থির দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বাবধায়ককে বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত। অতএব আমি এই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিলাম; তদনুসারে সে ব্যক্তি সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া, রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিল।

## নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা

আমেরিকা দেশে ইঙ্গরেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইঙ্গরেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ ইংলণ্ডের রাজশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে, রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আমেরিকার উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গেরও ইংলণ্ডের রাজার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ফলতঃ, এই উপনিবেশ ইংলণ্ডরাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলণ্ডের রাজশাসনপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। ঐ সমস্ত অবিচার ও অত্যাচার, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন; অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত আর কোনও সংস্রব না রাখিয়া, উপনিবেশের রাজশাসনকার্য আপনারাই সম্পন্ন করিবেন।

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে, উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, উপনিবেশবাসীরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া, আপনারা উপনিবেশের রাজশাসনকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশের প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইয়া, আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের প্রতিনিধি স্থির করিয়া, একটি প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভারার্পণ করেন। প্রতিনিধিরা সমাজে সমবেত হইয়া, সর্ববিষয়ের সবিশেষ সমালোচনাপূর্বক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রতিনিধিসমাজের সভাপতি সেনাপতি রীড্‌সাহেব যার পর নাই ধর্মশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন; সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে কার্যনির্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্বসময়ে বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সভাপতি রীড্‌সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়; তখন তাঁহারা রীড্‌সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রীড্‌সাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্যবদনে বলিলেন, দেখুন, আমি অতি হীন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনিতে পারেন, তাঁহার এত টাকা নাই। এই বলিয়া, তিনি, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচগ্রহণপূর্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি রীড্‌সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল, এবং ধর্মাধর্মবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই; সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাধমেরাই উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য হইতে না পারে; সেই দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায্য উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বীয় অভিপ্রেত-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ, উৎকোচদান ও উৎকোচগ্রহণ, উভয়ই সর্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচগ্রাহী, ইহারা একসম্প্রদায়ের লোক।

## নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা

জর্জ্‌ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বসময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করিতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন,

ইনিই এই পদে অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভাপতির চিরবিরোধী। সভাপতি যখন যাহা করিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন; এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হয়েন, সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও সৎপথবর্তী ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সত্বর ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্যনির্বাহ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ইনি সর্বপ্রকারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি আপন প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত না করিয়া, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে করেন নাই।

কিন্তু ওয়াশিংটন্ যার পর নাই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং স্বীয় বিপক্ষকে স্বীয় আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই উপস্থিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয় আত্মীয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয়, অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইয়াছে, এই বলিয়া, অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওয়াশিংটন্ বলিলেন, দেখ, অমুক আমার আত্মীয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই; এবং এতদিন আমি তাঁহার উপর যেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণেও তদ্রূপ করিব, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাঁহার অপেক্ষা সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি; আত্মীয় ব্যক্তির হিতসাধনের অনুরোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এজন্য আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এ আমার নিজের বিষয় হইলে আমি যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিতাম। আমি সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি; যাহাতে সর্বসাধারণের হিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই আমার পক্ষে এক্ষণে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, অতএব তাহার হিতসাধন করিব; অমুক ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন করিব; যদি এরূপ বুদ্ধি ও এরূপ বিবেচনার অনুবর্তী হইয়া চলি, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমার সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওয়া উচিত।

## যথার্থ বিচার

তুরস্কদেশীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীর বাসস্থান অধিকার করেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীর দলীল ছিল। কিন্তু, তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থবলে বহুসংখ্যক সাক্ষীর যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনায়াসে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বাসনায়, তিনি বিচারপতিকে পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচারপতি অতিশয় ধর্মশীল ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অন্যায় করিয়া, দুঃখী প্রতিবেশীর বাটী অধিকার করিয়াছে। আমায় হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল; কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যার পর নাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন, এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচারপতির নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন; কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তদীয় প্রতিপক্ষ, বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বারা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহার পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই, তখন এ বাটী আমার বলিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করা কতদূর অন্যায় হইয়াছে, ধর্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, আমি উহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচশত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। এই বলিয়া, তিনি প্রতিবাদীর দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন, ও ব্যক্তি যে ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী, এই পাঁচশত টাকা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া, তিনি যথোচিত ভর্ৎসনা ও ঘৃণা প্রদর্শনপূর্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন; এবং বাদী, বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

## যেমন কর্ম তেমনই ফল

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপ্‌নহেগ্‌ন্ নগরে ক্রিষ্টিয়ন্ টুল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিষ্টোফর্ রোজন্ ক্রেন্‌জ্ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিষ্টিয়ন্ টুলের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিলেন, কিছুদিন পূর্বে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা কখনও আপনার নিকট টাকা ধার করি নাই। আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, এ খত জাল; আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

রোজন্ ক্রেন্‌জ্, টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশপ্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেন্মার্কের অধীশ্বর চতুর্থ ক্রিষ্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমুকের নিকট টাকা ধার করি নাই; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া, বিচারপতি আমার প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্ কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ, দয়া করিয়া এই বিষয়ের বিচার না করিলে, আমি এ জন্মের মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদনপত্র পড়িয়া রাজা অঙ্গীকার করিলেন, আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি রোজন্ ক্রেন্‌জ্‌কে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়াছে; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাঁহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন; এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও; আমি শীঘ্রই তোমার খত ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল, ঐ কারখানা, খতের তারিখের অনেক দিন পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর সবিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা উহাই যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর রোজন্ ক্রেন্‌জ্ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এ বিষয় গোপন রাখিয়া, রাজা কতিপয় দিনের পর, রোজন্ ক্রেন্‌জ্‌কে ডাকাইলেন; এবং বলিলেন, আমি পুনরায় তোমায় সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবার উপর দয়া-প্রকাশ কর; যদি না কর, জগদীশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। রোজন্ ক্রেন্‌জ্ বলিলেন, না মহারাজ, আমি এ বিষয়ে কোনও ক্রমে ক্ষান্ত হইতে পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ, আমার পক্ষে বিলক্ষণ অবিচার হইতেছে। রাজা বলিলেন, এ বিষয়ের বিবেচনার নিমিত্ত তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিতেছি; বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায় জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে

সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধরক্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে জালখতের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারপূর্বক সেই খত জাল, ইহা সর্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুরাত্মার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন; এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।

## পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য

ইংলণ্ড দেশে গ্লেন্‌বিল্‌ নামে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুশ্চরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না; তাহা করিলে, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, তোমার পিতা তোমায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নাই। যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রের সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান্‌ হও; নতুবা বিষয়প্রাপ্তির আশায় বিসর্জন দাও।

এইরূপে সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্লেন্‌বিল্‌, কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন; চরিত্রের সংশোধন না হইলে, তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন, পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন, তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই, আমারই সম্পূর্ণ দোষ।

এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ, চরিত্র-দোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহ্লাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত; অথবা পিতা এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইঁহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেন; তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ইঁহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন। ইঁহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিরন্তন বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব যাহাতে ইঁহার মনোদুঃখ দূরীভূত ও পিতার মনস্কাম পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

এইরূপ আলোচনা করিয়া, একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় আত্মীয়কে আহার করাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আর কোনও আহারদ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রের আবরণ অপসারিত করিয়া, তিনি তাহাতে আহারদ্রব্যের পরিবর্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, ঐ কাগজখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ সহকারে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে, তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন; এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরণীয় ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। অতএব, পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও

জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ, এরূপ পিতৃভক্ত, এরূপ ভ্রাতৃবৎসল নিতান্ত বিরল।

# আখ্যানমঞ্জরী

## ॥ তৃতীয় ভাগ ॥

## বিজ্ঞাপন

রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবিরোধ, নিঃস্বতা ও নিঃস্পৃহতা, বর্ব্বরজাতির সৌজন্য, ন্যায়পরায়ণতা এই ছয়টি আখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় ও সরল ভাষায় লিখিত, এজন্য প্রথম ভাগে সঙ্কালিত হইয়াছে। এই সঙ্কালননিবন্ধন ন্যূনতা পরিহারার্থে, যথার্থ বদান্যতা, পতিপরায়ণতার একশেষ, নৃশংসতার চূড়ান্ত, দয়াশীলতা, পতিব্রতা কামিনী, অকুতোভয়তা, আশ্চর্য দস্যুদমন এই সাতটি উপাখ্যান নূতন সঙ্কলিত ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। যে অভিপ্রায়ে আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ধমান।
সংবৎ ১৯২৪। ১লা ফাল্গুন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

## প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯২০। ১লা অগ্রহায়ণ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

# আখ্যানমঞ্জরী

## তৃতীয় ভাগ

### যথার্থ বদান্যতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ফ্রোম্ নগরে রো নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় সহধর্মিণী সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। এই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; অন্যের দুঃখ দেখিলে, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখবিমোচনে যত্ন করিতেন। তাঁহার যে নিরূপিত আয় ছিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অংশ ব্যতিরিক্ত, তৎসমুদয়ই দীনগণের দারিদ্র্যদুঃখ-নিবারণে নিয়োজিত হইত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ পরোপকারব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, সেরূপ সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

বিবি রো কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রথমবার যে টাকা পাইলেন, এক দীন পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, সমুদায় তাহাদিগকে দান করিলেন। একদা, আর একটি নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হয়, এরূপ অর্থ তৎকালে তাঁহার হস্তে ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে, বাসন বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাদের আনুকূল্য করিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, সঙ্গে কিছু অর্থ না লইয়া, বাটী হইতে নির্গত হইতেন না; কারণ, দীন দুঃখী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যদি কিছু দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইত।

তিনি কেবল ধন দ্বারা সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; অবসরকালে, গৃহে বসিয়া, স্বহস্তে নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, এবং যখন যাহাদের যেরূপ পরিচ্ছদের অপ্রতুল দেখিতেন, তাহাদিগকে সেইরূপ দিতেন। তিনি অন্যের বিপদে বিপদ্ জ্ঞান করিতেন; অন্যের শোকে শোকাকুল হইতেন; অন্যকে রোদন করিতে দেখিলে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; পীড়িত বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং যে বিষয়ে তাহাদের অপ্রতুল দেখিতেন, নিজব্যয়ে তাহার সমাধা করিয়া দিতেন।

পথিমধ্যে যদি তিনি অপরিচিত বালক দেখিতে পাইতেন; আর যদি, তাহার আকার দেখিলে, সুবোধ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন; যদি জানিতে পারিতেন, পিতা-মাতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, অবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া

দিতেন, এবং স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ের নির্বাহ করিতেন। এইরূপে তিনি অনেক দীন বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, কখনও কখনও, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি কোনও বালককে তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে দেখিতেন, আমার যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইল ভাবিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেন; তাহার বিপরীত দেখিলে, তাঁহার শোক ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

তিনি যে কেবল নিতান্ত নিরুপায় লোকদিগের সাহায্য করিতেন, এরূপ নহে। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার লোকেরাও, কষ্টে পড়িলে, তাঁহার নিকট যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। তিনি কহিতেন, অসঙ্গতি বা অল্পসঙ্গতি প্রযুক্ত লোকের যে ক্লেশ ও দুর্ভাবনা ঘটে, তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই মানবজাতির যথার্থ উপকার করা হয়। তদনুসারে, যে সকল লোক নিতান্ত নিঃস্ব বা দুরবস্থাগ্রস্ত নহে, তিনি, তাদৃশ ব্যক্তিদিগেরও কষ্ট দেখিলে, বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

এই দয়াশীল স্ত্রীলোকের আয় অধিক ছিল না; এজন্য সকলেই, তাঁহার তাদৃশ দান দেখিয়া, আশ্চর্য জ্ঞান করিত; তিনি কিরূপে এই সমস্ত ব্যয়ের নির্বাহ করেন, কিছুই বুঝিতে পারিত না।

তিনি অত্যন্ত অমায়িক, নিতান্ত সরলস্বভাব, ও সর্বথা অহমিকাশূন্য ছিলেন; সর্বদা সর্বপ্রকার লোকের সহিত সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ তিনি কেবল লোকরঞ্জন ও সাধ্যানুসারে লোকের ক্লেশনিবারণের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবি রোর মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব ও নিরুপায় লোকদিগের শোকের ও দুঃখের অবধি ছিল না। তাঁহার অভাবে তাহারা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল, এবং তদীয় সদনে ও সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া, অত্যন্ত বিলাপ ও তাঁহার পারলৌকিকমঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি যে নিরতিশয় দয়া ও সৌজন্য সহকারে তাহাদের প্রার্থনা শুনিতেন, এবং অকাতরে তত্তৎপ্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, বহুদিন পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সেই সমস্ত কীর্তন করিতে করিতে, অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিত।

## অদ্ভুত আতিথেয়তা

একদা আরব জাতির সহিত মুরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মুর সেনাপতির অনুসরণ করে; তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়-প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তাবিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন; সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন, বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরবসেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূরসেনা-পতিকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরবসেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মূরসেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরবসেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূরসেনাপতি শয্যাপরিত্যাগপূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরবসেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মূরসেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষশিবিরমধ্যে আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধনবাসনার বশবর্তী হইয়া, বারংবার

এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই, প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই ; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু, আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক ; এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে ; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরবসেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দন পূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরবসেনাপতিও, সূর্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূরসেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী ; এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরবসেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধনসঙ্কল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

## পতিপরায়ণতার একশেষ

জর্মনির অধীশ্বর তৃতীয় কন্‌রাদের অধিকারকালে, বাবেরিয়ায় ডিয়ুক গুয়েল্‌ফ, বিদ্রোহী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কন্‌রাদ, তাঁহার দমনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ; এবং গুয়েল্‌ফ উইন্স-বর্গের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সেই দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। গুয়েল্‌ফ, কিছু দিন, বিলক্ষণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, পরিশেষে, পরাজিত হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সম্রাটের নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন।

দূত সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, ডিয়ুকের প্রার্থনা নিবেদন করিল। তিনি দূতের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও সমাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি ডিয়ুককে বল, তিনি স্বীয় সৈন্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আমার শিবিরের মধ্য দিয়া প্রস্থান করুন ; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাঁহার উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিব না। দূত, দুর্গমধ্যে প্রতিগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। ডিয়ুক ও তদীয় সেনাপতিগণ শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া, ডিয়ুকের পত্নী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমার স্বামী সম্রাটের সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি যে সহসা এরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিতেছেন, উহা, বোধ হয়, বাস্তবিক নহে ; উহাতে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে ; হয় ত, আমরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি আপনাদের বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, কার্যদক্ষ, এক ভদ্র লোককে সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

এই ব্যক্তি, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি যে, ডিয়ুকের প্রার্থনা অনুসারে, দয়াপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গ চরিতার্থ হইয়াছেন। ডিয়ুকের পত্নী আপনকার নিকট আর এক প্রার্থনা জানাইয়াছেন, নিবেদন করি ; তিনি কহিয়াছেন, আপনি যে, আমার স্বামীর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়াছি ; এক্ষণে, দুর্গমধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা ও আমি দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, যাহাতে আমাদের উপর কোনও অত্যাচার না হয়, এবং যাহাতে নির্বিঘ্নে কোনও নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারি, এরূপ এক অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে, আমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করিতে পারি ; আর, ঐ অনুমতিপত্রে ইহাও নির্দিষ্ট থাকে, আমরা নিজে যাহা লইয়া যাইতে পারি, তাহা লইয়া যাইব, সে বিষয়ে কোনও আপত্তি ঘটিবেক না।

ডিয়ুকপত্নীর প্রার্থনা শুনিয়া, সম্রাট তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। অনন্তর, ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গ দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সম্রাটের শিবিরের মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট ও তাঁহার সেনাপতিগণ, এক অদ্ভুতপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সর্বাগ্রে ডিয়ুকের পত্নী, তৎপশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে অপরাপর সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া, অতি কষ্টে প্রস্থান করিতেছেন।

যৎকালে ডিয়ুকের পত্নী সম্রাটের নিকট অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়া পাঠান, তিনি ও তদীয় সেনাপতিগণ এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বসন ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত মহামূল্য বস্তু আছে, তৎসমুদয় নির্বিঘ্নে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই, ডিয়ুকপত্নী তাদৃশ অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছেন ; তৎপরিবর্তে তাঁহারা যে স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা, এক মুহূর্তের জন্যেও, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পতিপরায়ণতার ঐকান্তিকতাদর্শনে, সম্রাটের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া, বিস্ময় ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই স্ত্রীলোকদিগকে মুক্ত কণ্ঠে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সম্রাট এত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, সেই স্ত্রীলোকদিগের অদ্ভুত পতিপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ

তাঁহাদের পতিদিগের অপরাধ মার্জনা করিলেন ; ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রস্থান স্থগিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ও মহাসমারোহে আহার করাইলেন ; এবং সরল অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ অভয়প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

## দস্যু ও দিগ্বিজয়ী

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী, মহাবীর আলেক্জাণ্ডরের অধিকারকালে, থ্রেস দেশে এক অতি পরাক্রান্ত দুর্দান্ত দস্যু ছিল। ঐ দস্যুর দৌরাত্ম্যে থ্রেস ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল কম্পিত হইয়াছিল। একদা সে ধৃত ও আলেক্জাণ্ডরের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি সরোষ নয়নে ও উদ্ধত বচনে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্, তুই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিস্ ; সর্বদাই তোর অশেষবিধ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই ; আমি বহুদিন পর্যন্ত তোরে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই ; আজি তুই আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিস, তোরে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এক্ষণে, তুই আপন সবিশেষ পরিচয় দে।

এই কথা শুনিয়া, সেই দস্যু, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, কহিল, আমি থ্রেসদেশনিবাসী একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, অরে নরাধম, তুই যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছিস ? তুই চোর, তুই দস্যু, তুই লুণ্ঠনব্যবসায়ী, তুই হত্যাকারী, তুই দেশের কণ্টকস্বরূপ ; তোর অসাধারণ সাহস আছে, এজন্য আমি তোর প্রশংসা করি ; কিন্তু, তুই অতি দুরাচার ও সর্বসাধারণের যার পর নাই অনিষ্টকারী, এজন্য আমি অবশ্যই তোরে ঘৃণা করিব ও সমুচিত শাস্তি দিব।

ইহা শুনিয়া দস্যু কহিল, আমি কি করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত ভর্ৎসনা করিতেছেন। তিনি কহিলেন, তুই, আমার অধিকারে বাস করিয়া, আমার প্রভুশক্তির অবমাননা করিয়াছিস, এবং আমার প্রজাগণের প্রাণহিংসা ও সর্বস্বলুণ্ঠন করিয়া কালযাপন করিস। দস্যু কহিল, এক্ষণে আমি আপনকার বশে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তি প্রদান করিবেন, আমায় সে সমস্ত সহ্য করিতে হইবেক ; আমি সেজন্য কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত নহি ; কিন্তু, যদি আমায় আপনকার ভর্ৎসনাবাক্যের উত্তর দিতে হয়, আমি অকুতোভয়ে দিব।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, যাহা বলিতে হয়, সচ্ছন্দে বল ; কোন ব্যক্তি আমার বশে আসিয়াছে বলিয়া যে, তাহাকে অকুতোভয়ে কথা কহিতে দিব না, আমার সেরূপ রীতি বা প্রকৃতি নহে। দস্যু কহিল, তবে অগ্রে আমি আপনকার প্রতি এক প্রশ্ন করিব, পরে আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি রূপে কালযাপন করিতেছেন ? তিনি বলিলেন, বীর পুরুষের ন্যায় ; দেশে দেশে আমার নাম ও কীর্তি ঘোষিত হইতেছে, আমার তুল্য সাহসী পরাক্রান্ত সম্রাট ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে ?

দস্যু কহিল, আমার আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা নাই, আর যাহারা আত্মশ্লাঘা করে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু, এ সময়ে বলা আবশ্যক, এজন্য বলিতেছি, আমারও বহু দূর পর্যন্ত নাম ও কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে, আর আমার তুল্য সাহসী সেনাপতি আর কেহ নাই। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আমি সহজে বিজিত ও আপনকার বশে আনীত হই নাই।

আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, তুই যত বল্‌ না কেন, তুই পাপাশয় দুর্বৃত্ত দস্যু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহিস্‌। দস্যু কহিল, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দিগ্বিজয়ী কাহাকে বলে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কি, অকিঞ্চিৎকর আধিপত্যলাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অন্যায় পথ অবলম্বনপূর্বক, মানবমণ্ডলীর প্রাণবধ, সর্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি শত সহচর সমভিব্যাহারে এক প্রদেশে যাহা করিয়াছি, আপনি লক্ষ সহচর সমভিব্যাহারে শত শত প্রদেশে তাহাই করিয়াছেন। আমি কতিপয় সামান্য ব্যক্তির সর্বনাশ করিয়াছি, আপনি শত শত ভূপতির সর্বনাশ করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য গৃহের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আপনি কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও কত সমৃদ্ধ নগরীর উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাতে ও আপনাতে বিশেষ কি। তবে, আমি সামান্য কুলে জন্মিয়াছি, এবং সামান্য দস্যু বলিয়া পরিচিত হইয়াছি; আপনি বিখ্যাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেইজন্য আমা অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত দস্যু হইয়াছেন, এইমাত্র বিশেষ।

আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, আমি অন্যের ধন লইয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অকাতরে বিতরণ করিয়াছি; আমি কোন কোন রাজ্যের ও নগরের উচ্ছেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু কত কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর সংস্থাপন করিয়াছি। তদ্ব্যতিরিক্ত, আমার যত্নে ও উৎসাহদানে শিল্প, বাণিজ্য ও দর্শনশাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। দস্যু কহিল, আমি ধনবানের ধনহরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অনেক দরিদ্রকে অকাতরে দান করিয়াছি; আমি কখন কাহার গৃহদাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিজ অর্থ দিয়া অনেক অনাথের গৃহনির্মাণ করাইয়া দিয়াছি; আমি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিয়াছি। আপনি যে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানি, আমি অথবা আপনি জগতের যত অনিষ্ট করিয়াছি, আমরা কিছুতেই তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না।

দস্যুর এইরূপ অকুতোভয়তা ও স্বরূপবাদিতা দর্শনে, আলেক্‌জাণ্ডর যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধনমোচনের এবং সমুচিত পরিচর্যার আদেশ প্রদান করিলেন; অনন্তর, একান্তে আসীন হইয়া, দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ কি, এই বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

## নৃশংসতার চূড়ান্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত করিলে, সর্বপ্রথম তথায় স্পানিয়ার্ডদিগের অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা, অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, দুর্বল নিরপরাধ আদিমনিবাসী লোকদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। কেয়নাবো নামে এক ব্যক্তি কোন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। স্পানিয়ার্ডেরা, তাঁহাকে অধিকারচ্যুত ও কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি কারাগারে থাকিয়া, অশেষবিধ কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে তাঁহার অধিকারভ্রংশ ও দেহযাত্রার পর্যবসান হওয়াতে, তদীয় সহধর্মিণী এনাকেয়োনা, নিতান্ত নিরুপায় ও নিঃসহায় হইলেন; তাঁহার সহোদর, বিহিচিয়ো, জারাগুয়া প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার অধিকারে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে, বিহিচিয়োর মৃত্যু হইল। তাঁহার ভগিনী, এনাকেয়োনা, তদীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতিপূর্বে স্পানিয়ার্ডেরা তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, বৈরসাধনবুদ্ধির অধীন না হইয়া, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনিষ্টচেষ্টা বা উচ্ছেদবাসনা, এককক্ষণের জন্যে, তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই। ফলতঃ, তিনি বিলক্ষণ মহানুভাবা ও উদারস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু, এনাকেয়োনার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি ওবেণ্ডো স্থির করিলেন, জারাগুয়াবাসীরা, বিশ্বাস জন্মাইয়া, অনায়াসে আমাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়েই এরূপ আত্মীয়তা করিতেছে; অতএব, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া উচিত। অনন্তর, তিনি, সৈন্যসংগ্রহপূর্বক, তৎপ্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; প্রচার করিয়া দিলেন, এনাকেয়োনার সহিত সাক্ষাৎকারমাত্র এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া, এনাকেয়োনা আপন অনুগত যাবতীয় কাসীকদিগের (১) ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের নিকট এই আদেশ পাঠাইলেন, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, সমুচিত সম্মান সহকারে, তাঁহার সংবর্ধনা করা আবশ্যক; অতএব, তোমরা যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইবে। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোনও মান্য ও আদরণীয় ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহারা, মহাসমারোহে নগর হইতে নির্গত হইয়া, সংবর্ধনা করিতে যাইতেন। তদনুসারে, ওবেণ্ডো রাজধানীর সন্নিহিত হইবামাত্র, এনাকেয়োনা স্বীয় অমাত্যগণ, পারিষদগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও যথোচিত সম্মানপূর্বক সংবর্ধনা করিলেন।

(১) আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি আপনাদিগের অধিপতিকে কাসীক বলিত।

দেশাচারানুরূপ মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল; যুবতী কামিনীরা, তালতরুশাখা সঞ্চালন করিয়া, স্পানিয়ার্ডদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তৎকালোচিত সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল।

ওবেগো রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ভবনে তাঁহাকে বাস করাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারের লোকেরা তৎসন্নিহিত অপরাপর ভবনে অবস্থিতি করিল। তাঁহাদের যত্ন ও আদরের পরিসীমা রহিল না। এনাকেয়োনা, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। সেই প্রদেশে যতদূর পর্যন্ত উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তদীয় আদেশ অনুসারে, সবিশেষ যত্ন সহকারে, তৎসমস্ত আহৃত হইতে লাগিল। প্রতিদিন মহোৎসব ও নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহাদের সুখে, সচ্ছন্দে ও আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সাধ্যানুরূপ যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ, তিনি শ্বেতকায় জাতির প্রতি পূর্বাপর যেরূপ সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, এ সময়েও সম্পূর্ণ সেইরূপ করিলেন।

কিন্তু ওবেগো যে অমূলক সংস্কারের অনুবর্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, জারাগুয়া-বাসীদিগের ঈদৃশ সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনেও, তাহা অপসারিত হইল না। তাহারা তাঁহার ও তদীয় সহচরবর্গের প্রাণবিনাশের মন্ত্রণা করিতেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈরসাধন করিবেন। তদনুসারে, তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এতদিন, আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, কত ক্রীড়া কৌতুক দেখাইলে; এক্ষণে, আমি একদিন তোমাদিগকে আমাদের দেশের ক্রীড়া কৌতুক দেখাইব। তোমরা অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক ভবনে উপস্থিত হইবে। তাঁহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তদনন্তর, তিনি স্পানিয়ার্ডদিগকে গোপনে এই উপদেশ দিলেন, তোমরা, স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, এরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, যেন, আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র, আমার ইচ্ছানুরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে পার।

ক্রীড়াকৌতুকদর্শনের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা স্বীয় কন্যা, অমাত্যগণ, পারিষদবর্গ ও করদ কাসীকদিগের সমভিব্যাহারে, নির্ধারিত আগারে প্রবেশ করিলেন। সকলে, যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, এবং উৎসুকচিত্তে কৌতুকদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; ওবেগো, স্পানিয়ার্ডদিগকে যেরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যাবতীয় কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া, অভিপ্রেত কার্যানুষ্ঠানের সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার সৈন্যগণ সেই ভবনের চতুর্দিক বেষ্টন করিল, এবং কোন ব্যক্তিকে তথা হইতে বহির্গত হইতে দিল না; অনন্তর, ভবনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশপূর্বক, কাসীকদিগকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া, এনাকেয়োনাকে নিরুদ্ধ করিল; এবং তোমরা

ও তোমাদের রাজ্ঞী আমাদরে প্রাণবধের চেষ্টায় ছিলে, এই বলিয়া কাসীকদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল ; যাবৎ, অন্ততঃ দুই চারি জন, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্ঞী ও তাঁহারা অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইল না।

জারাগুয়াবাসীরা বাস্তবিক তাদৃশ দোষে দূষিত নহেন ; কিন্তু স্পানিয়ার্ডেরা, যন্ত্রণা-বলে দুই চারি জনকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া, রাজ্ঞী প্রভৃতি সকলেরই অপরাধ সপ্রমাণ হইল স্থির করিয়া লইল, এবং এই অমূলক অপরাধের দণ্ডবিধানার্থে সেই ভবনে অগ্নিপ্রদান করিল। নিরপরাধ কাসীকেরা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া, ভস্মাবশেষ হইলেন। অগ্নিদানসমকালে, ভবনের বহির্ভাগে অতি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরব্ধ হইল। নগরের যে সমস্ত লোক কৌতুকদর্শনবাসনায় তথায় সমবেত হইয়াছিল, ওবেণ্ডোর অশ্বারোহী সৈনিকেরা তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোক ও বালক পর্যন্ত ঐ নৃশংস রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না।

এইরূপে, প্রতিশ্রুত ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করাইয়া, স্পানিয়ার্ড মহাপুরুষেরা এনাকে-য়োনাকে সান ডোমিঙ্গোনামক স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং বিচারাসনে আসীন হইয়া, তাঁহাকে অপরাধিনী স্থির করিয়া, উদ্বন্ধন দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। এই হতভাগ্যা রাজ্ঞী স্পানিয়ার্ডদিগের প্রতি পূর্বাপর যে সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিলেন।

## চাতুরীর প্রতিফল

আমেরিকার অন্তর্বর্তী মিশৌরীনদীর তীরে আদিমনিবাসী অসভ্যজাতির অধিষ্ঠিত যে প্রদেশ আছে, কিয়ৎকাল পূর্বে, তথায় ইয়ুরোপীয় লোকের প্রায় যাতায়াত ছিল না। একদা, এক ইয়ুরোপীয় বণিক, নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, সেই প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল। তিনি, কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করাইলেন। তাহারা মৃগয়াজীবী, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা মৃগয়ার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া, ব্যগ্র হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় কিনিয়া লইল, এবং তাহার বিনিময়ে তত্রত্য উৎপন্ন বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিল। বণিক, স্বদেশে প্রতিগমনপূর্বক, সেই সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট লাভ করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এক ফরাসি বণিক, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া, সেই প্রদেশে ব্যবসায় করিতে গেলেন। তত্রত্য লোকেরা পূর্বে যে বারুদ লইয়াছিল, তাহা তৎকাল পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই ; সুতরাং তাহারা আর লইতে সম্মত হইল না। ঐ ব্যক্তি, বারুদ দিয়া বিনিময়লব্ধ দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিব, এই প্রত্যাশায়, ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, সেই স্থানে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে সম্ভাবিতলাভবিষয়ে

হতাশ হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে বারুদগ্রহণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইব। অবশেষে, তিনি এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন, এবং তত্রত্য লোক-দিগকে সমবেত করিয়া কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, তোমরা বারুদ ব্যবহার করিয়া থাক, কিন্তু বারুদ কি পদার্থ, তাহার কিছুমাত্র জান না; শুনিলে চমৎকৃত হইবে; উহা আমাদের দেশের শস্যবিশেষ; বৎসরের অমুক সময়ে ভূমিতে বপন করিলে, অন্যান্য বীজের ন্যায়, যথাকালে ফলপ্রদান করে।

এই কথা শুনিয়া, সমবেত লোকসকল চমৎকৃত হইল, এবং একবার শস্য জন্মাইতে পারিলে, আমাদের আর ইয়ুরোপীয়দের নিকট ক্রয় করিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না, এই বিবেচনা করিয়া, বহুবিধদ্রব্যবিনিময় দ্বারা, তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বারুদ গ্রহণ করিল এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, তৎসমুদয় যত্নপূর্বক ক্ষেত্রে বপন করিতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় বণিক এইরূপ চাতুরী করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন, ও বিনিময়-লব্ধদ্রব্যজাত বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ, করিলেন।

মিশৌরীর লোকেরা, ক্ষেত্রে বারুদ বপন করিয়া ভূরি পরিমাণে ফললাভ প্রত্যাশায়, অশেষবিধ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল; এবং চারা জন্মিলে পাছে বন্য জন্তুতে নষ্ট করিয়া যায়, এই আশঙ্কায়, সতর্ক হইয়া, অহোরাত্র ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বহুদিন অতীত হইল, তথাপি চারা নির্গত হইল না। তখন, অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত, সে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন শস্যের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অঙ্কুর পর্যন্ত অবলোকিত হইল না, তখন তাহারা, প্রতারিত হইয়াছি বলিয়া, নিশ্চিত বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও আমরা ইয়ুরোপীয় লোকের সহিত ব্যবহার, বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য, করিব না।

বিস্তর লাভ হওয়াতে, ফরাসি বণিকের বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই চাতুরীর পর আর মিশৌরী যাইতে সাহস হইল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে অশেষবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, আপন ব্যবসায়ের অংশীকে তথায় প্রেরণ করিলেন; কহিয়া দিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এই চাতুরী করিয়া আসিয়াছি; সাবধান, যেন তাহারা তোমায় আমার অংশী বা আত্মীয় বলিয়া জানিতে না পারে।

অংশীর এই উপদেশ লইয়া, সে ব্যক্তি মিশৌরীতে উপস্থিত হইলেন; তত্রত্য লোকেরা আনীতদ্রব্যদর্শনার্থ যাতায়াত করিতে লাগিল। ফরাসি বণিক পরিচয়-প্রদান বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছিলেন; কিন্তু, তত্রত্য লোকেরা কোন প্রকারে বুঝিতে পারিল, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিয়া গিয়াছে, এ তাহার প্রেরিত ও আত্মীয়। কিন্তু, তাহার নিকট কোনও কথাই ব্যক্ত না করিয়া, কতিপয় দিবস ভাবগোপন করিয়া রহিল। তাহারা গ্রামের মধ্যস্থলে এক স্থান নিরূপিত করিয়া দিলে, বণিক সমুদয় দ্রব্য তথায় অবতীর্ণ করিলেন।

যে সকল লোক পূর্বে প্রতারিত হইয়াছিল, তাহারা, আপনাদের অধিপতির অনুমতি গ্রহণপূর্বক, এককালে দলবদ্ধ হইয়া, ফরাসি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল, এবং এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমুদয় দ্রব্য বলপূর্বক উঠাইয়া লইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; অনন্তর অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনকার প্রজারা অতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে; বিনিময়ে কোনও দ্রব্য না দিয়া, আমার সমস্ত বস্তু বলপূর্বক উঠাইয়া আনিয়াছে; আপনি তাহাদের সমুচিত শাসন করুন, এবং আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইয়া দেন।

এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিপতি গম্ভীরভাবে এই উত্তরপ্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব; কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। একজন ফরাসি বণিক, আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিয়া বারুদ বপন করাইয়াছে; শস্য জন্মিলেই, ঐ বারুদ লইয়া, তাহারা মৃগয়া করিতে আরম্ভ করিবেক; মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুচর্ম তোমাকে, তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে, দেওয়াইব।

বণিক, অধিপতির এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন, আমাদের দেশে বারুদ বপন করিলে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত নহে; সুতরাং আপনকার প্রজারা যে বারুদ বপন করিয়াছে, তাহাতে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাপ্যপ্রদাপনের অন্য কোন উপায় করুন। যে ব্যক্তি এদেশে বারুদ বপনের পরামর্শ দিয়াছিল, সে ভদ্র লোক নহে, আপনকার প্রজাদের সহিত চাতুরী করিয়া গিয়াছে। আমি নিরপরাধ, অন্যের অপরাধে আমার দণ্ড করা বিধেয় নহে।

এই কথা শুনিয়া, অধিপতি, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, এইমাত্র উত্তর দিলেন, যদি তুমি আপন মঙ্গল চাও, অবিলম্বে আমার অধিকার হইতে চলিয়া যাও। ফরাসি বণিক, বিষণ্ণ হইয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সে বার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এবার অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চিরকালের জন্য এরূপ এক লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।

## দয়াশীলতা

ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জের জননী অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন; পরের দুরবস্থা শুনিলে, সাধ্যানুসারে তন্নিমোচনে যত্নবতী হইতেন। তিনি অবাধে সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এক ব্যক্তি এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন যে, "আমি কিছুকাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত ছিলাম; এক্ষণে, দুর্ঘটনাক্রমে, যার পর নাই দুরবস্থায় পড়িয়াছি; আমার পরিবার আছে; তাহাদেরও অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদের দয়া ও পরের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা আছে,

তাঁহাদের পক্ষে এই সংবাদই যথেষ্ট। তাদৃশ ব্যক্তিরা অমুক স্থানে আসিলে, আমার পূর্বতন ও বর্তমান অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, রাজ্ঞী, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিবেন ও স্বকর্ণে তাহার দুঃখের কথা শুনিবেন, স্থির করিলেন। রাজপথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহারে জানিতে না পারে, এজন্য তিনি, সামান্যপরিচ্ছদপরিধান, ও সামান্য যানে আরোহণ করিয়া, এবং একমাত্র সহচরী সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছে, রোগ, শোক ও দৈন্যবশতঃ তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; বক্ষঃস্থলে একটি অতি অল্পবয়স্কা বালিকা শয়ন করিয়া আছে, তাহার আকার জননীর অপেক্ষাও শীর্ণ ও বিবর্ণ, নয়ন দুটি মুদ্রিত; দেখিয়া বোধ হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে; গৃহের একপার্শ্বে একটি হীনবেশ ম্লানমুখ পুরুষ; শীর্ণকায় শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া, স্নেহপূর্ণ ও শোকাকুল লোচনে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

গৃহপ্রবেশপূর্বক, সেই নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র, রাজ্ঞী এত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; স্বীয় সহচরীর হস্তধারণ করিয়া সেই স্থানেই দণ্ডয়মান রহিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কখন ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন নাই। গৃহস্বামী, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র, চকিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন, শিশুসন্তানটিকে তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইয়া, সাদর বচনে বসিবার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ্ঞী, আমরা অবশ্য বসিব, এই বলিয়া আসনপরিগ্রহ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজ্ঞীর সহচরী আগমনপ্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। তিনি গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমরা আপনকার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি, এবং বিজ্ঞাপনপত্রে যেরূপ লিখিত ছিল, তদনুসারে আপনকার অবস্থার সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তিনি শুনিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, আপনারা যে, এই দীনের প্রতি দয়া করিয়া, এ পর্যন্ত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম: বোধ হয়, আজি আমার দুঃখের নিশার অবসান হইল। আমার দুরবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কি কারণে আমি এই দুঃসহ দুরবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—

আমি এক রেজিমেন্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত ছিলাম; আপন কার্যে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করাতে, অল্প দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন হইলাম। তদ্দর্শনে, আমার সমকক্ষ কতিপয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঈর্ষার উদয় হইল। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া, তাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন অতি উদ্ধত-

স্বভাব ছিল। সে অকারণে, অথবা অতি সামান্য কারণে, আমার নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইল। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিয়া, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। এই উপলক্ষে তাহারা, আর কতকগুলি লোক লইয়া চক্রান্ত করিল, এবং যাহাতে আমি অবমানিত ও পদচ্যুত হই, অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা, একপরামর্শ হইয়া, সেনাপতির নিকটে আমার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কহিল, আমি কাপুরুষ; কেহ কহিল, আমি পরনিন্দক; কেহ কহিল, আমি অকর্মণ্য লোক। সেনাপতির আদেশানুসারে আমার চরিত্রবিষয়ে অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। অনেকেই আমার বিপক্ষ, কৌশল করিয়া আমায় দোষী প্রমাণ করিয়া দিল। আমি পদচ্যুত হইলাম। জর্মনিদেশে এই ঘটনা হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনায়, আমি অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলাম, কিন্তু কেহ সহায় না থাকাতে, কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। কর্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং, এই স্থলেই আমার আশালতা নির্মূল হইল। সেই সময়েই আমার সহধর্মিণী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না। সতত জননীর নিকটে থাকিয়া ও আবশ্যকমত আহারাদি না পাইয়া, পুত্র ও কন্যাটিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যদিও বিষম বিপদে ও দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অপদার্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত হতাশ, শোকাকুল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, রাজ্ঞীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়ার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর হস্তে দশটি গিনি দিলেন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, যাহাতে তোমার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, তাহা আমি করিব, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। গৃহস্বামী, তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় দয়া, সৌজন্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু, রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বীয় সহচরী সমভিব্যাহারে, যানারোহণপূর্বক, প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী, রাজভবনে প্রতিগমন করিয়া, সৈন্যসংক্রান্ত কর্মের অধ্যক্ষকে ডাকাইলেন, এবং সে ব্যক্তির দুরবস্থার সবিশেষ বর্ণন করিয়া, তাঁহার পক্ষে যথার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত কহিয়া দিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই, সে ব্যক্তি লেপ্টেনেন্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি যে রেজিমেন্টে কর্ম পাইলেন, উহা অবিলম্বে ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে প্রস্থান করিবেক, এজন্য রাজ্ঞী তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিরুদ্বেগে প্রস্থান কর; আমি তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যার সমস্ত ভার লইলাম; যত দিন তুমি প্রত্যাগমন না কর, আমি তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তদনুসারে, সে ব্যক্তি,

নিশ্চিন্ত হইয়া, রেজিমেণ্ট সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ কার্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করাতে, কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে, অল্পকালমধ্যে, মেজরপদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

## উৎকট বৈরসাধন

যৎকালে, মুসলমানেরা ইয়ুরোপের অন্তর্বর্তী অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে, ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে বিদরমন নামে এক ব্যক্তি এক নগরের অধিপতি ছিলেন। ঐ নগরে মুসলমানদের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, বিদরমন, তাঁহাদের অত্যাচারদর্শনে একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অন্য এক খৃষ্টীয় রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বদেশানুরাগের আতিশয্যপ্রযুক্ত, তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জীবিত থাকিয়া স্বীয় জন্মভূমির ঈদৃশী দুরবস্থা বিলোকন করা নিতান্ত কাপুরুষ ও অত্যন্ত অপদার্থের কর্ম। বিশেষতঃ, অধিকারচ্যুত হইয়া, অন্যদীয় আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক, অসারদেহভারবহন করা অপেক্ষা, আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বীয় নগরে প্রতিগমনপূর্বক, তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই; যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য হই, স্বীয় জন্মভূমিকে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিব।

ঈদৃশসঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, বিদরমন প্রচ্ছন্ন বেশে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রথমে মুসলমানদিগের প্রতিকূলবর্তী হইয়া, তত্রত্য লোকদিগকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ও উৎকট অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদয় তৎকাল পর্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল; এজন্য, তাহারা, সাহস করিয়া, তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুবর্তী হইতে পারিল না। তাহারা এই বিবেচনা করিল, যদি মুসলমানদের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃতকার্য হইতে না পারি, তাহারা অধিকতর অত্যাচার করিবেক, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া অনেকের প্রাণদণ্ড হইবেক; তদপেক্ষা এই অবস্থায় কালযাপন করা অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। সুতরাং, বিদরমন সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

এক দিবস, তিনি, কিংকর্তব্য নিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, এক মুসলমান সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি অশেষ প্রকারে আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু বিচারকর্তার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ দূর হইল না। বিচারকর্তা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে ও যথার্থ উদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উপর পরপ্রেরিতপ্রণিধিবোধে দুরভিসন্ধির আশঙ্কামাত্র জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল না; এজন্য,

বিচারকর্তা, অন্যবিধ গুরু দণ্ডবিধানে বিরত হইয়া, কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ দণ্ডব্যবস্থা হইলে, বিদরমন তদনুযায়িকার্যকরণোপযোগী স্থানে নীত হইলেন। রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট স্তম্ভে তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিল। যে ব্যক্তির উপর কোড়া মারিবার ভার ছিল, সে, অপরাধীর নিকট কিঞ্চিৎ পাইলে, প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক বৈলক্ষণ্য করিত। কিন্তু বিদরমন উৎকোচদানে অসমর্থ বা অসম্মত হওয়াতে, সে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বিলক্ষণ বলপূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদরমন, যাতনায় অস্থির হইয়া আর্তনাদ করিলে, সে, অরে দুরাত্মন, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বল সহকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদরমন, নিতান্ত কাতর হইয়া, কিঞ্চিৎ ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলে, সে পূর্ববৎ, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া উপর্যুপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ যাতনাভোগ ও অবমাননালাভ করিয়া, বিদরমন বৈরসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি এই অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উদাসীন, কি রাজপুরুষ, সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত ও প্রতিপন্ন হইলেন, এবং সর্বত্র অব্যাহতগতি ও একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে কোড়া প্রহার করিয়াছিল তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করাই তিনি সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান কর্ম বলিয়া অবধারিত করিলেন, এবং অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল তদনুকূল উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন। সুযোগ পাইয়া, তিনি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে এক বহুমূল্য স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলেন; এবং কৌশলক্রমে, সেই স্বর্ণপাত্র ঘাতকের আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া, অন্য লোক দ্বারা রাজপুরুষদিগের নিকট, অপহৃত দ্রব্য অমুক স্থানে আছে, এই সংবাদ দেওয়াইলেন। তাঁহারা, ঘাতকের আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অপহৃত স্বর্ণপাত্র বহিষ্কৃত করিলে, সে চৌর্যাভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল। তাহার গৃহে অপহৃত বস্তু লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইল। আরবীয় বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত কঠিন; চৌর্যাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। তদনুসারে, সেই ঘাতকের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা হইলে, সে বধস্থানে নীত হইল। সেই নগরে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না। বিদরমন, স্বয়ং ঘাতককর্মানুষ্ঠানে সম্মত হইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণপূর্বক, প্রফুল্ল চিত্তে বধস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘাতকের উপর তাঁহার মর্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল; এজন্য তিনি, তাহার বধসাধন করিয়াই, বৈরসাধনপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন না। কেবল তাঁহার চেষ্টায়, বিনা অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ইহা তাহাকে অবগত না করাইলে,

তাঁহার চিত্তে সন্তোষবোধ হইল না। উপস্থিত ব্যাপার নির্বাহের সমুদয় আয়োজন হইলে তিনি তাহাকে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, দেখ, যে অভিযোগে তোমার প্রাণদণ্ড হইতেছে, সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিছুকাল পূর্বে, তুমি আমায় অত্যন্ত যাতনা দিয়াছিলে, সেই আক্রোশে আমি, নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া, তোমার আবাসে রাখিয়া, অমূলক চৌর্যাভিযোগে তোমার বধসাধন করিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র, ঘাতক উচ্চৈঃস্বরে পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তোমরা শুনিলে? তখন বিদরমন, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া এক প্রহারেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

মানুষ, ক্রোধের অধীন ও বৈরসাধনবাসনার বশবর্তী হইলে, ধর্মাধর্মবিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দেয়।

যে ব্যক্তির হস্তে বিদরমনকে যাতনাভোগ করিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সমুচিত প্রতিফলপ্রদান করিলেন; অতঃপর, যাঁহাদের আদেশে তাঁহার যাতনাভোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের উপর বৈরসাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। এই অভিলষিত সম্পাদনের নিমিত্ত, তিনি নগরপ্রাচীরসন্নিধানে এক বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে সুরঙ্গ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, সেই সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। ঐ নগরপ্রাচীর এ রূপে নির্মিত হইয়াছিল যে, পুরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, বিপক্ষের পক্ষে সেই নগরে প্রবেশ করা কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মুসলমানদিগের কোন বিপক্ষ সেই নগর আক্রমণ করিবেক, তাহাদিগকে ঐ সুরঙ্গ দেখাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তাহারা, অনায়াসে নগরে প্রবেশ করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেক।

অতঃপর বিদরমন উৎসুক চিত্তে বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। কিছু দিন পরেই, প্রবল ফরাসি সৈন্য সেই নগর আক্রমণ করিল। প্রথম উদ্যমে নগর অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহারা শিবিরভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বিদরমন, ফরাসি সেনাপতির নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, সেই উদ্যোগের নিবারণ করিলেন। সেনাপতি, অভিপ্রেতসমাধানের ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদুপায় লাভে, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে বিদরমনের সমভিব্যাহারে কতিপয় অকুতোভয় অসংসাহসিক সৈনিকপুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাহারা, সেই সুরঙ্গ দ্বারা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিলে, সমুদয় ফরাসি সৈন্য অতর্কিত রূপে উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায়, নগরে প্রবেশ করিল। অনধিক সময়ের মধ্যে, নগরস্থ সমস্ত মুসলমান তদীয় তরবারিপ্রহারে ছিন্নমস্তক ও ভূতলশায়ী হইল।

# পতিব্রতা কামিনী

এবরার্ডনামক এক ব্যক্তি দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি পর্যটনকালে, যে দেশে যে সমস্ত অসামান্য বিষয় দেখিতেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া, এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার লিখিত পত্র সকল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে এক পত্রে পতিপরায়ণতার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পত্রের মর্ম এই—

আমি, আল্পস্ পর্বতের নানা অংশে ও জর্মনি দেশে পর্যটন করিয়া, বিবেচনা করিলাম, ইড্রিয়াতে যে পারদের আকর আছে, তাহা না দেখিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করা উচিত নহে। তদনুসারে, এক পথদর্শকের সমভিব্যাহারে, আকরে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহারা কর্ম করিতেছিল, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, আমার যেরূপ কষ্টবোধ হইল, তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে তাহাদের মত হতভাগ্য লোক দেখি নাই। উৎকট অপরাধবিশেষে, রাজদণ্ড অনুসারে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে যাবজ্জীবন কর্ম করিতে হয়। তাহারা, এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, এ জন্মে আর সূর্যের মুখ দেখিতে পায় না। যাহারা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, প্রহার করিয়া কর্ম করায়। সর্বদা পারা ঘাঁটিয়া, তাহাদের আকার অঙ্গারের ন্যায় মলিন, এবং শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। তাহারা রাজব্যয়ে আহার পাইয়া থাকে ; কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, এরূপ উৎকট অগ্নিমান্দ্য ঘটে যে, কিছুমাত্র আহার করিতে পারে না ; এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে, সচরাচর প্রায় দুই বৎসরের অধিক বাঁচে না।

এই হৃদয়বিদারণ নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে, আমার অন্তঃকরণে অতি বিষম শোক উপস্থিত হইল। আমি আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, মনুষ্যের ন্যায় নির্দয় ও নির্বিবেক জন্তু ভূমণ্ডলে আর নাই ; দুর্ভর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া, দুর্বল-দিগের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে। এই সময়ে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোনও ব্যক্তি, আমার নামগ্রহণ ও সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতঃ! তুমি কেমন আছ। সেখানে, আমায় এরূপে সম্ভাষণ করে, ঈদৃশ ব্যক্তি কেহ ছিল না ; সুতরাং, আমি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলাম ; দেখিলাম, তথাকার এক কর্মকর আমার নিকটে আসিতেছে। সে অবিলম্বে আমার সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, কি হে, আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিয়ৎক্ষণ অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম, দেখিলাম, আমার বহু কালের বন্ধু কৌণ্ট আলবর্টি সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমার অবশ্যই স্মরণ হইবেক, তিনি বিয়েনার রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ পারিষদ, সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সর্বলোকের হৃদয়রঞ্জন, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির আদর ও প্রশংসার আস্পদ ছিলেন। আমি, অনেক বার তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি ; তুমি কহিতে, তিনি ইদানীন্তন

কালের অলঙ্কারস্বরূপ, দয়া ও সৌজন্যের অদ্বিতীয় আকরস্বরূপ, স্বীয় প্রভূত সম্পত্তি কেবল দীনের দুঃখবিমোচনে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

তাঁহার ঈদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম; আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না; নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাঁহার ঈদৃশী দশা ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, কিছুদিন হইল, কোন কারণে, এক সেনাপতির সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হয়; অপমানবোধ হওয়াতে, সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া, তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, এবং তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছি, স্থির করিয়া, পলাইয়া, ইষ্ট্রিয়ার জঙ্গলে লুকাইয়া থাকি। রাজপুরুষেরা, অনুসন্ধান করিয়া, আমাকে অবরুদ্ধ করে। ঐ স্থানে কতকগুলি দুর্দান্ত দস্যু বাস করিত। তাহারা, রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, আমায় আশ্রয় দেয়। তাহাদের সহবাসে নয় মাস কাল যাপন করি। এই দস্যুরা সন্নিহিত জনপদে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাহাদের দমনের নিমিত্ত একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। দস্যুদলে ও সৈন্যদলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, দস্যুদলের অধিকাংশ নিধনপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দস্যুদিগের সহিত ধৃত ও প্রাণদণ্ডার্থে রাজধানীতে নীত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে, আমায় চিনিতে পারিল। বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধে আমার প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এই স্থানে রুদ্ধ থাকিয়া কর্ম করিবার আদেশ হইয়াছে।

এইরূপে, আলবর্টি আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থলে এক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিবামাত্র, আমার স্পষ্ট বোধ হইল, ইনি সামান্যা নারী নহেন, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে থাকাতে, ও দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করাতেও, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য এককালে লয় প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও তাঁহার রূপের বিলক্ষণ মাধুরী ও মোহিনী শক্তি ছিল; ফলতঃ, তিনি জর্মনির এক অতি সম্ভ্রান্ত কুলের কন্যা, কৌণ্ট আলবর্টির সহধর্মিণী। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা, যাহাতে পতির অপরাধমার্জনা হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, তদীয় বিরহে প্রাণধারণ করা অসাধ্য ভাবিয়া, সমদুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহবাসে সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিতেছেন; তাঁহার সহিত আকরের কর্ম করিতেছেন। পূর্বতন সুখসৌভাগ্যের অবস্থা, এক ক্ষণের জন্যেও, তাঁহার মনে উদিত হয় না। এরূপ স্ত্রীলোককেই পতিব্রতা কামিনী বলে। আমি ইঁহার আচরণ দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

এই আকরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কতিপয় দিন আমি তথায় অবস্থিতি করি। একদিন, তিন ব্যক্তি, বিয়েনা হইতে আসিয়া, আমার পার্শ্ববর্তী গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তত্রত্য লোকের নিকট হতভাগ্য কৌণ্ট আলবর্টির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি শ্রবণমাত্র সেই গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং যে রূপে যে অবস্থায় তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সজলনয়নে তাহার সবিশেষ বর্ণন করিলাম; অনন্তর, জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারিলাম, এই তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি আলবর্টির পরম বন্ধু, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহধর্মিণীর সহোদর, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র। আলবর্টি, যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, তিনি হত হয়েন নাই, আহতমাত্র হইয়াছিলেন। সেনাপতি, সুস্থ হইয়া, আলবর্টির অপরাধ মার্জনার প্রার্থনা করাতে সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তদনুসারে, ইঁহারা তিনজনে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া, আমি আহ্লাদে পুলকিত হইলাম। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, তাঁহাদিগকে আকরে লইয়া গেলাম; আলবর্টি ও তাঁহার সহধর্মিণীকে এই শুভসংবাদ দিলাম। শুনিয়া, ও এই তিন জন আত্মীয়কে দেখিয়া, তাঁহারা যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। বহির্গমনোপযোগী বেশ-পরিবর্তন প্রভৃতিতে কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইল। যখন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পূর্বসহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, আমি দেখিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আমরা সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আলবর্টি ও তাঁহার সহধর্মিণী বহুদিনের পর সূর্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনরায় রাজপ্রসাদভাজন, পূর্বতন পদে প্রতিষ্ঠিত, ও প্রভূত সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন, এবং পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।

## স্বপ্নসঞ্চরণ

ইটালির অন্তঃপাতী পেডুয়া নগরে সাইরিলো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, সরলহৃদয় ও ধর্মপরায়ণ; কিন্তু, স্বপ্নাবস্থায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইতেন। তিনি, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেন, এবং নানা অদ্ভুত ও বিগর্হিত কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

যৎকালে সাইরিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া, উত্তর লিখিয়া আনিতে কহিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, পরদিন যথাকালে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইলেন। না লইয়া গেলে, অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট

ভর্ৎসনা ও অবমাননা প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য তাঁহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। সেই দুর্ভাবনাবশতঃ কিছু লিখিতে না পারিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণমনে শয়ন করিলেন; কিন্তু, পরদিন প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর লিখিত রহিয়াছে; আশ্চর্যের বিষয় এই, তৎসমুদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

এইরূপ অঘটনঘটনা দর্শনে, তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনপূর্বক, স্বীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের সবিশেষ পরীক্ষা করিবার মানসে, সে দিবস তিনি তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, এবং এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারিত করিবার অভিপ্রায়ে, সে দিন রজনীযোগে, প্রচ্ছন্ন ভাবে তদীয় আবাসগৃহের সন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন। সাইরিলো শয়নগৃহে প্রবেশপূর্বক নিদ্রাগত হইলেন, কিন্তু দুই তিন দণ্ড পরেই, প্রগাঢ়নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে ও লিখিতে বসিলেন, এবং অনধিক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সমাপন করিলেন। তদ্দর্শনে যারপরনাই চমৎকৃত হইয়া, অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত ও সর্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন; সাংসারিক কোনও বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগমাত্র রহিল না। অবশেষে, সংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া, তিনি এক ধর্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় স্বয়ং ধর্মচিন্তা, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্মবিষয়ে উপদেশদান, ও অশেষবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান, করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি সর্বাংশে বিশুদ্ধহৃদয়, সদাচারপূত ও উত্তম ধর্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতি দীর্ঘকালস্থায়িনী হইল না। দিবসে যে সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া গণনীয় ও সকলের মাননীয় হইতেন, রজনীযোগে স্বপ্নসঞ্চরণকালীন জঘন্য আচরণ দ্বারা সে সমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইত। তিনি, প্রায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে আশ্রমবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এই রূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত দোষাবহ; সুতরাং, তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক; কিন্তু, ধর্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে রজনীযোগে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইল না; সুতরাং, তিনি প্রতিরাত্রিতেই ঐরূপ কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

একদিন দৃষ্ট হইল, সাইরিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

তিনি, দুই তিন দণ্ড স্থির ভাবে থাকিয়া, যেন কাহারও কথা শুনিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর, অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলিধ্বনি করিয়া, অপর এক ব্যক্তির দিকে মুখবিবর্তনপূর্বক, নস্যগ্রহণমানসে অঙ্গুলিবিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন ; তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার অভ্যন্তরভাগ খুঁটরাইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, এবং চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, পাছে কেহ উহা লয় এই আশঙ্কায়, সাবধানে স্বীয় বসনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি অকস্মাৎ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্মভ্রাতৃবর্গ এতাবৎকাল পর্যন্ত কৌতুক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

আর এক দিন, তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যাপরিত্যাগ করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তত্রত্য তৈজস দ্রব্য সকল অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তৎসমুদয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, ঐ সমুদয় দ্রব্য, পরিষ্কার করিয়া আনিবার নিমিত্ত, স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং, তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া উঠিল না ; এজন্য, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং রিক্ত হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছ হইয়া, সেই গৃহস্থিত কতিপয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, এবং সর্বতঃ সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় গৃহে প্রবেশপূর্বক, সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়া, পুনরায় শয়ন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার এই কাণ্ড অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা, তিনি পরদিন প্রাতঃকালে কিরূপ আচরণ করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকচিত্তে রজনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সাইরিলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি, শয্যার মধ্যস্থল সাতিশয় উন্নত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কি কারণে সেরূপ হইয়াছে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কতিপয় পরিচ্ছদ তথায় স্থাপিত দেখিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি আকুল চিত্তে, ধর্মভ্রাতাদিগের নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, এই সমস্ত পরিচ্ছদ কিরূপে আমার শয্যাতলে নিহিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কহিলেন, তুমি স্বয়ং এইরূপে এই কাণ্ড করিয়াছ। তিনি শুনিয়া কি পর্যন্ত শোকাকুল ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

এক সম্পত্তিশালিনী ধর্মপরায়ণা নারী এই ধর্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে এই প্রার্থনা ও অভিলাষ প্রকাশ করিয়া যান, যেন তাঁহার কলেবর ঐ ধর্মাশ্রমের কোন স্থানে সমাহিত হয়। তদনুসারে, তাঁহার কলেবর তথায়

নীত এবং তদীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সমস্ত আভরণ সহিত মহাসমারোহে সমাহিত হইল। উল্লিখিত ব্যাপার নির্বাহকালে, আশ্রমস্থ ধর্মভ্রাতৃবর্গ সমবেত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোকপ্রকাশ, ও সেই নারীর পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাইরিলো যেরূপ অকৃত্রিম শোক, পরিতাপ ও মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই।

পরদিন, প্রাতঃকালে, আশ্রমবাসীরা অবলোকন করিলেন, সেই নারীর সমাধিস্থান উদঘাটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল তৎসমুদয় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে। এই অতি বিগর্হিত ধর্মবহির্ভূত ব্যাপার দর্শনে, সকলেই সাতিশয় শোকাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যে নরাধম দ্বারা এই জঘন্য কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল, সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, একবাক্য হইয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে সাইরিলো সর্বাপেক্ষায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি আপন আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় শয্যাতলে বস্তুবিশেষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ঐ নারীর পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই স্থানে স্থাপিত আছে। তখন গত রজনীতে, তিনিই ঐ সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সাইরিলো শোকে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। অতি বিষম অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, ধর্মভ্রাতৃবর্গকে সমবেত করিয়া, গলদশ্রুলোচনে, শোকাকুল বচনে, সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, সকলে একমতাবলম্বী হইয়া, তদীয় সম্মতিগ্রহণপূর্বক, তাঁহাকে আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে, কোন ব্যক্তিকে গৃহবিশেষে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। এই আশ্রমে সাইরিলো রজনীযোগে এক গৃহে রুদ্ধ থাকিতেন, সুতরাং স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।

## অকুতোভয়তা

ফরাসি দেশে দেশুলিয়র নামে এক সদ্বংশসম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা, তিনি, লুনিবিলের কৌণ্ট ও কৌণ্টেসের (১) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস,

(১) কৌণ্ট—ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জনপদে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পদবীবিশেষ। কৌণ্টের সহধর্মিণীর পদবী কৌণ্টেস।

তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত, আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন ; কিন্তু, একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না ; ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে ; এই বাটীতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া, সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য, কেহ সাহস করিয়া, রজনীতে, এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেগুলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি, এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কৌণ্ট মহাশয়, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আমরা কোন ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না ; প্রভূত কৌতূহলবশতঃ, এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে ; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না ; অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব, আমি আপনকার এই অসংসাহসিক অধ্যবসায় কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এইরূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেগুলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কৌণ্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেগুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণন করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারজনিত ; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কারবশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না ; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর, দেগুলিয়র, এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদপরিহারপূর্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে কহিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতি জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ়রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে তদীয় আদেশানুরূপ কার্য সমাধা করিয়া, প্রস্থান করিলে পর, তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্‌ঘাটিত, ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ, হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া, ভয় পাইয়া থাকে, সে এই। পরে তিনি অবিচলিত চিত্তে ও অসঙ্কুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না; এবং এই বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না; যদি আমায়, ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য হইতে পারিবে না; আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় সেইরূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল. উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু, দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল, বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছ, বল; তুমি কখনই, এরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোনও উত্তর দিল না; প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ, এখন আমি অনায়াসে তাহার নির্ণয় করিতে পারিব; এই বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক, তিনি পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি, বলপূর্বক সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না স্থির করিলেন; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপনির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণে ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে

লাগিলেন ; অনন্তর, সেই কুক্কুরের কর্ণপরিত্যাগপূর্বক, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস্, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া, দেগুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহারা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, উভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেগুলিয়র মশারির অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্বক, প্রাতঃকর্তব্য নমস্কারসম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া, তাঁহাদের কলেবরে প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেগুলিয়র কৌণ্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর আপনকার তাদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া, অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক, তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রিবৃত্তান্তের শেষ ভাগ বর্ণন করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেগুলিয়র পুনরায়, কৌণ্টকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে ; দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল ; গত রাত্রিতে, আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা, কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারে, উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং, প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কুক্কুর কিরূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেক, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিছু বলপূর্বক ধাক্কা মারিলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এইরূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পল্যঙ্কে আরোহণপূর্বক, তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও, পল্যঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল ; বোধ হয়, দেশুলিয়র বলপূর্বক কর্ণে ধরিয়া না রাখিলে তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, এইরূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষ-জাতির মধ্যেও, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

## সৌভ্রাত্র

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পোর্তুগীস্‌দিগের জাহাজ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। একদা এক জাহাজ অন্যূন দ্বাদশশত লোক লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিল। প্রথমতঃ, কিছু দিন কোন অসুবিধা বা উপদ্রব ঘটে নাই ; ঐ জাহাজ নির্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে, আফ্রিকা পর্যন্ত উপস্থিত হইল ; অনন্তর, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, উত্তরপূর্বাভিমুখে চলিতে চলিতে, আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইল। তলভেদ হইয়া এরূপে জলপ্রবেশ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে উহার অর্ণবপ্রবাহে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

জাহাজের উপর পিনেস নামে একখানি ক্ষুদ্র তরী ছিল। এই সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাপ্তেন সেই পিনেস জলে ভাসাইলেন, এবং কিছু আহারসামগ্রী লইয়া, আর উনবিংশতি ব্যক্তির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন, অনেকে ঐ পিনেসে আসিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধিক লোক হইলে পাছে মগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা তরবারিপ্রহার দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন ; এইরূপে, কাপ্তেন ও তৎসমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে পর, জাহাজ অবশিষ্ট আরোহিবর্গের সহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রপথে কম্পাস্‌ ব্যতিরেকে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। জাহাজে কম্পাস্‌ ছিল, কিন্তু কাপ্তেন, প্রাণবিনাশশঙ্কায় নিতান্ত অভিভূত ও একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কম্পাস লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সুতরাং, পিনেসের লোকেরা, দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সমুদ্রের জল এরূপ লবণময় যে, কোন ক্রমেই পান করিতে পারা যায় না। জাহাজে পানার্থ জল ছিল, পিনেসের লোকেরা ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত তাহাও লইতে পারেন নাই ; এজন্য তাঁহাদের পিপাসানিবন্ধন কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ দুরবস্থায় পিনেস চালাইতে লাগিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন পূর্বাবধি পীড়িত ও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন ; চারি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা দ্বারা পিনেসে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল ; সকলেই কর্তৃত্বভার গ্রহণে ও আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত, কেহই অধীনতাস্বীকারে ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহেন। অবশেষে, সকলে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক, এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তির হস্তে কর্তৃত্বভার প্রদান করিলেন।

কত দিনে তাঁহারা তীর প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নিশ্চয় ছিল না ; আর তাঁহারা যে আহারসামগ্রী লইয়া পিনেসে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল ; সুতরাং, স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ দ্বারা সকলের অধিক দিন প্রাণধারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ; এজন্য, নূতন কাপ্তেন এই প্রস্তাব করিলেন, আমরা পিনেসে যত লোক আছি, অবশিষ্ট আহারসামগ্রী দ্বারা অধিক দিন সকলের প্রাণধারণ অসম্ভব ; অতএব, লাটরি করিয়া, আপাততঃ সমুদয়ের চতুর্থ ভাগ লোককে সমুদ্রে ক্ষেপণ করা যাউক ; তাহা হইলে, তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন চলিতে পারিবেক।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। পিনেসে সমুদয়ে উনিশ ব্যক্তি ছিলেন ; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পাদরি, আর এক ব্যক্তি সূত্রধর। প্রথম ব্যক্তি অন্তিম সময়ে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, আবশ্যক হইলে, পিনেসের মেরামত করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সকলে তাঁহাদের উভয়কে ছাড়িয়া লাটরি করিতে সম্মত হইলেন। আর, নূতন কাপ্তেন বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে, পিনেসচালন কঠিন হইয়া উঠিবেক ; এজন্য সকলে তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, সকলের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

এই রূপে, তিন জনকে পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে লাটরি হইল। যে চারি জনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা অবধারিত হইল, তন্মধ্যে তিন জন, তৎকালোচিত উপাসনাকার্য সমাধা করিয়া, প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর পিনেসে ছিলেন ; এই যুবক, জ্যেষ্ঠের প্রাণনাশের উপক্রম-দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয়স্নেহভরে তাঁহারে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ, আমি কোনও ক্রমেই তোমায় প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; তোমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি ; বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী আছেন, অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে ; বিশেষতঃ, তিনটি অনাথা ভগিনী আছে ; তুমি জীবিত থাকিলে সকলের ভরণপোষণ করিতে পারিবে ; এমন স্থলে, তোমার প্রাণত্যাগ করা কোনও ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে ; তুমি প্রাণত্যাগ করিলে যত অনিষ্ট ঘটিবে, আমি অকৃতদার, আমি মরিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে অল্প অনিষ্ট ঘটিবে।

জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন ও তদীয় স্নেহের পরা কাষ্ঠা ও সৌজন্যের আতিশয্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন, বৎস, আমি কোনও ক্রমেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না ; কারণ, পরের প্রাণ দিয়া আপন প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা অধর্ম আর নাই। বিশেষতঃ, তুমি কনিষ্ঠ সহোদর, নিরতিশয় স্নেহপাত্র ; তাহাতে আবার তুমি আমার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব করিয়া, অনির্বচনীয় স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছ ; যদি আমি তোমায় আমার স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে দি, তাহা হইলে, আমার অধর্মের একশেষ হইবে, এবং অবশেষে শোকে ও অনুশয়ে দগ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতে হইবেক। অতএব, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

জ্যেষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া, কনিষ্ঠ কহিলেন, তুমি অবধারিত জানিবে, আমি কোন ক্রমেই তোমায় আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; এই বলিয়া, জানু-পাতনপূর্বক, দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার চরণে ধরিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না। তখন, জ্যেষ্ঠ কহিলেন, বৎস, তুমি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর ; আমি যেরূপ করিতেছিলাম, আমার অসদ্ভাবে, তুমি সেইরূপ আমার পুত্রকন্যাদিগের লালনপালন, আমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনাথা ভগিনী-দিগের ভরণপোষণ করিতে পারিবে। অতএব, আমার কথা শুন, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

এই রূপে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অনন্তর, অপর তিন জন ও সেই যুবক অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। তিন জন তৎক্ষণাৎ অদর্শনপ্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু, সেই যুবক সন্তরণবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, এজন্য সহসা জলমগ্ন হইলেন না। তিনি, কিয়ৎক্ষণ সন্তরণপূর্বক, প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন। একজন পোতবাহক অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে, তিনি পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অপর হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী অবলম্বন করিলেন। তখন পোতবাহক পূর্ববৎ তাঁহার ঐ হস্তেরও ছেদন করিল। তিনি, পুনরায় অর্ণবপ্রবাহে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও জলমগ্ন না হইয়া, শোণিতোদ্গারী দুই ছিন্ন হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া, পিনেসের সন্নিহিত দেশে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

সেই যুবকের ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ দর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেরই অন্তঃকরণে যার পর নাই করুণার উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ

পরে একবাক্য হইয়া কহিলেন, আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক, আমরা অবশ্যই উহার প্রাণরক্ষা করিব; জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন ভ্রাতৃস্নেহের এরূপ দৃষ্টান্ত অবলোকন করি নাই। এই বলিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পিনেসে উঠাইয়া লইলেন, এবং কথঞ্চিৎ তদীয় হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।

পিনেসের লোকেরা অহোরাত্র অবিশ্রামে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা অনতিদূরে স্থল নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বল সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, পিনেস আফ্রিকার অন্তর্বর্তী মোজাম্বিক্ পর্বতের সন্নিহিত হইলে, তাঁহারা, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে পোর্তুগীস্‌দিগের এক উপনিবেশ ছিল; তাঁহারা, অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

উপনিবেশের লোকেরা, তাঁহাদের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঐ দুই সহোদরের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠের, ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ শ্রবণ করিয়া, এবং পরিশেষে যেরূপে কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা হইয়াছে তৎসমুদয় বিদিত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুই সহোদরকে, এবং কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পিনেসস্থিত লোকদিগকে, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

## আশ্চর্য দস্যুদমন

রাইন্ নদীর তীরে মুদর্ফ নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামস্থ এক গৃহস্থ, রবিবার প্রাতঃকালে, সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে, সপরিবারে, উপাসনা করিতে গেলেন। একটি শিশু সন্তান ও একমাত্র তরুণী পরিচারিকা বাটীতে রহিল। এই পরিচারিকার নাম হাঁচেন। সে গৃহস্থের আহার প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে বটেলরনামক এক যুবক তথায় উপস্থিত হইল। হাঁচেনের সহিত এই ব্যক্তির বিবাহের কথা উত্থাপন হইয়াছিল, এজন্য সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিত। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রতি হাঁচেনের অনুরাগসঞ্চার হয়। সে তাহাকে সুবোধ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিত। কিন্তু বটেলর বাস্তবিক সেরূপ লোক নহে। হাঁচেন ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিত। গৃহস্বামী তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন, এজন্য তাহাকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে, সে আর তাঁহার বাটীতে প্রবেশ, বা হাঁচেনের সহিত সাক্ষাৎ, করিতে পারিত না। হাঁচেন সেজন্য

অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। রবিবার প্রাতঃকালে, গৃহস্থের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া, সে নির্ভয়ে ঐ বাটীতে আসিয়াছিল।

হাঁচেন, তাহাকে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইল, সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর, তাহাকে বসাইয়া, উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল, এবং তাহার নিকটে বসিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে বটেলরের হস্ত হইতে ছুরীখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল, অথবা সে ইচ্ছাপূর্বক ফেলিয়া দিল, এবং হাঁচেনকে ঐ ছুরী তুলিয়া দিতে বলিল। হাঁচেন হাস্যমুখে পরিহাস করিয়া কহিল, সকলে বলে, তুমি অত্যন্ত অলস ও অকর্মণ্য লোক; এ কথা নিতান্ত অলীক বোধ হইতেছে না; নতুবা ছুরীখানি, আপনি না তুলিয়া, আমায় তুলিয়া দিতে বলিবে কেন; ছুরী আমার অপেক্ষা তোমার নিকটে আছে, সুতরাং তুমি অনায়াসে তুলিয়া লইতে পার; তুমি আপনি তুলিয়া লও, আমি কখনই তুলিয়া দিব না; পুরুষের পরিশ্রমে এত কাতর হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, অবশেষে, হাঁচেন ছুরী তুলিয়া দিতে তাহার নিকটে আসিল, এবং যেমন, মস্তক অবনত করিয়া, ছুরী তুলিতে গেল, অমনই সেই দুরাত্মা বাম হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ বলপূর্বক তদীয় গ্রীবা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্ত্রমধ্য হইতে এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহিষ্কৃত করিল, এবং কটূক্তিপ্রয়োগ ও ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিল, যদি বাঁচিতে চাও, চীৎকার করিও না, এবং তোমার প্রভুর সম্পত্তি কোন্ স্থানে আছে, দেখাইয়া দাও, নতুবা এখনই তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব। তাহার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, হাঁচেন কহিল কি কর, ছাড়িয়া দাও, আমার প্রাণ যায়, আর খানিক এরূপে ধরিয়া থাকিলে, আমি মরিয়া যাইব। সে কহিল, হয় তোমার প্রভুর সম্পত্তি দেখাইয়া দাও, নয় এখনই তোমার প্রাণবধ করিব।

হাঁচেন বিস্তর বুঝাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ভাব গোপন করিয়া কহিল, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে না চলিলে, আমার নিষ্কৃতি নাই; কিন্তু যদি তুমি আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমায় সম্পত্তি দেখাইয়া দি; কারণ, তুমি সম্পত্তি লইয়া গেলে পর, প্রভু আমায় চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন, এবং তদুপলক্ষে অনেক শাস্তি ও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবেক; সুতরাং, আমি কোন ক্রমে আর এখানে থাকিতে পারিব না; তদপেক্ষা তোমার সঙ্গে যাওয়াই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়স্কর; অতএব, আমার কথা শুন, গ্রীবা ছাড়িয়া দাও, সত্বর কার্য সম্পন্ন কর; তাঁহাদের আসিবার অধিক বিলম্ব নাই; তাঁহারা আসিয়া পড়িলে, তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইবেক, এবং উভয়েই মারা পড়িব।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, হাঁচেন তাহার মতানুবর্তী হইয়াছে বলিয়া, বটেলরের নিশ্চিত বোধ জন্মিল। তখন সে তাহার গ্রীবা ছাড়িয়া দিল। হাঁচেন সেই দুরাত্মাকে

প্রভুর শয়নাগারে লইয়া গেল, যে করণ্ডকে তাঁহার সম্পত্তি স্থাপিত ছিল দেখাইয়া দিল। এবং গৃহের কোণ হইতে এক কুঠার আনিয়া তাহার হস্তে দিয়া কহিল, এই কুড়াল লইয়া করণ্ডক ভগ্ন কর, কেবল হস্ত দ্বারা কৃতকার্য হইতে পারিবে না ; সত্বর কার্য শেষ কর, এই অবকাশে আমি একবার উপরে যাই, আমার যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আছে, ও এত দিন কর্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, সমুদয় লইয়া আসি। হাঁচেনের কার্যদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে সেই দুরাত্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং অনন্যচিত্ত হইয়া, করণ্ডক ভঙ্গপূর্বক, অর্থনিষ্কাশন করিতে লাগিল। হাঁচেন, এই রূপে সেই দুরাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রত্যাগমনপূর্বক, নিমিষমধ্যে সেই শয়নাগারের দ্বার এ রূপে রুদ্ধ করিল যে, আর সেই দুরাচারের গৃহ হইতে নির্গত হইবার উপায় রহিল না।

এই রূপে বটেলরকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, হাঁচেন বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে দিন, সে সময়ে, সেখানে ব্যক্তিমাত্র ছিল না ; কেবল গৃহস্বামীর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রটি কিঞ্চিৎ দূরে খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তদীয় নাম গ্রহণপূর্বক, হাঁচেন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ঐ পথ দিয়া, দৌড়িয়া তোমার পিতার নিকটে যাও, এবং তাহাকে সত্বর বাটী আসিতে বল, নতুবা আমার প্রাণান্ত ও তাঁহার সর্বস্বান্ত হইবেক। বালক, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নির্দিষ্ট পথ দিয়া, দৌড়িয়া পিতার নিকটে চলিল। সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তদনুযায়ী কার্য করিতে গেল, ইহা দেখিয়া, কিঞ্চিৎ অংশে নিশ্চিন্ত হইয়া, হাঁচেন দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইল ; এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আজি আমি প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলাম, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু, হাঁচেনের এই আনন্দ অধিকক্ষণস্থায়ী হইল না। অতি বিকট তুরীশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বটেলর এক সহচর সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং এই উপদেশ দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া আসিয়াছিল যে, আবশ্যক হইলে তুরীশব্দ দ্বারা যেরূপ সঙ্কেত করিব, তদনুযায়ী কার্য করিবে। সে গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া, এবং হাঁচেন বালককে তাহার পিতার নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইল ইহা শুনিতে পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অশেষবিধ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া জানালা খুলিয়া, তুরীশব্দ দ্বারা স্বীয় সহচরকে সতর্ক করিয়া কহিল, ঐ পথ দিয়া যে বালক দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে ধর, এবং হাঁচেনের প্রাণ বধ কর। হাঁচেন শুনিয়া, চকিত হইয়া, চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বালক দ্রুত বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, কেহ তাহাকে ধরিল না, ইহা অবলোকন করিয়া, সে বিবেচনা করিল, দুরাত্মা, আমায় ভয় দেখাইয়া বশীভূত

করিবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু, কিয়ৎ দূর গিয়া, বালক এক সেতুর উপর উপস্থিত হইবামাত্র, বটেলরের সহচর তাহার নিম্নদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বালককে বগলে লইয়া, সেই বাটীর দিকে ধাবমান হইল।

এই অতর্কিত নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, হাঁচেন অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইল, এবং সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক, দৃঢ় রূপে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই দ্বার ব্যতিরিক্ত বাটীতে প্রবেশ করিবার আর পথ ছিল না; অনেকগুলি জানালা ছিল বটে, কিন্তু সে সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণ রূপে রক্ষিত। সুতরাং, দ্বিতীয় দস্যুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, সে ভাবিতে লাগিল, যদি প্রভুর প্রত্যাগমন পর্যন্ত ইহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা, ইহারা আমার প্রাণ বধ করে, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রাণ থাকিতে প্রভুর সর্বনাশ করিতে পারিব না।

হাঁচেন উদ্বিগ্নচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সেই দুরন্ত দস্যু দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, এবং কুৎসিত কটূক্তিপ্রয়োগ ও অশেষবিধ ভয় প্রদর্শনপূর্বক, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি ভাল চাহিস, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা আমি দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা আছে, তাহাই হইবে, হাঁচেন এইমাত্র উত্তর দিল। বালক, ভয়ে অস্থির হইয়া, ক্রমাগত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। হাঁচেন কোন ক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল না দেখিয়া, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, বটেলের স্বীয় সহচরকে কহিল যদি সে অবিলম্বে দরজা খুলিয়া না দেয়, তাহার সমক্ষে ঐ বালকের গলা কাটিয়া ফেল। এই ভয়প্রদর্শন শ্রবণে হাঁচেনের হৃৎকম্প ও বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন সে দ্বার খুলিয়া দিয়া, বালকের প্রাণরক্ষা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিবেচনা করিল, নিরপরাধ বালকের প্রাণবধ করায় উহাদের কোন ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না; কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দিলে, আমার প্রাণবধ ও প্রভুর সর্বনাশ অবধারিত; বিশেষতঃ, দ্বার খুলিয়া দিলে, বালকের প্রাণবধ করিবেক না, তাহারই স্থিরতা কি। অতএব, আমি কোন ক্রমেই দ্বার খুলিব না, ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে। এই স্থির করিয়া, সে উপবিষ্ট রহিল। কিন্তু, সেই দস্যু দরজা খুলিয়া দে, নতুবা বালককে কাটিয়া ফেলি ও বাটীতে আগুন লাগাইয়া দি, নিরন্তর এই ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই দস্যু, বালককে ভূতলে ফেলিয়া, বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অগ্নিপ্রজ্বালনোপযোগী দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ বাটীতে একটি মিল (১) ছিল; যে গৃহে মিল থাকিত, উহার ভিত্তিতে একটি বৃহৎ গর্ত ছিল। ঐ গর্তের দ্বারা মিলের চক্রের উপর আসিতে পারা যায়। দস্যু সহসা সেই গর্ত দেখিতে পাইয়া, ও গর্ত দ্বারা বাটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় বুঝিতে পারিয়া,

(১) যব কলায় প্রভৃতি শস্য বা অন্যবিধ কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিবার যন্ত্র।

অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং বালকের পলায়ননিবারণার্থ তাহার হস্ত পদ বন্ধনপূর্বক, উদ্ভাবিত গর্ত দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে গেল। হাঁচেন, ঐ গর্তের অস্তিত্ব বা তদ্দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ইহা, অবগত ছিল না, এবং দস্যু, ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া, বাটীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিল না। কারণ, সে যেখানে বসিয়াছিল, তথা হইতে ঐ দিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, ভাবিতে ভাবিতে, এই সময়ে তাহার মনে সহসা এক বিষয় উদিত হইল। সে বিবেচনা করিল, রবিবারের দিন মিল অবধারিত বন্ধ থাকে, কেহ কখন উহা চলিতে দেখে নাই; কিন্তু, আজি যদি মিল চালাইয়া দি, তাহা হইলে প্রতিবেশীরা নিঃসন্দেহ বোধ করিবেক, অবশ্যই কোন অসামান্য ব্যাপার ঘটিয়াছে; এবং প্রভুও, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এই বিরূপ ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিবেন।

এই স্থির করিয়া, হাঁচেন মিল চালাইতে চলিল। বহু দিন ঐ বাটীতে থাকাতে, সে মিল চালাইবার প্রণালী বিলক্ষণ অবগত ছিল; এক্ষণে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, মুহূর্তের মধ্যে কল চালাইয়া দিল। সমুদয় যন্ত্র প্রবলবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও যন্ত্রের অপরাপর অবয়ব হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, সেই দস্যু, অতি কষ্টে গর্ত অতিক্রম করিয়া, মিলযন্ত্রের বৃহৎ চক্রে অবস্থিত হইল এবং নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, সেই চক্রের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল; প্রথমতঃ যন্ত্রের গতি স্থগিত করিবার, তৎপরে ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে অপসৃত হইবার, বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন অংশেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। তখন সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এবং প্রতিক্ষণেই প্রাণবিনাশ শঙ্কা করিতে লাগিল; অবশেষে, প্রাণরক্ষাবিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, বিকট আর্তনাদ ও উৎকট আত্মভর্ৎসন আরম্ভ করিল। হাঁচেন, অসম্ভাবিত আর্তনাদ শ্রবণে চকিত হইয়া, সত্বর গমনে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, দেখিল ইঁদুর যেমন কলে পড়িয়া, বিবশ হইয়া, ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ঐ দুরন্ত দস্যুর অবিকল সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

হাঁচেনকে উপস্থিত দেখিয়া, দস্যু নিতান্ত কাতর বাক্যে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, তুমি যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, আমায় প্রাণ দান কর; আমি জন্মের মত তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব। হাঁচেন তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে কৌতুক দেখিতে লাগিল। চক্রের সঙ্গে অবিশ্রামে ঘূর্ণিত হওয়াতে, দস্যু ক্রমে ক্রমে বিচেতন হইল, এবং যন্ত্রের নিম্ন ভাগে পতিত হইয়া, সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার চেতনা ছিল, এক বার বিনয়, এক বার লোভপ্রদর্শন, এক বার বা ভয়প্রদর্শন, এই রূপে নিরন্তর হাঁচেনের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি আমায় প্রাণ দান কর। সে মনে করিলে, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, অনায়াসে ঐ দস্যুকে অবতীর্ণ করিতে পারিত; কিন্তু সেরূপ করা তাহার পক্ষে কোন ক্রমে পরামর্শসিদ্ধ ছিল না; কারণ, বিপদ উত্তীর্ণ হইলেই দস্যু পুনরায় নিজ মূর্তি ধরিত,

তাহার সন্দেহ নাই। হাঁচেন ইহাও জানিত, যন্ত্রে থাকিলে, তাহার প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নাই, কেবল উৎকট ভয়ে অনবরত অভিভূত থাকিয়া, আন্তরিক যাতনা ভোগ করিবে। এই সকল কারণে, সে তাহার অবতারণে বিরত রহিল।

অবশেষে, হাঁচেন, বহির্দ্বারের কপাটে উৎকট আঘাত শুনিয়া সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইল, এবং স্বীয় প্রভুকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহস্বামী সপরিবারে ও সমবেত প্রতিবেশিবর্গ সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি, রবিবারে মিল চলিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন; পরে, বাটীর বহির্ভাগে পঞ্চমবর্ষীয় বালককে বদ্ধহস্ত বদ্ধপদ ভূতলে নিক্ষিপ্ত, এবং বহির্দ্বার রুদ্ধ, দেখিয়া, কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন; এজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, হাঁচেনকে এই সমস্ত বিরূপ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। গৃহস্বামী অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। অনন্তর, সকলে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন। অচেতন দস্যু তন্মধ্য হইতে নিষ্কাশিত হইল। পরে, সকলে, গৃহস্বামীর শয়নাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, বটেলরকে রুদ্ধ করিলেন। উভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে উৎকট অপরাধের সমুচিত প্রতিফল পাইল। গৃহস্বামী, হাঁচেনের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, তদীয় অদ্ভুত সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি, ও নিরতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই সমস্ত অসাধারণ গুণের পুরস্কারস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। হাঁচেন অতি দীনের কন্যা। তাহার ভাগ্যে ঈদৃশ সম্পন্ন পরিবারে পরিণয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে, এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিল।

## দয়া ও সৌজন্যের পরা কাষ্ঠা

খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোয়েকর নামে এক সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিয়ম এই, তাঁহারা প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্টাচরণ করেন না, এবং অন্যে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা রোষের বশবর্তী হইয়া বৈরসাধনে উদ্যত হয়েন না। ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের অধিকারকালে, এক জাহাজ বাণিজ্যার্থে বীনিস যাত্রা করিয়াছিল। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী কোয়েকর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

এই সময়ে, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় লোক ও মুসলমানধর্মাবলম্বী তুরুষ্কজাতি, এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল। সুযোগ পাইলে, তাঁহারা পরস্পরের জাহাজলুণ্ঠন ও তত্রত্য লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। পূর্বোক্ত জাহাজ বীনিস হইতে প্রতিগমন করিতেছে, পথিমধ্যে তুরুষ্কজাতীয় দস্যুদল আক্রমণ

করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে নিরস্ত্র ও আপনাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইল, এবং দশ জন তুরুষ্কদস্যু, আয়ত্তীকৃত লোকদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত, ঐ জাহাজ আফ্রিকায় লইয়া চলিল।

পর দিন রজনীতে, অনবধানবশতঃ তুরুষ্কেরা সকলেই এক কালে নিদ্রাগত হইয়াছিল। এই সুযোগ দেখিয়া, জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ তাহাদের সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করিলেন এবং আপন লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তুরুষ্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি, এক্ষণে উহারা আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে; কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি; যেন কেহ, কোপাবিষ্ট হইয়া, উহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিও না; যাবৎ আমরা মাজর্কায় না পঁহুছি, তাবৎ উহাদিগকে বশে রাখিব। মাজর্কাদ্বীপ স্পেনদেশীয়দিগের অধিকৃত; এজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন, তথায় পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূর হইবেক, এবং নির্বিঘ্নে ও সত্বরে স্বদেশপ্রতিগমন করিতে পারিবেন।

রজনী প্রভাত হইল। একজন তুরুষ্কের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে জাহাজের উপরিভাগে গিয়া দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে, জাহাজ মাজর্কা অভিমুখে চালিত হইতেছে, এবং ঐ স্থান এত সন্নিহিত হইয়াছে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ তথায় উপস্থিত হইবেক। স্পেনদেশীয়েরা তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, যদি উহারা তাহাদের নিকট বিক্রীত হয়, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ ঘটিবেক এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তি ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল, এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে স্বজাতীয়দিগকে জাগরিত করিয়া, উপস্থিত বিপদের বিষয় তাহাদের গোচর করিল। সকলেই, ভয়ে ম্রিয়মাণ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তুরুষ্কেরা জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিল, আমরা তোমাদিগকে আপন বশে আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এক্ষণে তোমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছি; এখন তোমরা আমাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা এই, আমাদিগকে স্পেনদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিও না; তাহারা অত্যন্ত নির্দয় ও তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী; তাহাদের হস্তগত হইলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবেক না; অধ্যক্ষ ও সহকারী, তাহাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া, কহিলেন, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদের প্রাণহিংসা বা স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিব না। অনন্তর, তাঁহারা তাহাদিগকে জাহাজের অভ্যন্তরভাগে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আপন লোকদিগকে, সবিশেষ সাবধান করিয়া, কহিয়া দিলেন, যত ক্ষণ মাজর্কার বন্দরে জাহাজ থাকিবেক, আমাদের সঙ্গে তুরুষ্কজাতীয় লোক আছে বলিয়া কোন মতে

প্রকাশ না হয়। তুরুষ্কেরা, তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই, জাহাজ মাজর্কার বন্দরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আর একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজ ছিল। উহার অধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায়, অধ্যক্ষ ও সহকারী তাঁহার নিকট তুরুষ্কদিগের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আমরা উহাদিগকে বিক্রয় করিব না, স্থির করিয়াছি; আফ্রিকার কোন নিরাপদ স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিব। তিনি তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের বিষয় অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, যদি আপনারা উহাদিগকে বিক্রয় করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে দ্বাত্রিংশৎশত মুদ্রা পাইতে পারেন। তাঁহারা কহিলেন, যদি আমরা এই দ্বীপের সম্পূর্ণ আধিপত্য পাই, তাহা হইলেও, উহাদিগকে বিক্রয় করিব না।

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, অপর জাহাজের অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান-কালে তাঁহারা তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করাইলেন, আপনি তুরুষ্কদিগের বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু তিনি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া, স্পেনদেশীয়দিগের নিকট সবিশেষ সমুদয় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, তুরুষ্কদিগকে ঐ জাহাজ হইতে লইয়া আসিব। অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী, এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইবামাত্র, জাহাজ খুলিয়া দিলেন। স্পেনদেশীয়েরাও, ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য, আপনাদের এক জাহাজ খুলিয়া দিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় জাহাজ ধরিতে পারিল না।

এই রূপে পলায়ন করিয়া, তাঁহারা ক্রমাগত নয় দিন ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কি রূপে তুরুষ্কদিগের পরিত্রাণ করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কোন মতেই খৃষ্টীয়দিগের অধিকারে অবতীর্ণ করিয়া দিবেন না। একদা, তুরুষ্কেরা ইঙ্গরেজদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত, উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ ও সহকারীর সতর্কতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য হইতে পারিল না; ইহাতেও কোয়েকরদিগের অন্তঃকরণে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির উদয় হইল না; তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্য পূর্ববৎ অবিকৃতই রহিল।

এই সময়ে জাহাজের কর্মকরেরা, সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে কহিতে লাগিল, আমরা আপনাদিগের আজ্ঞানুবর্তী বলিয়া, আমাদিগকে বিপদে ফেলা আপনাদের উচিত নহে; কি আশ্চর্য। আপনারা আমাদের অপেক্ষা তুরুষ্কদিগের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অধিক ব্যগ্র হইয়াছেন। এই প্রদেশে তুরুষ্কদিগের জাহাজ সর্বদা যাতায়াত করে; সুতরাং আমাদিগকে ত্বরায় তুরুষ্কদিগের হস্তে পড়িতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষ ও সহকারী, অনেক বুঝাইয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারণ করিলেন।

পরিশেষে, জাহাজ বার্বরি উপকূলে উপস্থিত হইলে. তুরুষ্কদিগকে তথায় অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া অবধারিত হইল। ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকৃত। এক্ষণে এই বিচার উপস্থিত হইল, কি রূপে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। যদি বোটে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, উহারা অস্ত্রসংগ্রহপূর্বক আসিয়া জাহাজ আক্রমণ ও অধিকার করিতে পারে ; যদি দুই চারি জন নাবিক সঙ্গে দিয়া পাঠান যায়, উহারা তাহাদের প্রাণবিনাশ করিতে পারে ; যদি দুই ভাগ করিয়া দুই বারে পাঠান যায়, যাহারা প্রথম তীরে অবতীর্ণ হইবেক, তাহারা লোকসংগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ বিবেচনার পর, সহকারী অধ্যক্ষ কহিলেন, আমি দুই তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া এক কালে সকলকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছি। অধ্যক্ষ সম্মতি প্রদান করিলে, সহকারী নির্বিরোধে ও নিরুদ্বেগে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিলেন। তুরুষ্কেরা তাঁহাদের যার পর নাই সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে মোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে তীরস্থ হইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে কহিল, আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সঙ্গে ঐ গ্রাম পর্যন্ত চলুন, আমরা আপনাদের যথোচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিব ; আপনারা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা যাবজ্জীবন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যাহা হউক, সহকারী, তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কর্ম না করিয়া, অবিলম্বে জাহাজে প্রতিগমন করিলেন।

অনুকূলবায়ুবশে তাঁহাদের জাহাজ অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তুরুষ্কদস্যু-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই, সর্বতঃ সঞ্চারিত হইল। কোয়েকরদিগের সদয়ব্যবহারশ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সর্ব-সাধারণের অন্তঃকরণে এমন অসাধারণ কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে, যাহারা বিপক্ষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহারা কিরূপ মনুষ্য, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং স্বীয় সহোদর ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে, সেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি সহকারী অধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুরুষ্কদিগকে আমার নিকট আনা তোমাদের উচিত ছিল। সহকারী কহিলেন, আমি তাহাদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম।

## যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ

জর্মন্ সাগরের উপকূলে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ আছে। কিছু কাল পূর্বে, ঐ জনপদে সাবিনস নামে এক যুবক ছিলেন। এই যুবক সমৃদ্ধবংশসম্ভূত। তিনি যেরূপ অসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন ছিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিবেশিনী

অলিন্দানাম্নী এক কামিনী অলৌকিকরূপলাবণ্যপূর্ণা ও অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়েরই অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার হইলে, সাবিনস যথানিয়মে অলিন্দার পাণিগ্রহণ করিলেন। এইরূপে দম্পতিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া, উভয়ে মনের সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অন্য-শুভদ্বেষিণী ঈর্ষা, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রত্যূহ হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে এরিয়ানানাম্নী অপর এক কামিনী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিনসের সন্নিহিত কুটুম্বসম্বন্ধ ছিল। এরিয়ানা বিলক্ষণ সুরূপা, সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী, স্বভাবতঃ প্রফুল্লহৃদয়া, সদ্বিবেচনাপূর্ণা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিসদ্গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহারা একান্ত বাসনা ছিল, সাবিনসের সহধর্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। কিন্তু, সাবিনস অলিন্দার পাণিপীড়ন করাতে, তাঁহার সে বাসনা বিফল হইয়া গেল। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ঈর্ষাকলুষিত ও বিদ্বেষদূষিত হইল। ঈর্ষার কি অনির্বচনীয় মহিমা! তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লহৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইল। তিনি, ঈর্ষার বশীভূত ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, অনবরত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে তাঁহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, এবং কি রূপেই বা তাঁহাদের বিয়োগসংঘটন করিয়া দিবেন। উভয়ের মধ্যে অলিন্দার উপরেই তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল; কারণ, অলিন্দা না থাকিলে, তাঁহার সাবিনসের সহিত পরিণয়সংঘটনের আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া, অপর এক ব্যক্তির সহিত সাবিনসের বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদে তাঁহার পরাজয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দৈববিড়ম্বনায়, উহার এ রূপে নিষ্পত্তি হইল যে, সাবিনসের সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। এত দিন, তিনি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় ছিলেন, এক্ষণে একবারে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরিয়ানার যে তাঁহার উপর মর্মান্তিক রোষ ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এপর্যন্ত তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরিয়ানা তাঁহাদের অতি আত্মীয়, এজন্য এই দুঃসময়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। এরিয়ানা আনুকূল্যপ্রদানে সম্মত হইলেন না। তদ্দর্শনে সাবিনস বিস্তর অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিলেন। তখন এরিয়ানা কহিলেন, যদি তুমি আমার মতানুসারে চল, এবং আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার হস্তে আমার সর্বস্ব সর্মপণ করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া চলিব। আমার প্রস্তাব এই, তুমি অদ্যাবধি অলিন্দাকে পরিত্যাগ কর।

সর্বস্বান্ত হওয়াতে, সাবিনস অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি সুশীল, সচ্চরিত্র, সদ্বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং অলিন্দাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি অর্থলোভে পত্নীপরিত্যাগে সম্মত হইবার লোক নহেন;

এজন্য, ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শনপূর্বক, এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এরিয়ানা, তাহাতে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন, এবং তদবধি সাবিনসের সহধর্মিণী হইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন, সর্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্বে, সাবিনসের পিতা এরিয়ানার পিতার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্বে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। কি এরিয়ানা, কি সাবিনস, কেহই এপর্যন্ত ঐ ঋণের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। সম্ভাব থাকিলে, এরিয়ানা কদাচ ঐ ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু, এক্ষণে উল্লিখিত ঋণের সন্ধান পাইয়া, তিনি বিচারালয়ে সাবিনসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাবিনস, ঋণপরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রেয়সী অলিন্দা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং সাতিশয় সুখসম্ভোগের সময় সহসা দুঃসহ ক্লেশভোগ ঘটিলে, প্রায় সকলেই শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ হয়; কিন্তু সাবিনস ও অলিন্দা, সচ্ছন্দ চিত্তে ও অবিচলিত সম্ভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন; এক দিন, এক ক্ষণের জন্য, তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ ঘটে নাই। উভয়েই উভয়কে সুখী ও সচ্ছন্দচিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। কখন কখন সাবিনস, অলিন্দার কষ্টদর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু, অলিন্দা কহিতেন, অয়ি নাথ! তুমি অকারণে আক্ষেপ করিতেছ কেন; যদি আমি তোমার সহবাসসুখে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে, যত দুরবস্থা ঘটুক না কেন, আমি অণুমাত্র অসুখ বোধ করিব না; যত দিন আমার এরূপ বিশ্বাস থাকিবেক, আমার উপর তোমার স্নেহের ও অনুরাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তত দিন কোন কারণেই আমার চিত্তবৈকল্য বা কষ্টবোধ হইবেক না; এবং যত দিন তোমার প্রেয়সী বলিয়া আমার অভিমান থাকিবেক, তত দিন সম্পত্তিনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্যবিধ কোনও কারণে আমি কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিব না। অলিন্দার এইরূপ বাক্যবিন্যাস শ্রবণে মোহিত ও পুলকিত হইয়া, সাবিনস অশ্রুবিসর্জন করিতেন।

সর্বস্বান্ত ঘটিবার পরেও, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহাদের দুঃখের একশেষ ঘটিল। তাঁহারা তাহাতেও অণুমাত্র বিষাদ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না। অল্প দিন হইল, তাঁহাদের যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগ চিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না, এবং কত কালে সেই দুঃখের অবসান হইবেক, তাহারও স্থিরতা ছিল না।

একদিন, অপরাহ্নসময়ে, তাঁহাদের পুত্রটি ক্রীড়া করিতেছে, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসুক নয়নে, তাহার ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইল, এবং অনুচ্চ স্বরে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, অদ্য দুই দিবস হইল, এরিয়ানার মৃত্যু হইয়াছে ; মৃত্যুকালে তিনি বিনিয়োগপত্র দ্বারা আপন সর্বস্ব এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দান করিয়া গিয়াছেন ; ঐ আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে উপস্থিত নাই, কার্যবিশেষে দূরদেশে আছেন, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে, ঐ বিনিয়োগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাৎ হইতে পারে ; তাহা হইলেই আপনারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন ; কারণ, ঐ বিনিয়োগপত্রের অসদ্ভাব ঘটিলে, আপনারাই সর্বাগ্রে অধিকারী।

সাবিনস ও অলিন্দা, এই ধর্মবিদ্বিষ্ট প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপ্রদর্শন করিলেন, সাতিশয় অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শনপূর্বক, প্রস্তাবকারীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এরিয়ানার মৃত্যু হয় নাই ; তিনি, সাবিনস ও অলিন্দার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, ছলনা করিয়া ঐ লোককে ঐরূপ কহিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছে, এই প্রস্তাব শুনিলে, অবশ্যই এতদনুযায়ী কার্য করিতে সম্মত হইবেক ; বিশেষতঃ, আমা হইতেই তাহাদের কারাবাস ঘটিয়াছে, সুতরাং আমার মৃত্যু শুনিলে নিঃসন্দেহ তাহাদের আহ্লাদ জন্মিবেক। তিনি পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং স্বকর্ণে, ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিবৃত্ত লোকের মুখে, সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল, এবং যে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, এতদিন তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেছিলেন, তাহা এককালে অন্তর্হিত হইল। এরূপ সুশীল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অকারণে অবমানিত করিয়াছি, ও যার পর নাই কষ্ট দিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

তখন এরিয়ানার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমুদায় পুনরায় আবির্ভূত হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, আকুল বচনে পূর্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, প্রবলবেগে বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সাবিনস ও অলিন্দা সেই দিবসেই কারামুক্ত হইলেন। এরিয়ানা, বিনিয়োগপত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া রাখিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা আপাততঃ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এইরূপে, সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই এরিয়ানার মৃত্যু হইল। অন্তিম সময়ে, তিনি এই কথা বলিয়া যান যে, ধর্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ ঘটে ; ধার্মিক

ব্যক্তিকে যদিও, কোন কারণে, আপাততঃ কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয় লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।

## অকৃত্রিম প্রণয়

দুই ব্যক্তি ইয়ুরোপীয়, দৈবঘটনায়, আল্‌জিয়ার্স্ প্রদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্পানিয়ার্ড, তাহার নাম এণ্টোনিয় ; অপর ব্যক্তি ফরাসি, তাহার নাম রজর। প্রত্যহ উভয়ে এক স্থানে কর্ম ও একসঙ্গে আহারাদি ও অবস্থিতি করিত। ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রণয় জন্মিলে, নিশ্চিন্ত সময়ে, একত্র বসিয়া, উভয়ে দুঃখের কথা কহিত। এই রূপে, পরস্পরের নিকট স্ব স্ব মনোদুঃখ কীর্তন করিয়া, তাহাদের দাসত্বনিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ হইত। যাহা হউক, জন্মভূমি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূরদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। সে কষ্ট সহ্য করিয়া কালযাপন করা সহজ ব্যাপার নহে।

সমুদ্রের তীরবর্তী এক পর্বতের উপর দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা উভয়ে এক দিন ঐ পথের কর্ম করিতেছে, এমন সময়ে এণ্টোনিয়, সহসা কর্ম হইতে বিরত হইয়া, সমুদ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সহচরকে কহিল, এই অর্ণবের অপর পারে আমার যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ আছে ; প্রতিক্ষণেই আমার বোধ হয় যেন আমি এক এক বার দেখিতে পাইতেছি, এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা, সমুদ্রের তীরে আসিয়া, এক দৃষ্টিতে এই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে ; আমার ইচ্ছা হয়, সন্তরণ দ্বারা এই জলরাশি অতিক্রম করিয়া, তাহাদের নিকটে যাই। ফলতঃ, সেই দিন অবধি, এণ্টোনিয় যখন সেই স্থলে কর্ম করিতে যাইত, সেই সময়ে, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইত।

এক দিন, কর্ম করিতে করিতে এণ্টোনিয় ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া রজরকে কহিল, সখে! বোধ হয়, এত দিনের পর আমাদের দুঃখের অবসান হইল। রজর কহিল, কি রূপে। এণ্টোনিয় কহিল, ঐ দেখ, একখান জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে ; উহা এখান হইতে দুই তিন ক্রোশের অধিক নহে ; এস, আমরা এই পর্বতের উপরি ভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়ি, এবং সাঁতারিয়া গিয়া ঐ জাহাজে উঠি। যদি এই চেষ্টায় কৃতকার্য না হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা এ রূপে দাসত্ব করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, রজর কহিল যদি তুমি এ রূপে আপনার পরিত্রাণ করিতে পার, আমি তাহাতে আহ্লাদিত আছি। তবে তোমার সহিত আমার যে প্রণয় জন্মিয়াছে, কলেবরে প্রাণসঞ্চার থাকিতে, সে প্রণয়ের অপনয়ন হইবেক না ;

সুতরাং তোমার বিরহে আমায় আরও অধিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবেক। সে যাহা হউক, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি নিরাপদে, এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে যাইতে পার, আমার পিতার অন্বেষণ করিও; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি পুত্রশোকে অদ্যাপি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে—

এই পর্যন্ত বলিবামাত্র, এণ্টোনিয় তাহার কথা স্থগিত করিয়া কহিল, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমায় এই অবস্থায় রাখিয়া, একাকী এখান হইতে যাইব। তাহা কখনই হইবেক না; তোমায় আমায় অভেদশরীর; হয় দুই জনেই নিস্তার পাইব, নয় দুই জনেই প্রাণত্যাগ করিব।

এণ্টোনিয়ের কথা শুনিয়া, রজর কহিল, সখে! তুমি যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, আমি সন্তরণ জানি না, কি রূপে তোমার সঙ্গে এই দুস্তর সলিলরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজে যাইব। এণ্টোনিয় কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, তুমি আমার কটিবন্ধ ধরিয়া থাকিবে, আমার শরীরে প্রভূত সামর্থ্য ও সন্তরণে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, আমি অনায়াসে তোমায় লইয়া জাহাজ পর্যন্ত যাইতে পারিব। রজর কহিল, এণ্টোনিয়, ও কল্পনায় কোন ফলোদয় হইবে না; হয় আমি, ভয়ে অভিভূত হইয়া, তোমার কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিব, নয় টানাটানি করিয়া তোমাকেও জলমগ্ন করিব। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই। বলিতে কি, তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা শুন, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, এস তোমায় শেষ আলিঙ্গন করি।

এই বলিয়া, রজর অশ্রুপূর্ণ লোচনে এণ্টোনিয়কে আলিঙ্গন করিল। তখন এণ্টোনিয় কহিল, বয়স্য! রোদন করিতেছ কেন, এ অশ্রুবিসর্জনের সময় নয়। উপায়চিন্তনে বিরত, অথবা উপস্থিত উপায়ের অবলম্বনে বিমুখ, হইয়া অশ্রুবিসর্জন করা নারীর কর্ম, এরূপ আচরণ করা পুরুষের ধর্ম নহে। অতএব, সাহস অবলম্বন কর, আর বাধা দিও না। যদি আর বিলম্ব কর, উভয়েই মারা পড়িব; পরে আর এরূপ সুযোগ ঘটিবে না। আমি তোমায় শেষ কথা বলিতেছি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, আমি এই মুহূর্তে তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

এণ্টোনিয়, এই কথা বলিয়া, স্বীয় প্রিয় বয়স্যের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া সমুদ্রে ফেলিল, এবং স্বয়ং তাহার অনুবর্তী হইল। রজর, সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়াছিল; কিন্তু, এণ্টোনিয় তাহাকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়া, অনেক কষ্টে স্বীয়কটিবন্ধধারণে সম্মত করিল; এবং পাছে রজর কটিবন্ধ ছাড়িয়া দেয়, এই আশঙ্কায় বারংবার তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া

বিলক্ষণ বলপূর্বক সন্তরণ করিয়া চলিল। এই সময়ে এণ্টোনিয় যাদৃশ উৎকণ্ঠা সহকারে রজরের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল, বোধ করি, জননীও পুত্রের বিপৎকালে, তাদৃশ উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন না।

যাহারা জাহাজে ছিল, তাহারা দুই জনের গিরিশিখর হইতে সমুদ্রপতন অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু, কি উদ্দেশে উহারা এরূপ অসংসাহসিকের কর্ম করিল, তাহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা নানা বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একখান নৌকা উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদের উপর দাসবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহারা উহাদের দুই জনকে, এই রূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ধরিবার নিমিত্ত ঐ নৌকা লইয়া আসিতেছিল। রজর সর্বাগ্রে ঐ নৌকা দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, উহা কেবল তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছে; আর ইহাও বুঝিতে পারিল, এণ্টোনিয়, বহু ক্ষণ বলপূর্বক সন্তরণ করিয়া, ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তখন সে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিল, বয়স্য এণ্টোনিয়, একখান নৌকা আমাদের অনুসরণ করিতেছে; তুমি একাকী হইলে, ঐ নৌকা আমাদিগকে ধরিবার পূর্বে, অনায়াসে জাহাজে পঁহুছিতে পার; আমি কেবল তোমার গতিপ্রতিরোধ করিতেছি; তুমি, আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় দেখ, নতুবা দুই জনেই ধৃত ও পুনরায় তীরে নীত হইব।

এই বলিয়া, রজর এণ্টোনিয়ের কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিল, ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। অকৃত্রিম প্রণয়ের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! এণ্টোনিয়, রজরকে কটিবন্ধপরিত্যাগ-পূর্বক জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ জলে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই অলক্ষিত হইয়া রহিল।

নৌকার লোকেরা উহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কোন্ দিকে যাইতে হইবেক স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল; জাহাজের লোকেরাও, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ও অবিচলিত নয়নে, এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। তাহারা, দুইজনকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, উহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত, একখান বোট খুলিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ, চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া, বোটের লোকেরা দেখিতে পাইল, এণ্টোনিয়, এক হস্তে রজরকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া আছে, অপর হস্ত দ্বারা বোটের নিকট আসিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নাবিকেরা তদ্দর্শনে, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া, যৎপরোনাস্তি বলপূর্বক ক্ষেপণীচালন করিয়া, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে বোটে উঠাইয়া লইল।

এই সময়ে, এণ্টোনিয় এরূপ নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে, উভয়ে নিঃসন্দেহ জলমগ্ন হইত। তোমরা আমার বন্ধুকে রক্ষা কর, এইমাত্র বলিয়া, সে অচেতন হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

রজর বোটে উঠাইবার সময় অচেতন ছিল, সে কিয়ৎক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, এবং এন্টোনিয়কে মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত পতিত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইল, হায় কি সর্বনাশ হইল বলিয়া, এন্টোনিয়ের অচেতন কলেবর আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিল, এবং নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, আকুল বচনে কহিতে লাগিল, বয়স্য, আমিই তোমার প্রাণবধ করিলাম, তুমি যে আমার দাসত্বমোচন ও প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছিলে, আমা হইতে তাহার এই পুরস্কার পাইলে। আমি অতি নৃশংস ও নরাধম, নতুবা এখন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন ; তোমার প্রাণবিয়োগ দেখিয়া কি আমায় প্রাণধারণ করিতে হয় ; তোমায় হারাইয়া আমি প্রাণধারণের কোন ফলোদয় দেখিতেছি না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সে সহসা দণ্ডায়মান হইল, এবং যদি নাবিকেরা বলপূর্বক নিবারণ না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিত। নাবিকেরা নিবারণ করাতে, সে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, কেন তোমরা আমায় নিবারণ করিতেছ, আমি এরূপ বন্ধুর বিরহে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিব না ; আমার জন্যেই উঁহার প্রাণনাশ হইয়াছে। এই বলিয়া, সে এন্টোনিয়ের শরীরের উপর পতিত হইয়া কহিতে লাগিল, এন্টোনিয়! আমি অবশ্যই তোমার অনুগামী হইব, কেহই আমায় নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেক না। হে নাবিকগণ, তোমাদিগকে, ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা আমায় আর নিবারণ করিও না, আমায় প্রাণাধিক বন্ধুর অনুগামী হইতে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে, কিয়ৎক্ষণ পরে, এন্টোনিয় এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে রজর, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমার বন্ধু জীবিত আছেন আমার বন্ধু জীবিত আছেন ; জগদীশ্বরের কৃপায় এখন উঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই। নাবিকেরা, তাহার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, এন্টোনিয় স্বীয় প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, রজর! আমি যে তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রজর, এন্টোনিয়ের চেতনাসঞ্চার, ও নয়নোন্মীলন দর্শনে এবং অমৃতায়মান বাক্যশ্রবণে, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বোট জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজস্থিত লোকেরা, নাবিকদিগের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঐ জাহাজ মালাগা প্রদেশে যাইতেছিল ; তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দুই বন্ধুকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিল। তাহারা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক, তাহাদের দয়া ও সৌজন্যের নিমিত্ত অশেষবিধ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট বিদায় লইল। এই ঘটনা দ্বারা দুই বন্ধুর চিরবর্ধিত অকৃত্রিম প্রণয় সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইল। অতঃপর উভয়কে পৃথক্ পৃথক স্থানে যাইতে হইবেক, সুতরাং পরস্পর বিচ্ছেদ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। কি রূপে এরূপ বন্ধুর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিব, এই ভাবনায় উভয়ে নিতান্ত অস্থির হইল; অবশেষে, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে প্রণয়রসপূর্ণ সম্ভাষণ ও বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব জন্মভূমি, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

## পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা

পূর্ব কালে, গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে, লিয়নিডাস নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার খিলোনিস নামে সর্বগুণসম্পন্না তনয়া ছিল। ঐ নগরে ক্লিয়ম্ব্রোটসনামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লিয়নিডাস তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এই কন্যা পিতা ও পতি উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন যে, আবশ্যক হইলে তাঁহাদের জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; এবং তাঁহারাও উভয়ে তাঁহার রমণীয়গুণগ্রামদর্শনে, সাতিশয় প্রীত ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ক্লিয়ম্ব্রোটস, শ্বশুরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষে, চক্রান্ত করিলেন। লিয়নিডাস, চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, এবং জামাতার অভিসন্ধি কত দূর পর্যন্ত তাহার নিশ্চিত সংবাদ জানিতে না পারিয়া, প্রাণবিনাশশঙ্কায় এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পূর্বকালীন গ্রীকদিগের এই রীতি ছিল, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিত, সে উৎকট অপরাধ করিলেও, যত ক্ষণ দেবালয়ের সীমার মধ্যে থাকিত, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না।

খিলোনিস, পিতার এই অতর্কিত বিপৎপাতের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং পতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, কেন তুমি এরূপ অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; ইহাতে অধর্ম, অপযশ ও পরিণামে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব, ক্ষান্ত হও, এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর; যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, আমি তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব; আমি জীবিত থাকিয়া, পিতার দুরবস্থা দর্শন করিতে পারিব না।

এই বলিয়া, পতির চরণে পতিত হইয়া, খিলোনিস অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ক্লিয়ম্ব্রোটস, দুরাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যবশতঃ, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, কহিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ; তুমি আমার প্রেয়সী, আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, এ বিষয়ে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। তুমি স্ত্রীজাতি, রাজনীতির মর্ম কি বুঝিবে; এরূপ বিষয়ে তোমার হস্তার্পণ করা উচিত নহে। খিলোনিস, এইরূপে হতাদর হইয়া, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পিতার নিমিত্ত নিতান্ত

আকুলচিত্ত হইয়া, স্বামিসহবাসসুখে বিসর্জন দিয়া, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সেই অবস্থায় পিতাকে যতদূর সুখে ও সচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায় তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তদীয় সন্নিধান, পরিচর্যা ও সান্ত্বনাবাদ দ্বারা লিয়নিডাসের দুঃখ ও শোকের অনেক লাঘব বোধ হইয়াছিল।

কিয়ৎ দিন পরে, লিয়নিডাসের অবস্থার পরিবর্ত হইল। তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তদ্দর্শনে খিলোনিস, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, পতিগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পতির অগোচরে ও অসম্মতিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট যে অপরাধিনী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। তিনি, তদীয় বিনয় ও আত্মীয়বর্গের অনুরোধের বশীভূত হইয়া, অবশেষে তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন।

জামাতা যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লিয়নিডাস তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি বৈরনির্যাতনে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ক্লিয়ম্ব্রোটসকে প্রাণবিনাশশঙ্কায় দেবালয়ের আশ্রয় লইতে হইল। তদ্দর্শনে খিলোনিস শোকাকুল হইয়া, দুই শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে লইয়া, পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সমদুঃখভাগিনী হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, লিয়নিডাস, কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে স্বামীর পার্শ্বদেশে আসীন হইয়া, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন, দুটি শিশু সন্তান, জননীর বিষাদ ও রোদন দর্শনে, নিতান্ত আকুল হইয়া, বিরস বদনে ও নিস্পন্দ নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

যতগুলি লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল; অনেকেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; এবং সকলেই রাজকন্যার পতিপরায়ণতাগুণের একশেষদর্শনে মোহিত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; লিয়নিডাস জামাতাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি যে তোরে কন্যা দান করিয়াছিলাম, তাহাতেই শ্লাঘা জ্ঞান করিয়া তোর চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তুই এমনই দুরাশয় যে, দুর্বুদ্ধির অধীন হইয়া আমার নির্বাসনে ও রাজ্যাপহরণে উদ্যত হইয়াছিলি। এক্ষণে তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

ক্লিয়ম্ব্রোটস বাস্তবিক অপরাধী, শ্বশুরের তিরস্কারবাক্যশ্রবণে, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, লিয়নিডাস, স্বীয় তনয়াকে সম্বোধন ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার আবাসে চল, এ নরাধমের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ, পরিতাপ ও ক্লেশভোগ করিতেছ কেন। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত! আপনি

আমায় যে শোকে আকুল দেখিতেছেন, আমার স্বামীর দুরবস্থাই তাহার আদি কারণ নহে ; ইতিপূর্বে আপনকার যে বিপদ ঘটিয়াছিল, সেই অবধি উহার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই অবধি এ পর্যন্ত আমার সহচর হইয়া রহিয়াছে। আপনি বিপক্ষ জয় করিয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে মহোৎসবের এক প্রধান কারণ বটে ; কিন্তু, আপনি আমায় যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার সহচরী হইয়া আমায় যাবজ্জীবন কালহরণ করিতে হইবেক, যখন সে ব্যক্তি আপনকার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, এবং অবশেষে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবেক তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি কি রূপে উৎসবে কালহরণ করিতে পারি ; যদি আমার প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে এবং আমারে চিরদুঃখিনী করা অভিপ্রেত না হয়, কৃপা করিয়া উঁহার অপরাধ মার্জনা করুন।

কন্যার এই প্রার্থনা শুনিয়া, লিয়নিডাস কহিলেন, বৎসে ! আমি তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, এবং তোমার অনুরোধে সকল কর্ম করিতে পারি ; কিন্তু, এই দুরাত্মা আমার যেরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখন উহার উপর অক্রোধ হইতে পারিব না ; বোধ হয়, উহার শোণিত দর্শন না করিলে, আমার কোপশান্তি হইবেক না। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত ! আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি জীবিত থাকিয়া কখনই উঁহার প্রাণদণ্ড অবলোকন করিতে পারিব না ; যখন উঁহার প্রাণবধ অবধারিত জানিতে পারিব, তখন অগ্রে আমি আত্মঘাতিনী হইব। যাহা হউক, যখন উনি আপনকার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি উঁহারে অতিশয় দুরাচার ও অধার্মিক বোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, এখন আমি উঁহারে আর সেরূপ বোধ করিতেছি না ; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, রাজ্যভোগ মানুষের এত প্রার্থনীয় বিষয় যে, তাহার জন্যে ধর্মাধর্মবোধ ন্যায় অন্যায় বিচার ও হিতাহিতবিবেচনা থাকে না। আপনি যে রাজ্যভোগের নিমিত্ত তনয়াকে অনাথা ও চিরদুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উনিও, সেই রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া তাদৃশ অসদাচরণে দূষিত হইয়াছিলেন।

এই বলিয়া খিলোনিস, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত ! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত হতভাগা ও পাপীয়সী ভূমণ্ডলে আর নাই ; পিতা ও পতির নিকট যেরূপ অবমানিত হইলাম, তাহাতে আর আমার প্রাণধারণে কোন ফল নাই ; পিতা ও পতি উভয়েই যাহার পক্ষে সমান বিগুণ, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা ; এই দণ্ডে আমার প্রাণত্যাগ হইলে সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। এই বলিয়া, স্বামীর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া, খিলোনিস অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লিয়নিডাস পূর্বাপর সমুদয় শ্রবণ ও অবলোকন পূর্বক, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, সন্নিহিত আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া

ক্লিয়ম্ব্রোটসকে কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি কেবল কন্যার অনুরোধে তোর প্রাণবধে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু, তোরে আমার অধিকারে থাকিতে দিব না; আমি আদেশ দিতেছি, তুই এই দণ্ডে স্পার্টা হইতে প্রস্থান কর। অনন্তর, তিনি তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি কেবল তোমার অনুরোধে এই নরাধমের প্রাণবধ করিলাম না; এক্ষণে, শোকপরিত্যাগ করিয়া, আমার সঙ্গে আবাসে আইস, তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না। এ বিষয়ে আমি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে তোমার আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে।

লিয়নিডাসের অনুরোধ ফলদায়ক হইল না। ক্লিয়ম্ব্রোটস উত্থিত ও দণ্ডায়মান হইলে, খিলোনিস জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কনিষ্ঠটিকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, পিতার চরণবন্দনাপূর্বক পতিসমভিব্যাহারে নির্বাসনে প্রস্থান করিলেন।

## পুরুষজাতির নৃশংসতা

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে, তামস ইঙ্কল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান; যাহাতে সে উপার্জনে ও লাভালাভপরিদর্শনে সম্যক্ সমর্থ হয়, তাহার পিতা তাহাকে বিলক্ষণ রূপে তদুপযোগিনী শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঙ্কলের পিতা যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি সে, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, অধিকতর উপার্জন মানসে, বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে, আমেরিকা যাত্রা করিল। ইঙ্কল যে অর্ণবপোতে যাইতেছিল, খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে তৎসংগ্রহার্থে, উহা আমেরিকার এক স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল। অর্ণবপোতস্থিত অনেকেই তীরে অবতীর্ণ হইল, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে, ইঙ্কলপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, অপরিজ্ঞাত রূপে, অনেক দূর পর্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ইতিপূর্বে ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য উহারা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া ছিল, সুযোগ পাইলে বৈরসাধনের ত্রুটি করিত না। কতিপয় ইয়ুরোপীয়কে তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, উহারা অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, একমাত্র ইঙ্কল, পলাইয়া, অলক্ষিত রূপে, সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিল। প্রাণভয়ে দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া, সে অরণ্যের অতি নিবিড় অংশে উপস্থিত হইল। ভয়ে ও শ্রমে সে নিতান্ত নির্বীর্য হইয়াছিল, এক গণ্ড শৈলের নিকটে গিয়া, আর চলিতে না পারিয়া, ভূতলে পতিত হইল।

এই সময়ে, ঐ প্রদেশের অধিপতির কন্যা, ইয়ারিকোনাম্নী কামিনী, যদৃচ্ছাক্রমে, সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সে সহসা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, এক

ইয়ুরোপীয়কে মৃতকল্প পতিত দেখিয়া, প্রথমতঃ চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু, তদীয় আকার দর্শনে বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি, বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র ও স্নেহপরিপূর্ণ। ইঙ্কলের এই অবস্থা দর্শনে, ইয়ারিকোর অন্তঃকরণে স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইল। ইয়ারিকো, সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা অভয়প্রদান করিয়া, ইঙ্কলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল, সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, স্বল্পসময়মধ্যে সুস্বাদ ফল মূল সংগ্রহ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল, এবং পানার্থে এক নির্মল নির্ঝর দেখাইয়া দিল। এই রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি হইলে, ইঙ্কলের শরীরে বলাধান হইল; তখন সে সঙ্কেত দ্বারা সেই কামিনীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, ইয়ারিকো তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং একখানি সুদৃশ্য পশুচর্ম আনিয়া, তাহার শয়নার্থে প্রদান করিল। সে দিবস সায়ংকাল পর্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, তাহাকে সঙ্কেত দ্বারা অভয়প্রদানপূর্বক, ঐ নিভৃত স্থানে রাত্রিযাপন করিতে কহিয়া, ইয়ারিকো স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিলে, ইঙ্কল একাকী সেই গুহাগৃহে রজনী যাপন করিল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, ইয়ারিকো ইঙ্কলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অরণ্য হইতে নানাবিধ সুরস ফল মূল আহরণ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল। তাহার আহার সমাপ্ত হইলে, ইয়ারিকো তদীয় সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল। ইঙ্কল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ; কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত নয়নে তাহার রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া, ইয়ারিকো তদীয় হস্তগ্রহণপূর্বক আপনার হস্তের সহিত তুলনা করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থলের বসনোদ্ঘাটন করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে চিবুক ধারণ করিয়া মুখ নাসিকা নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিতান্ত ইচ্ছা, তাহার সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু পরস্পরের ভাষার বিজাতীয় বিভিন্নতাপ্রযুক্ত, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে ইঙ্কলের উপর ঐ কামিনীর অত্যন্ত স্নেহ ও অনুরাগ জন্মিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে উভয়েই উভয়ের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে লাগিল। এক দিন, উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে, ইঙ্কল পরিণয়প্রস্তাব করিল। ইয়ারিকো সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, উভয়ে ধর্ম সাক্ষী করিয়া, পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল, এবং পরস্পর নিরতিশয় প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। ইয়ারিকো, প্রায় সমস্ত দিন, তাহার নিকটে থাকিয়া, তদীয় আহারাদি সমবধান করিয়া দিত, এবং ঐরূপ অবস্থায় সে যত দূর সুখে, সচ্ছন্দে ও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত।

এই ভাবে কতিপয় মাস অতীত হইলে, এক দিন ইঙ্কল কহিল, দেখ, এ অবস্থায় কালযাপন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, প্রাণভয়ে আমায় সদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, আর তুমিও আমার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক; যদি তোমার মত হয়,

সুযোগক্রমে এখান হইতে প্রস্থান করি। যে স্থলে আমার স্বদেশীয়েরা আছেন, তথায় গেলে সকল কষ্ট ও সকল শঙ্কার নিবারণ হইয়া যায়। তুমি, অসময়ে আশ্রয় দিয়া, যেমন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এবং এতাবৎ কাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখসচ্ছন্দে রাখিয়াছ, আমিও, আপন আয়ত্ত স্থানে, তোমায় তেমনই সুখে ও সচ্ছন্দে রাখিব; তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক, আমার সমভিব্যাহারে গেলে, তুমি যাবজ্জীবন নিরতিশয় সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে পারিবে। তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না। ইয়ারিকো এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, ইঙ্কল কহিল, অতঃপর তুমি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যাইবে, এবং ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইলে, আমায় সংবাদ দিবে।

একদিন ইয়ারিকো, ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইয়া, ইঙ্কলকে সংবাদ দিলে, সে, তৎসমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইল এবং সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল। একজন ইয়ুরোপীয়কে একাকী দেখিয়া, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ এক বোট পাঠাইয়া দিল। ইঙ্কল ও ইয়ারিকো, সেই বোটে আরোহণ করিয়া, অর্ণবপোতে গমন করিল। ঐ পোতে কতিপয় ইয়ুরোপীয় কামিনী ছিলেন; ইয়ারিকো, তাঁহাদের পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, প্রিয়তমের আবাসে উপস্থিত হইলে, আমারও এইরূপ পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য হইবেক। আমি অসভ্য জাতির কন্যা, সভ্যজাতীয়ের সহধর্মিণী হইয়া, অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ আমার ভাগ্যে ঘটিবেক, ইহা আমি, একদিন, এক ক্ষণের জন্যে, মনে ভাবি নাই।

ঐ অর্ণবপোত বারবেডোনামক স্থানে যাইতেছিল। ঐ প্রদেশ দাসদাসীবিক্রয়ের এক প্রধান স্থান। যে সকল ইয়ুরোপীয়েরা তথায় কৃষিব্যবসায় করিত, তাহাদের, তৎসংক্রান্তকর্মনির্বাহার্থে, কর্মকরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত; এজন্য ইয়ুরোপীয়েরা বলপূর্বক আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে অর্ণবপোতে উঠাইয়া লইত, এবং আমেরিকার কৃষিব্যবসায়ী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত। সুতরাং, তত্তৎ প্রদেশে অর্ণবপোত উপস্থিত হইলেই, ক্রেতৃগণ দাসক্রয়ার্থে আসিত। এই সময়ে দাসদাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল; এজন্য, ঐ জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র ক্রেতৃগণ নৌকায় করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ জাহাজে বিক্রয়োপযোগী দাসদাসী ছিল না; সুতরাং, তাহারা নিতান্ত হতাশ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, ইয়ারিকোকে দেখিতে পাইয়া, এক ব্যক্তি, তাহাকে ইঙ্কলের সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিকটে ক্রয়প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল অসম্মতিপ্রদর্শন করিলে, পূর্বপ্রস্তাবিত ন্যূন মূল্যই অসম্মতির কারণ, এই বিবেচনা করিয়া, সে এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল, কোন ক্রমেই, বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। পরে সে, বাসস্থান স্থির করিয়া, ইয়ারিকোকে লইয়া, তথায় গমন করিল।

ইঙ্কলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক উপার্জনের মানসেই, সে আমেরিকায় গমন করে। কিন্তু, দৈবঘটনায়, এ পর্যন্ত উপার্জন দূরে থাকুক, প্রাণান্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। যত দিন অরণ্যে ইয়ারিকোর আশ্রয়ে ছিল, বাঁচিয়া স্বদেশীয় সমাজে আসিতে পারে কি না, তাহারই নিশ্চয় ছিল না; সুতরাং তৎকালে লাভালাভের ভাবনা, এক বারও, তাহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, সে সকল শঙ্কা এক বারে দূরীভূত হওয়াতে, সে অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিল, যদি আমি, বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া, যথাকালে এই স্থানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে, এত দিন আমার কত লাভ হইত। এখন কি উপায়ে অপচয়পূরণ করিব, এই চিন্তাই বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। আপাততঃ ক্ষতিপূরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক দিন সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ইয়ারিকোর সহবাস না ঘটিত, তাহা হইলে আমি কোন ক্রমে সে অরণ্যে এত দিন থাকিতাম না, অবশ্যই সুযোগ করিয়া, অনেক পূর্বে, এখানে আসিয়া, উপার্জন করিতে পারিতাম। বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যেই আমার এত ক্ষতি হইয়াছে। সে দিবস, এক ব্যক্তি উহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল; এক্ষণে দাসদাসীর যেরূপ আবশ্যকতা দেখিতেছি, বোধ করি, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব; তাহা হইলে, আপাততঃ অনেক ক্ষতি পূরণ হইবেক।

এই স্থির করিয়া, সমধিক মূল্য পাইয়া, ইঙ্কল তত্রত্য এক দাসবণিকের নিকট ইয়ারিকোকে বিক্রয় করিল। ইয়ারিকো, এই সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইঙ্কল তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে, তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর; এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়; কাতর বচনে গদগদস্বরে লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ পূর্ববৎ অবিকৃতই রহিল; বরং গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া, সে, দাসক্রয়বিক্রয়ের নিয়মানুসারে, ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

## মহানুভাবতা

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র (১) প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কিন্তু, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তেই সচরাচর শাসনকার্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন, এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধনপক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন,

১। যেখানে রাজা নাই, সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে রাজশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যনির্বাহ হয়, তাহাকে সর্বতন্ত্র বলে। সর্ব—সাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

সর্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না ; এজন্য, উভয় পক্ষের মধ্যে সর্বদা বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই, সুযোগ পাইলে, পরস্পর অহিতচিন্তনে ও অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসন-কার্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারাই জেনোয়াসমাজের রাজশাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সর্বপ্রধানের নাম য়ুবর্টো। তিনি অতি দীনের সন্তান কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক, বিলক্ষণ সম্পন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

কিছু দিন পরে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সাধারণ লোকদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদের হস্তে সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে আর তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পর্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য, তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন ; সর্বপ্রধান য়ুবর্টোকে, সর্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া, অবরুদ্ধ করাইলেন, এবং তদীয় সর্বস্ব হরণ করিয়া, সর্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্বাসনের আদেশপ্রদান করিলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত য়ুবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্তপক্ষীয় এডর্ণোনামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি বিচারাসন হইতে গর্বিত বাক্যে য়ুবর্টোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ নরাধম ! তুই অতি নীচের সন্তান ; কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া, তোর এত আস্পর্ধা বাড়িয়াছিল যে তুই, আপন পূর্বতন অবস্থা বিস্মরণপূর্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি। কিন্তু, তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন ; তোর যেমন অপরাধ তদুপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া, তোরে কেবল পূর্বতন অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্বাসিত করিলাম।

এইরূপ গর্বিত ভৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, য়ুবর্টো কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না ; বিচারকের আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন, কিন্তু এডর্ণোকে এইমাত্র কহিলেন, আপনি আমার প্রতি যে সকল পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিলেন, হয় ত ইহার নিমিত্ত আপনাকে উত্তর কালে অনুতাপ করিতে হইবেক। অনন্তর, তিনি নেপল্স্ প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক তাঁহার নিকট ঋণী ছিল ; তাহারা, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিল। এই রূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বনপূর্বক, পুনর্বার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনের মধ্যে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্যের অনুরোধে, য়ুবর্টো সর্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস নগর মুসলমানদের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী ; তৎকালে উহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া

আনিত, এবং তাহাদিগকে দাস ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্মে নিযুক্ত রাখিত। একদা য়ুবর্টো, এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয় দাস পথের ধারে মাটি কাটিতেছে; তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ; তদীয় আকার প্রকার দেখিয়া, ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল; যে কষ্টসাধ্য কর্মে নিযুক্ত আছে, সে কোন ক্রমেই তাহা করিতে পারিতেছে না; এক একবার কর্ম করিতেছে, এক একবার বিরত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে, য়ুবর্টোর অন্তঃকরণে সাতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বদেশীয়ভাষাশ্রবণে স্বদেশীয়জ্ঞানে, তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল এবং শোকাকুলবচনে আপন দুরবস্থার কীর্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সে কহিল, আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্বাসিত বণিক্ চকিত হইয়া উঠিলেন, তৎকালে ভাবগোপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, যে ব্যক্তি এডর্ণোর পুত্রকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় আলয়ে গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন। তিনি কহিলেন, আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান্ লোকের সন্তান, এজন্য আমি পাঁচসহস্র টাকার ন্যূনে উহাকে ছাড়িয়া দিব না। য়ুবর্টো, তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা দিয়া, সেই যুবকের দাসত্বমোচন করিলেন।

এই রূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি আন্তরিক পরিতোষলাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অহে যুবক! তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয়শৃঙ্খল-মোচনপূর্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে, চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল, এবং সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না। কিন্তু যখন য়ুবর্টো, আপন আবাসে লইয়া গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, য়ুবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য ও অলোক-সামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছু দিন পরেই, এক জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, য়ুবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থানকালে, তিনি

তাহাকে, পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিয়া, কহিলেন, বৎস! তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন মতে ইচ্ছা হইতেছে না; তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে আমি তোমায় তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি, নতুবা আমি তোমায় অন্ততঃ আর কিছু দিন আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, জনক জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্ধন কর। এই বলিয়া. একখানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, য়ুবার্টো কহিলেন, এই পত্রখানি তোমার পিতাকে দিবে।

সেই যুবক তদীয় স্নেহ, সদাশয়তা ও অমায়িকতার আতিশয্যদর্শনে, মুগ্ধ হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখন কাহার প্রতি সেরূপ করে না; আপনকার স্নেহ ও দয়া যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবেক, আমি এক দিন এক মুহূর্তের নিমিত্তে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না; প্রার্থনা এই, আপনি যেন এ চিরক্রীত অধীনকে বিস্মৃত না হন। এই বলিয়া, সে, অকৃত্রিম ভক্তিপ্রদর্শনপূর্বক, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। য়ুবর্টো, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন; যুবক অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোন উদ্দেশ না পাইয়া, স্থির করিয়াছিলেন, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার পুনর্দর্শন-বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই যুবক সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং উভয়েই, এক কালে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; তিন জনেই কিয়ৎক্ষণ জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি এত দিন কি রূপে কোথায় ছিলে, বল। তখন সেই যুবক, যেরূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্ণো বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন, কোন্ মহানুভাব, তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল। সে কহিল, এই পত্র পাঠ করিলে সকল অবগত হইতে পারিবেন।

এডর্ণো, ব্যস্ত হইয়া, সেই পত্রের উদ্ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম এই, আপনি যে পাপিষ্ঠ নীচের সন্তানকে, যৎপরোনাস্তি গর্বিত বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া, সর্বস্ব হরণ পূর্বক, নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই নরাধম আপনকার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া এডর্ণো, পূর্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও য়ুবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন, এ উভয়ের তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি

ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া য়ুবর্টোর স্নেহ, দয়া ও সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া, এডর্ণো সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করিয়া, য়ুবর্টোকে পত্র লিখিলেন, আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন; আপনি যে কেমন মহানুভাব ব্যক্তি, তাহা আমি এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা এই, আপনি আমার পূর্বাপরাধ মার্জনা করিয়া, আমায় বন্ধু বলিয়া গণনা করিবেন। আপনকার পক্ষে যে নির্বাসনের আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়াছে; এক্ষণে, আপনি অনায়াসে জেনোয়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্প দিনের মধ্যেই য়ুবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সর্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

## অপত্যস্নেহের একশেষ

আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলিনামক জনপদে সান্‌ফরনাণ্ডো নামে এক নগর আছে। ষাটি বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায় স্পেনদেশীয় মিসনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহোদয়ের এই ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশু সন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া, দাসের ন্যায়, সজাতীয়বর্গের পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।

একদা, তিনি ঐ উদ্দেশে জলপথে প্রস্থান করিলেন; এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, নৌকাবন্ধনের আদেশ দিলেন; ভৃত্যদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া, শিশুসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই নৌকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদীয় ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে এক কুটীর দেখিতে পাইল। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনাদর্শনে, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, দেখিল, এক নারী আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুটি শিশু সন্তান সমীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ নারী দর্শনমাত্র, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সন্তানদ্বিতয় লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রধারী মিসনরিভৃত্যেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। একে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, তাহাতে আবার ক্রোড়ে দুই সন্তান, সুতরাং পলায়ন দ্বারা সেই অনুসরণকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। সে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই ধৃত ও সন্তানদ্বয়সমভিব্যাহারে বলপূর্বক নদীতীরে নীত হইল। মিসনরি মহোদয়, নৌকায় অবস্থিত হইয়া, উৎসুক চিত্তে স্বীয় ভৃত্যদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে

শিশুদ্বয়সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া, প্রীত মনে ও প্রফুল্ল বদনে প্রশংসাবাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই স্ত্রীর স্বামী ও দুই তিনটি অধিকবয়স্ক সন্তান মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিল; তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এবং, হয় ত, আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে না, এই শোকে কাতর হইয়া, সে আর্তনাদ, রোদন ও নৌকারোহণে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে, মিসনরি মহোদয় স্বীয় ভৃত্যদিগকে এই আদেশ দিলেন, উহারে বলপূর্বক নৌকায় আরোহণ করাও। তদনুসারে, তাহারা বলপ্রদর্শন আরম্ভ করিলে, ঐ স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, বাধাদানে বিরত হইল। যদি সে অতঃপরও নৌকারোহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ, উহার প্রাণবধ করিয়া, দুই শিশুকে নৌকায় লইয়া যাইত।

অবশেষে, সেই হতভাগা নারী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত ও মিসনরির আশ্রমে নীত হইল। স্থলপথে গেলে অনায়াসে পথ চিনিতে পারা যায়, সুতরাং সে পলাইয়া পুনরায় আপন আলয়ে আসিতে পারে, এই আশঙ্কায়, মিসনরি মহোদয় উহাদিগকে জলপথে লইয়া গেলেন। স্বামী ও অবশিষ্ট সন্তানদিগের অদর্শনে, সেই স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে অতি প্রবল শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সে, আহার নিদ্রা পরিহারপূর্বক, উন্মত্তার ন্যায় কালক্ষেপ করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে, দুই সন্তান লইয়া, আপন আবাস উদ্দেশে পলায়ন করিতে লাগিল; সতর্ক মিসনরিভৃত্যেরাও, প্রতিবারেই তাহাকে ধরিয়া আশ্রমে আনিতে লাগিল।

অবশেষে, মিসনরি মহোদয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদীয় আদেশক্রমে, তাঁহার ভৃত্যেরা এক দিন ঐ স্ত্রীলোককে নিতান্ত নির্দয় প্রহার করিল। অনন্তর, তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, উহার পুত্রেরা এখানে থাকুক, উহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠান যাউক। তদনুসারে, সে একাকিনী আতাবাপো নদীর তীরবর্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত হইল। মিসনরিভৃত্যেরা, হস্তবন্ধনপূর্বক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, তাহাকে ঐ আশ্রমে লইয়া চলিল। সে, আমায় কি অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিল, অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে; অত্যন্ত দূরবর্তী হইলে, আর আমি আবাসে আসিতে, এবং পতিদর্শন ও পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিতে, পাইব না; সেই জন্যই ইহারা আমায় এরূপে স্থানান্তরিত করিতেছে।

এই সমস্ত ভাবিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া, ঐ স্ত্রীলোক, অকস্মাৎ আবির্ভূত প্রভূত বল সহকারে, হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক, ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণ করিয়া নদীর অপর পারে চলিল। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ, অনেক দূর ভাসিয়া গিয়া, সে তীরবর্তী গণ্ডশৈলের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। ঐ গণ্ডশৈল, এই ঘটনা প্রযুক্ত, অদ্যাপি মাতৃশৈল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, অরণ্যপ্রবেশপূর্বক,

লুকাইয়া রহিল। তদ্দর্শনে নৌকাস্থিত মিসনরি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, ঐ পর্বতের নিকট নৌকা লাগাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৌকা সেই স্থানে লগ্ন হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ভৃত্যেরা, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, দেখিতে পাইল, সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, গণ্ডশৈলের পাদদেশে মৃতবৎ পতিত আছে। তাহারা, তাহাকে উঠাইয়া নৌকায় প্রত্যানয়ন ও যৎপরোনাস্তি প্রহারপূর্বক, তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে লইয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল এবং জাবিতানামকস্থানবাসী মিসনরিদিগের আশ্রমে লইয়া চলিল।

জাবিতায় নীত হইয়া, সেই স্ত্রীলোক এক গৃহে রুদ্ধ রহিল। এই স্থান সানফরনাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট; মধ্যবর্তী প্রদেশ গভীর অরণ্য দ্বারা পরিবৃত; সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিয়া তৎকাল পর্যন্ত তত্রত্য লোকমাত্রের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। কেহ কখন স্থলপথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করিত না। ফলতঃ, যাতায়াতের পক্ষে জলপথ ভিন্ন উপায়ান্তর পরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ, বর্ষাকাল; বর্ষাকালে ঐ প্রদেশে গগনমণ্ডল নিরন্তর নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকে; রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু, সম্মুখে থাকিলেও, লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে, অতিদুঃসাহসিক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, স্থলপথে জাবিতা হইতে সানফরনাণ্ডোপ্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না। কিন্তু, সুতবিরহবিধুরা জননীর পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় নহে। সেই হতভাগা নারী এই চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পুত্রেরা সানফরনাণ্ডোতে রহিল; আমি তাহাদের বিরহে, একাকিনী এখানে থাকিয়া, কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না; তাহারাও, আমার অদর্শনে, শোকাকুল হইয়া, নিঃসন্দেহ, প্রাণত্যাগ করিবেক; অতএব, আমি অবশ্য তাহাদের নিকটে যাইব, এবং যে রূপে পারি, খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের পিতার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি আবাসে আসিয়া, আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কতই বিলাপ ও কতই পরিতাপ করিতেছেন, আমরা অকস্মাৎ কোথায় গেলাম, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ কতই অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং কোনও সন্ধান করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি ও ম্রিয়মাণ হইয়া, যার পর নাই অসুখে ও দুর্ভাবনায় কালহরণ করিতেছেন। পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অহোরাত্র হাহাকার করিতেছে।

সেই স্ত্রীলোকের পলাইবার কোন আশঙ্কা নাই, এই ভাবিয়া, আশ্রমবাসীরা তাহার রক্ষণবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখে নাই; আর প্রহার ও দৃঢ় বন্ধন দ্বারা তাহার হস্তদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, এজন্য আশ্রমের পরিচারকেরা, কর্তৃপক্ষের অগোচরে, তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সে, পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, দন্ত দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক, গৃহ হইতে বহির্গত

হইল, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া, সান্‌ফরনাণ্ডো উদ্দেশে প্রস্থান করিল, এবং চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে কুটীরে তাহার পুত্রদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উহার চতুর্দিকে উন্মত্তার প্রায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই হতভাগা নারী যেরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধান করিয়াছিল, অসাধারণ বলবান্‌ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষেরাও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বর্ষাকালে তাদৃশ দুষ্প্রবেশ দুরতিক্রম হিংস্রজন্তুপরিবৃত অরণ্য অতিক্রম করা কোন ক্রমে সহজ ব্যাপার নহে। প্রহারে ও অনাহারে সে নিতান্ত নির্বীর্য হইয়াছিল; বর্ষার প্রাবল্যনিবন্ধন জলপ্লাবন হওয়াতে, সেই অরণ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে সন্তরণ দ্বারা বহুসংখ্যক নদীও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই চারি দিন কি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলি, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিয়াছিল, অত্যন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তি বোধ হইলে, অন্য কোন আহার না পাইয়া, যে সকল বৃহৎ কাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতাম।

অপত্যস্নেহের অনির্বচনীয় প্রভাব!!!

কিয়ৎক্ষণ পরে, আশ্রমবাসীরা সেই স্ত্রীলোককে প্রত্যাগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাকে আশ্রমের অধ্যক্ষ মিসনরি মহোদয়ের নিকটে লইয়া গেল। তিনি দেখিয়া, অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কি জন্য ও কি রূপে সে তথায় উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিসনরি মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইল না। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অধিকতরদূরবর্তী আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন; মিসনরিভৃত্যদিগের নির্দয় প্রহার ও অরণ্যে কণ্টকাবৃত স্থান অতিক্রম দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার শোষণের নিমিত্তও ঐ পাপীয়সীকে, দুই চারি দিন, সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

অরুনোকোনদীতীরে মিসনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, ঐ হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল; আর, যে পুত্রদিগের স্নেহের বশীভূত হইয়া এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, একবার এক ক্ষণের জন্যে, তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না। এই আশ্রমে নীত হইয়া, সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং একবারেই আহারত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণত্যাগ করিল।

## দয়ালুতা ও ন্যায়পরতা

জর্মনির সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের এই রীতি ছিল, সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাজধানীর উপশল্যে, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। একদা, এক দীন বালক, তাঁহার সৌম্যমূর্তিদর্শনে সাহসী হইয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে

তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া জানিত না, এক জন সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয় আপনি কৃপা করিয়া আমায় কিছু ভিক্ষা দেন। সম্রাট্ অত্যন্ত দয়ার্দ্রস্বভাব, ঐ ব্যাপার দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক! তোমার আকার প্রকার ও প্রার্থনাপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি অতি অল্প দিন ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র, বালক কহিল, মহাশয়! আমি ইহার পূর্বে কখন কাহার নিকট ভিক্ষা করি নাই; আমাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ও বিপদ ঘটিয়াছে। এজন্য আজি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অল্পদিন হইল, আমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; আমাদের কেহ সহায় নাই, এবং নির্বাহের কোন উপায় নাই; আমরা দুই সহোদর. আমি জ্যেষ্ঠ; আমাদের জননী আছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার জননীর চিকিৎসা করিতেছে। বালক কহিল, মহাশয়! তিনি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছেন; চিকিৎসককে দিতে, অথবা চিকিৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিনিতে, পারি, আমাদের এমন সঙ্গতি নাই; সেই জন্যই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

দীন বালকের মুখে দুরবস্থাবর্ণন শ্রবণ করিয়া, সম্রাটের হৃদয়ে প্রভূত কারুণ্যরস উচ্ছলিত হইল। তিনি শোকপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, সেই বালকের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং তাহার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্বক কহিলেন, তুমি সত্বর তোমার জননীর নিমিত্ত চিকিৎসক লইয়া যাও, কোনখানে বিলম্ব করিও না। বালক, মুদ্রালাভে প্রফুল্ল হইয়া, চিকিৎসক আনিবার নিমিত্ত, দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, সম্রাট্, অন্বেষণ করিতে করিতে, সেই বালকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, বালক যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল, তাহাদের দুরবস্থা তদপেক্ষা অনেক অধিক; দেখিলেন, তাহার জননী শয্যাগত আছে; আর, একটি শিশু সন্তান, নিতান্ত অশান্ত হইয়া, তাহার পার্শ্বে রোদন ও উৎপাত করিতেছে। তিনি, তাহার নিকটবর্তী হইয়া, চিকিৎসাব্যবসায়ী বলিয়া, আপন পরিচয় দিলেন, এবং অত্যন্ত সদয় ভাবে, মৃদু বচনে তাহার পীড়ার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদীয় সদয় ভাব অবলোকন ও কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক কহিল, মহাশয়! কয়েক দিবস অবধি আমার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি পীড়া অপেক্ষা দুরবস্থার অধিক অভিভূত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আপনকার নিকটে কি পরিচয় দিব। অল্প দিন হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; যাহা কিছু সংস্থান ছিল, অমুক বণিক্ দেউলিয়া হওয়াতে, সমস্ত লোপ পাইয়াছে; আমার দুটি সন্তান, দুটিই শিশু; উহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় নাই; বিশেষতঃ, আমার উৎকট

রোগ জন্মিয়াছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং ত্বরায় আমার প্রাণত্যাগ হইবেক ; তখন, এই দুই হতভাগ্যের কি দশা ঘটিবেক, সেই ভাবনায় আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি ; বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল, সে আমার চিকিৎসার নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে গিয়াছে।

এই অনাথ পরিবারের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট্ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কহিলেন, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার এ দুরবস্থা অধিক দিন থাকিবেক না, ত্বরায় তোমার রোগশান্তি ও দুঃখশান্তি হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুমি আমায় একখণ্ড কাগজ দাও, তোমার অবস্থানুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছি। অন্য কাগজ ছিল না, এজন্য স্ত্রীলোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পড়িবার পুস্তকের প্রান্তভাগে যে কাগজ ছিল, তাহাই ছিন্ন করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, লিখন সমাপন করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, এবং, আমি যে ব্যবস্থা করিলাম, উহাতেই তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবে, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট বহির্গত হইবার অব্যবহিত পর ক্ষণেই, তাহার পুত্র চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, জননীকে সম্ভাষণ করিয়া, কহিতে লাগিল, মা। তুমি আর ভাবনা করিও না, আমি টাকা পাইয়াছি ও চিকিৎসক আনিয়াছি। পুত্রের আহ্লাদদর্শনে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল ; সে পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল, বৎস! তোমার যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতিশয় মাতৃবৎসল ; জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ করুন। এই বলিয়া, কহিল, আর চিকিৎসক না হইলেও চলিত ; ইতিপূর্বে এক জন আসিয়াছিলেন ; তিনি অত্যন্ত দয়ালু, ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন ; আমায় অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়া, এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

এই কথা শুনিয়া, পুত্রের আনীত চিকিৎসক সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, দেখি। সে কহিল, আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি সচ্ছন্দে দেখুন। তখন তিনি, সেই কাগজ হস্তে লইয়া, সম্রাটের স্বাক্ষরদর্শনে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, আজি তোমার কি সৌভাগ্যের দিন, বলিতে পারি না ; আমার পূর্বে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তিনি অন্যবিধ চিকিৎসক ; তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমার সেরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই ; তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা তোমার যেরূপ উপকার দর্শিবেক, আমার ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই সেইরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিক কি বলিব, আজি অবধি তোমার দুরবস্থার অবসান হইল। যিনি তোমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসক বা সামান্য ব্যক্তি নহেন ; জর্মনির সম্রাট্ পরম দয়ালু দ্বিতীয় জোজেফ ; তিনি, তোমার দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, এই কাগজে তোমাকে অনেক টাকা দিবার অনুমতি লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র, সেই স্ত্রীর ও তাহার পুত্রের অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। তাহারা উভয়েই, সম্রাটের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদবচনে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আনুকূল্য লাভ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক ত্বরায় রোগমুক্ত হইল, এবং সুখে ও সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

আর এক দিন, সম্রাট্ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, এক দীন বালিকা সেই পথ দিয়া, আপনার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে সম্রাট্কে চিনিত না, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সম্মুখ দিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে, সদয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে! কিজন্য তোমায় বিবর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিতেছি, বল।

এই সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালিকা দণ্ডায়মান হইল, এবং কহিতে লাগিল, মহাশয়! কিছু দিন হইল, আমি পিতৃহীন হইয়াছি; আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে, দিনপাত হওয়া কঠিন; আমার জননী অসুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পথ্য ও ঔষধের নিমিত্ত আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে আমার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছি; আমার আর বস্ত্র নাই; আজি ইহা বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ চলিবে, কালি কি উপায় হইবেক, এই ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি; বোধ হয়, পথ্য ও ঔষধের অভাবে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

এই বলিবামাত্র, সেই বালিকার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; অনন্তর, শোকসংবরণ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! যদি এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচার থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না; আমার পিতা বহু কাল সৈন্য-সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কর্ম নির্বাহ করিয়া-ছিলেন, সম্রাট্ ন্যায়বান্ হইলে, তিনি সবিশেষ পুরস্কার পাইতে পারিতেন; পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, যখন তিনি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হইলেন, তখন আর সম্রাট্ তাঁহার কোন সংবাদ লইলেন না। তিনি অর্থাভাবে, শেষ দশায়, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্রাট্ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা-প্রদানার্থে কহিলেন, তুমি সম্রাটের উপর যে দোষারোপ করিতেছ, তাহা বোধ হয় বিচারসিদ্ধ নহে; তাঁহার উপর তোমাদের যে দাওয়া আছে, হয় ত তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই; তাঁহাকে রাজশাসনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হয়; তোমার পিতার দুরবস্থার বিষয় তাঁহার গোচর হইলে, অবশ্যই তিনি

সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে, তোমায় পরামর্শ দিতেছি, সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনাপত্র প্রদান কর।

এই কথা শুনিয়া, বালিকা কহিল, মহাশয়! আপনি প্রার্থনাপত্রপ্রদানের পরামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই; আমাদের কেহ সহায় নাই; দুঃখীর পক্ষে অনুকূল কথা বলে, এমন লোক দেখিতে পাই না; যদি আমাদের সম্পত্তি থাকিত, অনেকে আমাদের আত্মীয় হইত ও সহায়তা করিত; আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচর হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তখন সম্রাট্ কহিলেন, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না; সম্রাটের নিকট আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তোমাদের সহায়তা করিব; আর বোধ করি, যাহাতে তোমাদের পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, আমি তাহা করিতে পারিব।

ইহা কহিয়া, তিনি সেই বালিকার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্বক কহিলেন, তোমার বস্ত্রবিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই, গৃহে গমন কর; তুমি দুই দিবস পরে, রাজবাটীতে গিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বিষয়ে চেষ্টা দেখিব, এবং কত দূর করিতে পারি, তাহা তোমাকে জানাইব; তুমি ঐ দিন অবশ্য আমার নিকটে যাইবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না। এই বলিয়া, তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, এবং তাহাকে আশ্বাসিত হইতে কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালিকা, তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল, এবং আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল; পরে, তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গৃহপ্রতিগমনপূর্বক, আপন জননীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল।

সম্রাট্, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই, উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা কহিয়াছিল, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। বালিকা ও তাহার জননী যে অকারণে এত দিন কষ্টভোগ করিতেছে, এবং তাহার পিতাও যে শেষ দশায় ক্লেশভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এজন্য তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের উভয়কে রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই বালিকার পিতা যত বেতন পাইতেন, তৎসমান পেন্সন্ প্রদানের আদেশ দিয়া, তিনি তাহাদিগকে বিনীতভাবে কহিলেন, যথাকালে পেন্সন্ না পাওয়াতে, তোমাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি; তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইচ্ছাপূর্বক তোমাদিগকে ক্লেশ দি নাই। যদি, তোমাদের পরিচিতের মধ্যে, কাহার পক্ষে কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে, এই প্রার্থনা করিতেছি তোমরা তাহাদিগকে আমায় জানাইতে কহিবে।

এই বলিয়া, সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং তদবধি এই নিয়ম করিলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে অমুক দিন প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং যাঁহার যে প্রার্থনা বা অভিযোগ থাকে, তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন।

'আখ্যানমঞ্জরী' যখন প্রথম লিখিত হয়, তখন দুই ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক" মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব সরল ভাষায় আরও কতকগুলি আখ্যান রচনা করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ' স্বরূপ প্রচার করেন; পূর্বে প্রকাশিত প্রথম ভাগটি দ্বিতীয় ভাগ রূপে এবং দ্বিতীয় ভাগটি তৃতীয় ভাগ রূপে গণ্য হয়। আমরা প্রথম দুই ভাগ পরবর্তী সংস্করণ হইতে এবং তৃতীয় ভাগ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত সংস্করণ হইতে মুদ্রিত করিলাম। এইটি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ।—বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৮২।

# পরিশিষ্ট

# ১। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

## নির্বাচিত মূলপত্র : বাঙলা সারমর্ম

### (১) 'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertion of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.

6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose ?

7. The students of the Sanscrit College should be thoroughly instructed in Grammar and Literature – the latter including poems, dramas and prose works.

8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three capital works, such as Kavya Prakasha . . . and two or three chapters of Sahitya Darpana.

9. The study of these, that is Grammar, Literature and Rhetoric will enable the student to acquire a complete mastery of the Sanscrit Language.

10. In Law they should study the following works : The Institutes of Manu, Metakashara Sec. II Vivada. . . . Dayabhaga Duttakamimunsa and Duttakachundrika. The study of these is sufficient

to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.

11. In mathematics, Lilavati and Vijaganita are the text books. Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijaganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies, the author has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-mathematics is not only nearly useless in itself, but it interferes largely with other studies and engrosses a great deal of time and labor which might be employed in far more useful pursuits.

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be discontinued.

13. It is not to be understood from this that I undervalue a knowledge of Mathematics as an essential element of a complete education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in English, whence in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that he could obtain by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the subject.

14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems respecting Mimansa and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract contemplation of the Deity.

15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16th, December 1850.

16. 'True it is that the most part of the Hindu system of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. By the time that the students come to the Darshana or Philosophy class their acquirements in English will enable them to

study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ampler opportunity of comparing the System of Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Youngmen thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.'

17. Another advantage is, that students so prepared, wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical word, already in some degree familiar to intelligent natives.

18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these works. In Nyaya, Aphorisms of Gotama and Kussumanjali ; in Vaisheshika, Aphorisms of Kanada ; in Sankhya, Aphorisms of Kapila and Tutta Koumudi ; in Patanjala, Aphorisms of Patanjala ; in Vedanta, the Vedantasara and the I & II Books of the Aphorisms of Vyasa; in Mimansa, Aphorism of Jaimini. In addition to this the students should read the Sarbadarshana Sangraha being review of all the Systems of Philophy presented in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without much loss of time.

19. The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two thirds of the time to the Sanscrit and one third to the English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of Education.

20. At present the following are the subjects for the Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College ; Literature, Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, Essays. These

should be modified. Literature and Rhetoric should form one subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with and in their stead three branches in English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Sholarship Examination in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy, Logic and Political Economy should form also subjects of the same examination being in turn selected every succeeding year.

21. The English Department consisting of two teachers is quite inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreover the present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teachers which the necessities of the Sanscrit College absolutely requires. They would do well if transferred to other Institutions where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.

22. This Department should therefore be remodelled and made to consist of four efficient teachers with salaries of Rupees 100, 90, 60, and 50 respectively. With these remunerations the services of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per mensem for the English Department.

23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month, the remaining 50 Rupees should be supplied from the funds appropriated to the Institution which are Rupees 24,000 per annum and out of which only 19,000 and some odd hundreds are at present expended.

24. But if the state of the Education funds would not at present in anyway admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present two writers who copy manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 16 Rs. per mensem. The manuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unintelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College can copy in one month little more than 5 or 6 Rupees work while

they draw 32 Rupees per mensem. Their services therefore should be dispensed with and the 32 Rupees will be saved. There is a Junior Scholarship of 8 Rupees per month alloted to the English Department. If History and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there will be no use of allotting a separate scholarship for the English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be required to be paid from the appropriated funds.

25. When I joined the nstitution at the end of 1850 the views which I entertained respecting the course of studies to be adopted in the Sanskrit College I submitted to the Council of Education in report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

26. It appears to me that unless the Sanskrit College be remodelled according to the principles now stated, there exists no prospect of material improvement or of fully carrying out the objects of the Institution.

Sd/- Eshwar Chunder Sarma.
12th April, 1852.

## সারাংশ ( শ্রীবিনয় ঘোষ অনূদিত )

১। বাঙলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া

যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাঙলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে ?

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ'...ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু-একটি অধ্যায়।

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত্ দৃঢ় হবে।

১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে : মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা—দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত-বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২। সেইজন্য সংস্কৃতে গণিত শিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে,—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, [illegible] ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসব-পার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬। "এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।"

১৭। এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ( technical word ) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮। এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এই-গুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে: ন্যায়দর্শন—গোতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি ; বৈশেষিক-দর্শন—কণাদের সূত্র ; সাংখ্যদর্শন—কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী ; পতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলের সূত্র ; বেদান্তদর্শন—বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; মীমাংসাদর্শন—জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিন-ভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজীর জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজী। অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজী বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২৬। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব।

( স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
১২ই এপ্রিল, ১৮৫২

## ২। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র

From

The Principal of the Sanscrit College,

To

F. J. Mouat Esqr., M. D.,
Secry. to the Council of Educn.
Dated Fort William 7 Sepr. 1853.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 1494 dated 29th Ultimo enclosing Report on this Institution from Dr. Ballantyne, Principal of the Government College, Benares and requesting me to report upon the same.—

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this Institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.—

3. With regard to the adoption of class Books recommended by Dr. Ballantyne I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his Abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanscrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices, so we need not to be deterred from the adoption of this great work; on that consideration Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, "as introductory to the perusal of that work". But the great author himself, in his preface, strongly recommends Arch-Bishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I therefore leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class Books three text books of each of the three systems of Philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya, printed

with the English Versions and notes. Of these the "Vedantasara", text book on Vedanta, is already a class book here and its version in English might be read with advantage. The two other text books recommended by him, the "Tarkasangraha", the text book on Nyaya, and the "Sattwasamasa", that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our Curriculum. With regard to Bishop Berkeley's Inquiry I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. For certain réasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That the Vedanta (*sic !*) the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of Philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusual of that book, the Hindu Students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two system may increase instead of being diminished. Under these circumstances I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book.—

4. I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit & English Courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desiderates sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is double". "This danger," says Dr. Ballantyne "is no chimerical one", "To take an example" he continues "I am acquainted with Brahmins who being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindu Theory, while at the same time they cannot grasp the identity

of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the others." I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that "truth is double" is but the effect of an imperfect perception of truth itself, the effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this Institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read Logic or any other department of Science or Philosophy both in Sanscrit and English. If they be found to assert, "that the European Theory of Logic is correct and also the Hindu Theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other", the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed however that there are many passages in Hindu Philosophy which can not be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

5. I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes "that the very constitution of the present Sanscrit College with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European Science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation." It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between European Science and Hindu Shastras—Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me

to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakeable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths the germs of which their Shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General, the Conquerer of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian Library, the Caliph replied, "The contents of those books are in conformity with the Koran or they are not. If they are, the Koran is sufficient without them ; if they are not, they are pernicious. Let them therefore be destroyed." The bigotry of learned of India, I am ashamed to state is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their Shastras have all emanated from Omniscient Rishis and therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and redicule.—Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a Scientific truth, the germs of which may be traced out in their Shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the superstitious regard for their own Shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India.—

6. But in Bengal the case is very different. His remarks that 'regard be had to the different circumstances of the two places" and that "the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom" are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at

all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascendancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of *our* Sanscrit College should be directed. That the students of our Sanscrit College, when they shall have finished their College course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English department be sanctioned there is every probability of their being able to attain considerable proficiency in the English language and Literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately begun to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose herein an English translation of a Bengali Essay of the past Session by a senior student of this Institution

who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.—

7th. In conclusion I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

8th. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied your communication is returned herewith.—

[Signed] Eshwar Chunder Sharma
Principal Sanscrit College.

( বাঙলা সারাংশের জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য )

## ৩। শিক্ষা পরিষদের অনুজ্ঞা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র

My dear Sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanscrit College I feel compelled to inform you that those orders if carried out in their integrity will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the Council that will not only make my position in the College somewhat unpleasant but will tend I am convinced to impair the usefulness of the Institution itself.—

In the hurry and bustle of closing the College and of preparing to go home, I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the more important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have occured to me.

For the present at least I am unwilingly (*sic*) to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot

approve of or in being obliged to communicate to a fellow Principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes, conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue.—

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the asertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanscrit scholar being a follower of "double truth" cannot be avoided. I will not pretend to question the Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanscrit being persuaded that "truth is double".

Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled if supported and encouraged by the Council to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been posible to accomplish through the instrumentality of the Educated clever of any of your Colleges whether English or oriental. To enable me to carry out this great, this darling object of my wishes I *must* ( excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered, so far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises such for instance as the excellent Edition of the Novum Organan in English. I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgement as to their utility and value or to their adaptation to the pecuilar wants of the Institution over which I have the honour to preside, my occupation is gone—such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the Council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakend if not destroyed.

I hope these hints somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the Council so as to induce them to modify their Resolution of the 14th Ultimo so far as not to make the course of study in the Sanscrit College a compulsory one.—

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays.—

I remain,
My dear Sir
Yours Very truely
Sd/- Eswar Chunder Surma
the 5th Octr., 1853.

F. J. Mouat Esq., M. Dn.

# বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

| | |
|---|---|
| ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর | বীরসিংহে জন্ম ( ১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার )। |
| ১৮২৯, ১ জুন | কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। |
| ১৮৩৪ | দিনময়ী দেবীকে বিবাহ। |
| ১৮৪১, ৪ ডিসেম্বর | কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের প্রশংসাপত্র লাভ। |
| ২৯ ডিসেম্বর | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত। |
| ১৮৪৬, ৬ এপ্রিল | সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি। |
| ১৮৪৭ | সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা। |
| এপ্রিল | প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ। |
| ১৬ জুলাই | সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ থেকে বিদায় গ্রহণ। |
| ১৮৪৯, ১ মার্চ | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ। |
| ১৮৫০, অগস্ট | সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ। |
| ৫ ডিসেম্বর | সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। |
| ডিসেম্বর | বীটন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক। |
| ১৮৫১, ৫ জানুয়ারি | সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারি। |
| ২২ জানুয়ারি | সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। ( এই সময় থেকে কলেজের সেক্রেটারির পদ লুপ্ত হয়। ) |
| ৯ জুলাই | ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান। |
| ২৬ জুলাই | অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে কেবল রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখবার রীতি প্রচলন। |
| ডিসেম্বর | যে-কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান। |
| ১৮৫২, ২৮ অগস্ট | সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা দক্ষিণা দেবার রীতি প্রচলন। |
| ১৮৫৩ | বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। |
| ১৮৫৪, জানুয়ারি | বোর্ড-অব-একজামিনার্সে'র সদস্য। |
| জুন | সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১ টাকা বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন। |

| | |
|---|---|
| ১৮৫৫, ১ মে | অধ্যক্ষ পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাঙলা স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ। বেতন-বৃদ্ধি—মাসিক ২০০ টাকা। |
| ১৭ জুলাই | নর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক-রূপে গ্রহণ। |
| অগস্ট-সেপ্টেম্বর | নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। |
| অগস্ট-অক্টোবর | বর্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। |
| অগস্ট-সেপ্টেম্বর-নবেম্বর | হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা। |
| অক্টোবর-ডিসেম্বর | মেদিনীপুরে চারটি মডেল স্কুল স্থাপন। |
| ৪ অক্টোবর | বিধবাবিবাহ-বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র। |
| ২৭ ডিসেম্বর | বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র। |
| ১৮৫৬, ১৪ জানুয়ারি | মেদিনীপুরে আর-একটি মডেল স্কুল স্থাপন। |
| ১৬ জুলাই | বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়। |
| ৭ ডিসেম্বর | প্রথম বিধবা-বিবাহ। বর—প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; কন্যা—পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা-কন্যা কালীমতী। |
| ১৮৫৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর | হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। |
| ১৮৫৮, জানুয়ারি-মে | হুগলী জেলায় আরও তেরটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক। |
| ৩ নবেম্বর | সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ। |
| ১৫ নবেম্বর | 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ। |
| ১৮৫৯, ১ এপ্রিল | কাঁদি ( মুর্শিদাবাদ ) ইংরেজী-বাঙলা স্কুল প্রতিষ্ঠা। |
| মে | তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায় সম্পাদকের পদ ত্যাগ। |
| ১৮৬১, এপ্রিল | কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি। |
| ডিসেম্বর | 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালন-ভার গ্রহণ। |
| ১৮৬৩, নবেম্বর | ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউশনের পরিদর্শক। |
| ১৮৬৪ | 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্তে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন নামকরণ। |
| ১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি | বহুবিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র। |
| ১৮৭০, জানুয়ারি | ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রা দান। |

| | |
|---|---|
| ১১ অগস্ট | ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বৎসর বয়স্কা বিধবা-কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ দান। |
| ১৮৭১, ১২ এপ্রিল | কাশীতে মাতার মৃত্যু। |
| ১৮৭২, ১৫ জুন | হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রস্টি। |
| ১৮৭৩, জানুয়ারি | মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন। |
| নবেম্বর (?) | মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর শাখা। |
| ১৮৭৫, ৩১ মে | সম্পত্তির উইলকরণ। |
| ১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি | হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রস্টি-পদ ত্যাগ। |
| ১২ এপ্রিল | পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ। |
| | কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নির্মাণ। |
| ১৮৭৭, এপ্রিল | গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা—ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০ টাকা। |
| ১৮৮০, ১ জানুয়ারি | সি. আই. ই. উপাধি লাভ। |
| ১৮৮৩ | পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত। |
| ১৮৮৫ | মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বহুবাজার-শাখা স্থাপন। |
| ১৮৮৭, জানুয়ারি | শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনির্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ। |
| | মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার-শাখা। |
| ১৮৮৮, ১৩ অগস্ট | পত্নী দিনময়ীর মৃত্যু। |
| ১৮৯০, ১৪ এপ্রিল | বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন। |
| ১৮৯১, ২৯ জুলাই | কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি প্রায় ২॥০টা) |

## বিদ্যাসাগরের রচনাপঞ্জী

( গ্রন্থগুলির তথ্য সম্পর্কে 'ঈশ্বরচন্দ্র-লিখিত' বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য )

### (১) রচিত ও সংকলিত

১৮৪৭। সংবৎ ১৯০৩ — **বেতালপঞ্চবিংশতি**
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত হিন্দী পুস্তক "বৈতালপচ্চীসী" গ্রন্থের অনুবাদ।

১৮৪৮। সংবৎ ১৯০৪ — **বাঙ্গালার ইতিহাস**—দ্বিতীয় ভাগ
মার্শম্যান রচিত ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ থেকে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের অধিকার পর্যন্ত।

১৮৪৯। শকাব্দ ১৭৭১ — **জীবনচরিত**
চেম্বর্স-সংগৃহীত ইংরেজী পুস্তক অনুসারে রচিত।

১৮৫১। সংবৎ ১৯০৭ — **বোধোদয়** ( শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ )
Rudiments of Knowledge—Chambers-এর ইংরেজী পুস্তক থেকে সংকলিত।

১৮৫১। সংবৎ ১৯০৮ — **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা**

**ঋজুপাঠ** ১ম ভাগ
পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান ও মহাভারতের কিছু অংশের গল্প। নাগরী হরফে ছাপা। বাঙলা ভূমিকা।

**ঋজুপাঠ** ৩য় ভাগ
হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত।

১৮৫২। সংবৎ ১৯০৮ — **ঋজুপাঠ** ২য় ভাগ
রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অংশ-বিশেষ সংকলিত।

১৮৫৩। সংবৎ ১৯১০ — **সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব**
১৮৫১ ইং-তে এই প্রস্তাব কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে প্রথম পঠিত হয়। সংবৎ ১৯১৩, ১৪ই চৈত্র এই প্রস্তাব সর্বসাধারণের জন্য পুনর্মুদ্রিত হয়।

**ব্যাকরণ কৌমুদী**, ১ম ভাগ

**ব্যাকরণ কৌমুদী**, ২য় ভাগ

১৮৫৪। — **ব্যাকরণ কৌমুদী**, ৩য় ভাগ

**ব্যাকরণ কৌমুদী**, ৪র্থ ভাগ ( ১৮২৪, সংবৎ ১৯১৮ )

| | |
|---|---|
| ১৮৫৪। সংবৎ ১৯১১ | **শকুন্তলা**<br>মহাকবি কালিদাসপ্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের উপাখ্যানভাগ। |
| ১৮৫৫। সংবৎ ১৯১১ | **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।**<br>বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। |
| ১৮৫৫। সংবৎ ১৯১২ | **বর্ণপরিচয়** ১ম ভাগ<br>**বর্ণপরিচয়** ২য় ভাগ<br>**বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।**<br>বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীদের প্রতি উত্তর।<br>১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ পুস্তক দুখানি Marriage of Hindu Widows নামে ইংরেজীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। |
| ১৮৫৬। সংবৎ ১৯১২ | **কথামালা**<br>Aesops Fables পুস্তকের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের অনুবাদ। |
| ১৮৫৬। সংবৎ ১৯১৩ | **চরিতাবলী**<br>ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি কতকগুলি মহানুভাবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। |
| ১৮৬০। সংবৎ ১৯১৬ | **মহাভারত** ( উপক্রমণিকাভাগ ) |
| ১৮৬০। সংবৎ ১৯১৭ | **সীতার বনবাস**<br>ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সংকলিত। |
| ১৮৬৩। সংবৎ ১৯২০ | **আখ্যানমঞ্জরী**<br>কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সংকলিত। ( 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য )। |
| ১৮৬৪। | **শব্দমঞ্জরী**<br>বাঙলা অভিধান। 'অ' থেকে 'নির্বৃত্তি' পর্যন্ত। |
| ১৮৬৯। সংবৎ ১৯২৬ | **ভ্রান্তিবিলাস**<br>শেক্সপীয়রের Comedy of Errors অবলম্বনে রচিত। |
| ১৮৭১। সংবৎ ১৯২৮ | **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার**<br>বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। |

১৮৭৩। সংবৎ ১৯২৯ **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না**
**এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক**
বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মতখণ্ডন

১৮৭৩। শকাব্দ ১৭৯৫ **বামনাখ্যানম্**
মধুসূদন তর্কপঞ্চানন রচিত ১১৭টি শ্লোকের বিদ্যাসাগর-কৃত বাঙলা অনুবাদ।

১৮৮৮। সন ১২৯৫ **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস**
মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষা ১ম—৩য় ভাগের অধিকার সম্পর্কিত অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য রচিত।

১৮৮৯। সন ১২৯৬ **সংস্কৃত রচনা**
বাল্যকালে রচিত কতকগুলি সংস্কৃত রচনা।

১৮৯০। সন ১২৯৭ **শ্লোকমঞ্জরী**
কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।

১৮৯১। সংবৎ ১৯৪৮ **বিদ্যাসাগর চরিত**
বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন পিতার মৃত্যুর পর এই আত্মজীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি বিবৃত আছে।

১৮৯২। সন ১২৯৯ **ভূগোলখগোলবর্ণনম্**
পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ান জন মিয়রের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ, সূর্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মত অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল লেখেন। ৪০৮টি শ্লোক আছে।

১৯০৯। সন ১৩১৫ **রামের রাজ্যাভিষেক**
রামের রাজ্যাভিষেক একটি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ রচনা। ১৮৬৯ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু সমাপ্ত করেন নি।

## (২) সম্পাদিত

১৮৫২। **বৈতালপচ্চীসী (হিন্দী)**
ইংরাজী ভূমিকা সহ হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি।

১৮৫৩-৫৮। **সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ**
এই গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ভূমিকাটি ইংরাজীতে লিখিত।

১৮৫৩। সংবৎ ১৯১০ **রঘুবংশম্** ( 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য )

১৮৫৭। **শিশুপালবধ**

১৮৬১। **কুমারসম্ভব**
মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। বাঙলা ভূমিকা।

১৮৬২। সংবৎ ১৯১৯ **কাদম্বরী**
আখ্যানপত্রে বিদ্যাসাগরের নাম নেই।
**বাল্মীকিরামায়ণ—সটীক**
বিদ্যাসাগরের উইলে এই পুস্তকের উল্লেখ আছে।

১৮৬৯। সংবৎ ১৯২৫ **মেঘদূতম্**
মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। বাঙলা ভূমিকা।

১৮৭০। সংবৎ ১৯২৭ **উত্তরচরিতম্**

১৮৭১। সংবৎ ১৯২৮ **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**

১৮৮৩। সংবৎ ১৯৩৯ **হর্ষচরিতম্**

১৮৮৭। শকাব্দ ১৭৬৯ **অন্নদামঙ্গল**, ১ম ও ২য় খণ্ড
কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক অবলম্বনে পরিশোধিত।

১৮৮৮। **পদ্যসংগ্রহ**
কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণ থেকে সংকলিত।

১৮৯০। **পদ্যসংগ্রহ**, ২য় ভাগ
মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত।
Selections from the Writings of Goldsmith
Selections from English Literature
Poetical Selections.

## (৩) বেনামী রচনা

১৮৭৩। সন ১২৮০ **অতি অল্প হইল**
কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।
বহুবিবাহের সপক্ষে তারানাথ তর্কবাচস্পতি যা লেখেন তার প্রত্যুত্তর।
**আবার অতি অল্প হইল**
কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

১৮৮৪। সন ১২৯১ **ব্রজবিলাস**—যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য। কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

১৮৮৪। সন ১২৯১ 	**বিধবাবিবাহ ও যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা**
কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ।
১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হয়েছে বিনয় পত্রিকা।

১৮৮৬। সন ১২৯৩ 	**রত্নপরীক্ষা** অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এই তিন পণ্ডিত-রত্নের প্রকৃত পরিচয়প্রদান। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত। বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনকারীদের সমালোচনা।

## (৪) বিদ্যাসাগর-রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ

১৮৫০। শকাব্দ ১৭৭২, ভাদ্র। **বাল্যবিবাহের দোষ**
"সর্বশুভকরী" ১ম সংখ্যা।

১৮৫১। সংবৎ ১৯০৮ 	**নীতিবোধ** ('বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য)

১৮৯২। ১২৯৯ সাল, বৈশাখ **প্রভাবতীসম্ভাষণ**
"সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

**সখা**—ছোটদের পত্রিকা। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে **"মাতৃভক্তি"** (জর্জ ওয়াশিংটনের কথা) ও ১৮৯৪ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে **"ছাগলের বুদ্ধি"** প্রকাশিত হয়।

**শব্দ-সংগ্রহ**। বাঙলা প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ১৩০৮ সন, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭৪-১৩০, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

# সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

## ( উনিশ শতকের বাঙলা )

১৭৭৪ ( মতান্তরে ১৭৭২ ) খ্রীষ্টাব্দ : রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) জন্ম।

১৭৮১ কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা।

১৭৮৪ স্যর উইলিয়ম জোন্সের নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।

১৮০০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে উইলিয়ম কেরির ( ১৭৬১-১৮৪৩ ) ইংরেজ ছাত্রদের বাঙলা শিক্ষার ভার গ্রহণ, ও বাঙলা গদ্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ।

১৮০১ রামরাম বসু-কৃত প্রথম বাঙলা গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশ।

কেরি-রচিত 'কথোপকথন' ( কথিত বাঙলার রূপ ) প্রকাশ।

১৮০২ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-কৃত 'বত্রিশ সিংহাসনে'র প্রকাশ।

১৮১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম।

১৮১৪ রামমোহন রায়ের স্থায়িভাবে কলিকাতায় বাস।

১৮১৫ রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' স্থাপন।

রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ( অনুবাদ ও ভাষ্য সহ ) প্রকাশ।

১৮১৭ ২০শে জানুয়ারি, কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠা।

৪ঠা জুলাই, কলিকাতা বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।

১৮১৮ ২০শে মে, শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন থেকে প্রথম ও প্রসিদ্ধ বাঙলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে'র ( সাপ্তাহিক ) প্রকাশ।

১৪ই মে—৯ই জুলাই মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক কলিকাতার প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশ।

১লা সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

১৮২০ ১৫ই জুলাই, বর্ধমানের চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২১ ৪ঠা ডিসেম্বর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদকৌমুদী' প্রকাশ।

১৮২২ ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার শুঁড়ায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম।

হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রামমোহন রায়ের 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' স্থাপন।

| | |
|---|---|
| ১৮২৪ | ১লা জানুয়ারি, বহুবাজারে ভাড়াবাড়িতে 'সংস্কৃত কলেজে'র পাঠারম্ভ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি গোলদীঘিতে ঐ কলেজের ভিত্তি স্থাপন। (১৮২৬ ১লা মে, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ গোলদীঘির গৃহে স্থানান্তরিত) |
| ১৮২৫ | ১২ই ফেব্রুয়ারি, কলিকাতায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। |
| ১৮২৭ | ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত। |
| ১৮২৭-২৮ | ডিরোজিও-র উৎসাহে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন। |
| ১৮২৮ | ২০শে অগস্ট, রামমোহনের 'ব্রহ্ম উপাসনাসভা' ও 'ব্রহ্মমন্দির' স্থাপন। |
| ১৮২৯ | ৪ঠা ডিসেম্বর, (দীর্ঘকালীন বিতর্কের শেষে) উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বে-আইনী ঘোষণা। |
| | ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ (পাঠশেষ, ৪. ১২. ৪১) |
| ১৮৩০ | ১৭ই জানুয়ারি, রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপন। |
| | ২৭শে মে, পাদ্রি আলেকজেণ্ডার ডফ-এর কলিকাতা আগমন; রামমোহনের সহায়তায় স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৩ই জুলাই)। |
| | ২৯শে নবেম্বর, রামমোহনের বিলাত যাত্রা। |
| ১৮৩১ | ২৮শে জানুয়ারি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯, ২৩।১) কর্তৃক 'সম্বাদপ্রভাকর' প্রকাশ (দৈনিকে উন্নীত ১৮৩৯)। |
| | ২৫শে এপ্রিল, হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায়, ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ (মৃত্যু ২৩শে ডিসেম্বর) |
| | ১৮ই জুন, ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রকাশ |
| ১৮৩১-৩২ | তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ধ্বংস। |
| ১৮৩৩ | ২৭শে সেপ্টেম্বর, ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু। |
| ১৮৩৪ | কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের (গদাধর চট্টোপাধ্যায়) জন্ম। |
| ১৮৩৫ | জুন মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৩৬ | জানুয়ারি মাসে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের নেতৃত্বে দেশীয় ছাত্রদের চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ। |
| ১৮৩৮ | ১৬ই মে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠা। |
| | ২৬শে জুন, নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) জন্ম। |
| | ১৯শে নভেম্বর, কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম। |
| | আইন-আদালতে ফার্সির স্থলে বাঙলার প্রবর্তন। |
| ১৮৩৯ | ৬ই অক্টোবর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। |

| | |
|---|---|
| ১৮৪১ | ২৯শে ডিসেম্বর, পাঠশেষে বিদ্যাসাগরের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান। |
| ১৮৪৩ | ৯ই ফেব্রুয়ারি, মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা, ও মাইকেল নাম গ্রহণ। |
| | ২০শে এপ্রিল, জর্জ টম্সন্ ও ইয়ং বেঙ্গলের সহায়তায় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। |
| | ১৬ই অগস্ট, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ। |
| | ২১শে ডিসেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। |
| ১৮৪৬ | ৬ই ডিসেম্বর, লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু ( জন্ম খ্রীঃ ১৭৯৪ )। |
| ১৮৪৭ | ৩১শে জানুয়ারি, শিবনাথ শাস্ত্রীর চাংড়িপোতায় জন্ম। |
| ১৮৪৮ | মীর মশার্‌রফ্ হোসেনের জন্ম ( জীবনকাল ১৮৪৮-১৯১১ )। |
| ১৮৪৯ | ৭ই মে, বীটন ( বেথুন ) স্কুল স্থাপিত। |
| | ১৮ই ডিসেম্বর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। |
| ১৮৫১ | ২২শে জানুয়ারি, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ। |
| | ৯ই জুলাই, সংস্কৃত কলেজে উচ্চবর্ণাতিরিক্ত অন্যান্য হিন্দু সাধারণের শিক্ষার সুযোগ দান। |
| | ৩১শে অক্টোবর, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা। |
| | ডিসেম্বর, 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৫৪ | 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ ( প্রথম অভিনয়—মার্চ ১৮৫৭) উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচ। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রকাশ ( বন্ধ ১৯০০ )। |
| ১৮৫৫ | ৪ঠা অক্টোবর, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্য সরকারের নিকট বিদ্যাসাগরের আবেদন। |
| | ২৭শে ডিসেম্বর, বহুবিবাহ নিষেধ করার জন্য আবেদন। |
| ১৮৫৬ | ১৬ই জুলাই, বিধবাবিবাহ আইন পাশ। |
| | ৭ই ডিসেম্বর, কলিকাতায় প্রথম আইনানুযায়ী বিধবাবিবাহ। |
| ১৮৫৭ | সিপাহী যুদ্ধ ( সূচনা—মার্চ )। |
| | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৫৮ | ৩রা নবেম্বর, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ। |
| | টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রকাশ। |
| | দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রকাশ। |
| | ৭ই নভেম্বর, শ্রীহট্টে পৈলগ্রামে বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম। |
| ১৮৫৯ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু। |

| | |
|---|---|
| ১৮৫৯-৬০ | নীল বিদ্রোহের কাল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র প্রকাশ। মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' রচনা ও বাঙলা সাহিত্যে উদয়। |
| ১৮৬০ | মে, মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশ। |
| ১৮৬০-৬৬ | কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতে'র প্রকাশ। |
| ১৮৬১ | 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকাশ।<br>'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ মুখুজ্জের মৃত্যু ( ১৪. ৬. ৬১ )<br>কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ।<br>৮ই মে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। |
| ১৮৬৩ | ১২ই জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত ) জন্ম ( মৃত্যু ১৯০২ )।<br>সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। |
| ১৮৬৫ | বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ। |
| ১৮৬৬ | ১১ই নবেম্বর, কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন। |
| ১৮৬৭ | এপ্রিল ( বৈশাখ ) 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন। |
| ১৮৬৮ | ২০শে ফেব্রুয়ারি, শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় ( যশোহর থেকে ) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রকাশারম্ভ। |
| ১৮৬৯-১৮৭০ | জানুয়ারি, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন্ ফর্ দি কাল্টিভেশন্ অব্ সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা ( বহুবাজার )। |
| ১৮৭২ | এপ্রিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশারম্ভ।<br>নবেম্বর, 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'-এর সূচনা।<br>অসবর্ণ বিবাহের আইন পাশ ( অ্যাক্ট্ ৩ )। |
| ১৮৭৩ | বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রথম দেশীয় স্থাপিত কলেজ।<br>'মেট্রোপলিটান কলেজ' ( বিদ্যাসাগর কলেজ ) প্রতিষ্ঠিত।<br>কবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যু। |
| ১৮৭৫ | ১৫ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ। |
| ১৮৭৬ | ২৬শে জুলাই, ভারতসভা ( ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ) প্রতিষ্ঠা।<br>১৫ই সেপ্টেম্বর, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। |
| ১৮৭৭ | বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'হামচু পামু হাফ্' প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৭৮ | ১৫ই মে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮১ | নবেম্বর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ। |
| ১৮৮২ | বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র প্রকাশ।<br>কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ( মৃত্যু ১৯২২ )। |
| ১৮৮৫-৯০ | মীর মশার্‌রফ্ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'র প্রকাশকাল। |
| ১৮৯০ | রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র প্রকাশ। |

| | |
|---|---|
| ১৮৯১ | ২৯শে জুলাই, বিদ্যাসাগরের মৃত্যু। |
| | নবেম্বর, 'সাধনা'র প্রকাশ ( সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর )। |
| ১৮৯৪ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু। |
| | ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু। |
| ১৮৯৯ | ২৪শে মে, ( ১১. ২. ১৩০৬ বাং) কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম। |
| ১৯০০ | বুয়র যুদ্ধ। |

## প্রধান প্রধান সহায়ক গ্রন্থ


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য
ইন্দ্রমিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি
প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত—বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( সাহিত্যসাধক চরিতমালা )
—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ( মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকাসহ )
বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ( ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড )
বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ ( কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা )
বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর
যোগেশচন্দ্র বাগল—বিদ্যাসাগর পরিচয়
রজনীকান্ত গুপ্ত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ-সংকলন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিদ্যাসাগর-চরিত
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—চরিতকথা ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর )
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
—আত্মচরিত
সুবলচন্দ্র মিত্র—Pandit Isvar Chandra Vidyasagar ( Story of his Life and Works ) with an Introduction by R. C. Dutt.
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—হরপ্রসাদ রচনাবলী ( ১ম সম্ভার )
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী
মণ্ডল বুক হাউস—বিদ্যাসাগর রচনাবলী